

আল-আদাবুল মুফরাদ

আল-আদাবুল মুফরাদ

(হাদীস সংকলন)

মূল
ইমাম বুখারী (র)

অনুবাদ
আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

আল-আদাবুল মুফরাদ

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري
رحمة الله

আল-আদাবুল মুফরাদ

সংকলক

ইমাম বুখারী (র)

অনুবাদক

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মুসা

বি. কম. (অনার্স); এম. কম; এম. এম.

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন □ বাংলাবাজার □ মগবাজার

আল-আদাবুল মুফরাদ

(মানুষের আচার-ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ)

ইমাম বুখারী (র)-এর একটি অনন্য হাদীস সংকলন।

অনুবাদ : আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মুসা

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

প্রোগ্রাইটর

আহসান পাবলিকেশন

বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফোন : ৭১২৫৬৬০, ০১৭১৫১০৬৫৫০

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর-২০০১

তৃতীয় প্রকাশ

মে-২০১৪

রজব-১৪৩৫

জ্যৈষ্ঠ-১৪২১

মুদ্রণ

র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ

২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

বিনিময় : চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

الادب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري

رحمه الله تعالى مترجم محمد موسى (باللغة البنغالية)

AL-Adabul Mufrad (Personal Manners & Etiquettes) Imam Bukhari (R)
Translated into Bengali By Moulana Muhammad Musa Published by
Muhammad Golam Kibria Proprietor Ahsan Publication 38/1
Banglabazar, Dhaka-1100, First Edition November-2001, Third
Edition May-2014, **Price : Taka 450.00 only.**

AP-73

অভিযত

আমার স্নেহভাজন গবেষক আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুসা ইমাম বুখারী (র)-এর অনবদ্য হাদীস সংকলন “আল-আদাবুল মুফরাদ”-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। তিনি গ্রন্থখানির আয় বাউফল কল্যাণ ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে বাউফল কল্যাণ ট্রাস্ট মসজিদ নির্মাণের জন্য ওয়াক্ফ করায় আমি আরো অধিক আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ তাআলা তার এই উদ্যোগ কবুল করুন। বিশেষত আল্লাহর সম্পদশালী ধর্মভীরু বান্দাগণ গ্রন্থখানি ক্রয়ের মাধ্যমে ও অন্যবিধ সাহায্য-সহযোগিতার দ্বারা এই মসজিদ নির্মাণে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করি। আমি দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তার এই খেদমত কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

মাওলানা উবায়দুল হক

খতীব, বায়তুল মোকাররম

তারিখ : ২৫ রমযান, ১৪২২ হিজরী

জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।

শব্দসংক্ষেপ

অনু.	=	অনুবাদক/অনুদীত
(আ)	=	আলাইহিস সালাম
আ	=	মুসনাদে আহমাদ
আক	=	ইবনে আসাকির-এর তারীখ
আন	=	মুসনাদ আবু আওয়ানা
ই	=	সুনান ইবনে মাজা
ইলা	=	মুসনাদ আবু ইয়লা
খ.	=	খণ্ড
খু	=	ইবনে খুযায়মার আল-মুসনাদ
খ্.	=	খৃষ্টাব্দ
জ.	=	জন্মসাল
তহা	=	ইমাম তাহাবী (র)-এর শারহু মাআনিল আছার বা মুশকিলুল আছার।
তা	=	ইমাম তাবারানী (র)-এর আল-মুজামুল কবীর, আওসাত ও সগীর।
তাব	=	ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (র)-এর তাফসীর।
তি	=	জামে আত-তিরমিযী
তিশা	=	শামাইলে তিরমিযী
দা	=	সুনান আবু দাউদ
দার	=	সুনান আদ-দারিমী
দুর	=	ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীর তাফসীর আদ-দুররুল মানছুর।
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
নব	=	ইমাম নববী (র)-এর আত-তিব্বান ইত্যাদি গ্রন্থ।
না	=	সুনান আন-নাসাঈ (আল-মুজতাবা) ও আমালুল ইয়াওম ওয়াল-লাইল।
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
বু	=	সহীহ আল-বুখারী
মা	=	মুওয়াত্তা ইমাম মালেক
মু	=	সহীহ মুসলিম
মু.	=	মৃত্যু সাল
(র)	=	রাহিমাহুল্লাহ
(রা)	=	রাদিয়াল্লাহু আনহু
রায	=	মুসনাদ আবদুর রাযযাক
শা	=	আল-মুসান্নাফ ইবনে আবু শায়বা (র)
শুআব	=	ইমাম বায়হাকীর শুআবুল ঈমান
(স)	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সম্পা	=	সম্পাদিত
সা	=	তবাকাত ইবনে সাদ
সুনী	=	ইবনুস সুনী
হি	=	ইবনে হিব্বান-এর রাওদাতুল উকাল
হি.	=	হিজরী সাল
জযম	=	•

তাশদীদযুক্ত যের = ¢

নিবেদন

আব্বাহ তাআলার মেহেরবানীতে ইমাম বুখারী (র) সংকলিত হাদীসের দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব “আল-আদাবুল মুফরাদ”-এর বাংলা অনুবাদ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম। যে সময় কিতাবখানির অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত করলাম তখন মুসলিম বিশ্বের একটি উদীয়মান শক্তিকে দাজ্জালের প্রতিভূ পাশ্চাত্যের পথভ্রষ্ট ও জালেম খৃষ্টান শক্তি অত্যন্ত নির্মমভাবে নিঃশেষ করে দিলো। আমরা মুসলমানগণ শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করলাম। আর মুসলিম বিশ্বের শাসকশ্রেণী দাজ্জালের আজ্ঞাবহের ভূমিকাই পালন করলো।

হযরত ঈসা (আ)-এর ইনতিকালের প্রায় ছয় শত বছর পর অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবতাকে উদ্ধারের জন্য আব্বাহ তায়ালা মহানবী মুহাম্মাদ (স)-কে প্রেরণ করেন। অতঃপর আজ প্রায় চৌদ্দ শত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। গোটা বিশ্বে আজ হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী ও বিশেষত খৃষ্টান শক্তির দ্বারা মুসলমানগণ নির্বিচারে নির্যাতিত হচ্ছে, নির্দয়ভাবে তারা গণহত্যার শিকার হচ্ছে। আজ পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহ বলতে একটি শক্তিহীন অসহায় নির্যাতিত জাতিকেই বুঝায়। এই অবস্থা আর কতো কাল চলবে!

যে আরব জাতিকে আব্বাহ তায়ালা ইসলামের মূল শক্তি হিসাবে দায়িত্ব দিলেন, তারাই আজ ভ্রষ্টতার দিকে পদচারণা করছে। তারা বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে মুসলিম উম্মাহর সংহতি ও অগ্রগতির জন্য তা ব্যয় না করে, নিজেদের বিলাসিতায় ও নৈতিকতাহীন লালসা চরিতার্থ করায় ব্যয় করছে। এখানকার সাধারণ জনগোষ্ঠী আজ বিরোধী মত অসহিষ্ণু কঠোর মনোভাবাপন্ন শাসকদের শাসনাধীন। এখানকার আদালতসমূহে সামরিক স্বৈরাচার ও রাজ-পরিবারের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা চলে না। তাদের সমালোচনা করা যায় না। তাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অর্থই হচ্ছে নির্মমভাবে জীবনপাত। জনগোষ্ঠী যেন এক অসহায় নির্বাক সম্প্রদায়। এই অবস্থা আর কতো কাল চলবে!

আব্বাহ তায়ালায় নাইলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন শাদিক অর্থে এখনো সম্পূর্ণ অক্ষত। এতে না বাইরের কিছু যোগ হতে পেরেছে আর না তার কোন অংশ অবলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এর বাস্তব প্রয়োগ বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। কোন একটি মুসলিম রাষ্ট্রেও কুরআন মজীদের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ নাই। মহানবী (স) বলেন :

يَهْدِمُهُ زُلَّةُ الْعَالَمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ .

“আলেমদের পদস্থলন, আব্বাহর কিতাব নিয়ে মোনাফিকদের বিতর্ক এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করবে” (দারিমী, মুকাদ্দিমা, নং ২১৪)।

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ .

“আমি আমার উম্মাহের ব্যাপারে অধিক ভয় করি পথভ্রষ্ট শাসকদের” (দারিমী, নং ২০৯; আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহমাদ)।

মুসলিম জনগোষ্ঠী কুরআন পড়ে ঠিকই, এর প্রতি তাদের ঈমান, গভীর শ্রদ্ধাবোধ অটুট আছে ঠিকই, কিন্তু তাদের বাস্তব জীবনে এর অনুশীলন অনুপস্থিত। যে জাতিটিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোটা মানবতাকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব দিয়েছেন, আজ তারাই পথভ্রষ্ট। অন্যকে কিভাবে পথ দেখাবে। আজ তাদেরকে পথে টেনে আনবার মহাবলিষ্ঠ এক রাহবারের প্রয়োজন।

জাহিলিয়াতের যে ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা নবী রাসূলগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, আজ ঠিক তদ্রূপ, বরং তদপেক্ষা অধিক জাহিলিয়াত বিরাজমান। বিশ্বপরিস্থিতি ভাবতে বাধ্য করছে, হযরত ঈসা (আ) ও ইমাম মাহ্দীর আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত অতি নিকটবর্তী হয়তো। এটাই আমার বিশ্বাস। কারণ সর্বশেষ অক্ষত আসমানী কিতাবখানা দীর্ঘকাল ধরে একেজো থাকতে পারে না। মানবজাতির পথপ্রদর্শকরা দীর্ঘকাল পথহারা, অলস ও স্থবির হয়ে বসে থাকতে পারে না। কিতাবখানির অনুবাদ ও প্রকাশনার মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে মুসলিম উম্মাহর হেদায়াত কামনা করছি।

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে ইমাম বুখারী (র)-এর এই গ্রন্থখানি অনুবাদ করেছি। গ্রন্থখানির আয় পটুয়াখালী জেলাধীন বাউফল থানার “বাউফল কল্যাণ ট্রাস্ট”-এর উদ্যোগে একটি জামে মসজিদ নির্মাণের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই উদ্যোগ কবুল করুন। পাঠকদের কাছে আমার বিনীত আবেদন, আপনারা মহানবী (স)-এর অমর বাণী সম্বলিত এই হাদীস গ্রন্থখানি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আপনাদের সাহায্য-সহায়তা কবুল করুন।

সাথে সাথে কিতাবখানির কম্পোজিটর, মুদ্রাকর, বাঁধাইকার ও পরিবেশক প্রমুখকেও আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দিবেন এই কামনা করি। স্নেহাস্পদ সুলতানা রাজিয়া (লাকী) ও কামরুন নাহার সেলিনা প্রেসকপি তৈরি করে দেয়ায় তাদের জন্যও আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আল্লাহ তায়ালা সংশ্লিষ্ট সকলের সৎকাজ কবুল করুন এবং তাদের তওবা কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ মুসা

গ্রাম : শৌলা, পো : কালাইয়া

তারিখ : ২৫ রমযান, ১৪২২ হিজরী

থানা : বাউফল, জিলা : পটুয়াখালী।

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ

পিতা-মাতার সাথে সদাচার

১. আল্লাহর বাণী : “আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি”
(২৯ঃ ৮) ৩৩
২. মায়ের সাথে সদাচার ৩৩
৩. পিতার সাথে সদাচার ৩৪
৪. পিতা-মাতা যুলুম করলেও তাদের সাথে সদাচার করতে হবে ৩৫
৫. পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা ৩৫
৬. পিতা-মাতার প্রতিদান ৩৬
৭. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি ৩৮
৮. যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন ৩৮
৯. পাপাচার ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার অনুগত থাকা ৩৯
১০. পিতা-মাতাকে পেয়েও যে ব্যক্তি বেহেশত লাভ করতে পারেনি ৪০
১১. যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদাচার করে আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন ৪০
১২. কেউ নিজ মুশরিক পিতার জন্য যেন ক্ষমা প্রার্থনা না করে ৪০
১৩. মুশরিক পিতার সাথেও সদাচার করতে হবে ৪১
১৪. কেউ যেন নিজ পিতা-মাতাকে গালি না দেয় ৪২
১৫. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি ৪৩
১৬. পিতা-মাতার কান্না ৪৩
১৭. পিতা-মাতার দোয়া ৪৪
১৮. খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া ৪৫
১৯. মৃত পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার ৪৬
২০. পিতা যাদের সাথে সদাচার করতেন তাদের সাথে সন্তানের সদাচার ৪৭
২১. তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তুমি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না,
অন্যথায় তোমার ঈমানের আলো নিভে যাবে ৪৮
২২. বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা উত্তরাধিকার সূত্রে আসে ৪৮
২৩. পিতার নাম নিও না, তার আগে বসো না এবং তার আগে আগে চলো না ৪৮
২৪. পিতাকে কি উপনামে ডাকা যায়? ৪৯

অনুচ্ছেদ

আত্মীয়তার বন্ধন

২৫. আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা বাধ্যতামূলক ৪৯
২৬. আত্মীয়তার বন্ধন ৫০
২৭. আত্মীয় সম্পর্ক অটুট রাখার ফযীলাত ৫১
২৮. আত্মীয়-সম্পর্ক বজায় রাখলে হায়াত বাড়ে ৫২
২৯. যে ব্যক্তি আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন ৫৩
৩০. ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ক্রম অনুসারে ঘনিষ্ঠতর আচরণ ৫৩
৩১. যাদের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে তাদের উপর রহমাত নাযিল হয় না ৫৪
৩২. আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারীর পাপ ৫৪
৩৩. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর পার্থিব শাস্তি ৫৫
৩৪. প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী স্বার্থপর ৫৫
৩৫. বিবেক বর্জিত আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীর ফযীলাত ৫৬
৩৬. যে ব্যক্তি ইসলাম-পূর্ব যুগে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেছে ৫৬
৩৭. মুশরিক আত্মীয়ের সাথে রক্তের বন্ধন ও পরস্পর উপহারাদি বিনিময় ৫৬
৩৮. আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষার্থে তোমাদের বংশ পরিচিতি জেনে রাখো ৫৭
৩৯. মুক্তদাস কি বলবে, আমি অমুকের সাথে সম্পৃক্ত? ৫৮
৪০. কোন গোষ্ঠীর মুক্তদাস তাদের অন্তর্ভুক্ত ৫৮

সন্তানের প্রতি মমতা

৪১. যে ব্যক্তি দুইটি বা একটি কন্যা সন্তান পোষে ৫৯
৪২. যে ব্যক্তি তিন বোনকে লালন-পালন করলো ৬০
৪৩. যে ব্যক্তি নিজের তালুকপ্রাপ্ত (বা বিধবা) কন্যার প্রতিপালন করে তার ফযীলাত ৬০
- ৪৪- যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু কামনা অপছন্দ করে ৬০
৪৫. মানুষ সন্তানের কারণে কৃপণ ও কাপুরুষ হয় ৬১
৪৬. শিশুকে কাঁধে উঠানো ৬১
৪৭. সন্তান হলো নয়ন প্রীতিকর ৬১
৪৮. যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দোয়া করো ৬৩
৪৯. মমতাময়ী মা ৬৩
৫০. শিশুদের চুমা দেয়া ৬৪
৫১. সন্তানের সাথে পিতার সদাচরণ এবং তাকে ভদ্র আচরণ শিখানো ৬৪
৫২. নিজ সন্তানের সাথে পিতার সদাচার ৬৫

অনুচ্ছেদ

৫৩. যে দয়া করে না, সে দয়া প্রাপ্ত হয় না ৬৫

৫৪. আল্লাহর রহমাত শত ভাগে বিভক্ত ৬৬

প্রতিবেশীর সাথে সদাচার

৫৫. প্রতিবেশী সম্পর্কে নসীহত ৬৬

৫৬. প্রতিবেশীর অধিকার ৬৭

৫৭. প্রতিবেশী থেকে (সদাচার) শুরু করবে ৬৭

৫৮. নিকটতর প্রতিবেশী থেকে উপহারাদি দান শুরু করবে ৬৮

৫৯. নিকটতর, অতঃপর পরবর্তী নিকটতর প্রতিবেশী ৬৮

৬০. যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর জন্য নিজের দ্বার রুদ্ধ করে দেয় ৬৯

৬১. প্রতিবেশীকে বাদ রেখে তৃপ্তি সহকারে আহার করা নিষেধ ৬৯

৬২. তরকারীতে বেশী ঝোল রাখবে এবং তা প্রতিবেশীদেরও দিবে ৬৯

৬৩. উত্তম প্রতিবেশী ৭০

৬৪. সৎ প্রতিবেশী ৭০

৬৫. নিকৃষ্ট প্রতিবেশী ৭০

৬৬. কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় ৭১

৬৭. এক প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে এমনকি বকরীর ক্ষুর উপটোকন দেওয়াকেও যেন তুচ্ছ মনে না করে ৭৩

৬৮. প্রতিবেশীর অভিযোগ ৭৩

৬৯. যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে দিতে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করলো ৭৪

৭০. ইহুদী প্রতিবেশী ৭৫

৭১. মান-মর্যাদা ৭৫

ভদ্র আচার-ব্যবহার

৭২. সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের সাথে সদাচার ৭৬

৭৩. ইয়াতীমের লালন-পালনকারীর মর্যাদা ৭৬

৭৪. নিজের ইয়াতীম পোষ্যদের লালনকারীর মর্যাদা ৭৬

৭৫. যে ব্যক্তি দরিদ্র পিতা-মাতার সম্ভান লালন-পালন করে তার মর্যাদা ৭৭

৭৬. যে ঘরে ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে সদ্যবহার করা হয় সেই ঘর সর্বোত্তম ৭৮

৭৭. ইয়াতীমের জন্য দয়র্দ্র পিতৃতুল্য হও ৭৮

৭৮. সম্ভানের কারণে যে নারী ধৈর্য ধারণ করেছে এবং পুনর্বিবাহ থেকে বিরত থেকেছে ৭৯

৭৯. ইয়াতীমদের আদব-কায়দা শিক্ষাদান ৭৯

৮০. যার সম্ভান মারা গেছে তার মর্যাদা ৮০

অনুচ্ছেদ

৮১. গর্তপাতে যার সন্তান মারা যায় ৮২
৮২. (মহানবী (স)-এর অন্তিম উপদেশ) উত্তম ব্যবহার ৮৩
৮৩. নীচ ব্যবহার ৮৪
৮৪. বেদুইনের নিকট দাস-দাসী বিক্রয় ৮৫
৮৫. খাদেমের সাথে ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার ৮৫
৮৬. ক্রীতদাস চুরির অপরাধ করলে ৮৬
৮৭. খাদেম অপরাধ করলে ৮৬
৮৮. যে ব্যক্তি ক্ষতির আশংকায় খাদেমের নিকট সীলমোহর করে মাল সোপর্দ করে ৮৭
৮৯. যে ব্যক্তি সন্দিহান হওয়া থেকে বাঁচার জন্য নিজ খাদেমের নিকট গণনা করে দেয় ৮৭
৯০. খাদেমকে শিষ্টাচার শিক্ষাদান ৮৭
৯১. আল্লাহ তার মুখমণ্ডল বিকৃত করুন- একথা বলো না ৮৮
৯২. মুখমণ্ডলে আঘাত দেয়া পরিহার করবে ৮৮
৯৩. কেউ তার গোলামকে চপেটাঘাত করলে সে যেন তাকে স্বৈচ্ছায় আযাদ করে দেয় ৮৯
৯৪. গোলামের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ ৯০
৯৫. তোমরা যা পরিধান করো দাস-দাসীদেরও তাই পরিধান করাও ৯২
৯৬. দাস-দাসীদের গালি দেয়া নিষেধ ৯৩
৯৭. লোকে নিজ দাসকে কি সাহায্য করবে? ৯৩
৯৮. দাসের উপর তার সাধ্যাতিত কাজের বোঝা চাপানো নিষেধ ৯৪
৯৯. নিজ গোলাম ও খাদেমের জন্য কোন ব্যক্তির খরচ দানরূপে গণ্য ৯৪
১০০. কেউ তার দাসের সাথে একত্রে আহার করা অপছন্দ করলে ৯৫
১০১. কোন ব্যক্তি নিজে যা খাবে তার দাসকেও তা খাওয়াবে ৯৬
১০২. কোন ব্যক্তি আহারের সময় তার খাদেমকেও কি তার সাথে বসাবে? ৯৬
১০৩. গোলাম তার মালিকের কল্যাণ কামনা করলে ৯৭
১০৪. গোলামও একজন দায়িত্বশীল ৯৮
১০৫. যে ব্যক্তি গোলাম হওয়া পছন্দ করে ৯৮
১০৬. গোলামকে “আমার দাস” বলে সম্বোধন করবে না ৯৯
১০৭. গোলাম কি বলবে, ‘আমার মনিব’? ৯৯
১০৮. পুরুষলোক তার পরিবার বা সংসারের পৃষ্ঠপোষক ১০০
১০৯. স্ত্রীলোক পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক ১০০
১১০. যার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় সে যেন তার উত্তম বিনিময় দেয় ১০১
১১১. কারো ভালো ব্যবহারের প্রতিদান দেয়া সম্ভব না হলে তার জন্য দোয়া করবে ১০২

অনুচ্ছেদ

১১২. যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় ১০২

১১৩. কোন ব্যক্তির তার ভাইকে সাহায্য করা ১০২

বদান্যতা, কৃপণতা ও চারিত্রিক দোষত্রুটি

১১৪. দুনিয়ার সৎকর্মশীলগণই আখেরাতে সৎকর্মশীল হিসেবে গণ্য হবে ১০৩

১১৫. প্রতিটি সৎকাজ দান-খয়রাততুল্য ১০৪

১১৬. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ ১০৫

১১৭. উত্তম কথা ১০৬

১১৮. সজি বাগানে গমন এবং থলে ভর্তি জিনিসপত্রসহ তা কাঁধে বহন করে বাড়ি ফেরা ১০৬

১১৯. ভূ-সম্পত্তি দেখতে যাওয়া ১০৮

১২০. মুসলমান তার ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ ১০৯

১২১. যে ধরনের খেলাধুলা, হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতা নিষিদ্ধ ১০৯

১২২. কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন ১১০

১২৩. মানুষের প্রতি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন ১১০

১২৪. মানুষের সাথে খোলা মনে মেলামেশা করা ১১১

১২৫. মুচকি হাসি ১১২

১২৬. হাসি ১১৩

১২৭. তুমি আবির্ভূত হলে সশরীরে আবির্ভূত হও এবং প্রস্থান করলেও সশরীরে প্রস্থান করো ১১৪

১২৮. পরামর্শদাতা হলো আমানতদার ১১৪

১২৯. পরামর্শ করা ১১৫

১৩০. যে ব্যক্তি তার ভাইকে ভ্রান্ত পরামর্শ দেয় তার পাপ ১১৫

১৩১. মানুষের পারস্পরিক মহব্বত ১১৫

১৩২. স্নেহ-মমতা ১১৬

১৩৩. রসিকতা ১১৬

১৩৪. শিশুর সাথে রসিকতা ১১৭

১৩৫. উত্তম স্বভাব-চরিত্র ১১৮

১৩৬. মনের ঐশ্বর্য ১১৯

১৩৭. মনের সংকীর্ণতা ১২০

১৩৮. লোকজন প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারলে উত্তম চরিত্রে ভূষিত হয় ১২১

১৩৯. কৃপণতা ১২৫

১৪০. উত্তম মাল উত্তম লোকের জন্য ১২৬

১৪১. যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নিরাপদে রাত কাটালো ১২৬

১৪২. উৎফুল্ল মন ১২৬

অনুচ্ছেদ

১৪৩. দুহুজ্ঞনকে সাহায্য করা অপরিহার্য ১২৮
১৪৪. যে ব্যক্তি চরিত্রবান হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে ১২৯
১৪৫. মুমিন ব্যক্তি তিরস্কারকারী হতে পারে না ১২৯
১৪৬. অভিষাপকারী ১৩১
১৪৭. কেউ নিজ গোলামকে অভিষাপ দিলে যেন তাকে আযাদ করে দেয় ১৩১
১৪৮. আল্লাহর অভিষাপ, আল্লাহর ক্রোধ এবং আগুন দ্বারা অভিষাপ দেয়া ১৩১
১৪৯. কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করা ১৩২
১৫০. চোগলখোর ১৩২
১৫১. যে ব্যক্তি অশ্লীলতা শোনে এবং তা ছড়ায় ১৩২
১৫২. লোকের দোষ অনুসন্ধানকারী ১৩৩
১৫৩. মুখের উপর প্রশংসা করা ১৩৪
১৫৪. কোন ব্যক্তি তার সহযোগীর প্রশংসা করলে তাতে তার ক্ষতির আশংকা না থাকলে ১৩৫
১৫৫. চাটুকারদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করা ১৩৬
১৫৬. যে ব্যক্তি কবিতার মাধ্যমে প্রশংসা করলো ১৩৭
১৫৭. কবির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে বখশিশ দেয়া ১৩৮
১৫৮. বন্ধুকে এমনভাবে সম্মান দেখাবে না যাতে সে অস্বস্তি বোধ করে ১৩৮
১৫৯. দেখা-সাক্ষাত করতে যাওয়া ১৩৮
১৬০. কেউ কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাদের সাথে তার আহার গ্রহণ ১৩৯
১৬১. পারস্পরিক সাক্ষাতের ফযীলাত ১৪০
১৬২. যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না ১৪১
১৬৩. প্রবীণদের মর্যাদা ১৪১
১৬৪. বড়োদের সম্মান করা ১৪২
১৬৫. বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বক্তব্য পেশ ও জিজ্ঞাসার সূচনা করবে ১৪৩
১৬৬. প্রবীণ ব্যক্তি কথা না বললে কনিষ্ঠজন কি কথা বলতে পারে? ১৪৩
১৬৭. প্রবীণদের নেতৃপদে সমাসীন করা ১৪৪
১৬৮. উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠকে ফল খেতে দেয়া ১৪৫
১৬৯. ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন ১৪৫
১৭০. শিশুদের সাথে কোলাকুলি করা ১৪৫
১৭১. ছোট বালিকাকে কোন ব্যক্তির চুমা দেয়া ১৪৬
১৭২. শিশুদের মাথায় হাত বুলানো ১৪৬
১৭৩. ছোট শিশুকে কোন ব্যক্তির “হে আমার পুত্র” বলে সম্বোধন ১৪৬

অনুচ্ছেদ

১৭৪. জ্ঞাতবাসীর প্রতি দয়া করো ১৪৭
১৭৫. পরিবার-পরিজনের প্রতি মমতা ১৪৮
১৭৬. নির্বাক শ্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন ১৪৯
১৭৭. বাসা থেকে পাখির ডিম আনা ১৫০
১৭৮. খাঁচার পাখি ১৫০
১৭৯. লোকের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা ১৫১
১৮০. মিথ্যা কথন বর্জনীয় ১৫১
১৮১. যে ব্যক্তি জনগণের উৎপাতে ধৈর্য ধারণ করে ১৫২
১৮২. উৎপাত সহ্য করা ১৫২
১৮৩. মানুষের মধ্যে আপোষ-রফা করা ১৫৩
১৮৪. তুমি কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা কথা বললে, অথচ সে তাকে সত্য মনে করলো ১৫৩
১৮৫. তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করলে তার খেলাপ করো না ১৫৩
১৮৬. বংশের খোটা দেয়া ১৫৪
১৮৭. মানুষের নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভালোবাসা ১৫৪
১৮৮. কারো সম্পর্কচ্ছেদ করা ১৫৪
১৮৯. মুসলমানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ নিষিদ্ধ ১৫৬
১৯০. যে ব্যক্তি বছরব্যাপী তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে ১৫৭
১৯১. দুই সম্পর্কচ্ছেদকারী ১৫৮
১৯২. শত্রুতা ১৫৯
১৯৩. সালাম সম্পর্কচ্ছেদের কাফফারাস্বরূপ ১৬০
১৯৪. উঠতি বয়সের যুবকদের পৃথক পৃথক রাখা ১৬০
১৯৫. পরামর্শ না চাইতেই কেউ তার ভাইকে পরামর্শ দিলে ১৬১
১৯৬. যে ব্যক্তি অবাপ্তিত দৃষ্টান্ত অপছন্দ করে ১৬১
১৯৭. ধোঁকাবাজ ও প্রতারক সম্পর্কে ১৬১
১৯৮. গালমন্দ করা ১৬১
১৯৯. পানি পান করানো ১৬২
২০০. যে ব্যক্তি গালি-গালাজ শুরু করে উভয়ের পাপ তার উপর বর্তায় ১৬৩
২০১. গালিগালাজকারী পক্ষদ্বয় দুই শয়তান এবং তারা মিথ্যা দাবিদার ও মিথ্যাবাদী ১৬৩
২০২. মুসলমানকে গালি দেয়া জঘন্য পাপ ১৬৪
২০৩. যে ব্যক্তি কাউকে মুখের উপর কিছু বলে না ১৬৬
২০৪. যে ব্যক্তি ব্যাখ্যা সাপেক্ষে অপরকে বললো, হে মোনাফেক ১৬৬
২০৫. যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইকে বলে, হে কাফের! ১৬৭

অনুচ্ছেদ

২০৬. শত্রুর আনন্দ-উল্লাস ১৬৮
২০৭. সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় ১৬৮
২০৮. অপচয়কারীগণ ১৬৯
২০৯. বাসস্থান সংস্কার করা ১৬৯
২১০. ঘর-বাড়ি নির্মাণের খরচ ১৬৯
২১১. কর্মচারীদের কাজে নিয়োগকর্তার সহযোগিতা ১৬৯
২১২. সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ ১৭০
২১৩. যে ব্যক্তি বাড়িঘর নির্মাণ করে ১৭১
২১৪. প্রশস্ত বসতবাড়ি ১৭২
২১৫. স্বতন্ত্র কোঠায় অবস্থান ১৭২
২১৬. দালান-কোঠা কারুকার্য করা ১৭৩
২১৭. নম্রতা প্রদর্শন ১৭৪
২১৮. সরল জীবনযাত্রা ১৭৫
২১৯. নম্রতা অবলম্বন করলে বান্দাকে যা দেয়া হয় ১৭৬
২২০. সাধুনা প্রদান ১৭৬
২২১. কঠোরতা প্রদর্শন ১৭৭
২২২. উৎপাদনমুখী খাতে সম্পদ বিনিয়োগ ১৭৮
২২৩. নির্খাতিতের দোয়া ১৭৮
২২৪. আল্লাহর কাছে বান্দার রিযিক প্রার্থনা। কেননা মহামহিম আল্লাহর বাণীঃ “আপনি আমাদের রিযিক দান করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা” (৫ঃ১১৪) ১৭৯
২২৫. যুলুম হলো অন্ধকার ১৭৯

রোগীর সাথে দেখা-সাক্ষাত

২২৬. রুগ্নের রোগযাতনা (তার গুনাহর) কাফফারাস্বরূপ ১৮২
২২৭. গভীর রাতে রোগীকে দেখতে যাওয়া ১৮৪
২২৮. কোন ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় যেসব নেক আমল করতো, তার রুগ্ন অবস্থায়ও (তার আমলনামায়) তা লেখা হয় ১৮৫
২২৯. রোগীর ‘আমি অসুস্থ’ বলা কি অভিযোগ? ১৮৮
২৩০. সংজ্ঞাহীন রোগীকে দেখতে যাওয়া ১৮৯
২৩১. রুগ্ন শিশুদের দেখতে যাওয়া ১৯০
২৩২. (উম্মু দারদা (রা) রুগ্নার স্বামীকে আহ্বার করাতেন) ১৯০
২৩৩. রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে যাওয়া ১৯১

অনুচ্ছেদ

২৩৪. রুগ্নদের দেখতে যাওয়া ১৯১
 ২৩৫. রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করবে ১৯৩
 ২৩৬. রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফযীলাত ১৯৪
 ২৩৭. রোগীর সাথে সাক্ষাতকারীর কথাবার্তা ১৯৪
 ২৩৮. যে ব্যক্তি রোগীর কাছে নামায পড়ে ১৯৫
 ২৩৯. মুশরিক (পৌত্তলিক) রোগীকে দেখতে যাওয়া ১৯৫
 ২৪০. রোগীকে দেখতে গিয়ে কি বলবে? ১৯৫
 ২৪১. রোগী কি উত্তর দিবে? ১৯৭
 ২৪২. রুগ্ন পাপাচারীকে দেখতে যাওয়া ১৯৭
 ২৪৩. মহিলাদের রুগ্ন পুরুষদের দেখতে যাওয়া ১৯৭
 ২৪৪. রুগ্নকে দেখতে গিয়ে ঘরের অন্য কিছু র প্রতি তাকানো অবাপ্পনীয় ১৯৭
 ২৪৫. চক্ষুরোগে আক্রান্তকে দেখতে যাওয়া ১৯৮
 ২৪৬. রোগীর সাথে সাক্ষাতকারী কোথায় বসবে? ১৯৯

বিবিধ বিষয়

২৪৭. যে ব্যক্তি নিজ ঘরের কাজকর্ম করে ১৯৯
 ২৪৮. কেউ তার কোন ডাইকে মহব্বত করলে তাকে যেন তা অবগত করে ২০০
 ২৪৯. কেউ কাউকে মহব্বত করলে সে যেন তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত না হয় এবং তার নিকট কিছু না চায় ২০১
 ২৫০. অন্তর হলো বুদ্ধির উৎসস্থল ২০১
 ২৫১. অহংকার-অহমিকা ২০২
 ২৫২. যে ব্যক্তি যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করে ২০৫
 ২৫৩. দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধাপাসার সময় সমবেদনা জ্ঞাপন ২০৬
 ২৫৪. অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন ২০৮
 ২৫৫. যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে তার ভাইকে আহার করায় ২০৮
 ২৫৬. জাহিলী যুগের পারস্পরিক চুক্তি ২০৮
 ২৫৭. ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন ২০৯
 ২৫৮. ইসলামী যুগে সাবেক আমলের চুক্তি ২০৯
 ২৫৯. যে ব্যক্তি প্রথম বৃষ্টিতে ভিজলো ২০৯
 ২৬০. ছাগল-ভেড়ার মধ্যে বরকত নিহিত ২১০
 ২৬১. উট তার মালিকের জন্য মর্যাদার উৎস ২১১

অনুচ্ছেদ

২৬২. যাযাবর জীবন ২১২
 ২৬৩. বিরান জনপদে বসবাসকারী ২১২
 ২৬৪. মরুময় ভূমিতে বা পানির উৎসে বসবাস ২১২
 ২৬৫. যে ব্যক্তি গোপনীয়তা রক্ষা পছন্দ করে এবং যে কোন লোকের সাথে তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী অবহিত হওয়ার জন্য মেলামেশা করে ২১৩
 ২৬৬. কাজেকর্মে তাড়াহুড়া বর্জনীয় ২১৪
 ২৬৭. কাজেকর্মে ধীরস্থিরতা ২১৫
 ২৬৮. বিদ্রোহ ২১৬
 ২৬৯. উপহাসাদি গ্রহণ ২১৮
 ২৭০. মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি উপহাসাদি বর্জন করে ২১৮
 ২৭১. লজ্জাশীলতা ২১৮

দোয়া-দুরূদ

২৭২. যে কোন ব্যক্তি ভোরে উপনীত হয়ে যা বলবে ২২১
 ২৭৩. যে ব্যক্তি অপরের জন্য দোয়া করে ২২১
 ২৭৪. অন্তর নিংড়ানো দোয়া ২২২
 ২৭৫. প্রত্যয় সহকারে দোয়া করবে। কারণ আল্লাহর জন্য বাধ্যতামূলক করণীয় কিছু নাই ২২২
 ২৭৬. হাত তুলে দোয়া করা ২২৩
 ২৭৭. সায়িদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া) ২২৫
 ২৭৮. ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করা ২২৭
 ২৭৯. বিবিধ ২২৮
 ২৮০. মহানবী (স)-এর উপর দুরূদ পাঠ ২৩২
 ২৮১. কারো উপস্থিতিতে মহানবী (স)-এর নামোল্লেখ হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর প্রতি দুরূদ না পড়লে ২৩৩
 ২৮২. যালেমের বিরুদ্ধে মযলুমের বদদোয়া ২৩৫
 ২৮৩. যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু কামনা করে ২৩৬
 ২৮৪. যে ব্যক্তি বলে, তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দোয়া কবুল হয় ২৩৭
 ২৮৫. যে ব্যক্তি অলসতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় ২৩৭
 ২৮৬. যে লোক আল্লাহর নিকট চায় না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন ২৩৮
 ২৮৭. আল্লাহর পথে জিহাদে কাতারবন্দী হয়ে দোয়া করা ২৩৯
 ২৮৮. মহানবী (স)-এর দোয়াসমূহ ২৩৯

অনুচ্ছেদ

২৮৯. ঝড়-বৃষ্টির সময় দোয়া করা ২৪৪
২৯০. মৃত্যু কামনা করে দোয়া করা নিষেধ ২৪৪
২৯১. মহানবী (স)-এর দোয়াসমূহ ২৪৫
২৯২. বিপদাপদের সময় দোয়া করা ২৫০
২৯৩. ইত্তিখারার দোয়া ২৫১
২৯৪. কারো শাসকের যুলুমের ভয় হলে ২৫৩
২৯৫. দোয়াকারীর জন্য যে সওয়াব ও প্রতিদান সম্বন্ধিত করা হয় ২৫৪
২৯৬. দোয়ার ফযীলাত ২৫৫
২৯৭. প্রবল বায়ু প্রবাহের সময় দোয়া করা ২৫৬
২৯৮. তোমরা বাতাসকে গালি দিও না ২৫৭
২৯৯. বজ্রধ্বনির সময় দোয়া করা ২৫৭
৩০০. কেউ বজ্রধ্বনি শুনলে ২৫৭
৩০১. যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে ২৫৮
৩০২. যে ব্যক্তি বিপদ কামনা করে দোয়া করা অপছন্দ করে ২৫৯
৩০৩. যে ব্যক্তি কঠিন বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে ২৬০
৩০৪. অসন্তোষের সময় যে ব্যক্তি কারো কথার পুনরাবৃত্তি করে ২৬০
৩০৫. (গীবতের দুর্গন্ধময় বায়ু) ২৬১
৩০৬. আল্লাহ তায়ালায় বাণীঃ “তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে” (৪৯ : ১২) ২৬২
৩০৭. মৃত ব্যক্তির গীবত ২৬৩
৩০৮. যে ব্যক্তি পিতার সাথে উপস্থিত পুত্রের মাথায় হাত বুলায় এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করে ২৬৩
৩০৯. মুসলমানদের খাদ্য-পানীয় ও তৈজসপত্র বিনা অনুমতিতে পরস্পরের ব্যবহার ২৬৪

মেহমানদারি

৩১০. মেহমানের সমাদর এবং সশরীরে তাদের খেদমত করা ২৬৫
৩১১. মেহমানকে প্রদত্ত পাথ্যে ২৬৫
৩১২. মেহমানদারি তিন দিন ২৬৬
৩১৩. মেহমান আপ্যায়নকারীর অসুবিধা করে থাকবে না ২৬৬
৩১৪. মেহমান ভোরবেলা আপ্যায়নকারীর আগুিনায় উপস্থিত হলে ২৬৭
৩১৫. বন্ধিত অবস্থায় মেহমানের ভোর হলে ২৬৭
৩১৬. সশরীরে মেহমানের খেদমত করা ২৬৭

অনুচ্ছেদ

৩১৭. কোন ব্যক্তি মেহমানের সামনে আহার পরিবেশন করে নিজে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে ২৬৮
৩১৮. কারো নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা ২৬৯
৩১৯. প্রত্যেক জিনিসের সওয়াব আছে, এমনকি কোন ব্যক্তির নিজ স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়া গ্রাসেও ২৭০
৩২০. রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দোয়া করা ২৭১
৩২১. গীবতের উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির এরূপ বলা : অমুক কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি বা দীর্ঘদেহী ২৭১
৩২২. যিনি মনে করেন, ঘটনা বা উপমা বর্ণনা দোষের নয় ২৭৩
৩২৩. যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ গোপন রাখে ২৭৩
৩২৪. কোন ব্যক্তির মন্তব্য, লোক ধ্বংস হয়ে গেলো ২৭৪
৩২৫. মোনাফিককে 'সায়িদ' (নেতা) বলে সম্বোধন করবে না ২৭৪
৩২৬. কেউ অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনলে কি বলবে? ২৭৪
৩২৭. কেউ কোন বিষয়ে অজ্ঞ থাকলে যেন না বলে যে, সে তা জানে না, তা আল্লাহ জানেন ২৭৫
৩২৮. রংধনু ২৭৫
৩২৯. ছায়াপথ ২৭৫
৩৩০. যে ব্যক্তি এভাবে বলতে অপছন্দ করে : হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রহমাতের অবস্থান স্থলে রাখো ২৭৬
৩৩১. তোমরা কাল-প্রবাহকে গালি দিও না ২৭৬
৩৩২. কেউ যেনো তার ভাইয়ের প্রস্থানকালে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকায় ২৭৭
৩৩৩. এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির এরূপ বলা, তোমার সর্বনাশ হোক ২৭৭
৩৩৪. দালান-কোঠা নির্মাণ ২৭৮
৩৩৫. কোন ব্যক্তির কথা, "না, তোমার পিতার শপথ" ২৭৯
৩৩৬. কেউ কারো নিকট কিছু চাইলে সরাসরি চাইবে, তার চাটুকারিতা করবে না ২৭৯
৩৩৭. কারো মন্তব্য, তোমার শত্রু নিপাত যাক ২৮০
৩৩৮. কেউ যেন এভাবে না বলে, আল্লাহ ও অমুক ২৮০

গান-বাজনা ও অলসতা

৩৩৯. কারো বক্তব্য, আল্লাহুর মর্জি ও আপনার মর্জি ২৮১
৩৪০. গান-বাজনা ও তামাশা ২৮১
৩৪১. উত্তম চালচলন ও জীবনপ্রণালী ২৮২
৩৪২. যাকে তুমি দাওনি পাখ্যে, সে তোমার নিকট আনবে বয়ে বার্তা ২৮৩
৩৪৩. অবাঞ্ছিত আকাজ্জা ২৮৪
৩৪৪. তোমরা আগুরকে কারাম নামকরণ করো না ২৮৪

অনুচ্ছেদ

৩৪৫. কারো এরূপ বলা, তোমার অকল্যাণ হোক ২৮৪
 ৩৪৬. কারো কথা, হে শ্যালিকা, হে পাগলী ২৮৪
 ৩৪৭. কারো কথা, আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত ২৮৫
 ৩৪৮. যে ব্যক্তি অলসতা থেকে পানাহ চায় ২৮৫
 ৩৪৯. কারো কথা, আমার জ্ঞান আপনার জন্য উৎসর্গিত ২৮৬
 ৩৫০. কারো বলা, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক ২৮৭
 ৩৫১. কারো অমুসলিমদের শিশু সন্তানকে “হে বৎস” বলে সম্বোধন করা ২৮৮
 ৩৫২. কেউ যেন না বলে, আমার আত্মা নাপাক হয়ে গেছে ২৮৮
 ৩৫৩. আবুল হাকাম উপনাম ২৮৮
 ৩৫৪. নবী (স)-এর পছন্দনীয় নাম “হাসান” ২৮৯
 ৩৫৫. তাড়াহুড়া করে হাঁটা ২৯০

অর্থপূর্ণ নাম রাখা এবং কদর্য নাম পরিবর্তন

৩৫৬. মহামহিম আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নামসমূহ ২৯০
 ৩৫৭. নাম পরিবর্তন করা ২৯১
 ৩৫৮. মহামহিম আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় নামসমূহ ২৯১
 ৩৫৯. যে ব্যক্তি অপরকে তার ক্ষুদ্রত্ববাচক নামে ডাকে ২৯১
 ৩৬০. কোন ব্যক্তিকে তার প্রিয় নামে ডাকা ২৯২
 ৩৬১. আছিয়া নাম পরিবর্তন করা ২৯২
 ৩৬২. সারম নাম পরিবর্তন করা ২৯৩
 ৩৬৩. গুরাব (কাক) নামের পরিবর্তন ২৯৩
 ৩৬৪. শিহাব নামের পরিবর্তন ২৯৪
 ৩৬৫. আস (অবাধ্য) নাম পরিবর্তন করা ২৯৪
 ৩৬৬. কেউ নিজ সংগীকে তার নাম সংক্ষিপ্ত করে ডাকতে পারে ২৯৪
 ৩৬৭. জাহম নাম রাখা ২৯৫
 ৩৬৮. “বাররা” নাম ২৯৬
 ৩৬৯. আফলাহ নাম ২৯৬
 ৩৭০. রাবাহ নাম। ২৯৭
 ৩৭১. নবীগণের নাম ২৯৭
 ৩৭২. ছয়ন (দুঃখ) নাম ২৯৮
 ৩৭৩. নবী (স)-এর নাম ও উপনাম ২৯৯
 ৩৭৪. মুশরিক (পৌত্তলিক) কি উপনাম গ্রহণ করতে পারে ৩০০

অনুচ্ছেদ

৩৭৫. বালকের উপনাম ৩০০
 ৩৭৬. শিশুর জন্মের পূর্বেই কারো উপনাম গ্রহণ ৩০১
 ৩৭৭. নারীদের উপনাম ৩০১
 ৩৭৮. কেউ কারো এমন কিছু দ্বারা উপনাম রাখলো যা তার বা তাদের কারো মধ্যে আছে ৩০২
 ৩৭৯. প্রবীণ ও মর্যাদাশালী লোকদের সাথে কিভাবে হাঁটবে? ৩০২
 ৩৮০. (শিরোনাম বিহীন) ৩০৩

কবিতা চর্চা ও ব্যঙ্গ-কৌতুক

৩৮১. কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞা নিহিত আছে ৩০৩
 ৩৮২. উত্তম কথার ন্যায় উত্তম কবিতাও আছে, নিকৃষ্ট কবিতাও আছে ৩০৫
 ৩৮৩. যে ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তির আবদার করে ৩০৬
 ৩৮৪. যে ব্যক্তি কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকা নিন্দনীয় মনে করে ৩০৬
 ৩৮৫. আল্লাহর বাণী : “কবিগণ” কেবল পথভ্রষ্টরাই তাদের অনুগামী হয়” (২৬ঃ২২৪) ৩০৬
 ৩৮৬. যে বলে, কথায়ও যাদুকরী প্রভাব থাকে ৩০৭
 ৩৮৭. নিন্দনীয় কবিতা ৩০৭
 ৩৮৮. বাচালতা ৩০৮
 ৩৮৯. আশা-আকাঙ্ক্ষা ৩০৯
 ৩৯০. কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘোড়াকে ‘সমুদ্র’ অভিহিত করা ৩০৯
 ৩৯১. ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করা ৩০৯
 ৩৯২. কেউ বলে, এটা কিছুই না অর্থাৎ এটা সঠিক বা যথার্থ কিছু নয় ৩১০
 ৩৯৩. বিপরীতার্থক উপমা ৩১০
 ৩৯৪. গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দেয়া ৩১১
 ৩৯৫. ঠাট্টা-বিদ্রূপ। মহামহিম আল্লাহর বাণী : “একদল অপর দলকে যেন ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে” (৪৯ : ১১) ৩১১
 ৩৯৬. কাজকর্মে ধীরস্থিরতা ৩১২
 ৩৯৭. যে ব্যক্তি পথভোলা লোককে রাস্তা বলে দেয় ৩১২
 ৩৯৮. যে ব্যক্তি অন্ধকে পথহারা করে ৩১৩
 ৩৯৯. বিদ্রোহ ৩১৩
 ৪০০. বিদ্রোহের শাস্তি ৩১৪
 ৪০১. বংশমর্যাদা ৩১৪
 ৪০২. মানবাত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদল ৩১৫
 ৪০৩. বিস্মিত হয়ে কারো ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা ৩১৬

অনুচ্ছেদ

৪০৪. হাতে মাটি স্পর্শ করা ৩১৬
 ৪০৫. নুড়ি পাথর ৩১৭
 ৪০৬. তোমরা বায়ুকে গালি দিও না ৩১৭
 ৪০৭. কারো বক্তব্য, অমুক গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে ৩১৮
 ৪০৮. লোকজন মেঘ দেখলে যা বলবে ৩১৮
 ৪০৯. অশুভ লক্ষণ ৩১৯
 ৪১০. যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ মানে না তার মর্যাদা ৩১৯
 ৪১১. জিনের আছর থেকে বাঁচবার নিখল তদবীর ৩২০
 ৪১২. শুভ লক্ষণ ৩২০
 ৪১৩. উত্তম নামকে বরকতময় মনে করা ৩২১
 ৪১৪. ঘোড়ায় কুলক্ষণ ৩২১

হাঁচি ও তার জবাবদান

৪১৫. হাঁচি দেয়া ৩২২
 ৪১৬. কেউ হাঁচি দিয়ে যা বলবে ৩২২
 ৪১৭. হাঁচিদাতার জবাব দেয়া ৩২৩
 ৪১৮. যে হাঁচি দিতে শোনবে সে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ৩২৫
 ৪১৯. কেউ হাঁচি দিতে শোনলে কিভাবে জবাব দিবে? ৩২৫
 ৪২০. হাঁচিদাতা আল্লাহর প্রশংসা না করলে হাঁচির জবাব দিবে না ৩২৬
 ৪২১. হাঁচিদাতা প্রথমে কি বলবে ৩২৭
 ৪২২. যিনি বলেন, তুমি আল্লাহর প্রশংসা করে থাকলে তিনি তোমাকে দয়া করুন ৩২৭
 ৪২৩. কেউ যেন হাঁচি দিয়ে 'আ-ব' না বলে ৩২৮
 ৪২৪. কেউ বারবার হাঁচি দিলে ৩২৮
 ৪২৫. কোন ইহুদী হাঁচি দিলে ৩২৮
 ৪২৬. পুরুষ লোকের নারীর হাঁচির জবাব দেয়া ৩২৯
 ৪২৭. হাই তোলা ৩২৯
 ৪২৮. কাউকে ডাকলে জবাবে লাক্বায়েক বলা ৩৩০
 ৪২৯. ভাইয়ের সম্মানার্থে কোন ব্যক্তির দাঁড়ানো ৩৩০
 ৪৩০. উপবিষ্ট ব্যক্তির জন্য কারো দাঁড়ানো ৩৩২
 ৪৩১. কারো হাই উঠলে যেন নিজ মুখে হাত দেয় ৩৩৩
 ৪৩২. একজন অপরাধের মথার উকুন বেছে দিবে কি? ৩৩৩
 ৪৩৩. অবাক-বিশ্ময়ে মাথা দোলানো এবং দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরা ৩৩৫

অনুচ্ছেদ

৪৩৪. হতবাক হয়ে বা অন্য কারণে কারো নিজ উরুতে চপেটাঘাত করা ৩৩৬
 ৪৩৬. যে উপবিষ্ট ব্যক্তি তার সম্মানে অপরের দণ্ডায়মান হওয়াকে অপছন্দ করে ৩৩৯
 ৪৩৭. (দুনিয়া কতই না তুচ্ছ) ৩৪০
 ৪৩৮. কারো পায়ে বিড়ি ধরলে যা বলবে ৩৪১
 ৪৩৯. (প্রথম তিন খলীফাকে জান্নাতের সুসংবাদ) ৩৪১
 ৪৪০. শিশুদের সাথে মোসাফাহা করা ৩৪২
 ৪৪১. মোসাফাহা (করমর্দন) ৩৪২
 ৪৪২. শিশুর মাথায় কোন মহিলার হাত বুলানো ৩৪২
 ৪৪৩. মুয়ানাকা (আলিঙ্গন) ৩৪৩
 ৪৪৪. নিজ কন্যাকে চুমা দেয়া ৩৪৪
 ৪৪৫. হাতে চুমা দেয়া ৩৪৪
 ৪৪৬. পায়ে চুমা দেয়া (কদমবুঁচি) ৩৪৫
 ৪৪৭. একজনের সম্মানার্থে অপরজনের দাঁড়ানো ৩৪৫

পরস্পর সালাম বিনিময়

৪৪৮. সালামের সূচনা ৩৪৬
 ৪৪৯. সালামের প্রসার ৩৪৬
 ৪৫০. যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় ৩৪৭
 ৪৫১. সালাম বিনিময়ের ফযীলাত ৩৪৮
 ৪৫২. সালাম হলো মহামহিম আল্লাহর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি নাম ৩৪৯
 ৪৫৩. দুই মুসলমানের সাক্ষাতকালে সালাম প্রদানকারী মুসলমানের অধিকার ৩৫০
 ৪৫৪. পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে ৩৫০
 ৪৫৫. আরোহী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে ৩৫১
 ৪৫৬. পদচারী কি আরোহীকে সালাম দিবে? ৩৫১
 ৪৫৭. ক্ষুদ্র দল বড়ো দলকে সালাম দিবে ৩৫২
 ৪৫৮. ছোটরা বড়োদের সালাম দিবে ৩৫২
 ৪৫৯. সালামের সমাপ্তি ৩৫২
 ৪৬০. যে ব্যক্তি ইশারায় সালাম দিলো ৩৫৩
 ৪৬১. প্রতিপক্ষকে তুলিয়ে সালাম দিবে ৩৫৩
 ৪৬২. যে ব্যক্তি সালাম আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে বের হয় ৩৫৪
 ৪৬৩. মজলিসে পৌছে কারো সালাম দেয়া ৩৫৪
 ৪৬৪. মজলিস থেকে বিদায়কালে সালাম দেয়া ৩৫৫

অনুচ্ছেদ

৪৬৫. মজলিস থেকে বিদায়কালে সালাম প্রদানকারীর অধিকার ৩৫৫
 ৪৬৬. যে ব্যক্তি মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে হাতে তৈল মালিশ করে ৩৫৬
 ৪৬৭. পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া ৩৫৬
 ৪৬৮. (রাস্তার অধিকার) ৩৫৬
 ৪৬৯. পাপাচারীকে সালাম দিবে না ৩৫৭
 ৪৭০. যে ব্যক্তি খালুক (যাফরান মিশ্রিত খোশবু) ব্যবহারকারী ও পাপাচারীকে সালাম দেয় না ৩৫৮
 ৪৭১. আমীরকে সালাম দেয়া ৩৫৯
 ৪৭২. নিদ্রিত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া ৩৬২
 ৪৭৩. আল্লাহ তোমায় দীর্ঘজীবী করুন ৩৬২
 ৪৭৪. মারহাবা (স্বাগতম) ৩৬২
 ৪৭৫. কিভাবে সালামের উত্তর দিবে? ৩৬৩
 ৪৭৬. যে ব্যক্তি সালামের জবাব দেয়নি ৩৬৪
 ৪৭৭. যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে ৩৬৫
 ৪৭৮. শিশুদের সালাম দেয়া ৩৬৫
 ৪৭৯. স্ত্রীলোকদের পুরুষলোককে সালাম দেয়া ৩৬৫
 ৪৮০. মহিলাদেরকে সালাম দেয়া ৩৬৬
 ৪৮১. যে ব্যক্তি (অনেকের মধ্যে) কাউকে নির্দিষ্ট করে সালাম দেয়া অপছন্দ করে ৩৬৭

দেখা-সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা

৪৮২. পর্দা সংক্রান্ত আয়াত কিভাবে নাযিল হয়েছে? ৩৬৮
 ৪৮৩. পর্দার তিন সময় ৩৬৯
 ৪৮৪. স্ত্রীর সাথে স্বামীর আহার গ্রহণ ৩৬৯
 ৪৮৫. কেউ বসতিহীন ঘরে প্রবেশ করলে ৩৭০
 ৪৮৬. “তোমাদের ক্রীতদাসেরা যেন তোমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে” (২৪ : ৫৮) ৩৭০
 ৪৮৭. আল্লাহর বাণী, “যখন তোমাদের শিশুরা বালগ হয়” (২৪ : ৫৯) ৩৭১
 ৪৮৮. মায়ের (ঘরে প্রবেশ করতেও) অনুমতি প্রার্থনা করবে ৩৭১
 ৪৮৯. পিতার নিকটও (প্রবেশের) অনুমতি চাইবে ৩৭১
 ৪৯০. পিতা ও সন্তানের নিকটও (প্রবেশের) অনুমতি চাইবে ৩৭২
 ৪৯১. নিজের বোনের নিকটও প্রবেশানুমতি চাইবে ৩৭২
 ৪৯২. নিজের ভাইয়ের কাছেও অনুমতি প্রার্থনা করবে ৩৭৩
 ৪৯৩. তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে ৩৭৩

অনুচ্ছেদ

৪৯৪. সালাম না দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলে ৩৭৩
৪৯৫. বিনা অনুমতিতে কেউ ভেতর বাড়িতে তাকালে তার চোখ ফুটো করে দেয়া হবে ৩৭৪
৪৯৬. চোখের কারণেই অনুমতি প্রার্থনা করতে হয় ৩৭৪
৪৯৭. কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার ঘরে সালাম করলে ৩৭৫
৪৯৮. কোন ব্যক্তির ডাকাও অনুমতি হিসাবে গণ্য ৩৭৬
৪৯৯. দরজার সাননে কিভাবে দাঁড়াবে ৩৭৭
৫০০. কেউ অনুমতি চাইলে (ভেতর থেকে) বললো, আমি যতক্ষণ না বের হয়ে আসি, সাক্ষাতপ্রার্থী কোথায় বসবে? ৩৭৭
৫০১. দরজা খটখট করা ৩৭৮
৫০২. কেউ অনুমতি না নিয়েই প্রবেশ করলে ৩৭৮
৫০৩. কেউ সালাম না দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলে ৩৭৯
৫০৪. অনুমতি প্রার্থনার পদ্ধতি ৩৮০
৫০৫. একজন বললো, কে? অপরজন বললো, আমি ৩৮০
৫০৬. কেউ অনুমতি চাইলো এবং অপরজন বললো, নিরাপদে প্রবেশ করুন ৩৮০
৫০৭. ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করা ৩৮১
৫০৮. যে ব্যক্তি নিজ ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে তার ক্ষয়ীল্য ৩৮২
৫০৯. ঘরে প্রবেশকালে কেউ আল্লাহকে স্মরণ না করলে সেই ঘরে শয়তান রাত যাপন করে ৩৮৩
৫১০. যেখানে প্রবেশানুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নাই ৩৮৩
৫১১. বাজারের বিপণী বিতানে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা ৩৮৩
৫১২. পারস্যবাসীদের নিকট কিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করবে? ৩৮৪
৫১৩. যিশী পত্র মারফত সালাম দিলে তার উত্তর দিতে হবে ৩৮৪
৫১৪. যিশীকে প্রথমে সালাম দিবে না ৩৮৪
৫১৫. যে ব্যক্তি ইংগিতে যিশীকে সালাম দেয় ৩৮৫
৫১৬. যিশীদের সালামের উত্তর কিভাবে দিবে ৩৮৫
৫১৭. মুসলমান ও মুশরিকদের সম্মিলিত সভায় সালাম দেয়া ৩৮৬
৫১৮. আহ্লে কিতাব সম্প্রদায়কে কিভাবে চিঠিপত্র লিখবে? ৩৮৬
৫১৯. আহ্লে কিতাব সম্প্রদায় “তোদের মরণ হোক” বললে ৩৮৭
৫২০. আহ্লে কিতাবদের রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা ৩৮৭
৫২১. যিশীর জন্য কিভাবে দোয়া করবে? ৩৮৭

অনুচ্ছেদ

৫২২. অজান্তে কোন খুঁটানকে সালাম দিলে ৩৮৮
 ৫২৩. যখন কেউ বলে, অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে ৩৮৮

চিঠিপত্রের আদান-প্রদান

৫২৪. চিঠিপত্রের উত্তর দেয়া ৩৮৯
 ৫২৫. মহিলাদের নিকট চিঠিপত্র লেখা এবং তাদের জবাবী পত্র ৩৮৯
 ৫২৬. চিঠিপত্রের শিরোনাম কিভাবে লিখতে হবে ৩৮৯
 ৫২৭. অতঃপর ৩৯০
 ৫২৮. চিঠিপত্রের শিরোনামে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম ৩৯০
 ৫২৯. চিঠির সূচনায় যা লিখবে ৩৯১
 ৫৩০. আপনার রাত কেমন কাটলো? ৩৯২
 ৫৩১. যে ব্যক্তি পত্রের সমাপ্তিতে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ লিখে এবং তার সাথে প্রেরকের নাম-ঠিকানা ও পত্র প্রেরণের তারিখও লিখে ৩৯৩
 ৫৩২. আপনি কেমন আছেন? ৩৯৪
 ৫৩৩. কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার রাত কেমন গেলো? সে কিভাবে এর জবাব দিবে? ৩৯৪

সভা-সমাবেশ ও তার রীতিনীতি

৫৩৪. প্রশস্ত স্থানে বৈঠক অনুষ্ঠান উত্তম ৩৯৫
 ৫৩৫. কিবলামুখী হয়ে বসা ৩৯৬
 ৫৩৬. কেউ মজলিস থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলে ৩৯৬
 ৫৩৭. রাস্তায় বসা ৩৯৬
 ৫৩৮. সভা-সমিতিতে বসার জায়গা প্রশস্ত করা ৩৯৭
 ৫৩৯. পরে আসা ব্যক্তি মজলিসের শেষ প্রান্তে বসবে ৩৯৭
 ৫৪০. কেউ যেন দুইজনের মাঝখানে ফাঁক করে না বসে ৩৯৭
 ৫৪১. মজলিসে লোকজনের ঘাড় উপকিয়ে সভাপতির নিকট গমন ৩৯৮
 ৫৪২. সহযোগী অধিক সম্মানের পাত্র ৩৯৯
 ৫৪৩. কোন ব্যক্তি কি বৈঠকে উপস্থিত লোকদের দিকে তার পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতে পারে? ৩৯৯
 ৫৪৪. কোন ব্যক্তি জনসমাবেশের মধ্যে কিভাবে থুথু ফেলবে? ৪০০
 ৫৪৫. বহিরাঙ্গিনার বৈঠক ৪০০
 ৫৪৬. যে ব্যক্তি নিজের পায়ের নলা উদলা করে কূপের পাশে বসে পদদ্বয় কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দেয় ৪০১

অনুচ্ছেদ

৫৪৭. কেউ কারো সম্মানে স্বস্থান থেকে উঠে দাঁড়ালে সে যেন সেখানে না বসে ৪০৩
৫৪৮. আমানত (বিশ্বস্ততা) ৪০৩
৫৪৯. নবী (স) কারো দিকে ফিরলে পূর্ণদেহে ফিরতেন ৪০৪
৫৫০. কেউ কোন প্রয়োজনে একজনকে অপরজনের নিকট পাঠালে সে যেন কাউকে তা অবহিত না করে ৪০৪
৫৫১. কেউ কি জিজ্ঞেস করতে পারে, তুমি কোথা থেকে এসেছো? ৪০৪
৫৫২. যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান লাগিয়ে শোনে, অথচ তারা তা অপছন্দ করে ৪০৫
৫৫৩. সোফা জাতীয় গদিতে বসা ৪০৫
৫৫৪. কতক লোককে গোপনে আলাপরত দেখলে সেখানে তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে না ৪০৮
৫৫৫. তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে যেন গোপন পরামর্শ না করে। ৪০৮
৫৫৬. চারজন একত্র হলে ৪০৯
৫৫৭. কেউ কারো পাশে বসলে সে উঠে যেতে তার অনুমতি চাইবে ৪০৯
৫৫৮. রোদের দিকে মুখ করে বসবে না ৪১০
৫৫৯. পোশাক পরিধানের নিষিদ্ধ নিয়ম (ইহুতিবা) ৪১০
৫৬০. কাউকে হেলান দেয়ার বালিশ পেশ করা ৪১০
৫৬১. দুই হাঁটু খাড়া করে তা দুই হাতে বেড় দিয়ে ধরে নিতম্বের উপর বসা ৪১১
৫৬২. চার জানু হয়ে বসা ৪১১
৫৬৩. পোশাক পরিধানের নিষিদ্ধ নিয়ম (ইহুতিবা) ৪১২
৫৬৪. যে ব্যক্তি হাঁটু গেড়ে বসে ৪১৩

ঘুমানোর আদব-কায়দা

৫৬৫. শরীর এলিয়ে দেয়া ৪১৪
৫৬৬. উপুড় হয়ে শোয়া ৪১৪
৫৬৭. কেবল ডান হাতেই আদান-প্রদান করবে ৪১৫
৫৬৮. বসার সময় জুতাজোড়া কোথায় রাখবে? ৪১৫
৫৬৯. শয়তান খড়কুটা ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে এসে তা বিছানার উপর ছড়িয়ে দেয় ৪১৫
৫৭০. কেউ বেটনীবিহীন ছাদে ঘুমালে ৪১৬
৫৭১. পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসা যাবে কি? ৪১৬
৫৭২. কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় কি বলবে? ৪১৭
৫৭৩. কোন ব্যক্তি কি তার সংগীদের দিকে নিজের পদঘষ প্রসারিত করে দিতে পারে বা তাদের সামনে হেলান দিয়ে বসতে পারে? ৪১৭

অনুচ্ছেদ

৪৭৪. ভোরে উপনীত হয়ে যে দোয়া পড়বে ৪২০
৫৭৫. সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে যা বলবে ৪২১
৫৭৬. কেউ তার বিছানায় ঘুমাতে গিয়ে যে দোয়া পড়বে ৪২২
৫৭৭. শোয়ার সময় পঠিত দোয়ার ফযীলাত ৪২৪
৫৭৮. গালের নিচে হাত রাখা ৪২৬
৫৭৯. কেউ বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে তা যেন ঝেড়ে নেয় ৪২৭
৫৮০. রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে যে দোয়া পড়বে ৩২৭
৫৮১. কেউ হাতে খাদ্যের চর্বি নিয়ে ঘুমালে ৪২৭
৫৮২. বাতি নিভানো ৪২৮
৫৮৩. লোকজন ঘুমানোর সময় যেন ঘরে আতন জ্বালিয়ে না রাখা হয় ৪২৯
৫৮৪. বৃষ্টিতে আশাবাদী হওয়া ও বরকত লাভ করা ৪৩০
৫৮৫. ঘরে চাকুব ঝুলিয়ে রাখা ৪৩০
৫৮৬. রাতের বেলা ঘরের দরজা বন্ধ রাখা ৪৩০
৫৮৭. রাতের সূচনায় শিশুদের (নিজেদের সাথে) একত্র রাখা ৪৩০
৫৮৮. পত্নী লড়াই অনুষ্ঠান ৪৩১
৫৮৯. কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক ৪৩১
৫৯০. কেউ মোরগের ডাক শোনলে ৪৩২
৫৯১. বুরগুছকে গালি দিও না ৪৩২
৫৯২. দুপুরের আহরশেষে বিশ্রাম ৪৩২
৫৯৩. দিনের শেষ বেলার ঘুম ৪৩৪
৫৯৪. সাধারণ দাওয়াত ৪৩৪

জন্মোৎসব ও খতনা অনুষ্ঠান

৫৯৫. খতনা (লিংগাত্মক ত্বকচ্ছেদন) ৪৩৪
৫৯৬. নারীর খতনা করা ৪৩৫
৫৯৭. খতনা অনুষ্ঠানের দাওয়াত ৪৩৫
৫৯৮. খতনা উপলক্ষে আনন্দ অনুষ্ঠান ৪৩৫
৫৯৯. যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক) প্রদত্ত দাওয়াত ৪৩৬
৬০০. বাঁদীর খতনা করানো ৪৩৬
৬০১. বড়োদের খতনা করানো ৪৩৬

অনুচ্ছেদ

৬০২. শিশুর জন্মগ্রহণ উপলক্ষে দাওয়াত ৪৩৭
৬০৩. শিশুকে মিষ্টিমুখ (তাহনীক) করানো ৪৩৮
৬০৪. সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর জন্য দোয়া করা ৪৩৮
৬০৫. ভূমিষ্ঠ শিশু পুত্র বা কন্যা যাই হোক, সুস্থ জন্মগ্রহণ করায় যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করলো ৪৩৯
৬০৬. নাবীর নিচের লোম মুক্তন করা ৪৩৯
৬০৭. (কোন কাজের জন্য) সময় নির্ধারণ ৪৩৯

জুয়া ও দাবা খেলা

৬০৮. জুয়া খেলা ৪৩৯
৬০৯. মোরগের বাজিও জুয়া ৪৪০
৬১০. যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলি ৪৪০
৬১১. কবুতরের বাজি ধরা ৪৪১
৬১২. নারীদের জুতুয়ানে হুদী (উট চালনার) গান ৪৪১
৬১৩. সংগীত ৪৪১
৬১৪. যে ব্যক্তি দাবা খেলায় লিগুদের সালাম দেয়নি ৪৪২
৬১৫. দাবা খেলোয়াড়ের পাপ ৪৪২
৬১৬. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং দাবা খেলোয়াড় ও বাতিলপন্থীদের উচ্ছেদ করা ৪৪৩
৬১৭. মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না ৪৪৪
৬১৮. রাতের বেলা যে ব্যক্তি তীরন্দাজি করে ৪৪৪
৬১৯. আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় তাঁর কোন বান্দার মৃত্যুদান করতে চাইলে তথায় যাওয়ার জন্য তার একটি প্রয়োজন সৃষ্টি করেন ৪৪৫
৬২০. যে ব্যক্তি নিজ পরিধেয় বস্ত্রে নাকের ময়লা মোছে ৪৪৫

কুমন্ত্রণা, কুধারণা ও বাচালতা

৬২১. মনের মধ্যে সৃষ্ট কুমন্ত্রণা ৪৪৫
৬২২. অলীক ধারণা-অনুমান ৪৪৬
৬২৩. ক্রীতদাসী বা ক্রী তার স্বামীর মাথার চুল কামাতে পারে ৪৪৭
৬২৪. বগলের লোম উপড়ানো ৪৪৮
৬২৫. উত্তম ব্যবহার ৪৪৮
৬২৬. আলাপ-পরিচয় ৪৪৯

অনুচ্ছেদ

৬২৭. শিশুদের আখরোট দিয়ে খেলা করা ৪৪৯
৬২৮. কবুতর যবেহ করা ৪৫০
৬২৯. যার প্রয়োজন আছে সে-ই যাবে ৪৫০
৬৩০. জনসমাবেশের ভেতরে থুথু ফেলার নিয়ম ৪৫১
৬৩১. কোন ব্যক্তি একদল লোকের সাথে কথা বলার সময় একজনকে লক্ষ্য করে বলবে না ৪৫১
৬৩২. অবাস্তিত দৃষ্টিপাত ৪৫১
৬৩৩. অনর্থক কথাবার্তা ৪৫২
৬৩৪. দ্বিমুখী চরিত্রের লোক ৪৫২
৬৩৫. দ্বিমুখী চরিত্রের লোকের পাপ ৪৫২
৬৩৬. অনিষ্টের ভয়ে যাকে পরিহার করা হয় সে নিকৃষ্ট ৪৫৩
৬৩৭. লজ্জাশীলতা ৪৫৩
৬৩৮. যুলুম-নির্যাতন ৪৫৩
৬৩৯. তোমার লজ্জা-শরম না থাকলে যাচ্ছে তাই করতে পারো ৪৫৪
৬৪০. ক্রোধ ৪৫৪
৬৪১. ক্রোধের সময় কি বলবে? ৪৫৫
৬৪২. কারো রাগ উঠলে চুপ হয়ে যাবে ৪৫৫
৬৪৩. বন্ধুর সাথে ভালোবাসার আতিশয্য দেখাবে না ৪৫৬
৬৪৪. তোমার ঘৃণা যেন ধ্বংসের কারণ না হয় ৪৫৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার

১- بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

১ - অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি” (২৯ঃ ৮)।

১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَقَتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَرْدَتْهُ لَزَادَنِي .

১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? তিনি বলেন : ওয়াজ্জমত নামায পড়া। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ পিতা-মাতার সাথে সদাচার। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। রাবী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি আরো জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্যই আমাকে আরো বলতেন (বু, মু, দা, তি, না)।

২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبُّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ .

২। ইবনে উমার (রা) বলেন, (কারো প্রতি তার) পিতা সন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার পিতা অসন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও অসন্তুষ্ট থাকেন (তি, হা, বায, তা, দুর)।

২-بَابُ بَرِّ الْأُمِّ

২-অনুচ্ছেদ : মায়ের সাথে সদাচার।

৩- عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرُ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَلَا قَرَبَ .

বললে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে পুনরায় একই কথা বললে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তোমার মায়ের সাথে সদাচার করবে। সে পঞ্চমবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তোমার পিতার সাথে সদাচার করবে (বু, মু, ই, আ, তহা)।

৬- بَابُ بِرِّ وَالِدَيْهِ وَإِنْ ظَلَمَا

৪- অনুচ্ছেদ : পিতা-মাতা যুলুম করলেও তাদের সাথে সদাচার করতে হবে।

৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَيْنِ يَعْني مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ قِيلَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ.

৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে কোন মুসলমানের মুসলিম পিতা-মাতা জীবিত থাকলে এবং সে ভোরবেলা সওয়াবের আশায় তাদের খোঁজ-খবর নিলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশতের দু'টি দরজা খুলে দেন এবং তাদের একজন থাকলে একটি দরজা। সে তাদের কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে সন্তুষ্ট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। বলা হলো, তারা তার উপর যুলুম করে থাকলে? তিনি বলেন, তারা তার উপর যুলুম করলেও (বা)।

৫- بَابُ لَيْسَ الْكَلَامُ لِوَالِدَيْهِ

৫- অনুচ্ছেদঃ পিতা- মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা।

৮- حَدَّثَنِي طَبِيسْلَةُ بْنُ مَيَّاسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّجْدَاتِ فَاصْبَتْ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكِبَائِرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ كَذًا وَكَذَا قَالَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكِبَائِرِ هُنَّ تِسْعُ الْأَشْرَافِ بِاللَّهِ وَقَتْلُ نَسَمَةٍ وَالْفِرَارُ مِنَ الزُّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَaklُ الرِّبَا وَaklُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْحَادُ فِي الْمَسْجِدِ وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ وَيُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أَتَفَرَّقُ مِنَ النَّارِ وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ أَيْ وَاللَّهِ قَالَ أَحْيٍ وَالذَّاكَ قُلْتُ عِنْدِي أُمِّي قَالَ قَوْلَ اللَّهِ لَوْ أَنْتَ لَهَا الْكَلَامُ وَأَطَعْتَهَا الطَّعَامَ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكِبَائِرَ.

৮। তায়সালা ইবনে মায়্যাস (র) বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি যা আমার মতে কবীরা ওনাহর শামিল। আমি তা ইবনে উমার (রা)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা ওনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা ওনাহ নয়টি : (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) নরহত্যা,

(৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন, (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ রটানো, (৫) সূদ খাওয়া, (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা, (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং (৯) সন্তানের অসদাচরণ যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনে উমার (রা) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো (তাবারীর তাফসীর, আবদুর রায়যাক আল-খারাইতীর মাসাবিউল আখলাক)।

৯- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ (وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) قَالَ لَا تَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّاهُ .

৯। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। “তাদের জন্য মায়া-মমতার পক্ষপূট বিস্তার করে দাও”(১৭ঃ ২৪) শীর্ষক আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা যে জিনিসই পছন্দ করেন, তাতে বাধা দিও না (তাবারী)।

৬- بَابُ جَزَاءِ الْوَالِدَيْنِ

৬- অনুচ্ছেদ : পিতা-মাতার প্রতিদান ।

১০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَجْزِي وَكَدَّ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يُجِدَّهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقَهُ.

১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ সন্তানের পক্ষে তার পিতার প্রতিদান শোধ করা সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হতে পারে (মু, দা, ই, তি, হি, তহা)।

১১- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَمْلَ أُمِّهِ وَرَأَى ظَهْرَهُ يَقُولُ :

إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمَذْلُولُ + إِنْ أَذْغَرْتَ رِكَابَهَا لَمْ أَذْغَرْ

ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ أَتَرَانِي جَزَيْتُهَا قَالَ لَا وَلَا بَزْفَرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ فَاتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى إِنْ كُلَّ رُكْعَتَيْنِ تُكْفِّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا .

১১। আবু বুরদা (র) বলেন, তিনি ইবনে উমার (রা)-এর সাথে ছিলেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, “আমি তার জন্য তার

অনুগত উটতুল্য+আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি।” অতঃপর সে ইবনে উমার (রা)-কে বললো, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি। অতঃপর ইবনে উমার (রা) তাওয়াফ করলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাকআত নামায পড়ার পর বলেন, হে আবু মূসার পুত্র! প্রতি দুই রাকআত নামায পূর্ববর্তী পাপের কাফফারা (বায়হাকী, কানযুল উম্মাল)।

১২- عَنْ أَبِي مُرَّةٍ مَوْلِي عَقِيلٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانَ وَكَانَ يَكُونُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَكَانَتْ أُمُّهُ فِي بَيْتٍ وَهُوَ فِي آخَرٍ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَقَفَ عَلَيَّ بِأَيْهَا فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّتَاهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَتَقُولُ وَعَلَيْكَ يَا بَنِيَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَيَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا فَتَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ صَنَعَ مِثْلَهُ .

১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মারওয়ান তাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছিল এবং তিনি তখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে অবস্থান করতেন। তিনি একটি ঘরে বাস করতেন এবং তার মা আর একটি ঘরে বাস করতেন। যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন তখন তার মায়ের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন, “আসসালামু আলাইকে ইয়া উম্মাতাহ ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু” (মা! আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। তার মা বলতেন, “ওয়া আলাইকা ইয়া বুনাইয়্যা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু” (হে পুত্র! তোমার উপরও শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। তিনি পুনরায় বলতেন, আল্লাহ “আপনার প্রতি দয়া করুন যেভাবে আপনি আমার শৈশবকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন”। তার মা বলতেন, “আল্লাহ তোমার প্রতিও দয়া করুন যেদ্বারা আমার বার্ষিক্যে তুমি আমার প্রতি সম্ব্যবহার করছো”। অতঃপর তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখনও অনুরূপ বলতেন (আ)।

১৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهَجْرَةِ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ بَيْنَكَيْنِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا وَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا .

১৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, হিজরতের উদ্দেশ্যে বায়আত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে কান্নারত অবস্থায় ত্যাগ করে নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি বলেনঃ তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেমন কাঁদিয়ে এসেছো তেমনি তাদের মুখে গিয়ে হাসি ফুটাও (বু, মু, দা, না, ই)।

১৪- عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةٍ مَوْلِي أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَكِبَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى أَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ تَقُولُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا فَتَقُولُ يَا بَنِيَّ وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا .

১৪। আবু তালিব কন্যা উম্মে হানী (রা)-র মুক্তদাস আবু মুররা (র) অবহিত করেন যে, তিনি আকীক নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে তার খামার বাড়ীতে একই বাহনে চরে গমন করেন। তিনি তার বাড়ীতে পৌঁছে উচ্চস্বরে বলেন, আলাইকিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইয়া উম্মাতাহ্। তার মা বলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আবার আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রহিমাকিল্লাহু কামা রব্বায়তানী সাগীরা। তার মা বলেন, ইয়া বুনাইয়া ওয়া আনতা জাযাকাল্লাহু খায়রান ওয়া রাদিয়া আনকা কামা বারারতানী কাবীরা (বা)।

৭- بَابُ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ

৭- অনুচ্ছেদ : পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি।

১৫- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَايَرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مَثْكِنًا أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ مَا زَالَ يُكْرَرُهَا حَتَّى قُلْتُ لَيْتَهُ سَكَتَ.

১৫। আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মকগুলি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো না? কথটি তিনি তিনবার বলেন। সাহাবাগণ বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বলেন : আল্লাহর সাথে শরীক করা (শিরক) এবং পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ। তিনি হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বলেনঃ এবং মিথ্যা বলা। তিনি এ কথটি বারবার বলছিলেন। আমি মনে মনে বললাম, আহা! তিনি যদি ক্ষান্ত হতেন (বু. মু. তি)।

১৬- عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَكْتُبُ إِلَيْ بَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَرَادٌ فَأَمْلَيْ عَلَى وَكَتَبْتُ بِيَدِي أَنِّي سَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَعَنْ قَيْلٍ وَقَالَ .

১৬। মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র সচিব ওয়াররাদ বলেন, মুয়াবিয়া (রা) তাকে পত্র লিখলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে তুমি যা শুনেছো তা আমাকে লিখে পাঠাও। ওয়াররাদ বলেন, মুগীরা (রা) আমার দ্বারাই লিখালেন এবং আমি স্বহস্তে লিখলাম। আমি তাঁকে “বেশী যাঞ্চা করতে, অর্থের অপচয় করতে এবং গুজবে কান দিতে নিষেধ করতে শুনেছি” (বু. মু. দা)।

৮- بَابُ لَعْنِ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ

৮- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন।

১৭- عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِيُّ هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْصُ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً قَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْصُ بِهِ النَّاسَ إِلَّا مَا فِي

قَرَابَ سَيِّفِي ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً فَاذًا فِيهَا مَكْتُوبٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَعَ لَغِيرِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَتَارَ الْأَرْضِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أُولِيَ مُحَدَّثًا .

১৭। আবু তোফাইল (র) বলেন, আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স) কি কোন বিশেষ ব্যাপার আপনাকে বলেছেন, যা সর্বসাধারণকে বলেননি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) অন্য কাউকে বলেননি এমন কোন বিশেষ কথা একান্তভাবে আমাকে বলেননি। অবশ্য আমার তরবারির খাপের মধ্যে যা আছে ততটুকুই। অতঃপর তিনি একখানি লিপি বের করলেন। তাতে লেখা ছিলঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে পশু জবাই করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি বেদাতীকে আশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ (মু.না,আ)।

৭- بَابُ يَبْرُ وَالِدَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً

৯- অনুচ্ছেদ : পাপাচার ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার অনুগত থাকা।

১৮- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَسْعٍ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعَتْ أَوْ حُرِّقَتْ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِنَتْ مِنْهُ الدِّمَةُ وَلَا تُشْرِبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَأَطِعِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا وَلَا تَنَازَعَنَّ عَنْ وَلَاءِ الْأَمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ وَلَا تَفَرِّرْ مِنَ الرَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَتْ وَقَرَّ أَصْحَابُكَ وَأَنْفَقَ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَى أَهْلِكَ وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১৮। আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে নয়টি ব্যাপারে ওসিয়াত করেছেন : (১) আল্লাহর সাথে কিছু শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায ত্যাগ করো না, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয নামায ত্যাগ করবে তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (৩) মদ্যপান করো না, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি। (৪) তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে। (৫) শাসকদের সাথে বিবাদে জড়াবে না, যদিও দেখো যে, তুমিই তুমি। (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না, যদিও তুমি ধ্বংস হও এবং তোমার সঙ্গীরা পলায়ন করে। (৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করো। (৮) তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না এবং (৯) তাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখবে।

১৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ جِئْتُ أَبَايَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبَايَ يَبْكِيَانِ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاضْحِكُهُمَا كَمَا ابْكَيْتَهُمَا .

১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি হিজরত করার জন্য আমার পিতা-মাতাকে কান্নারত রেখে আপনার নিকট বায়আত হতে এসেছি। তিনি বলেন : তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেভাবে কাঁদিয়েছো সেভাবে তাদের মুখে হাসি ফোটাও (মু, না, দা, তি)।

২০. - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيدُ الْجِهَادَ فَقَالَ أَحْيِ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

২০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি জিহাদে যাত্রার উদ্দেশ্যে নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন : যাও, তাদের মধ্যে (সেবাযত্নের) জিহাদে প্রবৃত্ত হও (বু, মু, দা, না, তি)।

১- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

১০- অনুচ্ছেদঃ পিতা-মাতাকে পেয়েও যে ব্যক্তি বেহেশত লাভ করতে পারেনি।

২১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قَالَوَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكَبِيرِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ.

২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তার নাক ধুলিমলিন হোক! তার নাক ধুলিমলিন হোক!! তার নাক ধুলিমলিন হোক!!! সাহাবাগণ বলেন, ইয়া রসূলান্নাহ! কার নাক? তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেলো অথচ সে দোষখে গেলো (মু, তি, আ)।

১১- بَابُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ زَادَ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ

১১- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদাচার করে আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন।

২২- عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طَوَّنِي لَهُ زَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُمُرِهِ.

২২। মুআয (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করলো তার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহ তার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করেন (হা, তা, ইলা)।

১২- بَابُ لَا يَسْتَغْفِرُ لِأَبِيهِ الْمُشْرِكِ

১২- অনুচ্ছেদঃ কেউ নিজ মুশরিক পিতার জন্য যেন ক্ষমা প্রার্থনা না করে।

২৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْ إِلَى قَوْلِهِ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فَتَسْخَهَا الْأَيَةُ فِي بَرَاءَةِ مَا كَانَ

لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ .

২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণীঃ “তোমার জীবদ্দশায় তাদের কোন একজন অথবা উভয়ে বার্ষিক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের প্রতি (বিরক্তিসূচক) উহ শব্দটিও বলো না, ...যেমন তারা তোমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে” (১৭ : ২৪)। উক্ত আয়াত “মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও ঈমানদারদের জন্য শোভনীয় নয়, যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয়, তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পরও যে, তারা দোষখবাসী” (৯ : ১১৩) এই আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে (তা, দূর)।

১৩- بَابُ بَرِّ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

১৩- অনুচ্ছেদ : মুশরিক পিতার সাথেও সদাচার করতে হবে।

২৫- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَانَتْ أُمِّي حَلَفَتْ أَنْ لَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ حَتَّى أَقَارِقَ مُحَمَّدًا ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ جَاهِدَكَ عَلَيَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِمُهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وَالثَّانِيَةُ إِنِّي كُنْتُ أَخَذْتُ سَيْفًا أَعْجَبَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَبْ لِي هَذَا فَتَزَلْتُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْإِنْقَالِ. وَالثَّالِثَةُ إِنِّي مَرَضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقْسِمَ مَالِي أَفَأَوْصِي بِالنِّصْفِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ الثُّلُثُ فَسَكَتَ فَكَانَ الثُّلُثُ بَعْدَهُ جَانِزًا وَالرَّابِعَةُ إِنِّي شَرَبْتُ الْخَمْرَ مَعَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْفِي بِلَحْيِي جَمَلٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ.

২৪। সাদ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রা) বলেন, আমার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের চারটি আয়াত নাযিল হয়। (১) আমার মা শপথ করেন যে, আমি যতক্ষণ মুহাম্মাদ (স)-কে ত্যাগ না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। এই প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ নাযিল করেনঃ “পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে চাপ দেয় যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের অনুগত্য করবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে” (৩১ : ১৫)। (২) একখানি তরবারি আমার পছন্দ হলে আমি তা গ্রহণ করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এটা দান করুন। তখন নাযিল হলো, “লোকে আপনার নিকট যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে” (৮ : ১)। (৩) আমি রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার সম্পদ বন্টন করে দিতে চাই। আমি কি আমার অর্ধেক সম্পত্তি সম্পর্কে ওসিয়াত করবো? তিনি বলেনঃ না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি নিরস্তুর থাকলেন। শেষে এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করা বৈধ করা হয়। (৪) আমি কতক আনসারীর সাথে মদপান করি। তাদের মধ্যকার

এক ব্যক্তি উটের নীচের চোয়ালের হাড় আমার নাকের উপর ছুড়ে মারে। আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলে মহামহিম আল্লাহ মদ্যপান হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াত (৫ : ৯০-৯১) নাযিল করেন (যু, দা, আ, তি, তাব)।

২৫- أَخْبَرْتَنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ .

২৫। আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) বলেন, আমার মা নবী (স)-এর যুগে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট অবস্থায় আমার কাছে আসেন। আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তার সাথে আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখবো? তিনি বলেন : হ্যাঁ। ইবনে উয়ায়না (র) বলেন, এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ নাযিল করেনঃ “যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তাদের সাথে সদ্‌যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না” (৬০ : ৮) (বু, যু, দা)।

২৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ حُلَّةَ سَيِّرَاءٍ تَبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَغْ هَذِهِ فَالْبَسَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ مِنْهَا بِحُلِّلٍ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ الْبِسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكْهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوَهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى آخِرِ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

২৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) একটি লাল বর্ণের রেশমী চাদর বিক্রি হতে দেখে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা আপনি ক্রয় করুন। জুমুআর দিন ও বহিরাগত প্রতিনিধি দলসমূহের সাথে সাক্ষাতদানকালে তা আপনি পরতে পারবেন। তিনি বলেন : তা সেইসব লোকই পরবে যাদের (আখেরাতে) কোন অংশ নাই। পরে অনুরূপ লাল বর্ণের কিছু সংখ্যক রেশমী চাদর নবী (স)-এর দরবারে আসে। তিনি তার একটি উমারের কাছে পাঠিয়ে দেন। উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এটা পরিধান সম্পর্কে যা বলেছেন, তারপর আমি তা কিভাবে পরতে পারি! তিনি বলেন : আমি তা তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি, বরং তুমি তা বিক্রি করবে অথবা কাউকে পরতে দিবে। উমার (রা) তা তার জৈনিক মক্কাবাসী ভাইয়ের জন্য পাঠিয়ে দিলেন, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি (বু, যু, দা, না)।

১৪- بَابُ لَا يَسْبُُّ وَالِدَيْهِ

১৪-অনুচ্ছেদ : কেউ যেন নিজ পিতা-মাতাকে গালি না দেয়।

২৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يُشْتَمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ فَقَالُوا كَيْفَ يَشْتَمُ قَالَ يَشْتَمُ الرَّجُلُ فَيَشْتَمُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ.

২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ কবীরা গুনাহসমূহের একটি হলো নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। সাহাবীগণ বলেন, কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে! তিনি বলেনঃ সে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দিবে, প্রতিশোধ স্বরূপ ঐ ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে (বু, মু, দা, তি)।

২৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُسْتَسَبَّ الرَّجُلُ لَوَالِدِهِ.

৯২৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, পিতা-মাতাকে গালি শুনানো আল্লাহর নিকট একটি কবীরা গুনাহ (বু, মু, দা, তি)।

১৫- بَابُ عُقُوبَةِ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ

১৫- অনুচ্ছেদঃ পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি।

২৯- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ مَعَ مَا يُدْخِرُهُ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

২৯। আবু বাকরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধের শাস্তি অন্যান্য পাপের চেয়ে দ্রুত অপরাধীর উপর কার্যকর হয়। পরকালের শাস্তি তো আছেই (দা, তি, ই, আ, হা, হি)।

৩০- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَقُولُونَ فِي الزَّنا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُنَّ الْفَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ الْعُقُوبَةُ إِلَّا أُتْبِئْتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشَّرْكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مَتَكِنًا فَاحْتَفَزَ قَالَ وَالزُّورُ.

৩০। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা ব্যভিচার, মদ্যপান ও চুরি সম্পর্কে কি বলো? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেনঃ এগুলি জঘন্য পাপাচার এবং এগুলির জন্য ভীষণ শাস্তি অবধারিত আছে। আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? মহান আল্লাহর সাথে শীরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যাচারী হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে বলেনঃ এবং মিথ্যাচার (বা, তা)।

১৬- بَابُ بُكَاءِ الْوَالِدَيْنِ

১৬- পিতা-মাতার কান্না।

৩১- عَنْ طَيْسَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ بُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ وَالْكَبَائِرِ.

৩১। তায়াসলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেনঃ পিতা-মাতাকে কাঁদানো এবং তাদের অবাধ্যাচরণ কবীরা গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত (৮ নং হাদীসের বরাত)।

১৭- بَابُ دَعْوَةِ الْوَالِدَيْنِ

১৭- অনুচ্ছেদঃ পিতা-মাতার দোয়া ।

৩২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلَيَّ وَلَدِهِمَا .

৩২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, এতে কোন সন্দেহ নাই। (১) মযলুম বা নির্যাতিতের দোয়া, (২) মুসাফিরের দোয়া এবং (৩) সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া (দা,তি,ই)।

৩৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا تَكَلَّمَ مَوْلُودٌ مِنَ النَّاسِ فِي مَهْدٍ إِلَّا عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ وَمَا صَاحِبُ جُرَيْجٍ قَالَ فَإِنَّ جُرَيْجًا كَانَ رَجُلًا رَاهِبًا فِي صَوْمَعَةٍ لَهُ وَكَانَ رَاعِيًا بَقَرٍ يَأْوِي إِلَى اسْفَلِ صَوْمَعَتِهِ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ تَخْتَلِفُ إِلَى الرَّاعِي فَآتَتْ أُمَّهُ يَوْمًا فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ يُصَلِّي أُمِّي وَصَلَاتِي فَرَأَى أَنْ يُؤَثِّرَ صَلَاتُهُ ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ أُمِّي وَصَلَاتِي فَرَأَى أَنْ يُؤَثِّرَ صَلَاتُهُ ثُمَّ صَرَخَتْ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ أُمِّي وَصَلَاتِي فَرَأَى أَنْ يُؤَثِّرَ صَلَاتُهُ فَلَمَّا لَمْ يُجِبْهَا قَالَتْ لَا أَمَاتَكَ اللَّهُ يَا جُرَيْجُ حَتَّى تَنْظُرَ فِي وَجْهِ الْمُؤْمِسَاتِ ثُمَّ انْصَرَفَتْ فَأَتَى الْمَلِكُ بَيْتَكَ الْمَرْأَةَ وَكَدَتْ فَقَالَ مِمَّنْ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَصَاحِبُ الصَّوْمَعَةِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَهْدُمُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَتُونِي بِهِ فَضَرَبُوا صَوْمَعَتَهُ بِالْفُؤُوسِ حَتَّى وَقَعَتْ فَجَعَلُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ بِحَبْلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلَى الْمُؤْمِسَاتِ فَرَأَهُنَّ فَتَبَسَّمْنَ وَهُنَّ يَنْظُرْنَ إِلَيْهِ فِي النَّاسِ فَقَالَ الْمَلِكُ مَا تَزْعُمُ هَذِهِ قَالَتْ مَا تَزْعُمُ قَالَ تَزْعُمُ أَنْ وَلَدَهَا مِنْكَ قَالَ أَنْتِ تَزْعُمِينَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَيْنَ هَذَا الصَّغِيرُ قَالُوا هُوَ ذَا فِي حَجَرِهَا فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْبَقَرِ قَالَ الْمَلِكُ أَتَجْعَلُ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ لَا قَالَ فَمَا نَجْعَلُهَا قَالَ رَدُّوْهَا كَمَا كَانَتْ قَالَ فَمَا الَّذِي تَبَسَّمْتَ قَالَ أَمْرًا عَرَفْتُهُ أَدْرَكْتَنِي دَعْوَةُ أُمِّي ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ.

৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ ইসা ইবনে মরিয়ম (আ) এবং জুরাইজ সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত আর কোন মানব-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায়াত্র দোলনায় কথা

বলেনি। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জুরাইজ কে? তিনি বলেনঃ জুরাইজ ছিলেন একজন উপাসনালয়বাসী সংসারত্যাগী দরবেশ। তার উপাসনালয়ের প্রান্তেই এক রাখাল বাস করতো। গ্রাম্য এক নারী সেই রাখালের কাছে যাতায়াত করতো। একদিন জুরাইজের মা তার নিকট এসে বলেন, হে জুরাইজ! তিনি তখন নামাযরত ছিলেন। তিনি নামাযরত অবস্থায় মনে মনে বলেন, আমার মা এবং আমার নামায। তিনি তার নামাযকে অগ্রাধিকার দিলেন। দ্বিতীয়বার তার মা জোরে ডাক দিলে তিনি মনে মনে বলেন, আমার মা ও আমার নামায। তিনি মায়ের উপর নামাযকে অগ্রাধিকার দিলেন। তৃতীয়বার চীৎকার দিয়ে তার মা তাকে ডাকলে তিনি বলেন, আমার মা ও আমার নামায। তিনি নামাযকে অগ্রাধিকার দেয়াই সমীচীন ভাবলেন। জুরাইজ তার ডাকে সাড়া না দিলে তিনি তাকে অভিশাপ দিলেনঃ “তোকে পতিতা নারীদের মুখ না দেখিয়ে যেন আল্লাহ তোর মৃত্যু না ঘটান”। অতঃপর তার মা চলে গেলেন। ঘটনাক্রমে সদা ভূমিষ্ঠ শিশু সন্তানসহ সেই নারীকে রাজ-দরবারে উপস্থিত করা হলো। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কার ঔরসে এ শিশুর জন্ম? সে বললো, জুরাইজের ঔরসে। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, উপাসনালয়বাসী জুরাইজ? সে বললো, হাঁ। রাজা নির্দেশ দিলেন, উপাসনালয়টি ভেঙ্গে দাও এবং তাকে আমার নিকট হাযির করো। তারা কুঠারঘাতে তার উপাসনালয়টি ভূপাতিত করলো এবং তার দুই হাত রশি দিয়ে তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে তাকে নিয়ে রাজ-দরবারে চললো। পথে পতিতা নারীরা সামনে পড়লো, তিনি তাদের দেখে মৃদু হাসলেন। তারাও তাকে লোকজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখলো। রাজা তাকে বলেন, সে কি ধারণা করে? জুরাইজ বলেন, সে কী ধারণা করে? রাজা বলেন, তার দাবি এই যে, এ শিশু আপনার ঔরসজাত। জুরাইজ পতিতাকে বলেন, সত্যিই কি তোমার এই ধারণা? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, কোথায় সেই শিশু? তারা বললো, ঐ যে তার মায়ের কোলে। তিনি তার সামনে গেলেন এবং বললেন, কে তোমার পিতা? শিশুটি বললো, গরুর রাখাল। এবার রাজা বলেন, আমরা কি আপনার খানকাহ সোনা দ্বারা নির্মাণ করে দিবো? তিনি বলেন, না। রাজা পুনর্বার বলেন, তবে রূপা দ্বারা? তিনি বলেন, না। রাজা বলেন, তবে আমরা সেটিকে কি করবো? তিনি বলেন, তা পূর্ববস্থায় ফিরিয়ে দিন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তবে আপনার মৃদু হাসির কারণ কি? তিনি বলেন, মৃদু হাসির পেছনে একটা ঘটনা আছে যা আমার জানা ছিল। আমার মায়ের অভিশাপই আমাকে স্পর্শ করেছে। অতঃপর তিনি সকল ঘটনা তাদেরকে অবহিত করেন (বু.মু)।

১৮- بَابُ عَرَضِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأُمِّ النَّصْرَانِيَّةِ

১৮- অনুচ্ছেদঃ খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়া।

৩৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا سَمِعَ بِي أَحَدٌ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ إِلَّا أَحْبَبَنِي إِنْ أُمِّي كُنْتُ أُرِيدُهَا عَلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبِي فَقُلْتُ لَهَا قَابَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ لَهَا فَدَعَا فَأَتَيْتُهَا وَقَدْ أَجَافَتْ عَلَيْهَا الْبَابَ فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَسْلَمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ لِي وَلِأُمِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأُمُّهُ أَحِبَّهُمَا إِلَيَّ النَّاسِ.

৩৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার পরিচিত যে কোন ইহুদী বা খৃষ্টান আমাকে ভালোবাসে। আমি চাইতাম যে, আমার মা ইসলাম গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি তাতে রাজী হতেন না। আমি তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম কিন্তু তিনি তাতে রাজী হননি। আমি নবী (স)-এর নিকট

গিয়ে বললাম, আপনি তার জন্য দোয়া করুন। তিনি দোয়া করলেন। আমি তার নিকট গিয়ে দেখি, তিনি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে আছেন। তিনি বলেন, হে আবু হুরায়রা! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি নবী (স)-কে তা অবগত করে বললাম, আমার জন্য এবং আমার মায়ের জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ! তোমার বান্দা আবু হুরায়রা এবং তার মা, তাদের উভয়কে জনপ্রিয় করো” (মু,আ)।

১৭- بَابُ بَرِّ الْوَالِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا

১৯- অনুচ্ছেদ : মৃত পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

৩৫- عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ آبَائِي شَيْئٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبْرُهُمَا قَالَ نَعَمْ خِصَالُ أَرْبَعٍ الدُّعَاءُ لَهُمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا وَصَلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قَبْلِهِمَا.

৩৫। আবু উসাইদ (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দোয়া করা, (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় (দা,ই,হা,হি)।

৩৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَفَّعَ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ أَيُّ شَيْئٍ هَذِهِ فَيُقَالُ وَلَكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ.

৩৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে প্রভু! এটা কি জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার সম্মান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে (ই,মা)।

৩৭- عَنْ غَالِبٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرِينَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْلَةً فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَلِأُمِّي وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمْ حَتَّى نَدْخُلَ فِي دَعْوَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) বলেন, এক রাতে আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাকে, আমার মাকে এবং তাদের দু’জনের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাদের সকলকে তুমি ক্ষমা করো”। মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা তার দোয়ায় शामिल হওয়ার আশায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

৩৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ বান্দা মারা যাবার সাথে সাথে তার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি কাজ ব্যতীত। (১) সদকায়ে জারিয়া, (২) উপকারী জ্ঞান এবং (৩) সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে (মু, দা, তি, না)।

৩৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَلَمْ تُوصَ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ أَتَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ.

৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা মারা গেছেন। তিনি কোনরূপ ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি তবে তাতে তার কোন উপকার হবে কি? তিনি বলেনঃ হাঁ (বু, দা, তি, না)।

২- بَابُ بَرٍّ مَنْ كَانَ يَصِلُهُ أَبُوهُ

২০- অনুচ্ছেদ : পিতা যাদের সাথে সদাচার করতেন তাদের সাথে সন্তানের সদাচার।

৪০- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرَّ أَعْرَابِيٌّ فِي سَفَرٍ فَكَانَ أَبُو الْأَعْرَابِيِّ صَدِيقًا لِعُمَرَ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ السَّتْ ابْنُ فُلَانٍ قَالَ بَلَى فَأَمَرَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِحِمَارٍ كَانَ يَسْتَعْقِبُ وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ مَعَهُ أَمَا يَكْفِيهِ دِرْهَمَانِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْفَظْ وَدَّ أَبْيَكَ لَا تَقْطَعَهُ فَيُطْفِئُ اللَّهُ نُورَكَ.

৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন সফরে গেলো। তার পিতা উমার (রা)-এর বন্ধু ছিলেন। বেদুইন বললো, আপনি কি অমুকের পুত্র নন? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি তার সাথে আনা একটি গাধা বেদুইনকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজের মাথার পাগড়ী খুলে তাকে দান করলেন। তার এক সঙ্গী বললো, তাকে দুটি দিরহাম দিলে কি যথেষ্ট হতো না? তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ পিতার বন্ধুত্ব অটুট রাখো, তা ছিন্ন করো না। অন্যথায় আল্লাহ তোমার (ঈমানের) আলো নিভিয়ে দিবেন (মু, আ)।

৪১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَبْرَ الْبَرُّ أَنْ يُصِلَ الرَّجُلُ أَهْلًا وَدَّ أَبِيهِ.

৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো, তার পিতার বন্ধু পরিবারের প্রতি তার সদ্ব্যবহার (মু, দা, তি)।

২১- بَابُ لَا تَقْطَعُ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فَيُطْفَأُ نُورُكَ

২১- অনুচ্ছেদ : তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তুমি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। অন্যথায় তোমার ঈমানের আলো নিভে যাবে।

৪২- عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّزْقِيِّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مَعَ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ فَمَرُّ بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ مُتَكِنًا عَلَيَّ ابْنِ أَخِيهِ فَقَنَذَ عَنِ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا شِئْتُ عَمْرٍو بْنُ عُثْمَانَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَنِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّتَيْنِ لَا تَقْطَعُ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فَيُطْفَأُ بِذَلِكَ نُورُكَ

৪২। সাদ ইবনে উবাদা আয-যুরাকী (র) বলেন, তার পিতা বলেছেন, আমি মদীনার মসজিদে আমার ইবনে উসমানের সাথে বসা ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) তার ভাতিজার কাঁধে ভর করে আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি মজলিস অতিক্রম করে যেতে যেতে ফিরে তাকালেন এবং আবার সেখানে ফিরে এলেন। তিনি বলেন, আমার ইবনে উসমান! তুমি কি চাও? তিনি দুই বা তিনবার একথা বলেন। তারপর বলেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদ (স)-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাবে (তাওরাত) দুইবার বলা হয়েছে : তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতো, তাদের সাথে তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করো না। অন্যথায় তাতে তোমার ঈমানের নূর নির্বাপিত হবে।

২২- بَابُ الْوُدِّ يَتَوَارَثُ

২২- অনুচ্ছেদঃ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা উত্তরাধিকার সূত্রে আসে।

৪৩- عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَفَيْتُكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْوُدَّ يَتَوَارَثُ.

৪৩। মহানবী (স)-এর এক সাহাবী (রা) বলেন, তোমাদের জন্য যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা আসে উত্তরাধিকার সূত্রে (বা, হা)।

২৩- بَابُ لَا يُسَمِّي الرَّجُلُ أَبَاهُ وَلَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ وَلَا يَمْشِي أَمَامَهُ

২৩-অনুচ্ছেদঃ পিতার নাম নিও না, তার আগে বসো না এবং তার আগে আগে চলো না।

৪৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا مَا هَذَا مِنْكَ فَقَالَ أَبِي فَقَالَ لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ.

৪৪। আবু হুরায়রা (রা) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কি হন? সে বললো, তিনি আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার আগে আগে চলো না এবং তার আগে বসো না (বায, সুন্নী)।

২৬- بَابُ هَلْ يُكْنَى أَبَاهُ

২৪-অনুচ্ছেদঃ পিতাকে কি উপনামে ডাকা যায়?

৬৫- عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ سَالِمُ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

৪৫। শাহর ইবনে হাওশাব (র) বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-র সাথে বের হলাম। তার পুত্র সালেম (র) তাকে বলেন, হে আবদুর রহমানের পিতা! নামায।

৬৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَكِنَّ أَبُو حَفْصٍ عُمَرَ قُضِيَ.

৪৬। ইবনে উমার (রা) বললেন, হাফসের পিতা উমার (রা) বিচার মীমাংসা করেছেন।

২৭- بَابُ وَجُوبِ وَصَلَةِ الرَّحِمِ

২৫-অনুচ্ছেদঃ আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা বাধ্যতামূলক।

৬৭- حَدَّثَنَا كَلِيبُ بْنُ مَنَفْعَةَ قَالَ قَالَ جَدِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبْرَأَ قَالَ أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ.

৪৭। কুলাইব ইবনে মানফায়া (র) বলেন, আমার দাদা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সদাচরণ প্রাপ্তির ব্যাপারে কে অগ্রগণ্য? তিনি বলেনঃ তোমার পিতা-মাতা, তোমার ভাইবোন এবং এতদসংশ্লিষ্ট তোমার গোলাম, এদের অধিকার পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং আত্মীয়-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখবে (মু, দা, তি)।

৬৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنْذَرِ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَادَى يَا بَنِي كَعْبٍ بَنِ لُؤْيٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ أَنْقِذِي أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَابِلَهَا بَيْلَاهَا.

৪৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলোঃ “তোমার নিকটতম আত্মীয়দের সতর্ক করো”(২৬ঃ ২১৪), তখন নবী (স) দাঁড়ালেন এবং ডেকে বলেনঃ হে বনু কাব ইবনে লুয়াই! নিজেদেরকে আগুন (দোযখ) থেকে রক্ষা করো। হে বনু আবদে মানাফ! নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো। হে হাশেম বংশীয়গণ! নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো। হে

আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো। হে মুহাম্মদ কন্যা ফাতেমা! নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা করো। অন্যথায় তোমাকে আল্লাহর বিচার থেকে রক্ষা করার সামর্থ্য আমার নাই। কেবল আমার সাথে তোমাদের রক্তের বন্ধন, তা আমি সজীব রাখবো (বু, মু, না, তি, দা, হি)।

২৬-بَابُ صَلَةِ الرَّحِمِ

২৬-অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তার বন্ধন।

৬৭- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرَةٍ فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ .

৪৯। আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, এক বেদুইন নবী (স)-এর এক সফরে তার সাথে সাক্ষাত করে বললো, যা আমাকে বেহেশতের নিকটবর্তী এবং দোযখের দূরবর্তী করবে তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন : তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কিছু শরীক করো না, নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে (বু, মু, না)।

৫০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَذَلِكَ لَكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تُلَاقُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ .

৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : যখন মহামহিম আল্লাহ যাবতীয় মাখলুকের সৃষ্টি সম্পন্ন করলেন তখন “রেহেম” (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়ালো। তিনি বলেন, কি ব্যাপার! সে বললো, এ হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। তিনি বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে তোমাকে যুক্ত রাখবে আমিও তাকে যুক্ত রাখবো এবং যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমিও তাকে ছিন্ন করবো? রেহেম বললো, হে প্রভু! তিনি বলেন, এটাই তোমার প্রাণ্য। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা চাইলে পড়তে পারো : “তোমরা আধিপত্য লাভ করলে হয়তো পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে” (৪৭ : ২২)।

৫১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَاتَّذَا الْقُرْنِي حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ الْآيَةُ قَالَ بَدَأَ فَامْرَهُ بِأَوْجِبِ الْحَقُّوقِ وَذَلِكَ عَلَيَّ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَقَالَ وَاتَّذَا الْقُرْنِي حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَعَلِمَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ كَيْفَ يَقُولُ فَقَالَ وَإِمَّا تُعْرِضُ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مُيسُورًا عِدَّةً

حَسَنَةً كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُكُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ لَا تَعْطِي شَيْئًا وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ الْبَسْطِ تُعْطِي مَا عِنْدَكَ فَتَقْعُدَ مَلُومًا بَلُومَكَ مَنْ يَأْتِيكَ بَعْدُ وَلَا يَجِدُ عِنْدَكَ شَيْئًا مُحْسُورًا قَالَ قَدْ حَسَرَكَ مَنْ قَدْ أَعْطَيْتَهُ.

৫১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর বাণীঃ “আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং অভাবহস্ত ও মুসাফিরকেও” (১৭ : ২৬)। যদি কারো কিছু অর্থ-সম্পদ থাকে, তবে প্রথমেই তার সর্বোত্তম কর্তব্য কি তা আল্লাহ বলে দিলেন। “নিকটাত্মীয়দেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করো এবং দরিদ্র ও পথিকজনকেও” (১৭ : ২৬)। যদি তার কাছে কিছু না থাকে তবে সে কি করবে তা তিনি এভাবে শিক্ষা দিলেনঃ “তুমি তোমার প্রভুর কাজ্জিত রহমাতের আশায় থাকাকালে তাদেরকে বঞ্চিত করতে হলে, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো” (১৭ঃ২৮)। অর্থাৎ উত্তম প্রতিশ্রুতি দাও, যেন তা নিশ্চিত এবং আল্লাহর মজ্জি তা অচিরেই হয়ে যাবে। “এবং তুমি ব্যয়কুষ্ঠ হয়ো না” (১৭ : ২৯) অর্থাৎ দান করা থেকে তুমি একেবারে বিরত থেকে না। “এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না” (১৭ : ২৯) অর্থাৎ যা আছে তা সবই দান করো না, “তাহলে তুমি তিরস্কৃত হবে” (১৭ : ২৯) অর্থাৎ পরে যারা আসবে তারা যেন তোমাদেরকে রিক্তহস্ত দেখে তিরস্কার না করে। এবং “রিক্তহস্ত” (১৭ : ২৯) অর্থাৎ যা দান করেছে তার জন্য পরে যেন আক্ষেপ করতে না হয় (তারীখুল কবীর)।

২৭- بَابُ فَضْلِ صَلَةِ الرَّحِمِ

২৭- অনুচ্ছেদ : আত্মীয় সম্পর্ক অটুট রাখার ফযীলাত।

৫২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي قَرَابَةٌ أَصْلَهُمْ وَيَقْطَعُونَ وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَسِيئُونَ إِلَيَّ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ وَأَحْلِمُ عَنْهُمْ قَالَ لَنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَأَنَّمَا تُسْفَهُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَيَّ ذَلِكَ.

৫২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আছে। আমি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি, কিন্তু তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের উপকার করি, কিন্তু তারা আমার ক্ষতি করে। তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে, কিন্তু আমি তা সহ্য করি। তিনি বলেনঃ যদি তোমার বক্তব্য সঠিক হয়, তবে তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত ছাই পুরে দিচ্ছো। তোমার কারণে তাদের দুর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী তাদের মোকবিলায় তোমার সাথে থাকবেন (যু, আ, হি, আন)।

৫৩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الرَّحْمَنُ وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَاشْتَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّتَهُ.

৫৩। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন : মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমার নাম রহমান, দয়াময়। আমি রেহেম (জরায়ু, আত্মীয় সম্পর্ক)-কে সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে তার নাম নির্গত করেছি। সুতরাং যে তাকে যুক্ত রাখবে আমিও তাকে আমার সাথে যুক্ত রাখবো এবং যে তাকে ছিন্ন করবে আমিও তাকে আমার থেকে ছিন্ন করবো (দা,তি,আ,হা)।

৫৪- عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْوَهْطِ يَغْنِي أَرْضًا لَهُ بِالطَّائِفِ فَقَالَ عَظَفَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ اصْبَعَهُ فَقَالَ الرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ مَنْ يُصْلِحُهَا يُصْلِحْهُ وَمَنْ يَقْطَعُهَا يَقْطَعُهَا لَهَا لِسَانٌ طَلَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫৪। আবুল আনবাস (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সাথে তায়েফে তার খামার বাড়ি ওয়াহুত-এ গেলাম। তখন তিনি বলেন, নবী (স) তাঁর আঙ্গুলসমূহ একত্র করলেন এবং বললেনঃ রেহেম হলো রহমানের অংশ। যে তাকে যুক্ত রাখবে, আল্লাহও তাকে যুক্ত রাখবেন এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন। কিয়ামতের দিন তা সাবলীল বাগ্মীভাষী হবে (তি, হা)।

৫৫- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ اللَّهِ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ.

৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : রেহেম হলো আল্লাহর একটি শাখা। যে তাকে যুক্ত রাখবে, আল্লাহও তাকে যুক্ত রাখবেন এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন (বু, মু, তি, আ)।

২৮- بَابُ صَلَةِ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ

২৮- চনুচ্ছেদ : আত্মীয়-সম্পর্ক বজায় রাখলে হায়াত বাড়ে।

৫৬- أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

৫৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং তার আয় বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখে।

৫৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

৫৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি তার জীবিকা প্রশস্ত এবং আয় বৃদ্ধি হওয়ার দ্বারা আনন্দিত হতে চায়, সে যেন তার আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখে।

২৯- بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ

২৯- অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন।

৫৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اتَّقَى رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ نُسِيَ فِي أَجَلِهِ وَثَرِي مَالُهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ .

৫৮। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে ভয় করে এবং আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখে, তার মৃত্যু পিছিয়ে দেয়া হয়, তার সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালোবাসে।

৫৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اتَّقَى رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ أُنْسِيَ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَثَرِي مَالُهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ .

৫৯। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে ভয় করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে, তার আয় ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালোবাসে।

৩- بَابُ بِرِّ الْأَقْرَبِ فَأَلْأَقْرَبِ

৩০- অনুচ্ছেদ : ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ক্রম অনুসারে ঘনিষ্ঠতর আচরণ।

৬০- عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ اللَّهُ يُوَصِّيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثُمَّ يُوَصِّيكُمْ بِأَبَائِكُمْ ثُمَّ يُوَصِّيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَأَلْأَقْرَبِ .

৬০। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ আল্লাহ তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, অতঃপর তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, অতঃপর নৈকট্যের ক্রমানুসারে নিকটাত্মীয় সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন।

৬১- عَنْ أَبِي أُيُوبَ سُلَيْمَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ جَاءَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أُرْجُ عَلَيَّ كُلَّ قَاطِعِ رَحِمٍ لِمَا قَامَ مِنْ عِنْدِنَا فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا فَأَتَيْتِي عَمَّةٌ لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مِنْذُ سَتَتَيْنِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ أَخِي مَا جَاءَ بِكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ لِمَ قَالَ ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يَقْبَلُ عَمَلٌ قَاطِعِ رَحِمٍ .

৬১। আবু আইউব সুলায়মান (রা) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা জুমআর রাতে আমাদের এখানে এলেন এবং বললেন, আমি প্রত্যেক আত্মীয়তা ছিন্নকারীকে ভালোবাসি না।

আমাদের এখানে এরূপ কেউ থাকলে সে যেন উঠে যায়। কিন্তু কেউ মজলিস থেকে উঠেনি। তিনি তিনবার একথা বললেন। এক যুবক তার ফুফুর কাছে এলো। সে তার সাথে দুই বছর যাবত সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিল। সে তার নিকট প্রবেশ করলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কেন এসেছো? যুবক বললো, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। সে বললো, তুমি তার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি কেন এরূপ বলেন? তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ আদম সন্তানের আমলসমূহ আল্লাহর কাছে প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে পেশ করা হয়। কিন্তু আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল কবুল হয় না।

৬২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا أَتَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَآهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَلَا قَرَبَ الْأَقْرَبَ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَتَأُولُ .

৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য এবং নিজ পরিবারের জন্য সওয়াবের আশায় যা ব্যয় করে, তার প্রতিটির জন্য অল্লাহ তাকে প্রতিদান দেন। তোমার পোষাদের থেকে ব্যয় করা শুরু করো এবং তারপর অবশিষ্ট থাকলে পরবর্তী ঘনিষ্ঠজনকে দান করো, তারপর অবশিষ্ট থাকলে হস্ত আরো সম্প্রসারিত করো।

৩১- بَابُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِمٍ

৩১-অনুচ্ছেদঃ যাদের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে তাদের উপর রহমাত নাযিল হয় না।

৬৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ الرَّحْمَةُ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِمٍ .

৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকলে তাদের উপর আল্লাহর রহমাত নাযিল হয় না।

৩২- بَابُ إِثْمِ قَاطِعِ الرَّحِمِ

৩২-অনুচ্ছেদঃ আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারীর পাপ।

৬৪- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمٍ .

৬৪। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ الرَّحِمَ شُجِنَتْ مِّنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ يَا رَبِّ إِنِّي قَطَعْتُ يَا رَبِّ إِنِّي فُجِيتُهَا إِلَّا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ وَأَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ .

৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ রেহেম (রক্তের বাঁধন) রহমানের অংশবিশেষ। সে বলবে, "হে প্রভু! আমি ময়লুম, হে প্রভু! আমি ছিন্নকৃত, হে প্রভু! আমি আমি...। তখন আল্লাহ তাকে জবাব দিবেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমাকে যে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করবো এবং যে তোমাকে সংযুক্ত রাখবে, আমিও তাকে সংযুক্ত রাখবো?

৬৬। حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَعَوَّدُ مِنْ إِمَارَةِ الصَّبْيَانِ وَالسُّفَهَاءِ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَسَنَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ مَا أَيْةُ ذَلِكَ قَالَ أَنْ تَقْطَعَ الْأَرْحَامَ وَيَطَاعُ الْمُغْوِيُّ وَيُعْصَى الْمُرْشِدُ.

৬৬। সাঈদ ইবনে সামআন (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বালকের ও নির্বোধের নেতৃত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি। সাঈদ ইবনে সামআন (র) বলেন, ইবনে হাসানা আল-জুহানী (র) আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তার নিদর্শন কি? তিনি বলেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে, বিভ্রান্তকারীর আনুগত্য করা হবে এবং সৎপথ প্রদর্শনকারীর অবাধ্যাচরণ করা হবে।

৩৩- بَابُ عُقُوبَةِ قَاطِعِ الرَّحِمِ فِي الدُّنْيَا

৩৩- অনুচ্ছেদ : আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর পার্শ্বব শাস্তি।

৬৭। عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْخُرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْبَغْيِ.

৬৭। আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহ যেসব পাপীকে পার্শ্বব জগতেই তার পাপের ত্বরিত শাস্তি দেন, তা হলো আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী ও বিদ্রোহীর পাপ এবং আত্মপ্রাণের তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন।

৩৪- بَابُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي

৩৪- অনুচ্ছেদ : প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী স্বার্থপর।

৬৮। عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا .

৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষাকারী প্রকৃত আত্মীয় রক্ষাকারী নয়। বরং আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে যে ব্যক্তি তা যুক্ত করে সে হলো আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষাকারী।

৩৫- بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصِلُ ذَا الرَّحِمِ الظَّالِمِ

৩৫- অনুচ্ছেদ : বিবেক বর্জিত আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীর ফযীলাত ।

৬৭- عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَنِي عَمَلًا يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ لَنْ كُنْتُ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْئَلَةَ أَعْتَقَ النَّسَمَةَ وَفَكَ الرُّقْبَةَ قَالَ أَوْلَيْسَتْ وَاحِدًا قَالَ لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُعْتَقَ النَّسَمَةُ وَفَكَ الرُّقْبَةَ أَنْ تُعَيَّنَ عَلَيِ الرُّقْبَةِ وَالْمَنِحَةُ الرُّغُوبُ وَالْفِيءُ عَلَيِ ذِي الرَّحِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا خَيْرًا .

৬৯। বারআ (রা) বলেন, এক বেদুইন এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেন, তোমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ যদি এই হয়ে থাকে তাহলে তুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছো। গোলাম আযাদ করো এবং গদান মুক্ত করো। সে বললো, দুইটা একই বস্তু নয় কি? তিনি বলেনঃ না, গোলাম আযাদ করা তো কোন গোলামকে আযাদ করাই এবং গদান মুক্ত করা মানে আত্মীয়-স্বজনদের মুক্ত করা। যদি তা না পারো, তবে সংকাজের আদেশ করবে এবং অসং কাজে নিষেধ করবে। যদি তার সামর্থ্যও না হয়, তবে সদবাক্য বলা ছাড়া মুখ বন্ধ রাখবে।

৩৬- بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ.

৩৬- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি ইসলাম-পূর্ব যুগে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেছে।

৭০- عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَلَةٍ وَعِتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ فَهَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَلَّمْتَ عَلَيَّ مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

৭০। হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) নবী (স)-কে বলেন, আমি জাহিলী যুগে যেসব কাজ করেছি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার, দাসমুক্তি এবং দান-খয়রাত ইত্যাদি, তার কোন প্রতিদান আমি পাবো কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমার পূর্ববর্তী পুণ্যসমূহসহ তুমি মুসলমান হয়েছে।

৩৭- بَابُ صَلَةِ ذِي الرَّحِمِ الْمُشْرِكِ وَالتَّهْدِيَةِ.

৩৭- অনুচ্ছেদ : মুশরিক আত্মীয়ের সাথে রক্তের বন্ধন ও পরস্পর উপহারাদি বিনিময়।

৭১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَأَى عُمَرَ حُلَّةً سَبْرَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبَسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُقُودِ إِذَا اتَوَّكَ فَقَالَ يَا عُمَرُ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ ثُمَّ أَهْدِيَ

لَلنَّبِيِّ مِنْهَا حُلٌّ فَأَهْذَى إِلَيَّ عُمَرُ مِنْهَا حُلَّةً فَجَاءَ عُمَرُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَيَّ هَذِهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ أَنِّي لَمْ أَهْذَاهَا لَكَ لَتَلْبِسَهَا إِنَّمَا أَهْذَيْتُهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ لَتَكْسُوهَا فَأَهْذَاهَا عُمَرُ لِأَخٍ لَهُ مِنْ أُمِّهِ مُشْرِكٌ.

৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) একটি লাল বর্ণের রেশমী চাদর দেখে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি তা খরিদ করতেন তবে জুমুআর দিন এবং আপনার নিকট বাইরের প্রতিনিধি দল এলে তা পরতেন। তিনি বলেন : হে উমার! যার পরকাল বলতে কিছু নেই সে এটা পরবে। পরে অনুরূপ কিছু লাল বর্ণের রেশমী চাদর নবী (স)-কে উপঢৌকন দেয়া হয়। তিনি তা থেকে একটা চাদর উমার (রা)-কে উপহার পাঠান। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে এটা পাঠিয়েছেন, অথচ আপনি ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমি শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমার পরিধানের জন্য এটা আমি তোমাকে দেইনি। অবশ্য আমি এজন্য তোমাকে এটা দিয়েছি যে, তা বিক্রয় করবে অথবা কাউকে পরতে দিবে। অতএব উমার (রা) তার এক বৈপিত্র্যে মুশরিক ভাইকে তা উপহার দেন (বু, যু, দা, না)।

৩৮- بَابُ تَعَلُّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ.

৩৮- অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষার্থে তোমাদের বংশ পরিচিতি জেনে রাখো।

৭২- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَلَيَّ الْمَنْبَرِ تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ ثُمَّ صَلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ الشَّيْءُ وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحِمِ لَوَزَعَهُ ذَلِكَ عَنْ انْتِهَائِهِ.

৭২। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে মিন্বারের উপর বলতে শুনেছেন, তোমাদের বংশ পরিচিতি (নসবনামা) জেনে রাখো, অতঃপর আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখো। আল্লাহর শপথ! ঘটনাক্রমে কোন ব্যক্তি ও তার ভাইয়ের মধ্যে কিছু ঘটে যায়। যদি সে জানতে পারতো যে, তার এবং অপরজনের মধ্যে রক্তের বন্ধন রয়েছে তাহলে তা তাকে তার ভাইকে অপদস্থ করা থেকে বিরত রাখতো (তি, তা)।

৭৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ احْفَظُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ بِالرَّحِمِ إِذَا قَرَّبْتُ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً وَلَا قُرْبَ بِهَا إِذَا بَعُدَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ وَإِنْ كَانَ وَصَلَهَا وَعَلَيْهِ بِقَطِيعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا.

৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা তোমাদের নসবনামা জেনে রাখো, তোমাদের আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখো। কেননা দূরাত্মীয়ও সম্পর্কের কারণে নিকটতর হয়ে যায় এবং নিকটাত্মীয়ও সম্পর্কের অভাবে দূরে চলে যায়। প্রতিটি রক্তের বন্ধন কিয়ামতের দিন তার সংশ্লিষ্ট জনের সামনে আসবে এবং সে যদি তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রাখে, তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু সে যদি তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে, তবে সে তার বিরুদ্ধে সম্পর্ক ছিন্নের সাক্ষ্য দিবে (হা)।

৩৭- بَابُ هَلْ يَقُولُ الْمَوْلَى إِنِّي مِنْ فُلَانٍ

৩৯- অনুচ্ছেদ : মুক্তদাস কি বলবে, আমি অমুকের সাথে সম্পৃক্ত?

৭৬- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ تَيْمٍ تَيْمٍ قَالَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ مِنْ مَوَالِيهِمْ قُلْتُ مِنْ مَوَالِيهِمْ قَالَ فَهَلَّا قُلْتُ مِنْ مَوَالِيهِمْ إِذَا.

৭৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু হাবীব (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাকে বললেন, তুমি কোন বংশের লোক? আমি বললাম, আমি তায়েম তামীম গোত্রের। তিনি বলেন, তুমি কি সে বংশভুক্ত অথবা তাদের মুক্তদাস? আমি বললাম, আমি তাদের মুক্তদাস। তিনি বলেন, তাহলে তুমি বললে না কেন যে, তুমি তাদের মুক্তদাস?

৪- بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

৪০- অনুচ্ছেদঃ দ্বোন গোষ্ঠীর মুক্তদাস তাদের অন্তর্ভুক্ত।

৭৫- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فَلَمَّا حَضَرُوا بَابَ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ قَدْ جَمَعْتُ لَكَ قَوْمِي فَسَمِعَ ذَلِكَ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا قَدْ نَزَلَ فِي قُرَيْشٍ الْوَحْيُ فَجَاءَ الْمُسْتَمْعُ وَالنَّاطِرُ مَا يُقَالُ لَهُمْ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ غَيْرُكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَبَيْنَا حَلِيفُنَا وَابْنُ أُخْتِنَا وَمَوَالِينَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَلِيفُنَا مِنَّا وَابْنُ أُخْتِنَا وَمَوَالِينَا مِنَّا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ إِنْ أَوْلِيَانِي مِنْكُمْ الْمُتَّقُونَ فَإِنْ كُنْتُمْ أَوْلَيْنَا فَذَلِكَ وَالْأَفْظَرُ وَلَا يَأْتِي النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَأْتُونَ بِالْأَثْقَالِ فَيُعْرَضُ عَنْكُمْ ثُمَّ نَادَى فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ يَضَعُهُمَا عَلَى رُءُوسِ قُرَيْشٍ أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ مِنْ بَغْيٍ بِهِمْ قَالَ زُهَيْرٌ أَظْنُهُ قَالَ الْعَوَاتِرُ كَبَّهُ اللَّهُ لِمَنْخَرِهِ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

৭৫। রিফায়া ইবনে রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) উমার (রা)-কে বলেনঃ তোমার গোষ্ঠীর লোকজনকে আমার কাছে সমবেত করো। অতএব তিনি তাদেরকে সমবেত করলেন। তারা নবী (স)-এর ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হলে উমার (রা) নবী (স)-এর নিকট প্রবেশ করে বলেন, আমার গোষ্ঠীর লোকজনকে আপনার কাছে সমবেত করেছি। আনসারগণ তা শুনতে পেয়ে (মনে মনে) বলেন, নিশ্চয় কুরাইশদের সম্পর্কে ওহী নাযিল হয়েছে। অতএব তাদেরকে কি বলা হয় তা শোনার জন্য দর্শক ও শ্রোতা এসে হাযির হলো। নবী (স) বাইরে এসে তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে তোমাদের ছাড়া অন্য কেউ আছে কি? তারা বলেন, হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে

আমাদের বন্ধুগোত্র, আমাদের বোনপুত্র এবং আমাদের মুক্তদাসগণও আমাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নবী (স) বলেন : আমাদের বন্ধুগোত্র আমাদের অন্তর্ভুক্ত, আমাদের বোনপুত্ররা আমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের মুক্তদাসগণও আমাদের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা শোনো! তোমাদের মধ্যকার আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণই আমার বন্ধু। তোমরা যদি তাই হও তবে তো তাই। অন্যথায় লক্ষ্য করো কিয়ামতের দিন যেন এমন না হয় যে, লোকজন তো তাদের সংকর্মসমূহ নিয়ে আসবে, আর তোমরা আসবে তোমাদের পাপের বোঝাসমূহ নিয়ে এবং তা তোমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা হবে। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত উঁচু করে তা কুরাইশদের মাথার উপর রেখে ডাক দিয়ে বলেনঃ হে লোকসকল! কুরাইশগণ আমানতদার। যে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে সমূহ বিপদ ডেকে আনবে। আল্লাহ তাকে অধঃমুখে উপড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। তিনি এ কথা তিনবার বলেন (আ, হা)।

৬১- بَابُ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ أَوْ وَاحِدًا

৪১- অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দুইটি বা একটি কন্যা সন্তান পোষে।

৭৬- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ .

৭৬। উকবা ইবনে আমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদেরকে যথাসাধ্য উত্তম পোশাকাদি দেয়, তারা তার জন্য দোযখ থেকে রক্ষাকারী প্রতিবন্ধক হবে (আ, ই)।

৭৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَذَرِكُهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ .

৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে মুসলমানের দুইটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে উত্তম সাহচর্য দান করে তারা তাকে বেহেশতে দাখিল করবে (ই, হা, ই)।

৭৮- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيَهُنَّ وَيَكْفِيَهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ وَتَنْتَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَتَنْتَيْنِ .

৭৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে তাদের ব্যয়ভার বহন করে এবং তাদের সাথে দয়র্দ্র ব্যবহার করে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। লোকজনের মধ্য থেকে একজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কারো যদি দুটি কন্যা সন্তান থাকে? তিনি বলেনঃ দুইটি কন্যা সন্তান হলেও (আ, তা, বায়)।

৬২- بَابُ مَنْ عَالَ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ

৪২- অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তিন বোনকে লালন-পালন করলো।

৭৭- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৭৯। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন আছে এবং সে তাদের সাথে মমতাপূর্ণ ব্যবহার করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে (দা, তি, আ, হি)।

৬৩- بَابُ فَضْلِ مَنْ عَالَ ابْنَتَهُ الْمَرْدُودَةَ

৪৩- অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজের তালাকপ্রাপ্ত (বা বিধবা) কন্যার প্রতিপালন করে তার ফযীলাত।

৮০- حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسُرَّاقَةَ بِنِ جُعْشُمٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَيَّ أَعْظَمَ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ابْتِنْتُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ.

৮০। মুসা ইবনে উলায়্যি (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) সুরাকা ইবনে জুশুম (রা)-কে বলেন : আমি কি তোমাকে শ্রেষ্ঠতম বা অতীব শ্রেষ্ঠ দান-খয়রাত সম্পর্কে অবহিত করবো না? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্যই। তিনি বলেন : তোমার নিকট ফিরে আসা তোমার (স্বামী পরিত্যক্ত) কন্যার ব্যয়ভার বহন করা, তুমি ছাড়া যার জন্য উপার্জনকারী আর কেউ নাই (ই, আ, না)।

৮১- عَنْ الْمُقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ.

৮১। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ তুমি নিজেকে যা খাওয়াও তা তোমার জন্য সদাকা। তোমার সন্তানকে তুমি যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদাকা, তোমার স্ত্রীকে তুমি যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদাকা এবং তোমার খাদেমকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদাকা (আ)।

৬৪- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتِمَّنِيَ مَوْتَ الْبَنَاتِ.

৪৪- অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু কামনা অপছন্দ করে।

৮২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ وَلَهُ بَنَاتٌ فَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ أَنْتَ تَرَزُّقُهُنَّ.

৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার সাথে থাকতো। তার কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিল। সে তাদের মৃত্যু কামনা করলো। ইবনে উমার (রা) ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তুমি কি তাদের রিযিক দাও?

৬৫- بَابُ الْوَلَدِ مَبْخَلَةً مَجْنُونَةً

৪৫- অনুচ্ছেদ : মানুষ সন্তানের কারণে কৃপণ ও কাপুরুষ হয়।

৮৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمًا وَاللَّهِ مَا عَلَيَّ وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عُمَرَ فَلَمَّا خَرَجَ رَجَعَ فَقَالَ كَيْفَ حَلَفْتُ أَيُّ بَنِيَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ أَعَزُّ عَلَيَّ وَالْوَلَدُ الْوَلُوطُ .

৮৩। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন আবু বাকর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! পৃথিবীর বুকে উমারের চেয়ে অধিক প্রিয় আমার কাছে আর কেউ নাই। তিনি চলে যাবার পর পুনরায় ফিরে এসে বলেন, হে বৎস! আমি কিভাবে শপথ করেছি? আমি তাকে তা বললাম। তিনি বলেন, (উমার) আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর সন্তান তো অন্তরের সাথে লেগে থাকে (তারীখ ইবনে আসাকির)।

৮৪- عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا ابْنَ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضَةِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ أَنْظِرُوا إِلَيَّ هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضَةِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ هُمَا رِيحَانِي مِنَ الدُّنْيَا .

৮৪। ইবনে আবু নু'ম (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, তুমি কোথাকার লোক? সে বললো, ইরাকের। তিনি বলেন, দেখো তাকে! সে আমাকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। অথচ এরা নবী (স)-এর নাতিকে হত্যা করেছে। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ এরা দু'জন পৃথিবীতে আমার দু'টি ফুল (তি, আ, হা)।

৬৬- بَابُ حَمْلِ الصَّبِيِّ عَلَيَّ الْعَاتِقِ

৪৬- অনুচ্ছেদ : শিশুকে কাঁধে উঠানো।

৮৫- عَنْ الْبَرَاءِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنُ عَلَيَّ عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ .

৮৫। বারাবা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি যে, হাসান তাঁর কাঁধের উপর আসীন অবস্থায় তিনি বলছেন : হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি। অতএব তুমিও একে ভালোবাস (বু, মু, তি, না)।

৬৭- بَابُ الْوَلَدِ قُرَّةَ الْعَيْنِ

৪৭- অনুচ্ছেদ : সন্তান হলো নয়ন প্রীতিকর।

৮৬- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَلَسْنَا إِلَى الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ يَوْمًا فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ طُوبَى لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

لَوَدِدْنَا أَنَّا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ وَشَهِدْنَا مَا شَهِدْتَ فَاسْتَفْضَبَ فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ مَا قَالَ الْا
 خَيْرًا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا يَحْمِلُ الرَّجُلَ عَلَيَّ أَنْ يَتَمَنَّى مُحْضَرًا غَيْبَهُ اللَّهُ عَنْهُ لَا
 يَذَرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْوَامَ كَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَيَّ
 مَنَازِرَهُمْ فِي جَهَنَّمَ لَمْ يَجِيبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ أَوْ لَا تَحْمَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَخْرَجَكُمْ لَا
 تَعْرِفُونَ إِلَّا رَبَّكُمْ فَتُصَدِّقُونَ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ ﷺ قَدْ كُفَيْتُمْ الْبَلَاءَ بِغَيْرِكُمْ وَاللَّهِ
 لَقَدْ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ أَشَدَّ حَالٍ بُعِثَ عَلَيْهَا نَبِيٌّ قَطُّ فِي فِتْرَةٍ وَجَاهِلِيَةٍ مَا يَرَوْنَ
 أَنَّ دِينَنَا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَفَرَّقَ
 بِهِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرِي وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا قَدْ
 فَتَحَ اللَّهُ قُفْلَ قَلْبِهِ بِالْإِيمَانِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ فَلَا تُقَرُّ عَيْنُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ
 أَنَّ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ وَأَنَّهَا اللَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
 مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ.

৮৬। জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (র) বলেন, একদিন আমরা মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)-র নিকট বসলাম। এক ব্যক্তি তাকে অতিক্রম করতে করতে বললো, ধন্য এই চক্ষুদ্বয়, যা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দর্শন করেছে। আল্লাহ্র শপথ! আমরা কামনা করতাম আপনি যা দেখেছেন যদি আমরাও তা দেখতাম এবং আপনি যেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমরাও যদি তথায় উপস্থিত থাকতাম। এতে মিকদাদ (রা) অসন্তুষ্ট হলেন। তাতে আমি অবাধ হলাম যে, সে তো ভালো কথাই বলেছে। অতঃপর তিনি তার মুখোমুখি হয়ে বলেন, লোকটিকে এমন স্থানে উপস্থিতির আকাজক্ষা করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো, যেখান থেকে আল্লাহ তাকে অনুপস্থিত রেখেছেন? কি জানি যদি সে সেখানে উপস্থিত থাকতো তবে সে কি করতো। আল্লাহ্র শপথ! বহু লোক রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছে কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ তারা তাঁর আহবানে সাড়া দেয়নি এবং তাঁকে বিশ্বাসও করেনি। তোমরা কি মহামহিম আল্লাহ্র প্রশংসা করবে না যে, তিনি তোমাদের যখন সৃষ্টি করেছেন তখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালক ছাড়া আর কাউকে চেনো না। তোমাদের নবী (স) যা নিয়ে এসেছেন তাকে তোমরা সত্য বলে মেনে নিয়েছো। আল্লাহ্র শপথ! নবী (স) আবির্ভূত হন কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে আর কোন নবী আসেননি। নবী আসার পূর্বকাল সেই জাহিলিয়াতের দিনগুলিতে তারা প্রতিমা পূজার চেয়ে উত্তম কোন ধর্ম আছে বলে মনে করতো না। এই পরিস্থিতিতে তিনি ফুরকানসহ আবির্ভূত হন। তিনি তার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করেন, পার্থক্য সূচিত করেন পিতা ও তার পুত্রের মধ্যে। শেষে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, কোন ব্যক্তি তার পিতা বা পুত্র বা ভাইকে কফের অবস্থায় দেখতো, অপরদিকে ঈমান আনার জন্য তার অন্তরের তালা আল্লাহ খুলে দিতেন, তখন সে ভাবতো, এই অবস্থায় তার আপনজন মারা গেলে নিশ্চয় সে দোযখে যাবে। এতে কারো চোখ জুড়াতো না। এই প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ বলেন, “এবং যারা বলে, আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের দ্বারা আমাদেরকে চোখের শীতলতা দান করো” (২৫ঃ ৭৪) (আ)।

৬৮- ৬৮ - بَابُ مَنْ دَعَا لَصَاحِبِهِ أَنْ أَكْثَرَ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

৬৮- অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার সঙ্গীর ধন ও সন্তান বৃদ্ধির দোয়া করে।

৮৭- عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا لَنَا إِلَّا أَصْلَى بِكُمْ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَأَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنْهُ فَقَالَ جَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّيْنَا بِنَا ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِّنْ بَرِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خُونِدَمَكَ أَدْعُ اللَّهَ لَهُ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ كَانَ فِي آخِرِ دُعَائِهِ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ.

৮৭। আনাস (রা) বলেন, একদিন আমি নবী (স)-এর নিকট গেলাম। আমি, আমার মা ও খালা উম্মু হারাম (রা) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তখন নবী (স) আমাদের নিকট এসে বলেনঃ আমি কি তোমাদের সাথে নামায পড়বো না? তখন কোন নামাযের ওয়াস্ত ছিলো না। লোকজনের মধ্যে একজন বললো, আনাসকে কোথায় দাঁড় করানো হয়েছিলো? রাবী বলেন, ডান দিকে। তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন, অতঃপর আমাদের তথা ঘরের সকলের জন্য দোয়া করলেন দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণের জন্য। আমার মা বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনার এই ক্ষুদে খাদেম, তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। অতএব তিনি আমার সার্বিক কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। তার দোয়ার শেষ ছিলঃ হে আল্লাহ! “তাকে অধিক ধন ও সন্তান দারন করুন এবং তাকে বরকত দান করুন” (বু, মু, তি)।

৬৯- ৬৯ - بَابُ الْوَالِدَاتِ رَحِيسَاتٍ

৬৯- অনুচ্ছেদ : মমতাময়ী মা।

৮৮- عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَأَعْطَتْهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا تَمْرَةً وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً فَآكَلِ الصَّبِيَّانِ التَّمَرَتَيْنِ وَنَظَرَ إِلَى أُمِّهِمَا فَعَمَدَتْ إِلَى التَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّيْهَا.

৮৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা আয়েশা (রা)-এর কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দু'টিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দু'টি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকালো এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইলো। সে খেজুরটি দুই টুকরা করে প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক দিলো। নবী (স) ঘরে আসলে আয়েশা (রা) তাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন। তিনি বলেনঃ এতে তোমার বিশ্বিত হওয়ার কি আছে। সে তার ছেলে দুইটির প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন (বু, মু, তি, ই)।

৫- بَابُ قُبْلَةِ الصَّبِيَّانِ

৫০- অনুচ্ছেদ : শিশুদের চুমা দেয়া।

৮৯- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اتَّقَبَّلُونِ صَبِيَّانَكُمْ فَمَا نَقَبَلَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَأَمَلِكُمْ لَكُمْ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكُمُ الرُّحْمَةَ.

৮৯। আয়েশা (রা) বলেন, এক বেদুইন নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আপনারা কি শিশুদের চুমা দেন? আমরা শিশুদের চুমা দেই না। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নেন, তবে তোমার জন্য আমার কি করার আছে (বু, মু, ই)?

৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَفْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْأَفْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

৯০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আলী (রা)-এর পুত্র হাসানকে চুমা দিলেন। তখন আকরা ইবনে হাবিস আত-তামীমী তাঁর নিকট বসে ছিলেন। আকরা বলেন, আমার দশটি সন্তান আছে, কিন্তু আমি তাদের কাউকে চুমা দেইনি। রাসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকালেন, অতঃপর বললেনঃ যে ব্যক্তি দয়া করে না সে দয়া পায় না (বু, মু)।

৫১- بَابُ آدَبِ الْوَالِدِ وَبِرِّهِ لَوْلَدِهِ

৫১- অনুচ্ছেদ : সন্তানের সাথে পিতার সদাচরণ এবং তাকে ভদ্র আচরণ শিখানো।

৯১- عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ نُمَيْرٍ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ كَانُوا يَقُولُونَ الصَّلَاحَ مِنَ اللَّهِ وَالْآدَبَ مِنَ الْآبَاءِ.

৯১। নুমাইর ইবনে আওস (র) বলেন, প্রবীণ সাহাবীগণ বলতেন, সততা ও যোগ্যতা আল্লাহর দান এবং শিষ্টাচার পিতৃপুরুষের দান।

৯২- عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَنْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذًا وَكَذَا فَقَالَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَاشْهَدْ غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبَرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ لَيْسَ الشَّهَادَةُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ رُخْصَةً.

৯২। নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, তার পিতা তাকে বহন করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি নোমানকে এই

এই জিনিস দান করেছি। তিনি বলেনঃ তোমার সব সন্তানকে কি দান করেছে? তিনি বলেন, না। তিনি বলেনঃ তাহলে আমি ভিন্ন অন্যকে সাক্ষী রাখো। অতঃপর তিনি বলেনঃ তুমি কি কামনা করো না যে, তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে সমানভাবে সদ্‌ব্যবহার করুক? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ তাহলে এরূপ করো না (বু, মু, দা, তি, না, ই)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, মহানবী (স)-এর বক্তব্যে বশীর (রা)-কে অপর কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখার অনুমতি ব্যক্ত করা হয়নি।

৫২- بَابُ بَرِّ الْأَبِ لَوْلَدِهِ.

৫২- অনুচ্ছেদ : নিজ সন্তানের সাথে পিতার সদাচার।

৯৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ أُرَارًا لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الْأَبَاءَ وَالْأَبْنََاءَ كَمَا أَنَّ لَوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَذَلِكَ لَوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ.

৯৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, আল্লাহ তাদের (সাহাবীদের) নাম রেখেছেন আবরার (সদাচারী)। কেননা তারা তাদের পিতা ও সন্তানদের সাথে সদাচার করেছেন। তোমার উপর তোমার পিতার যেমন অধিকার আছে তদ্রূপ তোমার সন্তানের উপর তোমার অধিকার রয়েছে (তা)।

৫৩- بَابُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ.

৫৩- অনুচ্ছেদ : যে দয়া করে না, সে দয়া প্রাপ্ত হয় না।

৯৪- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ.

৯৪। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে দয়া করে না সে দয়া প্রাপ্ত হয় না (তি)।

৯৫- عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

৯৫। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়র্দ্র হন না (বু, মু, তি)।

৯৬- عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ.

৯৬। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়র্দ্র হন না (পূর্বোক্ত বরাত)।

৯৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقَبَّلُونَ الصَّبِيَّانَ فَوَاللَّهِ مَا نَقْبَلُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَزَعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

৯৭। আয়েশা (রা) বলেন, একদল বেদুইন নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনারা কি শিশুদের চুমা দেন? আল্লাহর শপথ! আমরা

তাদেরকে চুমা দেই না। নবী (স) বলেনঃ মহামহিম আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নেন, তাহলে আমি আর কি করতে পারি (বু, মু, ই)!

৯৮- عَنْ أَبِي عُسْمَانَ أَنْ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَقَالَ الْعَامِلُ إِنَّ لِي كَذَا كَذَا مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبِلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَزَعَمَ عُمَرُ أَوْ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا آبَهُمْ .

৯৮। আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) এক ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগ করলেন। সেই কর্মচারী বললো, আমার এতোগুলো সন্তান আছে, আমি তাদের একটিকেও চুমা দেইনি। উমার (রা) মন্তব্য করলেন অথবা বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে সদাচারীদেরকেই দয়া করেন।

৫৬- بَابُ الرَّحْمَةِ مِائَةٌ جُزْءٍ

৫৬-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর রহমাত শত ভাগে বিভক্ত।

৯৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَةَ مِائَةً حُزْءٍ فَأَمْسَكَ عَنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَأَّى خَلْقٌ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ .

৯৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : মহামহিম আল্লাহ দয়াকে শত ভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি (এর) নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং মাত্র এক ভাগ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এই এক ভাগের কারণে সৃষ্টিকুলের একে অপরের প্রতি দয়াপরবশ হয়, এমনকি ঘোড়া তার পায়ের খুর এই আশংকায় তার শাবকের উপর থেকে তুলে নেয় যাতে সে ব্যাথা না পায় (বু, মু, ই, দার)।

৫৭- بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

৫৭-অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশী সম্পর্কে নসীহত।

১০০- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ .

১০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতো অধিক নসীহত করতে থাকেন যে, আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানাবেন (বু, মু, দা, ই, হি)।

১০১- عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

১০১। আবু গুরায়হ্ আল-খুযাই (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়াপরবশ হয়। যে ব্যক্তি চান্নাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সমাদর করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও চাখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অন্যথায় নীরব থাকে (বু, মু, দা, না, ই, আ, তহা)।

৫৬- بَابُ حَقِّ الْجَارِ

৫৬- অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীর অধিকার ।

১০২- عَنْ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ يَقُولُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَهُ عَنِ الزَّنَا قَالُوا حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ لَأَنْ يُزْنِيَ الرَّجُلُ بَعِشْرَ نَسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يُزْنِيَ بِأَمْرَةِ جَارِهِ وَسَلَّاهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ قَالُوا حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ فَقَالَ لَأَنْ يُسْرِقَ مِنْ عَشْرَةِ أَهْلِ آبِيَاتٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يُسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ.

১০২। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাহাবীগণকে যেনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলেন, হারাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম করেছেন। তিনি বলেনঃ কোন ব্যক্তির দশটি নারীর সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়া তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তার যেনা করার চেয়ে হালকা (পাপ)। পুনরায় তিনি তাদেরকে চুরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলেন, হারাম, মহামহিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম করেছেন। তিনি বলেনঃ কোন ব্যক্তির দশ পরিবারে চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে হালকা (অপরাধ) (আ)।

৫৭- بَابُ يُبْدَأُ بِالْجَارِ

৫৭-অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশী থেকে (সদাচার) শুরু করবে।

১০৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ.

১০৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতো অধিক নসীহত করতে থাকেন যে, আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে গুয়ারিস বানাবেন (বু, মু)।

১০৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَ يَقُولُ لِفُلَانِهِ أَهْدَيْتَ لَجَارِنَا الْيَهُودِيَّ أَهْدَيْتَ لَجَارِنَا الْيَهُودِيَّ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ.

১০৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তার জন্য একটি ছাগল যবেহ করা হলে তিনি তার গোলামকে বলতে লাগলেন, তুমি কি আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে তা দিয়েছো? তুমি কি আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে তা দিয়েছো? আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ জিবরাঈল

(আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অবিরত নসীহত করতে থাকেন। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, তিনি তাকে হয়তো ওয়ারিস বানাবেন (দা,তি)।

১০৫ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ.

১০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতো অধিক নসীহত করতে থাকেন যে, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানাবেন (১০০ নং দ্র.)।

৫৮- بَابُ يَهْدِي إِلَيَّ أَقْرَبَهُمْ بَابًا

৫৮- অনুচ্ছেদ : নিকটতর প্রতিবেশী থেকে উপহারাদি দান শুরু করবে।

১০৬ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَيَّ أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ بَابًا.

১০৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশীকে আমি উপহারাদি দিবো? তিনি বলেনঃ যার (ঘরের) দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী তাকে (বু, দা, তহা)।

১০৭ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إِلَيَّ أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ بَابًا.

১০৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে। তাদের মধ্যে কোড় প্রতিবেশীকে আমি উপহারাদি দিবো? তিনি বলেনঃ যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী তাকে (বু, দা)।

৫৯- بَابُ الْأَدْنَى فَلَا دُنْيَ مِنَ الْجِيرَانِ.

৫৯- অনুচ্ছেদঃ নিকটতর অতঃপর পরবর্তী নিকটতর প্রতিবেশী।

১০৮ - عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ فَقَالَ أَرْبَعِينَ دَارًا أَمَامَهُ وَأَرْبَعِينَ خَلْفَهُ وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَمِينِهِ وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَسَارِهِ.

১০৮। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নিজের ঘর থেকে সামনের চল্লিশ ঘর, পেছনের চল্লিশ ঘর, ডানের চল্লিশ ঘর এবং বামের চল্লিশ ঘর তোমাদের প্রতিবেশী।

১০৯ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَلَا يُبْدَأُ بِجَارِهِ الْأَقْصَى قَبْلَ الْأَدْنَى وَلَكِنْ يُبْدَأُ بِالْأَدْنَى قَبْلَ الْأَقْصَى.

১০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে দূরতর প্রতিবেশী থেকে (উপটৌকনাদি প্রেরণ) শুরু করা যাবে না, বরং দূরবর্তী জনের পূর্বে নিকটবর্তী জন থেকে তা শুরু করতে হবে।

৬০- بَابُ مَنْ أَغْلَقَ الْبَابَ عَلَى الْجَارِ

৬০-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর জন্য নিজের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়।

১১০- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ أَتَانِي عَلَيْنَا زَمَانٌ أَوْ قَالَ حِينٌ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِدِينَارِهِ وَدَرَاهِمِهِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ الْآنَ الدِّينَارُ وَالْدَّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَحَدَنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِي فَمَنْعَ مَعْرُوفَهُ .

১১০। ইবনে উমার (রা) বলেন, এমন একটি কাল আমরা অতিবাহিত করেছি যখন কারো নিকট তার মুসলমান ভাইয়ের চেয়ে তার দীনার ও দিরহামের উপযুক্ত প্রাপক আর কেউ ছিলো না। আর এখন এমন যুগ এসেছে যখন দীনার ও দিরহামই আমাদের কারো নিকট তার মুসলমান ভাইয়ের চেয়ে অধিক প্রিয়। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ অনেক প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন তার প্রতিবেশীকে অভিযুক্ত করবে এবং বলবে, এই ব্যক্তি আমার জন্য তার দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছিল এবং আমাকে তার সদাচার থেকে বঞ্চিত করেছে।

৬১- بَابُ لَا يُشْبِعُ دُونَ جَارِهِ

৬১- অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীকে বাদ রেখে ভৃগু সহকারে আহার করা নিষেধ।

১১১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُشْبِعُ وَجَارَهُ جَانِعٌ .

১১১। ইবনে আব্বাস (রা) ইবনুয যুবাইর (রা)-কে অবহিত করে বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে ভৃগু সহকারে আহার করে সে মুমিন নয় (বা, হা, তহা)।

৬২- بَابُ يَكْثُرُ مَاءُ الْمَرْقِ فَيُقْسِمُ فِي الْجِيرَانِ

৬২- অনুচ্ছেদঃ তরকারীতে বেশী ঝোল রাখবে এবং তা প্রতিবেশীদেরও দিবে।

১১২- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثِ أَسْمَعُ وَأَطِيعُ لِعَبْدٍ مُجْدِعِ الْأَطْرَافِ وَإِذَا صَنَعْتَ مَرْقَةً فَكَثِّرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَاصْنَعْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ وَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَخْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَالْأَفْهَى نَافِلَةٌ .

১১২। আবু যার (রা) বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু (স) আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন :
 (১) নেতা নাক-কান কাটা গোলাম হলেও আমি তার নির্দেশ শুনবো এবং আনুগত্য করবো।
 (২) তুমি তরকারী রান্না করলে তাতে বেশী ঝোল রাখবে, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীদের দিকে লক্ষ্য করবে এবং সদিচ্ছা সহকারে তাদের তা পৌছাবে। (৩) নামায তার নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবে। যদি দেখে যে, ইমাম নামায পড়েছেন এবং তোমার নামাযও তুমি পড়েছো, তাহলে তোমার নামায তো হয়েছে নতুবা ইমামের সাথে তোমার নামায নফল হিসেবে গণ্য হবে (মু, তি, না, ই, আ, হি)।

১১৩- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً فَاكْثِرْ مَاءَ الْمَرْقَةِ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ أَوْ أَقْسِمْ فِي جِيرَانِكَ.

১১৩। আবু যার (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ হে আবু যার ! তুমি তরকারী রান্না করলে তাতে পানি (ঝোল) বেশী রাখো এবং তা তোমার প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলাও (মু, আ, দার, হি)।

৬৩- بَابُ خَيْرِ الْجِيرَانِ

৬৩- অনুচ্ছেদ : উত্তম প্রতিবেশী।

১১৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لَجَارِهِ.

১১৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আদ্বাহর ভিকট সেই সঙ্গী উত্তম যে নিজ সঙ্গীদের নিকট উত্তম। আদ্বাহর নিকট সেই প্রতিবেশী উত্তম যে নিজ প্রতিবেশীদের নিকট উত্তম (তি, আ, হা, দার)।

৬৪- بَابُ الْجَارِ الصَّالِحِ

৬৪- অনুচ্ছেদ : সৎ প্রতিবেশী।

১১৫- عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ.

১১৫। নাফে ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ একজন মুসলমানের জন্য প্রশস্ত বাসভবন, সৎ প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন সৌভাগ্যের নিদর্শন (আ, হা)।

৬৫- بَابُ الْجَارِ السَّوِّءِ

৬৫- অনুচ্ছেদ : নিকৃষ্ট প্রতিবেশী।

১১৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السَّوِّءِ فِي دَارِ الْمَقَامِ فَإِنْ جَارَ الدُّنْيَا يَتَحَوَّلُ.

১১৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স)-এর একটি দোয়া হলোঃ “হে আল্লাহ! আমি (আমার) আবাসস্থলে তোমার নিকট দৃষ্ট প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাই। কেননা দুনিয়ার প্রতিবেশী তো বদল হতে থাকে” (না, হা, হি)।

১১৭- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَآخَاهُ وَأَبَاهُ.

১১৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, তার ভাই এবং তার পিতাকে হত্যা না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

৬৬- بَابُ لَا يُؤْذِي جَارَهُ

৬৬- অনুচ্ছেদঃ কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

১১৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَتَفْعَلُ وَتَصَدَّقُ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا خَيْرَ فِيهِ هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالُوا وَقَلَانَةُ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وَتَصَدَّقُ بِأَثْوَابٍ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

১১৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক নারী সারা রাত নামায পড়ে, সারা দিন রোযা রাখে, ভালো কাজ করে, দান-খয়রাত করে এবং নিজ প্রতিবেশীদেরকে মুখের কথায় কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামী। পুনরায় সাহাবীগণ বলেন, অমুক নারী ফরয নামায পড়ে, বস্ত্র দান করে এবং কাউকে কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ সে জান্নাতী (দা, আ, হা, হি, বায)।

১১৯- حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ابْنُ غُرَابٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ إِنْ زَوْجَ أَحَدَانَا يُرِيدُهَا فَمَتْنَعُهُ نَفْسَهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضَبِي أَوْ لَمْ تَكُنْ نَشِيطَةً فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ قَالَتْ نَعَمْ إِنْ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْكَ أَنْ لَوْ أَرَادَكَ وَأَنْتَ عَلَيَّ قَتَبٍ لَمْ تَمْتَعِيهِ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا أَحَدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ أَوْ لِحَافٌ وَاحِدٌ فَكَيْفَ تَصْنَعُ قَالَتْ لَتَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ تَنَامُ مَعَهُ فَلَهُ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مَعَ أَنِّي سَوْفَ أَخْبِرُكَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لَيْلَتِي مِنْهُ فَطَحَنْتُ شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ فَجَعَلْتُ لَهُ قُرْصًا فَدَخَلَ فَرَدَّ الْبَابَ وَدَخَلَ إِلَيَّ الْمَسْجِدِ وَكَانَ إِذَا

أَرَادَ أَنْ يُنَامَ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَوْكَا الْقِرْبَةَ وَكَفَى الْقَدَحَ وَأَطْفَأَ الْمِصْبَاحَ فَانْتَظَرَتْهُ أَنْ
يُنْصَرِفَ فَأُطْعِمَهُ الْقُرْصَ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَنِي النَّوْمُ وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَأَتَانِي
فَأَقَامَنِي ثُمَّ قَالَ ادْفِنِينِي ادْفِنِينِي فَقُلْتُ لَهُ أَنِّي حَائِضٌ فَقَالَ أَنْ اكْشِفِي عَنْ فَخْذِكَ
فَكَشَفْتُ لَهُ عَنْ فَخْذِي فَوَضَعَ خَدَّهُ وَرَأْسَهُ عَلَيَّ فَخَذِي حَتَّى دَفَنِي فَأَقْبَلَتْ شَاءَ لِبَارِنَا
دَاجِنَةً فَدَخَلَتْ ثُمَّ عَمِدَتْ إِلَى الْقُرْصِ فَأَخَذَتْهُ ثُمَّ أَدْبَرَتْ بِهِ قَالَتْ وَقَلَقْتُ عَنْهُ
وَأَسْتَيْقِظُ النَّبِيُّ ﷺ فَبَادَرْتُهَا إِلَى الْبَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذِي مَا أَدْرَكْتَ مِنْ
قُرْصِكَ وَلَا تُؤْذِي جَارِكَ فِي شَاتِهِ .

১১৯। উমরা ইবনে ওরাব (র) বলেন, তার ফুফু তাকে বলেছেন যে, তিনি উম্মুল মুমিনীন
আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কাউকে তার স্বামী কামনা করলে সে নিজেকে
অভিমান অথবা অনিচ্ছা বশত স্বামীর নিকট সমর্পণ করে না। এতে কি আমাদের কোন দোষ
হবে? তিনি বলেন, হাঁ। তোমার উপর তার অধিকার এই যে, সে তোমাকে কামনা করলে তুমি
তার নিকট নিজেকে সমর্পণ করবে। তুমি তখন উটের পিঠে থাকলেও তাকে বাধা দিতে পারবে
না। রাবী বলেন, আমি তাকে বললাম, আমাদের কেউ ঋতুবতী হয়, অথচ তার ও তার স্বামীর
একটি মাত্র লেপ বা বিছানা, তখন সে কি করবে? তিনি বলেন, সে তার নিম্নাঙ্গে উত্তমরূপে বস্ত্র
কষে বাঁধবে, অতঃপর তার সাথেই ঘুমাবে। এর উপর দিয়ে সে যা করতে চায় করবে। সাথে
সাথে নবী (স) কি করতেন তাও আমি তোমাকে অবহিত করছি। আমার পালার রাতে আমি কিছু
যব পিষলাম এবং তাঁর জন্য পিঠা তৈরি করলাম। তিনি ঘরে এসে পুনরায় মসজিদে চলে গেলেন।
তিনি ঘুমাতে উদ্যত হলে ঘরের দরজা বন্ধ করতেন, কলসের মুখ বন্ধ করতেন, পাত্রসমূহ উপড়
করে রাখতেন এবং বাতি নিভিয়ে দিতেন। আমি অপেক্ষায় থাকলাম যে, তিনি ফিরে আসবেন
এবং আমি তাঁকে পিঠা খাওয়াবো। কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি। শেষে ঘুম আমাকে পরাভূত
করলো এবং শীত তাঁকে পীড়া দিলো। তিনি আমার নিকট এসে আমাকে তুললেন, তারপর
বললেনঃ আমাকে উত্তাপ দাও, আমাকে উত্তাপ দাও। আমি তাঁকে বললাম, আমি তো ঋতুবতী।
তিনি বলেনঃ তথাপি তোমার উরুদ্বয় একটু উন্মুক্ত করো। আমি আমার উরুদ্বয় উন্মুক্ত করলাম।
তিনি তাঁর গাল ও মাথা আমার উরুদ্বয়ের উপর রাখলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উত্তপ্ত হলেন।
আমাদের প্রতিবেশীর একটি পোষা বকরী এসে পিঠা খেতে উদ্যত হলো। সে একটি পিঠা মুখে
তুলে নিলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নড়াচড়া করায় নবী (স)-এর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আমি
তাড়াতাড়ি বকরীটিকে দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। নবী (স) বলেনঃ তুমি যে পিঠাটি উঠিয়েছো
তা রেখে দাও এবং তোমার প্রতিবেশীকে তার বকরীর কারণে কষ্ট দিও না।

১২০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ .

১২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে
নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না (বু, মু, তি, আ)।

৬৭-بَابُ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ.

৬৭-অনুচ্ছেদ : এক প্রতিবেশিনী অপর প্রতিবেশিনীকে এমনকি বকরীর ক্ষুর উপটোকন দেওয়াকেও যেন তুচ্ছ মনে না করে।

১২১-عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ امْرَأَةً مِنْكُمْ لِّجَارِهَا وَلَوْ كِرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقٍ.

১২১। আমার ইবনে মুআয আল-আশহালী (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেনঃ হে মুমিন নারীগণ! তোমাদের মধ্যকার কোন নারী যেন তার প্রতিবেশীকে যৎসামান্য দান করাকেও তুচ্ছ মনে না করে, যদিও তা রান্না করা বকরীর বাহুর সামান্য গোশতও হয় (বু, মু, হা)।

১২২-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ.

১২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ হে মুসলিম নারীগণ, হে মুসলিম নারীগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীকে বকরীর (রান্না করা) ক্ষুরও (উপটোকন) দেওয়াকে তুচ্ছ মনে না করে (বু, মু)।

৬৮-بَابُ شِكَايَةِ الْجَارِ

৬৮- অনুচ্ছেদঃ প্রতিবেশীর অভিযোগ।

১২৩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي جَارٌ يُؤْذِنِي فَقَالَ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرِجْ مَتَاعَهُ فَاجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا مَا شَأْنُكَ قَالَ لِي جَارٌ يُؤْذِنِي فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ اللَّهُمَّ أَعْنَهُ اللَّهُمَّ أَخْزِهِ فَبَلَغَهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ لَا أُوْذِيكَ.

১২৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এক প্রতিবেশী আছে, সে আমাকে পীড়া দেয়। তিনি বলেনঃ তুমি ফিরে গিয়ে তোমার ঘরের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। অতএব সে ফিরে এসে তার ঘরের আসবাবপত্র বাইরে ফেলে দিলো। এতে তার ঘরের সামনে লোকজন জড়ো হলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমার এক প্রতিবেশী আছে, সে আমাকে কষ্ট দেয়। আমি তা নবী (স)-এর নিকট বললে তিনি বলেন : যাও, ঘরে গিয়ে তোমার আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। তখন তারা বলতে লাগলো, “হে আল্লাহ! তার উপর তোমার অভিসম্পাত, হে আল্লাহ! তাকে লাঞ্ছিত করো”। বিষয়টি প্রতিবেশী জানতে পেরে সেখানে এসে বললো, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে আর কষ্ট দিবো না (দা, হা, হি)।

১২৪- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ شَكَاَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جَارَهُ فَقَالَ اخْرُجْ مَتَاعَكَ فَضَعُهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَمَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ فَبَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا لَقِيتَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَاَ كَفَيْتَ أَوْ نَحْوَهُ.

১২৪। আবু জুহাইফা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নবী (স)-এর নিকট অভিযোগ করলো। তিনি বলেনঃ তুমি তোমার মালপত্র তুলে রাস্তায় রেখে দাও। যে লোকই সেই পথ দিয়ে যাবে সে-ই তাকে অভিশাপ দিবে। অতএব যে লোকই সেই পথে গেলো সে-ই তাকে অভিশাপ দিলো। তখন সেই ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট আসলে তিনি বলেনঃ লোকদের নিকট থেকে তুমি কি পেলো? তিনি আরো বলেনঃ লোকজনের অভিসম্পাতের সাথে রয়েছে আল্লাহর অভিশাপ। অতঃপর তিনি অভিযোগকারীকে বলেনঃ তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে (তা, হা)।

১২৫- عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَعِذُّهُ عَلَى جَارِهِ قَبِينًا هُوَ قَاعِدٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ إِذْ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَأَاهُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُقَاوِمٌ رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ عِنْدَ الْمَقَامِ حَيْثُ يَصْلُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتُ مَعَكَ مُقَاوِمَكَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيِضٌ قَالَ أَقْدَرْتُ رَأَيْتُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَأَيْتُ خَيْرًا كَثِيرًا ذَاكَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولُ رَبِّي مَا زَالَ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ جَاعِلٌ لَهُ مِيرَاثًا.

১২৫। জাবের (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসলো। সে 'রুকন' ও 'মাকাম'-এর মধ্যবর্তী স্থানে বসা অবস্থায় নবী (স) এসে পৌছলেন। সে দেখলো যে, তিনি মাকামের নিকট একজন সাদা বস্ত্র পরিহিত লোকের সামনে দাঁড়ানো, যেখানে জানাযার নামায পড়া হয়। সে নবী (স)-এর সামনে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। আপনার সামনে সাদা বস্ত্র পরিহিত যে লোকটিকে আমি দেখলাম তিনি কে? তিনি বলেনঃ তুমি কি তাকে দেখতে পেয়েছো? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ তুমি প্রভূত কল্যাণ প্রত্যক্ষ করছো। তিনি আমার প্রভুর বার্তাবাহক জিবরাঈল (আ)। তিনি আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতো নসীহত করতে থাকেন যে, আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রতিবেশীকে তার (অপর প্রতিবেশীর) ওয়ারিস বানাবেন।

৬৭- بَابُ مَنْ أَذَى جَارَهُ حَتَّى يُخْرِجَ

৬৯-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে দিতে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করলো।

১২৬- عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْحَمَصِيِّ قَالَ كَانَ ثَوْبَانُ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارَمَانِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِيهِلَكَ أَحَدُهُمَا فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمَصَارِمَةِ إِلَّا هَلَكَ جَمِيعًا وَمَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيَقْهَرُ حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَّا هَلَكَ.

১২৬। আবু আমের আল-হিমসী (র) বলেন, সাওবান (রা) বলতেন, দুই ব্যক্তি তিন দিনের অধিক কাল সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকলে তাদের একজনের সর্বনাশ হবেই। আর সম্পর্কচ্ছেদরত অবস্থায় তারা মারা গেলে উভয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে প্রতিবেশী তার অপর প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সাথে হীন আচরণ করে, ফলে তাতে সে নিজ বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, সে ধ্বংস হলো।

৭- بَابُ جَارِ الْيَهُودِيِّ

৭০- অনুচ্ছেদ : ইহুদী প্রতিবেশী ।

১২৭- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَلَامُهُ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ يَا غُلَامُ إِذَا فَرَعْتَ فَايْذَا بَجَارِنَا الْيَهُودِيَّ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ الْيَهُودِيِّ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُوصِي بِالْجَارِ حَتَّى خَشِينَا أَوْ رُؤِينَا أَنَّهُ سَيُورُثُهُ.

১২৭। মুজাহিদ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন তার গোলাম ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিলো। তিনি বলেন, হে বালক! অবসর হয়েই তুমি প্রথমে আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে গোশত দিবে। এক ব্যক্তি বললো, ইহুদী! আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিতে শুনেছি। এমনকি আমাদের আশংকা হলো বা আমাদের নিকট প্রতিভাত হলো যে, তিনি অচিরেই প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানাবেন (দা, তি)।

৭১- بَابُ الْكَرَمِ

৭১- অনুচ্ছেদ : মান-মর্যাদা ।

১২৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ أَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنُ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْتَلُونَنِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَفَهُوا.

১২৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মানিত? তিনি বলেনঃ তাদের মধ্যকার সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তি সর্বাধিক মর্যাদাবান। তারা বলেন, আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বলেনঃ তাহলে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ), যিনি আল্লাহর নবী ইয়াকুব (আ)-এর পুত্র এবং আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম (আ)-এর প্রপৌত্র। তারা বলেন, আমরা আপনাকে এ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বলেনঃ তাহলে তোমরা কি আরবের খনি (খান্দান) সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছো। তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেনঃ জাহিলী যুগে তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম বিবেচিত হতো ইসলামী যুগেও তারা উত্তম বিবেচিত হবে, যখন তারা ধর্মের জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করবে (বু, মু)।

৭২- بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ .

৭২- অনুচ্ছেদঃ সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের সাথে সদাচার ।

১২৭- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ قَالَ هِيَ مُسْجَلَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مُسْجَلَةٌ مُرْسَلَةٌ .

১২৯। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনুল হানাফিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “সদ্যাহারের প্রতিদান সদ্যবহার ভিন্ন আর কি হতে পারে”(৫৫ঃ ৬০) শীর্ষক আয়াত পুণ্যবান ও পাপাচারী সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবু উবায়দ (র) বলেছেন, তা হলো সাধারণ নীতি (বু, যু, না, তি, ই)।

৭৩- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا .

৭৩- অনুচ্ছেদঃ ইয়াতীমের লালন-পালনকারীর মর্যাদা ।

১৩০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ كَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ .

১৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ বিধবা ও গরীবজনদের জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর এবং যে ব্যক্তি দিনে রোযা রাখে ও রাতে (নফল) নামাযে লিপ্ত থাকে তার সমতুল্য (বু, যু)।

৭৪- بَابُ فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا لَهُ

৭৪- অনুচ্ছেদঃ নিজের ইয়াতীম পোষ্যদের লালনকারীর মর্যাদা ।

১৩১- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلْتَنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي إِلَّا تَمْرَةً وَاحِدَةً فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنْ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .

১৩১। আয়েশা (রা) বলেন, এক স্ত্রীলোক তার দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার নিকট এসে কিছু প্রার্থনা করে। সে আমার কাছে একটি খেজুর ভিন্ন আর কিছুই পেলো না। আমি সেটি তাকে দান করলাম। সে তা তার কন্যাদ্বয়কে ভাগ করে দিলো। অতঃপর সে উঠে চলে গেলো। নবী (স) ঘরে এসে প্রবেশ করলে আমি তাকে তা বললাম। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি এই কন্যাদের প্রতি সামান্য সদয় ব্যবহার করবে, তারা তার জন্য দোযখ থেকে অন্তরাল হবে (বু, যু)।

৭৫- بَابُ فَضْلِ مَنْ يُعُولُ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ .

৭৫- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান লালন-পালন করে তার মর্যাদা ।

১৩২- عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ بِنْتِ مَرْءٍ الْفَهْرِيِّ عَنْ أَبِيهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ أَوْ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ شَكَّ سُفْيَانُ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ .

১৩২। উম্মু সাঈদ (র) থেকে তার পিতা মুররা আল-ফিহরী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী বেহেশতে এই দুইটি মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলের মতো একত্রে থাকবো (তা)।

১৩৩- عَنْ الْحَسَنِ أَنْ يَتِيمًا كَانَ يَحْضُرُ طَعَامَ ابْنِ عُمَرَ قَدَعَا بِطَعَامِ ذَاتِ يَوْمٍ فَطَلَبَ يَتِيمَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَجَاءَ بَعْدَ مَا فَرَعَ ابْنُ عُمَرَ قَدَعَا لَهُ ابْنُ عُمَرَ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَكُنْ عَنْدهُمْ فَجَاءَهُ بِسَوِيْقٍ وَعَسَلٍ فَقَالَ دُونَكَ هَذَا فَوَاللَّهِ مَا غُبِنْتُ يَقُولُ الْحَسَنُ وَابْنُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا غُبِنَ .

১৩৩। হাসান (র) বলেন, এক ইয়াতীম বালক ইবনে উমার (রা)-এর আহার গ্রহণকালে নিয়মিত উপস্থিত হতো। এক দিন তিনি আহার নিয়ে ডাকলেন এবং ইয়াতীমকে খোঁজ করলেন, কিন্তু তাকে পাননি। তার আহার গ্রহণ শেষ হলে সে এসে উপস্থিত হলো। ইবনে উমার (রা) খাদ্য নিয়ে ডাকলেন। তখন তাদের নিকট খাবার অবশিষ্ট ছিলো না। তার নিকট ছাতু ও মধু আনা হলো। তিনি বলেন, এটা গ্রহণ করো। আল্লাহর শপথ! তোমাকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে না। হাসান (র) এই হাদীস বর্ণনাকালে বলতেন, আল্লাহর শপথ! ইবনে উমার (রা) আহার থাকতে তা লুকাননি।

১৩৪- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِاصْبِعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى .

১৩৪। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আমি ও ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী কিয়ামতের দিন এভাবে একত্রে থাকবো। একথা বলে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমার প্রতি ইংগিত করেন (বু, দা, তি)।

১৩৫- عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا إِلَّا وَعَلَى حَوَانِهِ يَتِيمٌ .

১৩৫। আবু বাকর ইবনে হাফস (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) ইয়াতীমকে সঙ্গে না নিয়ে আহার করতেন না।

৭৬- ۷۶- بَابُ خَيْرُ بَيْتٍ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ

৭৬-অনুচ্ছেদ : যে ঘরে ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে সদ্যবহার করা হয় সেই ঘর সর্বোত্তম ।

১৩৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يَسْأَلُ إِلَيْهِ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ يُشِيرُ بِإصْبَعِهِ .

১৩৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে সেই ঘর সর্বোত্তম, যেখানে কোন ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে সদ্যবহার করা হয়। মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন সেই ঘর যেখানে কোন ইয়াতীম আছে এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী বেহেশতে এই দুইটির মতো একত্রে থাকবো। এই বলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুলের দিকে ইংগিত করেন (ই)।

৭৭- ۷۷- بَابُ كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ

৭৭-অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমের জন্য দয়র্দ পিতৃত্ব হও ।

১৩৭- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزٍ قَالَ قَالَ دَاوُدُ ﷺ كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذَلِكَ تَحْصُدُ مَا أَقْبَحَ الْفَقْرُ بَعْدَ الْغِنَى وَكَثُرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى وَإِذَا وَعَدْتَ صَاحِبَكَ فَانْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ فَإِنْ لَا تَفْعَلْ يُوْرَثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عِدَاوَةٌ وَتَعَوُّذٌ بِاللَّهِ مِنْ صَاحِبٍ إِنْ ذَكَرْتَ لَمْ يُعْنِكَ وَإِنْ نَسِيتَ لَمْ يَذْكُرْكَ .

১৩৭। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) বলেন, দাউদ (আ) বলেছেনঃ ইয়াতীমের জন্য দয়র্দ পিতৃত্ব হও এবং জেনে রাখো! তুমি যে রূপ বপন করবে সেইরূপ কর্তন করবে। প্রাচুর্যের পর দরিদ্রতা কতই না মন্দ! তার চাইতেও মন্দ হলো হেদায়াত লাভের পর পথভ্রষ্টতা। তুমি কোন সঙ্গীর সাথে ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পূর্ণ করবে। নতুবা তাতে তোমার ও তার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হবে। এমন বন্ধু থেকে আল্লাহর আশ্রয়-প্রার্থনা করো, (বিপদে) যাকে স্মরণ করলে সে তোমাকে সাহায্য করবে না এবং তুমি তাকে ভুলে গেলে সে তোমাকে স্মরণ করবে না।

১৩৮- عَنْ الْحَسَنِ يَقُولُ لَقَدْ عَاهَدْتُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يُصْبِحُ فَيَقُولُ يَا أَهْلِيَّةُ يَا أَهْلِيَّةُ يَتِيمُكُمْ يَتِيمُكُمْ يَا أَهْلِيَّةُ يَا أَهْلِيَّةُ مَسْكِينُكُمْ مَسْكِينُكُمْ يَا أَهْلِيَّةُ يَا أَهْلِيَّةُ جَارُكُمْ جَارُكُمْ وَأَسْرَعُ بِخِبَارِكُمْ وَأَنْتُمْ كُلُّ يَوْمٍ تَرْدُلُونُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَإِذَا شِئْتَ رَأَيْتَهُ فَاسْقَا بِثَلَاثِينَ أَلْفًا إِلَى النَّارِ مَا لَهُ قَاتِلُهُ اللَّهُ بَاعَ خَلْقَهُ مِنَ اللَّهِ بِثَمَنٍ عَنَزَ وَإِنْ شِئْتَ رَأَيْتَهُ مُضِيعًا مُرِيدًا فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ لَا وَاعِظُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنَ النَّاسِ .

১৩৮। হাসান বসরী (র) বলেন, আমি এমন মুসলমানদের সাক্ষাত পেয়েছি, যাদের কেউ ভোরে উপনীত হয়ে তার পরিজনকে বলতেন, “হে আমার পরিবার, হে আমার পরিবার! তোমাদের ইয়াতীম, তোমাদের ইয়াতীম। হে আমার পরিবার, হে আমার পরিবার! তোমাদের দরিদ্রজন, তোমাদের দরিদ্রজন। হে আমার পরিবার, হে আমার পরিবার! তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের প্রতিবেশী। তোমাদের সেই উৎকৃষ্টগণ (সাহাবীগণ) তো চলে গেলেন, আর তোমরা তো দিন দিন অধঃপতিত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে দেখতে পাবে যে, পাপাচারী তিরিশ হাজার টাকার বিনিময়ে জাহান্নামের গভীরে প্রবেশ করছে। তার কি হলো! আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। সে আল্লাহর কাছে তার প্রাপ্য অংশ একটি ছাগলের মূল্যে বিক্রিয়ে দিলো। তুমি ইচ্ছা করলে দেখতে পাবে যে, সে শয়তানের রাস্তার ইতর অনুসারী। সে নিজ বিবেকের উপদেশও গ্রহণ করে না এবং অন্যের উপদেশেও কর্পপাত করে না।

১৩৯- عَنْ أَسْمَاءَ بِنِ عُبَيْدٍ قَالَتْ قُلْتُ لِابْنِ سِيرِينَ عِنْدِي يَتِيمٌ قَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا تَصْنَعُ بِوَلَدِكَ وَأَضْرِبْهُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ.

১৩৯। আসমা ইবনে উবায়দ (র) বলেন, আমি ইবনে সীরীন (র)-কে বললাম, আমার কাছে এক ইয়াতীম আছে। তিনি বলেন, তুমি তার সাথে তোমার সন্তানের অনুরূপ ব্যবহার করো এবং তাকে প্রহার করো যে কারণে তুমি তোমার সন্তানকে প্রহার করে থাকো (তার সাথে তোমার সন্তানের অনুরূপ ব্যবহার করবে)।

৭৮ - ৭৮ - بَابُ فَضْلِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَبَّرَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ

৭৮-অনুচ্ছেদ : সন্তানের কারণে যে নারী ধৈর্য ধারণ করেছে এবং পুনর্বিবাহ থেকে বিরত থেকেছে।

১৪০- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَا وَإِمْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخُدَيْنِ إِمْرَأَةٌ أَمَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَصَبَّرَتْ عَلَى وَلَدِهَا كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ.

১৪০। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আমি ও বলসানো (বিষন) গালবিশিষ্ট নারী, যার স্বামী মারা গেছে, কিন্তু সে তার সন্তানের কারণে ধৈর্য ধারণ করেছে (পুনর্বিবাহ করেনি) জান্নাতে এই দুই (আঙ্গুল)-এর মত একত্রে বসবাস করবো (দা, ইলা)।

৭৯ - ৭৯ - بَابُ آدَبِ الْيَتِيمِ

৭৯-অনুচ্ছেদ : ইয়াতীমদের আদব-কায়দা শিক্ষাদান।

১৪১- عَنْ شُمَيْسَةَ الْعَتَكِيَّةِ قَالَتْ ذَكَرَ آدَبُ الْيَتِيمِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنِّي لَأَضْرِبُ الْيَتِيمَ حَتَّى يَنْبَسِطَ.

১৪১। শুমায়সা আতাকিয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা)-এর নিকট ইয়াতীমকে আদব-কায়দা শিক্ষা দানের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন, ইয়াতীমকে আমি অবশ্যই আদব-কায়দা শিখাতে প্রহার করি যাবত না সে সটান হয় (বা)।

৪ - بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ الْوَلَدُ

৮০- অনুচ্ছেদঃ যার সন্তান মারা গেছে তার মর্যাদা

১৪২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّهُ الْقَسَمُ.

১৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায় তাকে দোষের আওতা স্পর্শ করবে না, অবশ্য শপথ পূর্ণ করার জন্য (বু, মু, তি, না, ই)।

১৪৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ فَقَالَتْ أَدْعُ لَهُ فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ احْتَظَرْتُ بِحِطَّارٍ شَدِيدٍ مِّنَ النَّارِ.

১৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা একটি শিশুসহ নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর জন্য দোয়া করুন। আমি ইতিমধ্যে তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি। তিনি বলেনঃ তুমি তো দোষের মোকাবিলায় ময়বুত প্রতিবন্ধক গড়ে তুলেছো (ম)!

১৪৪- عَنْ خَالِدِ الْعَبْسِيِّ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لِّيْ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ وَجْدًا شَدِيدًا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا تَسْخِي بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ صَغَارُكُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ.

১৪৪। খালিদ আল-আবসী (র) বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা গেলে আমি অত্যন্ত শোকাহত হলাম। আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! আপনি কি নবী (স)-এর নিকট এমন কিছু শুনেছেন যা দ্বারা আমরা আমাদের মৃতদের মর্মবেদনায় সান্ত্বনা লাভ করতে পারি? তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের ছোট শিশুরা বেহেশতের পতঙ্গ (মু, আ)।

১৪৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ قُلْتُ لِجَابِرٍ وَاللَّهِ أَرَى لَوْ قُلْتُمْ وَاحِدًا لَقَالَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّهُ وَاللَّهِ.

১৪৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যার তিনটি সন্তান মারা গেছে এবং সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করেছে, সে বেহেশতে যাবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর দুটি সন্তান? তিনি বলেনঃ এবং দুটিও? আমি (মাহমুদ) জাবের (রা)-কে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমার তো মনে হয় আপনারা যদি এক সন্তানের কথাও বলতেন তবে তিনি তাই বলতেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার ধারণাও তাই (আ)।

১৪৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ فَقَالَتْ أَدْعُ اللَّهُ لَهُ فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً فَقَالَ احْتَظَرْتُ بِحِطَّارٍ شَدِيدٍ مِّنَ النَّارِ.

১৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা একটি শিশুসহ নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর জন্য দোয়া করুন। আমি ইতিমধ্যে তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি। তিনি বলেনঃ তুমি তো দোষখের মোকাবিলায় মযবুত প্রতিবন্ধক গড়ে তুলেছো (ম)!

১৪৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نَأْتِكَ فِيهِ فَقَالَ مَوْعِدُكُمْ بَيْتُ فُلَانٍ فَجَاءَهُنَّ لِذَلِكَ الْوَعْدِ وَكَانَ فِيهِمْ حَدِيثُهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةً يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُنَّ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ كَانَ سَهِيلٌ يَتَشَدَّدُ فِي الْحَدِيثِ وَيَحْفَظُ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يُكْتَبَ عِنْدَهُ.

১৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার মজলিসে আসতে পারি না। আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। সেদিন আমরা আপনার নিকট হাযির হবো। তিনি বলেনঃ অমুকের ঘরে তোমরা সমবেত হবে। তিনি প্রতিশ্রুত স্থানে তাদের নিকট এলেন। তিনি তাদেরকে যা বললেন তার মধ্যে এ কথাও ছিলোঃ তোমাদের মধ্যে যে নারীর তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে তাদের দ্বারা সওয়াবের আশা করে, সে জান্নাতে যাবে। এক মহিলা বলেন, আর দু'টি? তিনি বলেনঃ দু'টি সন্তানের মৃত্যু হলেও (বু, মু)।

১৪৮- عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ مَا مِنْ مُسْلِمِينَ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ أَوْلَادٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ .

১৪৮। উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেনঃ হে উম্মু সুলাইম! যে দুই মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যায় তাদের দু'জনকেই (পিতা-মাতাকে) আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, তাদের প্রতি তাঁর দয়ার কল্যাণে। আমি বললাম, দুইজন মারা গেলে? তিনি বলেনঃ দু'জন হলেও (আ, তা)।

১৪৯- عَنْ صَعْصَعَةَ بِنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا ذَرٍّ مَتَوَشِّحًا قَرَبَةً قَالَ مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ إِلَّا أَحَدُوكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَتَلَفُوا الْحَنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ اعْتَقَ مُسْلِمًا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ عَصْرٍ مِنْهُ فِكَاهَةً لِّكُلِّ عَصْرٍ مِنْهُ .

১৪৯। সাসাআ ইবনে মুয়াবিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু যার (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। আবু যার (রা) একটি মশক জড়িয়ে ধরা অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, হে আবু যার!

আপনার সন্তানের কী প্রয়োজন! তিনি বলেন, আমি তোমাকে হাদীস শুনাবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : যে মুসলমানের তিনটি সন্তান নাবালাগে অবস্থায় মারা যায়, তাদের প্রতি তার মায়ার কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দাসত্বমুক্ত করবে, মহামহিম আল্লাহ তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুক্তি দিবেন।

১৫০ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ وَأَبَاؤُهُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ.

১৫০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যার তিনটি সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মারা গেছে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে এবং তাদেরকে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করাবেন (বু, না, ই)।

৮১ - بَابُ مَنْ مَاتَ لَهُ سَقَةٌ

৮১- অনুচ্ছেদ : গর্ভপাতে যার সন্তান মারা যায়।

১৫১ - عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَانَ لَا يُؤَكِّدُ لَهُ فَقَالَ لَأَنْ يُؤَكِّدَ لِي فِي الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ سَقَطُ فَأَخْتَسِبُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُكُونَ لِي الدُّنْيَا جَمِيعًا وَمَا فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

১৫১। সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তার সন্তানাদি হতো না। তিনি বলেন, ইসলামী যুগে যদি আমার একটি সন্তান গর্ভপাত হয়ে মারা যেতো এবং আমি তাতে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করতাম, তাহলে আমি তাকে দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু আমার মালিকানাভুক্ত হওয়ার চেয়েও উত্তম বিবেচনা করতাম। ইবনুল হানযালিয়া (রা) ছিলেন বৃক্ষতলে (হুদায়বিয়ায়) বায়আত গ্রহণকারী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।

১৫২ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِثْلُ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَارِثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اْعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا لَكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ وَمَالٌ وَارِثُكُمْ مَا أَخَّرْتُمْ.

১৫২। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার নিকট নিজ সম্পত্তির চেয়ে তার ওয়ারিসদের সম্পত্তিই অধিক প্রিয়? সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকের কাছে তার নিজের সম্পত্তি তার ওয়ারিসদের সম্পত্তির চেয়ে অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যেনে রেখো! তোমাদের মধ্য এমন কেউ নাই যার কাছে তার নিজ সম্পত্তি অপেক্ষা তার ওয়ারিসদের সম্পত্তি অধিক প্রিয় নয়। তোমার সম্পত্তি হলো যা তুমি অগ্রিম প্রেরণ করেছো। আর তোমার ওয়ারিসদের সম্পত্তি হলো যা তুমি রেখে দিয়েছো (বু, না)।

১৫৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَعْدُونَ فِيكُمْ الرُّقُوبَ قَالُوا الرُّقُوبَ الَّذِي لَا يُؤَكِّدُ لَهُ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الرُّقُوبَ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهَا شَيْئًا.

১৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কাকে নিঃসন্তান বলো? সাহাবীগণ বলেন, যার সন্তান হয় না সে নিঃসন্তান। তিনি বলেনঃ না, বরং নিঃসন্তান হলো যে কোন সন্তান অগ্রে প্রেরণ করেনি অর্থাৎ যার কোন সন্তান মারা যায়নি (বু, মু)।

১৫৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَعْدُونَ فِيكُمْ الصُّرَعَةَ قَالُوا هُوَ الَّذِي لَا تُصْرَعُهُ الرُّجَالُ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّ الصُّرَعَةَ الَّتِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

১৫৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কাকে মল্লযোদ্ধা বলো? সাহাবীগণ বলেন, লোকেরা যাকে ভূপাতিত করতে পারে না। তিনি বলেনঃ না, বরং যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় আত্মসংবরণ করতে পারে সে-ই হলো মল্লযোদ্ধা (মু)।

৮২ - بَابُ حُسْنِ الْمَلَكََةِ

৮২- অনুচ্ছেদ : (মহানবী (স)-এর অস্তিম উপদেশ) উত্তম ব্যবহার।

১৫৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ثَقُلَ قَالَ يَا عَلِيُّ ائْتِنِي بِطَبَقٍ أَكْتُبُ فِيهِ مَا لَا تُضِلُّ أُمَّتِي فَخَشِيتُ أَنْ يُسَبِّقَنِي فَقُلْتُ إِنِّي لَأَحْفَظُ مِنْ ذِرَاعِي الصُّحُفَةَ وَكَانَ رَأْسُهُ بَيْنَ ذِرَاعِهِ وَعَضُدِي يُوضِي بِالصَّلَاةِ وَالزُّكَاةِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانَكُمْ وَقَالَ كَذَلِكَ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ وَأَمَرَهُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَنْ شَهِدَ بِهِمَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

১৫৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর অস্তিম সময় ঘনি়ে এলে তিনি বলেনঃ হে আলী! আমার নিকট একখানা ফলক নিয়ে আসো। আমি তাতে এমন কিছু লিখে দিবো যাতে আমার উম্মাত পথভ্রষ্ট না হয়। আমার আশঙ্কা যে, হয়তো সে সময় আমি পাবো না। আমি বললাম, নিশ্চয় আমি আমার কাঁধের পাণ্ডুলিপিতে এটা সংরক্ষণ করবো। তখন তাঁর মাথা তাঁর কনুই ও আমার দুই বাহুর মাঝখানে ছিল। তিনি নামায, যাকাত এবং তোমাদের দাসদাসী সম্পর্কে ওসিয়াত করেন। তিনি একরূপ বলতে বলতে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাকে আদেশ দেন এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যঃ “আল্লাহ হাড়া কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল” এবং বলেনঃ যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিবে, দোযখের জন্য তাকে হারাম করা হবে (আ)।

১৫৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَجِئُوا الدَّاعِيَ وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ.

১৫৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা দাওয়াত দানকারীর ডাকে সাড়া দিও, উপহারাদি ফেরত দিও না এবং মুসলমানদেরকে প্রহার করো না (আ, হি)।

১৫৭- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

১৫৭। আলী (রা) বলেন, নবী (স)-এর অন্তিম কথা ছিলঃ নামায! নামায! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো (দা, ই, আ)।

৪৩ - بَابُ سُوءِ الْمَلَكََةِ

৮৩-অনুচ্ছেদ : নীচ ব্যবহার।

১৫৮- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلنَّاسِ نَحْنُ أَعْرَفُ بِكُمْ مِنَ الْبَيَاطِرَةِ بِالذُّوَابِ قَدْ عَرَفْنَا خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ أَمَّا خِيَارُكُمْ فَالَّذِي يُرْجِي خَيْرَهُ وَيُؤْمِنُ شَرَّهُ وَأَمَّا شِرَارُكُمْ فَالَّذِي لَا يُرْجِي خَيْرَهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرَّهُ وَلَا يَعْتِقُ مُحَرَّرَهُ.

১৫৮। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লোকদেরকে বলতেন, পশু চিকিৎসকগণ পশুদেরকে যেরূপ চিনতে পারে, আমি তোমাদেরকে তার চেয়েও উত্তমরূপে চিনি। আমি তোমাদের মধ্যকার উত্তম ও নিকৃষ্ট লোকদের চিনি। অতএব তোমাদের মধ্যকার উত্তম লোক হলো, যাদের নিকট কল্যাণ আশা করা যায় এবং যাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ বোধ করা যায়। আর তোমাদের মধ্যকার মন্দ লোক হলো, যাদের নিকট কল্যাণ আশা করা যায় না, যাদের অনিষ্ট থেকেও নিরাপদ বোধ করা যায় না এবং যাদের প্রতিশ্রুত দাসের মুক্তি দেয়া হয় না।

১৫৯- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَقُولُ الْكَنُودُ الَّذِي يَمْنَعُ رَفْدَهُ وَيَنْزِلُ وَحْدَهُ وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ.

১৫৯। আবু উমামা (রা) বলেন, 'কানুদ' (অকৃতজ্ঞ) সেই ব্যক্তি যে তার দান-খয়রাত বন্ধ রাখে, জনবিচ্ছিন্ন থাকে এবং নিজের দাসকে মারধর করে।

১৬০- عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يُسَوِّ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ فَنَامَ الْغُلَامُ فَجَاءَ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ فَأَلْقَاهُ فِي وَجْهِهِ فَتَرَدَّى الْغُلَامُ فِي بَيْتٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَأَى الَّذِي فِي وَجْهِهِ فَأَعْتَقَهُ.

১৬০। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার উটে করে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি তুলে আনতে নির্দেশ দিলো। কিন্তু গোলামটি ঘুমিয়ে গেলো। তার মনিব অগ্নিশিখাসহ এসে তা তার মুখের উপর নিক্ষেপ করলো। গোলামটি কূপের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে সে উমার (রা)-র নিকট উপস্থিত হলো। তিনি তার মুখে পোড়া দাগ দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে দাসত্বমুক্ত ঘোষণা করেন।

৪৬ - بَابُ يَبْعُ الْخَادِمَ مِنَ الْأَعْرَابِ

৮৪- অনুচ্ছেদ : বেদুইনের নিকট দাস-দাসী বিক্রয় ।

১৬১- عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ دَبَّرَتْ أَمَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ عَائِشَةُ فَسَالَ بَنُو أَخِيهَا طَبِيبًا مِّنَ الزُّطِّ فَقَالَ إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي عَنْ امْرَأَةٍ مُّسْحُورَةٍ سَحَرَتْهَا أَمَةٌ لَّهَا فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ سَحَرْتَنِي فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَتْ وَلَمْ لَا تُنْجِينَ أَبَدًا ثُمَّ قَالَتْ يَبْعُوهَا مِنْ شَرِّ الْعَرَبِ مَلَكَهٌ.

১৬১। আমরা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তার এক বাদীকে তার মৃত্যুর পর মুক্তি প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। পরে আয়েশা (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ যুত্ত (জাঠ) সম্প্রদায়ের এক চিকিৎসকের সাথে তার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। সে বললো, আপনারা আমাকে এমন এক মহিলা সম্পর্কে অবহিত করেছেন যাকে তার দাসী যাদু করেছে। আয়েশা (রা)-কে তা অবহিত করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি আমাকে যাদু করেছিস? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন, কেন? কখনও তুই মুক্তি পাবি না। তিনি বলেন, তোমরা তাকে উগ্র মেজাজের অসদাচারী বেদুইনের কাছে বিক্রি করো (আ, হা)।

৪৭ - بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْخَادِمِ

৮৫- অনুচ্ছেদ : খাদেমের সাথে ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার।

১৬২- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُ غُلَامَانِ فَوَهَبَ أَحَدَهُمَا لِعَلِيٍّ وَقَالَ لَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مُنْذُ أَقْبَلْنَا وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلَامًا وَقَالَ اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ مَا فَعَلَ قَالَ أَمَرْتَنِي أَنْ اسْتَوْصِيَ بِهِ خَيْرًا فَأَعْتَقْتُهُ.

১৬২। আবু উমামা (রা) বলেন, নবী (স) দুইটি গোলামসহ আসলেন। এদের একটি আলী (রা)-কে দিয়ে তিনি বলেনঃ তাকে মারধর করো না। কেননা নামাযীকে নির্খাতন করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। সে আমাদের নিকট আসার পর থেকে আমি তাকে নামায পড়তে দেখছি। অপর গোলামটি তিনি আবু যার (রা)-কে দিয়ে বলেনঃ তার সাথে সদয় ব্যবহার করো। তিনি তাকে মুক্ত করে দিলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : সে কি করছে? আবু যার (রা) বলেন, আপনি আমাকে তার সাথে সদয় ব্যবহার করতে বলেছেন। তাই আমি তাকে দাসত্বমুক্ত করে দিয়েছি (আ)।

১৬৩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقَ بِي حَتَّى أَدْخَلَنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَبِيرٌ

لَبِيبٌ فَلْيَخْدِمَكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَقْدَمُهُ الْمَدِينَةَ حَتَّى تُوْفِيَ ﷺ
مَا قَالَ لِي عَنْ شَيْءٍ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا وَلَا قَالَ لِي لَشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعُهُ
أَلَا صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا.

১৬৩। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) মদীনাতে আসলেন। তাঁর কোন খাদেম ছিলো না। আবু তালহা (রা) আমার হাত ধরে আমাকে নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আনাস বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বালক। সে আপনার খেদমত করবে। আনাস (রা) বলেন, আমি তাঁর মদীনাতে আসার সময় থেকে তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত সফরে ও আবাসে তাঁর সেবা করেছি। তিনি আমার কোন কাজের জন্য বলেননি: তুমি এটা এভাবে করলে কেন? আবার আমার কোন কাজ না করায় তিনি বলেননি: তুমি এটা এভাবে করলে না কেন (বু, মু, আ)?

৮৬ - بَابُ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ

৮৬- অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাস চুরির অপরাধ করলে।

১৬৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ بَعَثَهُ وَكَوْنَشَ قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ النَّشُ عِشْرُونَ وَالنَّوْأَةُ خَمْسَةٌ وَالْأَوْقِيَّةُ أَرْبَعُونَ.

১৬৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: ক্রীতদাস চুরি করলে একটি 'নাশ'-এর বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রয় করে ফেলো। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'নাশ' হলো বিশ দিরহাম 'নাওয়াত' হলো পাঁচ দিরহাম এবং 'উকিয়া' হলো চল্লিশ দিরহাম (না, ই, আ)।

৮৭ - بَابُ الْخَادِمِ يُذْنِبُ

৮৭-অনুচ্ছেদ : খাদেম অপরাধ করলে।

১৬৫- عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَفَعَ
الرَّاعِي فِي الصَّرَاحِ سَخْلَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَّ أَنْ لَنَا
غَنَمًا مِائَةً لَا نُزِيدُ أَنْ تُزِيدَ فَإِذَا جَاءَ الرَّاعِي بِسَخْلَةٍ ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً فَكَانَ فِيمَا
قَالَ لَا تَضْرِبُ طَعِينَتَكَ كَضْرِبِكَ أَمَتِكَ وَإِذَا اسْتَشْفَقْتَ فَبَالِغِ الْإِنْ أَنْ تَكُونَ صَانِمًا.

১৬৫। আসেম ইবনে লাকীত ইবনে সাবুরা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (বনু মুনতাজিকের প্রতিনিধি হয়ে) নবী (স)-এর নিকট গিয়ে পৌছলাম। রাখাল খোঁয়াড়ে একটি ছাগল ছানা নিয়ে যাচ্ছিল। নবী (স) বলেন: তুমি ধারণা করো না যে, আমরা এটা তোমার জন্য যবেহ করছি। আমাদের এক শত বকরী আছে। এই সংখ্যা বর্জিত হওয়া আমরা কামনা করি না। অতএব ছাগল ছানাটি নিয়ে এলে আমরা তৎপরিবর্তে একটি বকরী যবেহ করলাম। নবী (স) তখন যা বলেছেন, তার মধ্যে ছিল: তোমার স্ত্রীকে তোমার দাসীর মত মারধর করো না এবং যখন নাক পরিষ্কার করো উত্তমরূপে পরিষ্কার করো, যদি তুমি রোযাদার না হও (দা, আ)।

৪৪ - بَابُ مَنْ خَتَمَ عَلَى خَادِمِهِ مَخَافَةَ سُوءِ الظَّنِّ

৮৮-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ক্ষতির আশংকায় খাদেমের নিকট সীলমোহর করে মাল সোপর্দ করে।

১৬৬- عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ كُنَّا نُوْمِرُ أَنْ نُخْتَمَ عَلَى الْخَادِمِ وَنَكِيلَ وَنَعُدَّهَا كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَعَوَّدُوا خُلُقَ سُوءٍ أَوْ يَظُنُّ أَحَدُنَا ظَنُّ سُوءٍ .

১৬৬। আবুল আলিয়া (র) বলেন, আমাদের নির্দেশ দেয়া হতো যে, আমরা যেন কোন বস্তু খাদেমের নিকট দেয়ার সময় সীলমোহর করে, ওজন করে বা গুণে দেই, যাতে তার অভ্যাস খারাপ না হতে পারে বা আমাদের কেউ কুধারণার শিকার না হয়।

৪৯ - بَابُ مَنْ عَدَّ عَلَى خَادِمِهِ مَخَافَةَ الظَّنِّ

৮৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সন্দেহান হওয়া থেকে বাঁচার জন্য নিজ খাদেমের নিকট গণনা করে দেয়।

১৬৭- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ أَنِّي لَأَعِدُّ الْعُرَاقَ عَلَى خَادِمِي مَخَافَةَ الظَّنِّ .

১৬৭। সালমান (রা) বলেন, আমি খাদেমের কাছে কোন বস্তু দেওয়ার সময় গণনা করে দেই, যাতে কুধারণা থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

১৬৮- عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ مُضَرَّبٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ أَنِّي لَأَعِدُّ الْعُرَاقَ خَشْيَةَ الظَّنِّ .

১৬৮। হারিসা ইবনে মুদাররিব (র) বলেন, আমি সালমান (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি সন্দেহমুক্ত থাকার জন্য খাদেমের কাছে কোন বস্তু দেওয়ার সময় গণনা করে দেই।

৯. - بَابُ آدَابِ الْخَادِمِ

৯০-অনুচ্ছেদ : খাদেমকে শিষ্টাচার শিক্ষাদান।

১৬৯- عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ بِذَهَبٍ أَوْ بَوَرِقٍ فَصَرَفَهُ فَأَنْظَرَ بِالصَّرْفِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَجَلَدَهُ جَلْدًا وَجِيعًا وَقَالَ اذْهَبْ فَخُذِ الَّذِي لِي وَلَا تُصَرِّفْهُ .

১৬৯। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুসাইত (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার এক গোলামকে সোনা বা রূপার মুদ্রাসহ পাঠালেন। সে মুদ্রা বিনিময় করে অপর পক্ষকে (তার মুদ্রা আনার জন্য) সময় দেয়। সে ফিরে এলে তিনি তাকে বেদম প্রহার করেন এবং বলেন, যাও আমার মুদ্রা ফেরত নিয়ে এসো, তা বিনিময় করো না।

১৭০- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالتَفْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهُوَ خُرُّ لُوجِهِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا إِنْ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَسْتِكَ النَّارُ أَوْ لَلْفَحْتِكَ النَّارُ.

১৭০। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম। আমি আমার পিছন থেকে ডাক শুনলামঃ হে আবু মাসউদ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমার উপর, গোলামের উপর তোমার ক্ষমতার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ (স)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর ওয়াস্তে সে আযাদ। তিনি বলেনঃ তুমি যদি তা না করতে তবে দোষখ তোমাকে অবশ্যই স্পর্শ করতো অথবা দোষখ তোমাকে অবশ্যই গ্রাস করতো (মু,তি,দা)।

৯১ - بَابُ لَا تَقُلْ قَبِيحَ اللَّهِ وَجْهَهُ

৯১- অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তার মুখমণ্ডল বিকৃত করুন- একথা বলো না।

১৭১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُولُوا قَبِيحَ اللَّهِ وَجْهَهُ.

১৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা বলো না, “আল্লাহ তার মুখমণ্ডল বিকৃত করুন” (খু, হি)।

১৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تَقُولَنَّ قَبِيحَ اللَّهِ وَجْهَكَ وَوَجْهَهُ مَنْ أَشَبَّهُ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى صُورَتِهِ.

১৭২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অবশ্যই তুমি বলো না, “আল্লাহ তোমার মুখমণ্ডল এবং তোমার সদৃশ ব্যক্তির মুখমণ্ডল বিকৃত করুন”। আল্লাহ আদম (আ)-কে তাঁর নিজ অবয়বে সৃষ্টি করেছেন (মু, দা, তি)।

৯২ - بَابُ لِيَجْتَنِبَ الْوَجْهَ فِي الضَّرْبِ

৯২-অনুচ্ছেদ : মুখমণ্ডলে আঘাত দেয়া পরিহার করবে।

১৭৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ.

১৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমাদের কেউ তার খাদেমকে মারধর করলে সে যেন মুখমণ্ডল পরিহার করে (বু, দা, না, আ)।

১৭৪- عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِدَابَّةٍ قَدْ وَسِمَ يَدُخْنُ مِنْخَرَاهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَا يَسِمَنَّ أَحَدُ الْوَجْهَ وَلَا يَضْرِبْنَهُ.

১৭৪। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) একটি পশুকে অতিক্রম করলেন। এর দুই চিবুকে গরম লোহার দাগ ছিল। নবী (স) বলেনঃ যে এই কাজ করেছে, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করুন। কেউ যেন মুখমণ্ডলে দাগ না দেয় এবং তাতে আঘাত না করে (মু, দা, তি, আ)।

৭৩ - بَابُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَلْيُعْتِقْهُ مِنْ غَيْرِ إِجَابٍ

৯৩-অনুচ্ছেদ : কেউ তার গোলামকে চপেটাঘাত করলে সে যেন তাকে স্বৈচ্ছায়
আযাদ করে দেয়।

১৭৫- عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ يَقُولُ كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُؤَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ شَيْئًا فَلَطَمَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ سُؤَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ لَطَمْتَ وَجْهَهَا لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعُ سَبْعَةٍ وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهَا بَعْضُنَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْتِقَهَا.

১৭৫। হেলাল ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আমরা সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (রা)-এর বাড়ির সামনে কাপড় বিক্রি করতাম। এক দাসী বের হয়ে এসে এক ব্যক্তিকে কটু কথা বললো। লোকটি তাকে চপেটাঘাত করলো। সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (রা) বলেন, তুমি কি তার গালে চপেটাঘাত করছো? আমি ছিলাম সাতজনের মধ্যে একজন। আমাদের সাতজনের একজন মাত্র খাদেম ছিল। আমাদের একজন তাকে চপেটাঘাত করলো। নবী (স) খাদেমটিকে আযাদ করে দিতে তাকে নির্দেশ দিলেন (যু, তি)।

১৭৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ.

১৭৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে চপেটাঘাত করলো অথবা বিনা অপরাধে হদ্দ-এর শাস্তি দিলো, তার কাকফারা হলো তাকে আযাদ করে দেয়া (যু, আ, হি)।

১৭৭- حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُؤَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَقَرَّ فَدَعَانِي أَبِي فَقَالَ افْتَصَّ كُنَّا وَكَدَّ مُقَرِّنٌ سَبْعَةً لَنَا خَادِمٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرْهُمُ لِيُعْتِقُوهَا فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرَهَا قَالَ فَلْيَسْتَحْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَعْتَرُوا خَلُّوا سَبِيلَهَا.

১৭৭। মুয়াবিয়া ইবনে সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন (র) বলেন, আমি আমাদের এক গোলামকে চপেটাঘাত করলে সে পালিয়ে গেলো। আমার পিতা আমাকে ডেকে বলেন, আমি একটা ঘটনা শুনাই। আমরা মুকাররিন (রা)-এর সাত সন্তান ছিলাম। আমাদের একজন মাত্র খাদেম ছিল। আমাদের একজন তাকে চপেটাঘাত করলো। বিষয়টি নবী (স)-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বলেনঃ তাদেরকে বলো, তারা যেন তাকে আযাদ করে দেয়। নবী (স)-কে বলা হলো, সে ছাড়া তাদের কোন খাদেম নাই। তিনি বলেনঃ তাহলে আপাতত তারা তাকে তাদের কাজে রাখুক, তারপর তারা আত্মনির্ভরশীল হলে তাকে আযাদ করে দিবে (যু, দা)।

১৭৮- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مِقْرَنٍ الْمُزَنِيِّ وَرَأَى رَجُلًا لَطَمَ غُلَامَهُ فَقَالَ أَمَدَ عَلِمْتُ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ رَأَيْتُنِي وَأَنْتِي سَابِعُ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ.

১৭৮। সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী (রা) এক ব্যক্তিকে তার গোলামকে চপেটাঘাত করতে দেখলেন। তিনি বলেন, তুমি কি জানো না, মুখমণ্ডল সম্মানিত স্থান? রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে আমি ছিলাম সাত ভাইয়ের মধ্যে সপ্তম। আমাদের একজন মাত্র খাদেম ছিল। আমাদের একজন তাকে চপেটাঘাত করলো। নবী (স) গোলামটিকে আযাদ করে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন (যু, দা, তি)।

১৭৯- عَنْ زَادَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا بِغُلَامٍ لَهُ كَانَ ضَرْبَهُ فَكَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْلِكَ قَالَ لَا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ رَفَعَ عُودًا مِّنَ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا الْعُودَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِمَ تَقُولُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَوْ قَالَ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَ وَجْهَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

১৭৯। যাহান আবু উমার (র) বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি তার এক গোলামকে ডাকলেন। তাকে তিনি প্রহার করেছিলেন। তিনি তার পিঠ উদলা করলেন এবং বললেন, তুমি কি ব্যথা অনুভব করছো? সে বললো, না। তিনি তাকে আযাদ করে দিলেন। অতঃপর তিনি মাটি থেকে এক খণ্ড কাঠ তুলে নিয়ে বলেন, এর দ্বারা এই কাঠ খণ্ডের ওজনের পরিমাণ সওয়াবও আমি পাবো না। আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের পিতা! আপনি একথা বলেন কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে বিনা অপরাধে প্রহার করলো অথবা তার মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করলো, তার কাফ্যারা হলো তাকে আযাদ করে দেয়া (যু, দা)।

৯৬ - بَابُ قِصَاصِ الْعَبْدِ

৯৬- অনুচ্ছেদঃ গোলামের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ।

১৮০- عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَا يَضْرِبُ أَحَدٌ عَبْدًا لَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لَهُ إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৮০। আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, যে কেউ নিজ গোলামকে নির্যাতকরূপে প্রহার করবে, তাকে কিয়ামতের দিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে।

১৮১- عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ خَرَجَ سَلْمَانُ فَإِذَا عُلْفٌ دَابَّتْهُ يَتَسَاقَطُ مِنَ الْأَرِيِّ فَقَالَ لِخَادِمِهِ لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ الْقِصَاصَ لَأَوْجَعْتُكَ .

১৮১। আবু লায়লা (রা) বলেন, সালমান (রা) একদা সফরে বের হলেন। তার পশুর ঘাস হাওদা থেকে নিচে পড়ছিল। তিনি গোলামকে বলেন, যদি আমার কিসাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের) ভয় না থাকতো, তবে আমি অবশ্যই তোকে শাস্তি দিতাম (যু, তি, আ)।

১৮২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَتُؤَذَّنَ الْحُقُوقُ إِلَيَّ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَمَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ .

১৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ প্রাপ্যসমূহ অবশ্যই তার প্রাপককে পৌছাতে হবে, এমনকি শিংবিহীন ছাগীকেও শিংওয়ালা ছাগীর নিকট থেকে প্রতিশোধ আদায় করে দেয়া হবে (যু, তি, আ)।

১৮৩- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بَيْتِهَا فَدَعَا وَصِيفَةً لَهُ أَوْ لَهَا فَأَبْطَتْ فَاسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَامَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى الْحِجَابِ فَوَجَدَتْ الْوَصِيفَةَ تَلْعَبُ وَمَعَهُ سِوَاكَ فَقَالَ لَوْلَا خَشْيَةُ الْقَوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَوْجَعْتُكَ بِهَذَا السَّوَاكِ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ تَلْعَبُ بِيَهِيمَةٍ قَالَ فَلَمَّا آتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَتَحْلِفُ مَا سَمِعْتُكَ قَالَتْ وَفِي يَدِهِ سِوَاكَ .

১৮৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তার ঘরে ছিলেন। তিনি তাঁর বা উম্মু সালামার দাসীকে ডাকলেন। সে আসতে বিলম্ব করলো। তাতে নবী (স) -এর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ভাব দেখা গেলো। উম্মু সালামা (রা) উঠে পর্দার ওপাশে গেলেন এবং তাকে খেলায় রত দেখলেন। তাঁর হাতে ছিল মিসওয়াক। তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকা না থাকলে অবশ্যই আমি এই মিসওয়াক দিয়ে তোকে প্রহার করতাম। মুহাম্মাদ ইবনুল হায়সামের বর্ণনায় আরো আছেঃ সে একটি ছাগলের বাচ্চা নিয়ে খেলছিল। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি তাকে-সহ নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তো শপথ করে বলছে যে, সে আপনার ডাক শুনতে পায়নি। তিনি আরো বলেন, তাঁর হাতে ছিল একটি মিসওয়াক (তাবাকাত ইবনে সাদ)।

১৮৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا أَقْتَصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৮৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি অপরকে প্রহার করলে, কিয়ামতের দিন তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে (বা, বায়, তা)।

১৮৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبًا ظَلَمًا أَقْتَصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করলে, কিয়ামতের দিন তার থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে (ঐ)।

৯৫ - بَابُ اكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ

৯৫- অনুচ্ছেদ : তোমরা যা পরিধান করো দাস-দাসীদেরও তাই পরিধান করাও ।

১৮৬- عَنْ عَبْدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَآبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسْرِ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ وَعَلِيٌّ أَبِي الْيَسْرِ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِي وَعَلِيٌّ غُلَامُهُ بُرْدَةٌ وَمَعَاظِرِي فَقُلْتُ لَهُ يَا عَمِّي لَوْ أَخَذْتُ بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتُهُ مَعَاظِرِيكَ أَوْ أَخَذْتُ مَعَاظِرِيهِ وَأَعْطَيْتُهُ بُرْدَتَكَ كَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ يَا ابْنَ أَخِي بَصَرَ عَيْنِي هَاتَيْنِ وَسَمِعَ أُذُنِي هَاتَيْنِ وَوَعَاةَ قَلْبِي وَأَشَارَ إِلَيَّ مَنَاطٍ قَلْبِهِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَكَانَ إِنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَهَوْنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

১৮৬। উবাদা ইবনুল ওলীদ ইবনুস সামিত (র) বলেন, আমি এবং আমার পিতা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আনসারদের জীবদ্দশায় তাদের এই জনপদে রওয়ানা হলাম। সর্বপ্রথম এই মহল্লায় আমাদের সাথে সাক্ষাত হলো নবী (স)-এর সহচর আবুল ইয়াসার (রা)-র সাথে। তার সাথে তার একটি গোলামও ছিল। তাদের দু'জনের পরনে ছিলো দামী চাদর ও খাকী সাধারণ চাদর। আমি তাকে বললাম, চাচাজান! আপনি যদি গোলামের চাদরটি নিতেন এবং আপনার খাকী চাদরটি গোলামকে দিতেন অথবা আপনি খাকী চাদর গায়ে দিয়ে তাকে দামী চাদরের সম্পূর্ণটা দিতেন, তবে আপনাদের দু'জনেরই তো একটা করে চাদর হতো। তিনি আমার মাথায় তার হাত বুলিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! একে বরকত দান করুন। হে ভাতিজা! আমার এই দু'চোখ দেখেছে, আমার এই দুই কান শুনেছে, আমার এই অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে এবং তিনি তার অন্তরের দিকে ইংগিত করলেন। নবী (স) বলেছেনঃ “তোমরা যা খাও তাদেরকেও তাই খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরিধান করো, তাদেরকেও তাই পরাবে”। তাকে আমার দুনিয়ার সামগ্রী প্রদান করা কিয়ামতের দিন আমার সওয়াবসমূহের অংশবিশেষ তার গ্রহণ করার চাইতে আমার নিকট সহজতর (মু, ই)।

১৮৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا وَيَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِنْ لِبُوسِكُمْ وَلَا تَعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১৮৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) ক্রীতদাসদের সাথে সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন এবং বলতেনঃ তোমরা যা খাও তাদেরকেও তাই খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকেও তা পরিধান করাও এবং মহামহিম আল্লাহ্র সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।

৭৬ - بَابُ سَبَابِ الْعَبِيدِ

৯৬- অনুচ্ছেদঃ দাস-দাসীদের গালি দেয়া নিষেধ।

১৮৮- عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ يَقُولُ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَيَّ غُلَامِي حُلَّةٌ فَسَأَلْتَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَيْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَعِيرْتَهُ بِأَمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ.

১৮৮। মারুর ইবনে সুয়াইদ (র) বলেন, আমি আবু যার (রা)-এর পরনে একটি লাল বর্ণের চাদর এবং তার গোলামের পরনেও একই রকম চাদর দেখলাম। আমরা তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম। সে নবী (স)-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নবী (স) আমাকে বলেনঃ তুমি কি তার মাকে তুলে গালি দিয়েছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ তোমাদের দাসগণ তোমাদের ভাই। আব্দুল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং যার অধীনে তার ভাই আছে সে যা খায়, তাকেও যেন তা খাওয়ায়, সে যা পরে তাকেও তাই পরায় এবং তাদের উপর তাদের সাধ্যাতিত কাজ চাপাবে না। এরূপ কোন কাজ তাদের করতে দিলে সে যেন তাদের সেই কাজে সাহায্য করে (বু, মু, দা, তি, ই)।

৭৭ - بَابُ هَلْ يُعِينُ عَبْدُهُ

৭৭- অনুচ্ছেদঃ লোকে নিজ দাসকে কি সাহায্য করবে?

১৮৯- عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْفَأُكُمْ إِخْوَانَكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ اسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَكُمْ وَأَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبُوا.

১৮৯। নবী (স)-এর এক সাহাবী বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমাদের দাসগণ তোমাদের ভাই। অতএব তোমরা তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করো, যে কাজ তোমাদের পরাভূত করে তাতে তাদের সাহায্য গ্রহণ করো এবং যে কাজ তাদের পরাভূত করে, তাতে তোমরাও তাদের সাহায্য করো (আ)।

১৯০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَعِينُوا الْعَامِلَ مِنْ عَمَلِهِ فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يَخِيبُ يَغْنِي الْخَادِمَ.

১৯০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা কর্মচারীকে তার কর্ম সম্পাদনে সাহায্য করো। কেননা আব্দুল্লাহর কর্মচারী (খাদেম) ব্যর্থ হয় না।

৭৮ - بَابُ لَا يُكَلِّفُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ

৯৮- অনুচ্ছেদঃ দাসের উপর তার সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপানো নিষেধ।

১৭১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَمْلُوكُ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ .

১৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দাস তার আহারাতি ও পরিধেয় পাবে এবং তার উপর তার সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপানো যাবে না (খু, মা, আ, হি)।

১৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلِّفُهُ إِلَّا مَا يُطِيقُ .

১৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দাস তার আহারাতি ও পরিধেয় পাবে এবং তার উপর তার সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপানো যাবে না (পূর্বোক্ত হাদীসের বরাত)।

১৭৩- عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ مَعْرُورٌ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَعَلِي غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَقُلْنَا لَوْ أَخَذْتَ هَذَا وَأَعْطَيْتَ هَذَا غَيْرَهُ كَانَتْ حُلَّةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَطْعَمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يُغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يُغْلِبُهُ فَلْيُعْنِهِ عَلَيْهِ .

১৯৩। মারুর (র) বলেছেন, আমরা আবু যার (রা)-র সাক্ষাত পেলাম। তার পরনে ছিল একটি সূতিবস্ত্র এবং তার গোলামের পরনে ছিল একটি রেশমী চাদর। আমরা বললাম, আপনি যদি এটা গ্রহণ করতেন এবং তাকে যদি এই রেশমী চাদর ছাড়া অন্যটি দিতেন। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমাদের এসব ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। অতএব তোমাদের কারো অধীনে তার ভাই থাকলে সে যা খায় তাকেও যেন তা খাওয়ায়, সে যা পরিধান করে, তাকেও যেন তাই পরিধান করায় এবং তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজের বোঝা যেন তার উপর না চাপায়। যদি সে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজের বোঝা তার উপর অর্পণ করে, তাহলে সে যেন তাকে সহায়তা করে।

৭৯ - بَابُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ صَدَقَةً

৯৯- অনুচ্ছেদঃ নিজ গোলাম ও খাদেমের জন্য কোন ব্যক্তির খরচ দানরূপে গণ্য।

১৭৬- عَنْ الْمِقْدَامِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ وَزَوْجَتَكَ وَخَادِمَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ .

১৯৪। মিকদাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ তুমি নিজে যা খাও তাও সদাকা, তুমি তোমার স্ত্রী, পুত্র ও খাদেমকে যা খাওয়াও তাও সদাকা (না, আ)।

১৯৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا بَقِيَ غَنِيَّ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى اِبْدًا بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ اِمْرَاُتُكَ اَنْفَقَ عَلَيَّ اَوْ طَلَّقَنِي وَيَقُولُ مَمْلُوكُكَ اَنْفَقَ عَلَيَّ اَوْ بَغْنِي وَيَقُولُ وَلَدُكَ اِلَيَّ مَنْ تَكَلَّنَا.

১৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : উত্তম সদাকা হলো সচ্ছলতা বজায় রেখে যা করা হয়। উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাতের চেয়ে উত্তম। পোষ্যদের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু করো। অন্যথায় তোমার স্ত্রী বলবে, আমার ভরণপোষণ দাও নতুবা আমাকে তালাক দাও। তোমার দাস বলবে, আমাকে ভরণপোষণ দাও অন্যথায় আমাকে বিক্রয় করো। তোমার সন্তান বলবে, আমাকে কার দায়িত্বে ছেড়ে যাচ্ছেন (বু, আন)।

১৯৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلَيَّ نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي اُخْرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلَيَّ زَوْجَتِكَ قَالَ عِنْدِي اُخْرُ قَالَ اَنْفِقْهُ عَلَيَّ خَادِمِكَ ثُمَّ اَنْتَ ابْصُرُ.

১৯৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলেন। এক ব্যক্তি বললো, আমার কাছে একটি দীনার আছে। তিনি বলেনঃ তা তুমি নিজের জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেনঃ তা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেনঃ তা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় করো। তারপর তোমার বিবেক-বুদ্ধি খাটাও (না, দা, হা, হি, আ)।

১০০ - بَابُ إِذَا كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ عَبْدِهِ

১০০- অনুচ্ছেদঃ কেউ তার দাসের সাথে একত্রে আহার করা অপছন্দ করলে।

১৯৭- أَخْبَرَنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُسَالُ جَابِرًا عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ إِذَا كَفَاهُ الْمُسْقَةُ وَالْحَرُّ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَدْعُوهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ كَرِهَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُطْعِمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمَهُ أَكْلَةً فِي يَدِهِ .

১৯৭। ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জাবির (রা)-কে তার খাদেম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। সে তার (জন্য আহার তৈরি করতে) পরিশ্রম ও তাপ সহ্য করেছে, রাসূলুল্লাহ (স) কি আহারের সময় তাকে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তোমাদের কেউ যদি তার সাথে আহার করতে অনিচ্ছুক হয়, তবে সে যেন নিজ হাতে তার মুখে এক গ্রাস খাবার তুলে দেয় (আ, হি)।

১০১ - بَابُ يُطْعَمُ الْعَبْدَ مِمَّا يَأْكُلُ

১০১- অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি নিজে যা খাবে তার দাসকেও তা খাওয়াবে।

১৯৮- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا وَيَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبَسُوهُمْ مِنْ لِبُوسِكُمْ وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ.

১৯৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) দাসদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন এবং বলতেন : তোমরা যা খাও তাদেরকেও তা খাওয়াও, তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকেও তা পরিধান করাও এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।

১০২ - بَابُ هَلْ يُجْلِسُ خَدَمَهُ مَعَهُ إِذَا أَكَلَ

১০২- অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি আহারের সময় তার খাদেমকেও কি তার সাথে বসাবে?

১৯৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَلْيَنَالْهُ مِنْهُ.

১৯৯। আবু হুরাররা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমাদের কারো খাদেম তার আহারাদি নিয়ে তার কাছে আসলে সে যেন তাকেও সাথে বসায়। সে যদি তাতে সম্মত না হয়, তবে তাকে (তার মুখে) তা থেকে কিছু তুলে দেয় (বু, যু, দা)।

২০০- عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَاءَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بِجَفْنَةٍ يَحْمِلُهَا نَفَرٌ فِي عِبَاءَةٍ فَوَضَعُوهَا بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ فَدَعَا عُمَرُ نَاسًا مَسَاكِينَ وَأَرْقَاءَ مِنْ أَرْقَاءِ النَّاسِ حَوْلَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ أَوْ قَالَ لَحَا اللَّهُ قَوْمًا يَرْغَبُونَ عَنْ أَرْقَانِهِمْ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَهُمْ فَقَالَ صَفْوَانُ أَمَا وَاللَّهِ مَا نَرْغَبُ عَنْهُمْ وَلَكِنَّا نَسْتَأْثِرُ عَلَيْهِمْ لَا نَجِدُ وَاللَّهِ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ مَا نَأْكُلُ وَنُطْعِمُهُمْ.

২০০। আবু মাহযুরা (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। তখন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা) একটি বিরাট পাত্রসহ সেখানে আসেন। পাত্রটি একটি পশমী আবায় করে কয়েক ব্যক্তি বহন করে আনে। তারা তা উমার (রা)-এর সামনে রাখে। উমার (রা) দরিদ্র লোকজনকে এবং তার নিকট উপস্থিত লোকজনের দাসদেরকে ডাকলেন। তারা তার সাথে একত্রে আহার করলো। তিনি বলেন, আল্লাহ এমন একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন অথবা আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে অপদস্থ করেছেন, যারা নিজেদের দাসদের সাথে আহার করতে অপছন্দ করতো। সাফওয়ান (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাদের ঘৃণা করি না, বরং আমরা তাদেরকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দেই। আল্লাহ্র শপথ! আমরা উত্তম খাবার পেলেই তা নিজেরাও খাই এবং তাদেরকেও খাওয়াই।

১০৩ - بَابُ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ

১০৩- অনুচ্ছেদ ৪ গোলাম তার মালিকের কল্যাণ কামনা করলে ।

২০১ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ .

২০১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে গোলাম তার মনিবের কল্যাণ কামনা করে এবং উত্তমরূপে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে (বু, মু, দা)।

২০২ - قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرِ الشَّعْبِيِّ يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَانَ كَالرَّكَابِ بُدَّتَتْهُ فَقَالَ عَامِرٌ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَلَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا آذَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَاهَا فَأَدْبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ يَرْكَبُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

২০২। এক ব্যক্তি আমের আশ-শাবী (র)-কে বললো, হে আমেরের পিতা! আমরা পরস্পর বলাবলি করি যে, কোন ব্যক্তি তার সন্তানদাত্রী দাসীকে দাসত্বমুক্ত করার পর বিবাহ করলে সে যেন তার কোরবানীর পশুকে বাহনরূপে ব্যবহার করলো। আমের (র) বলেন, আবু বুরদা (র) তার পিতার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাদের বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির জন্য দু'টি করে পুরস্কার রয়েছে। (১) আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি তার নবীর উপর ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ (স)-এর উপরও ঈমান এনেছে তার জন্য দুইটি পুরস্কার। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক এবং তার মনিবের হক আদায় করে। (৩) যে ব্যক্তির কাছে একটি দাসী ছিল, সে তাকে শয্যাসঙ্গিনী করেছে, তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিখিয়েছে এবং উত্তমরূপে শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে দাসত্বমুক্ত করে বিবাহ করেছে, তার জন্য দুইটি পুরস্কার রয়েছে। আমের (রা) বলেন, আমি তোমাকে তা (জ্ঞান) বিনিময় ছাড়াই দান করলাম। এর চাইতে ক্ষুদ্র কথা শেখার জন্যও মানুষকে ইতিপূর্বে মদীনা পর্যন্ত সফর করতে হতো (বু, মু, তি, না, ই)।

২০৩ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُوَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّاعَةِ وَالنَّصِيحَةِ لَهُ أَجْرَانِ.

২০৩। আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ক্রীতদাস উত্তমরূপে তার প্রভুর ইবাদত করে এবং তার মনিবের আনুগত্য ও কল্যাণ কামনার যে কর্তব্য তার উপর রয়েছে তাও পালন করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার (বু)।

২.৪- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُلُوكُ لَهُ أَجْرَانِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ أَوْ قَالَ فِي حُسْنِ عِبَادَتِهِ وَحَقَّ مَلِكِهِ الَّذِي يَمْلِكُهُ.

২০৪। আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ ক্রীতদাসের জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। সে যখন উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদতের হক আদায় করে এবং মনিবের প্রতি তার কর্তব্যও পালন করে (বু, মু, তি, না)।

১.৪ - بَابُ الْعَبْدِ رَاعٍ

১০৪-অনুচ্ছেদ : গোলামও একজন দায়িত্বশীল।

২.৫- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَامِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

২০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল বা দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসক জনগণের রাখাল, তাকে তার জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যে কোন ব্যক্তি তার পরিবারের রাখাল। তাকে তাঁর পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দাস তার মনিবের সম্পদরাজির রাখাল, তাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে (বু, মু, দা)।

২.৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ الْعَبْدُ إِذَا أَطَاعَ سَيِّدَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَصَى سَيِّدَهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

২০৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, দাস তার মনিবের আনুগত্য করলে সে মহামহিম আল্লাহরই আনুগত্য করলো এবং সে মনিবের অবাধ্যচারী হলে মহামহিমাবিত আল্লাহরই অবাধ্যতা করলো।

১.৫ - بَابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا

১০৫- অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি গোলাম হওয়া পছন্দ করে।

২.৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ لَهُ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ مَمْلُوكًا.

২০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন মুসলিম গোলাম যখন আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক আদায় করে, তখন সে দু'টি পুরস্কার পাবার অধিকারী হয়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আবু হুরায়রার জীবন! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ ও হজ্জ না থাকতো এবং আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ না থাকতো তাহলে আমি গোলামী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা অধিক পছন্দ করতাম (বু, মু, আ, আন)।

১০৬ - بَابُ لَا يَقُولُ عَبْدِي

১০৬ - অনুচ্ছেদ : গোলামকে “আমার দাস” বলে সম্বোধন করবে না।

২০৮ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي كُلُّكُمْ عِبْدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَانِكُمْ أَمَاءُ اللَّهِ وَلَيَقُلْ غُلَامِي جَارِيتِي وَفَتَاتِي

২০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমাদের কেউ ‘আমার বান্দা’ ‘আমার বান্দী’ বলবে না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সব মহিলা আল্লাহর বান্দী। বরং সে যেন বলে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার যুবক, আমার যুবতী (বু, মু, না, হি)।

১০৭ - بَابُ هَلْ يَقُولُ سَيِّدِي

১০৭-অনুচ্ছেদ : গোলাম কি বলবে, ‘আমার মনিব’?

২০৯ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَرَبَّتِي وَلَيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَسَيِّدِي وَسَيِّدَتِي كُلُّكُمْ مَمْلُوكُونَ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

২০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ যেন আমার দাস, আমার দাসী না বলে। ক্রীতদাসও যেন আমার প্রভু না বলে। সে বলবে, আমার যুবক, আমার যুবতী, আমার নেতা। তোমাদের প্রত্যেকেই দাস, কেবল মহামহিম আল্লাহই হচ্ছেন রব (প্রভু) (দা, না)।

২১০ - عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِي وَفْدٍ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا أَنْتَ سَيِّدُنَا قَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ قَالُوا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً قَالَ فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجِرُّكُمْ الشَّيْطَانُ .

২১০। মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বললেন, আমি আমার গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে নবী (স)-এর কাছে গেলাম। লোকেরা (রাসূলকে) বললো, আপনি আমাদের সাইয়েদ (নেতা)। তিনি বললেনঃ সাইয়েদ তো হচ্ছেন আল্লাহ। লোকেরা বললো, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তোমরা নিজেদের কথা বলো এবং শয়তান যেন তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করতে পারে (দা, না, আ)।

১০৮ - بَابُ الرَّجُلِ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ

১০৮-পুরুষলোক তার পরিবার বা সংসারের পৃষ্ঠপোষক।

২১১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْأَمِيرُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُوءٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُوءٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْنُوءَةٌ إِلَّا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

২১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা সকলেই অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমীর (শাসক, অধিনায়ক) একজন পৃষ্ঠপোষক। তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষলোক তার পরিবারের অভিভাবক। তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের পৃষ্ঠপোষক, তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান! তোমাদের প্রত্যেককেই অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক এবং প্রত্যেককেই তার অভিভাবকত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

২১২- عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنُّ أَنَا اشْتَهَيْنَا أَهْلِينَ فَسَلَّطْنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِينَ فَأَخْبَرَنَا وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمَرُّوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذَنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

২১২। আবু সুলায়মান মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন নবী (স)-এর কাছে হাযির হলাম। আমরা ছিলাম সমবয়স্ক যুবক। আমরা একাধারে বিশ রাত তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। তিনি অনুভব করলেন, আমরা আমাদের পরিবারে ফিরে যেতে অগ্রহী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা বাড়িতে কাকে কাকে রেখে এসেছি। আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বাস্তবিকই অত্যন্ত সদয় এবং দয়াশীল ছিলেন। তিনি বলেনঃ তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও, তাদের দীনের জ্ঞান দান করো এবং ভালো কাজ করার নির্দেশ দাও। আর তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো ঠিক সেভাবে নামায পড়ো। নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের নামাযে ইমামতি করবে (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

১০৯ - بَابُ الْمَرْأَةِ رَاعِيَةٌ

১০৯- স্ত্রীলোক পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক।

২১৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْأَمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُوءٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي

بَيْتِ زَوْجَهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ سَمِعَتْ هُؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ.

২১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমাদের সবাই রাখাল (অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, পরিচালক, দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের সবাইকে নিজ নিজ রাখালী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। ইমাম একজন রাখাল এবং তাকে নিজের রাখালী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের রাখাল, স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসারের রাখাল এবং খাদেম তার মনিবের সম্পদের রাখাল। আমি নবী (স)-এর কাছ থেকে এ কথাগুলো শুনেছি। আমার অনুমান নবী (স) আরো বলেছেনঃ ব্যক্তি তার পিতার সম্পদের রাখাল (বু)।

১১০ - بَابُ مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِئْهُ

১১০-অনুচ্ছেদ : যার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় সে যেন তার উত্তম বিনিময় দেয়।

২১৬-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُجْزِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُجْزِهِ فَلْيُشِنْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا أَتَانِي عَلَيْهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ فَكَأَنَّمَا لَيْسَ تَوْبِي زُورٌ.

২১৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ যার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় সে যেন তাকে তার অনুরূপ বিনিময় দান করে। যদি বিনিময় দান করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে সে তার প্রশংসা করবে। কেননা সে যখন তার প্রশংসা করলো তখন সে যেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। যে ব্যক্তি তা (ভালো ব্যবহার) গোপন রাখলো সে যেন তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। যে ব্যক্তি কোন কিছু না পেয়েও বলে, পেয়েছি, সে দ্বিগুণ মিথ্যাবাদী (তি, দা, আ)।

২১৫-عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعْيَذُوهُ فَمَنْ سَلَّ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ قَدْ كَافَيْتُمُوهُ.

২১৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাকে আশ্রয় দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে কিছু প্রার্থনা করে তাকে দান করো। যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তোমরা তার প্রতিদান দাও। প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না থাকলে তার জন্য দোয়া করো, যাতে সে অনুভব করতে পারে যে, তোমরা তার ভালো কাজের প্রতিদান দিয়েছো (দা, না, আ)।

১১১- بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمُكَافَأَةَ فَلْيَدْعُ لَهُ

১১১-অনুচ্ছেদ : কারো ভালো ব্যবহারের প্রতিদান দেয়া সম্ভব না হলে তার জন্য দোয়া করবে।

২১৬- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ قَالَ لَا مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ بِهِ.

২১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মুহাজির সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সমস্ত সওয়াব তো আনসারগণ নিয়ে গেলো। তিনি বলেনঃ না, যতক্ষণ তোমরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবে এবং তাদের ভালো ব্যবহারের বা উপকারের প্রশংসা করতে থাকবে তোমরাও তাদের সাথে সমান সওয়াব পাবে (দা,তি,না)।

১১২- بَابُ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ لِلنَّاسِ

১১২- যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়।

২১৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ.

২১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ নয় (দা, তি, না)।

২১৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّفْسِ أُخْرِجِي قَالَتْ لَا أُخْرِجُ إِلَّا كَارِهَةً.

২১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা রুহকে বললেন, বের হয়ে আসো। রুহ বললো, আমি অনিচ্ছায় বের হয়ে আসবো।

১১৩- بَابُ مَعُونَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ

১১৩-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির তার ভাইকে সাহায্য করা।

২১৯- عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قِيلَ فَإِي الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ اسْتَطِعْ بَعْضَ الْعَمَلِ قَالَ فَتُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخٍ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفَتْ قَالَ تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدِّقُ بِهَا عَلَيَّ نَفْسِكَ.

২১৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে বলা হলো, সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বলেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। বলা হলো, আযাদ করার জন্য সর্বোত্তম গোলাম

কে? তিনি বলেনঃ যার মূল্য সর্বাধিক এবং যে নিজ পরিবারের নিকট অধিক প্রিয়। প্রশ্নকারী বললো, আপনার কি মত, আমি যদি কোন কোন কাজ করতে সক্ষম না হই? তিনি বলেন : তাহলে কোন কারিগরের কাজে সাহায্য করো অথবা অনভিজ্ঞ লোকের কাজ করে দাও। সে বললো, আপনি কি মনে করেন, যদি তা করতে আমি অপরাগ হই? তিনি বলেনঃ তোমার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে নিরাপদ থাকতে দাও। কেননা তা সদাকা যা তোমার নিজের জন্য তুমি করতে পারো (বু, মু, না, আ, দার, হি)।

১১৬ - بَابُ أَهْلِ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ

১১৪- অনুচ্ছেদ : দুনিয়ার সৎকর্মশীলগণই আখেরাতে সৎকর্মশীল হিসেবে গণ্য হবে।

২২০- عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ.

২২০। কাবীসা ইবনে বুরমা আল-আসাদী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ দুনিয়ার সৎকর্মশীলগণই আখেরাতে সৎকর্মশীল গণ্য হবে এবং দুনিয়ার পাপিষ্ঠরাই আখেরাতেও পাপিষ্ঠ গণ্য হবে (উসদুল গাবা)।

২২১- عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ خَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ عِنْدَهُ حَتَّى عَرَفَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا ارْتَحَلَ قُلْتُ فِي نَفْسِي وَاللَّهِ لَا يَتَيْنِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَزْدَادَ مِنَ الْعِلْمِ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَعْمَلُ قَالَ يَا حَرْمَلَةُ أَنْتِ الْمَعْرُوفُ وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ ثُمَّ رَجَعْتُ حَتَّى جِئْتُ الرَّاحِلَةَ ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي قَرِيبًا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي أَعْمَلُ قَالَ يَا حَرْمَلَةُ أَنْتِ الْمَعْرُوفُ وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ وَانْظُرْ مَا يُعْجِبُ أَدُنُّكَ أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَأَتَهُ وَانْظُرِ الَّذِي تَكْرَهُهُ أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاجْتَنِبْهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ تَفَكَّرْتُ فَإِذَا هُمَا لَمْ يَدْعَا شَيْئًا.

২২১। হারমলা ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রওনা হয়ে নবী (স)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতেই নবী (স) তাকে চিনে ফেলেন। তিনি রওয়ানা হলে আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি নবী (স)-এর নিকট যাবো এবং আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়াবো। আমি হেঁটে হেঁটে তার নিকট গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িলাম। আমি বললাম, আপনি আমাকে কি কাজের নির্দেশ দিবেন? তিনি বলেনঃ হে হারমলা! তুমি সৎকাজ করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর আমি ফিরে এসে আমার বাহনের নিকট এলাম, আবার ফিরে গিয়ে তাঁর নিকট আমার স্থানে দাঁড়িলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

আপনি আমাকে কি কাজ করার নির্দেশ দিবেন? তিনি বলেনঃ “হে হারমালা! তুমি সৎকাজ করবে এবং পাপ কাজ বর্জন করবে। তুমি লক্ষ্য করো, তোমার কান কি শুনতে পছন্দ করে? তোমার সম্প্রদায় তোমার অনুপস্থিতিতে যা বললে তুমি আনন্দ পাও তা করো এবং তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সম্প্রদায় যা বললে তুমি অপছন্দ করো তা থেকে বিরত থাকো।” হারমালা (রা) বলেন, আমি ফিরে এসে ভেবে দেখলাম, তা এমন দু’টি কথা, যাতে কিছুই বাদ পড়েনি (তায়ালিসী, আদাবুল মুহাদ্দিস, ইসাবা)।

২২২- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ ذَكَرْتُ لِأَبِي حَدِيثَ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَثْمَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَلْمَانَ فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَاكَ كَذَاكَ فَمَا حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا قَطُّ.

২২২। সালমান (রা) বলেন, পৃথিবীর সৎকর্মশীল লোকেরাই আখেরাতে সৎকর্মশীল গণ্য হবেন। মহানবী (স) একথা বলেছেন।

১১৫ - بَابُ أَنَّ كُلَّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

১১৫-অনুচ্ছেদ : প্রতিটি সৎকাজ দান-খয়রাততুল্য।

২২৩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

২২৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ প্রতিটি সৎকাজ দান-খয়রাততুল্য (বু, মু, হা, কু)।

২২৪- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ كُلُّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْتَفِعَ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

২২৪। আবু মুসা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের দান-খয়রাত করা ওয়াজিব। সাহাবীগণ বলেন, সে যদি তা করতে সক্ষম না হয় বা তা করতে না পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে স্বহস্তে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং দান-খয়রাত করবে। সাহাবীগণ বলেন, যদি তার সে সামর্থ্য না থাকে বা সে তা না করতে পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে দুস্থ-বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে। সাহাবীগণ বলেন, সে যদি তাও না করতে পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে কল্যাণের বা সৎকাজের আদেশ দিবে। তারা বলেন, যদি সে তাও না করতে পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে অপরের ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকবে। এটাই তার জন্য দানস্বরূপ (বু, মু, না)।

২২৫- عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قَالَ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ

لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعَيِّنُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَتْ تَصَدَّقَ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ.

২২৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে বলা হলো, সর্বোত্তম আমল কি? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। বলা হলো, আশাদ করার জন্য সর্বোত্তম গোলাম কে? তিনি বলেনঃ যার মূল্য সর্বাধিক এবং যে নিজ মনিব পরিবারের অধিক প্রিয়। প্রশ্নকারী বললো, আপনার কি মত, আমি যদি কোন কোন কাজ করতে সক্ষম না হই? তিনি বলেনঃ তাহলে কোন কারিগরের কাজে সাহায্য করো অথবা অনভিজ্ঞ লোকের কাজ করে দাও। সে বললো, আপনি কি মনে করেন, যদি তা করতে আমি অপারগ হই? তিনি বলেনঃ তোমার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে নিরাপদ থাকতে দাও। কেননা তাও সদাকা যা তোমার নিজের জন্য করতে পারো (২১৯ নং দ্র.)।

২২৬- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيُصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ وَتَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَيُضْعَ أَحَدُكُمْ صَدَقَةً قِيلَ فِي شَهْوَتِهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَوْ وَضَعَ فِي الْحَرَامِ أَلَيْسَ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِنْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

২২৬। আবু যার (রা) বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বিত্তবানরা সওয়াব লুটে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যেমন নামায পড়ি, তারাও নামায পড়েন, আমরা যেমন রোযা রাখি, তারাও রোযা রাখেন এবং তারা তাদের উদ্বৃত্ত মাল থেকে দান-খয়রাত করেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ কি তোমাদের জন্য দান-খয়রাতের ব্যবস্থা রাখেননি? নিশ্চয় প্রতিটি তাসবীহ ও তাহমীদ দানস্বরূপ এবং তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলনও দানস্বরূপ। সাহাবীগণ বলেন, তার যৌনমিলনও কি দানস্বরূপ। তিনি বলেনঃ যদি সে হারাম পথে তা চরিতার্থ করতো তবে কি তা তার জন্য পাপ হতো না? অনুরূপ সে তা হালালভাবে চরিতার্থ করলে তার জন্য সওয়াব রয়েছে (মু, দা, আ, খু)।

১১৬- بَابُ اِمَاطَةِ الْأَذْيِ

১১৬-অনুচ্ছেদ : রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ।

২২৭- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ اِمِطِ الْأَذْيَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ.

২২৭। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে একটি আমল শিখিয়ে দিন, যা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেনঃ জনপথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করো (মু, ই, আ, হি)।

২২৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِشَوْكٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَا مِيطْنَ هَذَا الشَّوْكُ لَا يَضُرُّ رَجُلًا مُسْلِمًا فَعَفَرَ لَهُ.

২২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ এক ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রমকালে তার সামনে কাঁটা পড়লো। সে বললো, আমি অবশ্যই এই কাঁটা সরিয়ে ফেলবো, যাতে তা কোন মুসলমানকে কষ্ট দিতে না পারে। তাকে (এই) কাজের উসীলায় ক্ষমা করা হয় (বু, মু, হি)।

২২৯- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا أَنْ الْأَذْيَ يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا التُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.

২২৯। আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের ভালো-মন্দ সমুদয় আমল আমার সামনে পেশ করা হলো। আমি তাদের নেক আমলসমূহের মধ্যে জনপথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও দেখতে পেলাম এবং তাদের বদ আমলসমূহের মধ্যে মসজিদে নিষ্কিণ্ড খুঁও দেখতে পেলাম যা মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়নি (বু, মু, ই, আ, খু, হি)।

১১৭ - بَابُ قَوْلِ الْمَعْرُوفِ

১১৭-অনুচ্ছেদ : উত্তম কথা।

২৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

২৩০। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-খাতমী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ প্রতিটি সৎকাজ একটি দানস্বরূপ (আ)।

২৩১- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى بِالشَّئِئِ يَقُولُ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةٍ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً حَدِيجَةً اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلَانَةٍ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ حَدِيجَةً.

২৩১। আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-কে কিছু দেয়া হলে তিনি বলতেনঃ যাও, এটা অমুক নারীকে দিয়ে এসো। কেননা সে ছিল খাদীজার বান্ধবী। এটি নিয়ে অমুক মহিলার ঘরে যাও। কেননা সে খাদীজাকে মহব্বত করতো (বায়, হা, হি)।

২৩২- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيِّكُمْ ﷺ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

২৩২। হুযায়ফা (রা) বলেন, তোমাদের নবী (স) বলেছেনঃ প্রতিটি সৎকাজই দানস্বরূপ (মু, দা)।

১১৮ - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُبْقَلَةِ وَحَمْلِ الشَّيْءِ عَلَى عَاتِقِهِ إِلَى أَهْلِهِ بِالزَّيْبِلِ

১১৮- অনুচ্ছেদ : সজি বাগানে গমন এবং থলে ভর্তি জিনিসপত্রসহ তা কাঁধে বহন করে বাড়ি ফেরা।

২৩৩- عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ عَرَضَ أَبِي عَلِيٍّ سَلْمَانَ أَخْتَهُ فَأَبَى وَزَوَّجَ مَوْلَاهُ لَهُ يُقَالُ لَهَا بَقِيرَةٌ فَلَمَّعَ أَبَا قُرَّةَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حُذَيْفَةَ وَسَلْمَانَ شَيْئٌ فَأَتَاهُ يَطْلُبُهُ

فَأَخْبَرَ أَنَّهُ فِي مَبَقْلَةٍ لَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ مَعَهُ زَيْبَلُ فِيهِ بَقْلٌ قَدْ أَدْخَلَ عَصَاهُ فِي عُرْوَةِ الزَّيْبَلِ وَهُوَ عَلَيَّ عَاتِقِهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ قَالَ يَقُولُ سَلْمَانَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا فَانْطَلَقَا حَتَّى آتَيَا دَارَ سَلْمَانَ فَدَخَلَ سَلْمَانُ الدَّارَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ أَذِنَ لِأَبِي قُرَّةً فَدَخَلَ فَإِذَا نَمِطٌ مَوْضُوعٌ عَلَيَّ بَابٍ وَعِنْدَ رَأْسِهِ لَبَنَاتٌ وَإِذَا قِرْطَاطٌ فَقَالَ اجْلِسْ عَلَيَّ فَرَاشَ مَوْلَاتِكَ الَّتِي تُمَهِّدُ لِنَفْسِهَا ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ فَقَالَ إِنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يُحَدِّثُ بِأَشْيَاءَ كَانَ يَقُولُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَضَبِهِ لِأَقْوَامٍ فَأَوْتِنِي فَاسْتَلَّ عَنْهَا فَأَقُولُ حُذَيْفَةَ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ وَآكُرُهُ أَنْ تَكُونَ ضَعْفَانِ بَيْنَ أَقْوَامٍ فَآتَنِي حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ سَلْمَانَ لَا يُصَدِّقُكَ وَلَا يُكَذِّبُكَ بِمَا تَقُولُ فَجَاءَنِي حُذَيْفَةُ فَقَالَ يَا سَلْمَانَ بَنُ أُمِّ حُذَيْفَةَ بَنُ أُمِّ حُذَيْفَةَ لَتَنْتَهَيْنِ أَوْ لَا كَتَبْنِي فِيكَ إِلَيَّ عُمَرُ فَلَمَّا خَوَّفَتْهُ بَعُمَرَ تَرَكَنِي وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَلَدِ الْإِذَمِ أَنَا فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِي لَعْنَتُهُ لَعْنَةُ أَوْ سَبَّيْتُهُ سَبًّا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِ صَلَاةً.

২৩৩। আমার ইবনে আবু কুররা আল-কিনী (র) বলেন, আমার পিতা আবুল কুররা (র) সালমান (রা)-এর নিকট তার বোনের বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি তাতে অসম্মত হলেন এবং বুকায়ারা নাম্নী নিজ মুক্তদাসীকে বিবাহ করলেন। আবু কুররা (র) সালমান (রা) ও হুয়ায়ফা (রা)-এর মধ্যকার মনোমালিন্যের কথা জানতে পারলেন। তিনি তার খোঁজে গেলেন। তাকে জানানো হলো যে, তিনি তার সজ্জি বাগানে আছেন। তিনি সেখানে গেলেন এবং তার সাক্ষাত পেলেন। তার সাথে সজ্জি ভর্তি একটি ঝুড়ি ছিল। তিনি এর হাতার মধ্যে তার লাঠি ঢুকিয়ে তা কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি বলেন, হে আবদুল্লাহর পিতা! আপনার ও হুয়ায়ফা (রা)-র মধ্যে কি ঘটছে? আবু কুররা (র) বলেন, সালমান (রা) পড়লেন, “মানুষ তাড়াহুড়া প্রবণ” (১৭৪: ১১)। অতএব তারা রওয়ানা হয়ে সালমান (রা)-র বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। সালমান (রা) ঘরে প্রবেশ করে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বললেন। আবু কুররাকে অনুমতি দিলে তিনিও ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে একখানা মাদুর বিছানো ছিল। সালমান (রা) বলেন, আপনার দাসীর বিছানায় বসুন। সে নিজের জন্য তা পেতেছে। অতঃপর তিনি তার সাথে কথা শুরু করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) অসম্মত অবস্থায় যা বিভিন্নজনকে বলতেন, হুয়ায়ফা (রা) তা লোকদের নিকট বর্ণনা করেন। এসব সম্পর্কে আমার নিকট এসে আমাকে জিজ্ঞেস করা হতো। আমি বলতাম, হুয়ায়ফা-ই তার কথা সম্পর্কে অধিক অবগত। লোকজনের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়া আমি অপছন্দ করতাম। লোকজন আবার হুয়ায়ফার কাছে গিয়ে বলতো, সালমান (রা) আপনার বক্তব্যকে সমর্থনও করেননি এবং মিথা প্রতিপন্নও করেননি। হুয়ায়ফা (রা) আমার নিকট এসে বলেন, হে সালমানের মায়ের পুত্র সালমান। আমিও বললাম, হে হুয়ায়ফার মায়ের পুত্র হুয়ায়ফা! তুমি বিরত হবে, অন্যথায় আমি উমারকে তোমার সম্পর্কে লিখে জানাবো। আমি তাকে উমারের ভয় প্রদর্শন করলে তিনি আমাকে ত্যাগ করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ “আমিও আদমেরই সন্তান। (হে আল্লাহ!) আমি আমার কোন উম্মাতকে অকারুণে ভর্ৎসনা করলে বা গালি দিলে তুমি তা তার পক্ষে দোয়ারূপে গ্রহণ করো” (দা, আ)।

২৩৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ أُخْرِجُوا بِنَا إِلَى قَوْمِنَا فَخَرَجْنَا فَكُنْتُ أَنَا وَأَبِي
ابْنُ كَعْبٍ فِي مُوَحَّرِ النَّاسِ فَهَاجَتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ أَبِي اللَّهُمَّ أَصْرِفْ عَنَّا أَذَاهَا
فَلَحِقْنَاهُمْ وَقَدْ ابْتَلَتْ رِحَالَهُمْ فَقَالُوا مَا أَصَابَكُمْ الَّذِي أَصَابَنَا قُلْتُ إِنَّهُ دَعَا اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ أَنْ يُصْرِفَ عَنَّا أَذَاهَا فَقَالَ عُمَرُ أَلَا دَعَوْتُمْ لَنَا مَعَكُمْ.

২৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উম্মার (রা) বললেন, তোমরা আমার সাথে চলো, আমাদের লোকজনের এলাকায় ঘুরে আসি। আমরা রওয়ানা হলাম। আমি ও উবাই ইবনে কাব (রা) ছিলাম সকলের পেছনে। আকাশে মেঘ উঠলে উবাই (রা) বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের থেকে এর কষ্ট দূর করো। পরে আমরা অন্যান্যদের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। তাদের হাওদাসমূহ ভিজে গিয়েছিল। তারা জিজ্ঞেস করলো, আমাদের উপর যা (বৃষ্টি) বর্ষিত হলো তা কি তোমাদের উপর হয়নি? আমি বললাম, ইনি (উবাই) মহামহিম আল্লাহর নিকট এর কষ্ট সরিয়ে নেয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন। উম্মার (রা) বলেন, তোমাদের সাথে আমাদের জন্যও দোয়া করলে না কেন (তারীখ ইবনে আসাকির)।

১১৭ - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الضِّيْعَةِ

১১৯-অনুচ্ছেদ : ভূ-সম্পত্তি দেখতে যাওয়া।

২৩৫- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى التَّخْلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خِمِيصَةٌ لَهُ.

২৩৫। আবু সালামা (রা) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। আমি বললাম, আপনি কি আমাদের সাথে খেজুর বাগানে বেড়াতে যাবেন না? অতএব তিনি তার কালো চাদর পরিহিত অবস্থায় রওয়ানা হলেন।

২৩৬- عَنْ أُمِّ مُوسَى قَالَتْ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَصْعَدَ شَجَرَةً قِيَاتِيهِ مِنْهَا بِشَيْئٍ فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى سَاقِ عَبْدِ اللَّهِ فَضَحِكُوا مِنْ حُمُوشَةٍ سَاقِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَضَحَكُونَ لِرَجُلٍ عَبْدٍ لِلَّهِ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ.

২৩৬। উম্মু মুসা (রা) বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে গাছে উঠে কিছু নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। তাঁর সাথীরা আবদুল্লাহ (রা)-র উরুর দিকে তাকিয়ে তার কৃশতার কারণে তারা হেসে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমরা কেন হাসছো? (পুণ্যের) পাল্লায় আবদুল্লাহর পা উহুদ পাহাড়ের তুলনায় অধিক ভারী হবে।

১২- بَابُ الْمُسْلِمِ مِرَاةُ الْمُسْلِمِ

১২০-অনুচ্ছেদ : মুসলমান তার ভাইয়ের আয়নারূপ।

২৩৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ أَخِيهِ وَإِذَا رَأَى فِيهِ عَيْبًا أَصْلَحَهُ.

২৩৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মুমিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের আয়নারূপ। সে তার মধ্যে কোনরূপ দোষ দেখতে পেলে তা সংশোধন করে দেয়।

২৩৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ أَخِيهِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَلَيْهِ ضِعْفَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ.

২৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের আয়নারূপ। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। সে তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পদের হেফায়ত করবে (এবং তার অবর্তমানেও তার হেফায়ত করবে) (দা)।

২৩৯- عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ بِمُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسَى بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْسُوهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسَمِعَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسَمِعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২৩৯। মুসতাওরিদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি মুসলমানের মাল থেকে (অবৈধভাবে) গ্রাস করলে, আল্লাহ জাহান্নামের অনুরূপ এক গ্রাস তাকে খাওয়াবেন। কেউ মুসলমানের বস্ত্র (অবৈধভাবে) হরণ করলে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অনুরূপ বস্ত্র পরাবেন। কেউ মুসলমানের প্রতিপক্ষ হয়ে নাম-যশের দাবিদার হলে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন নাম-যশের জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন (দা, আ)।

১২১- بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ اللَّعِبِ وَالْمَزَاحِ

১২১-অনুচ্ছেদ : যে ধরনের খেলাধুলা, হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতা নিষিদ্ধ।

২৪০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًا فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدُّهَا إِلَيْهِ.

২৪০। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কেউ যেন তার সাথীর কোন বস্তু হস্তগত না করে, ঠাট্টাচ্ছলেও নয়, বাস্তবিকপক্ষেও নয়। তোমাদের কেউ তার সাথীর লাঠি নিলেও তা যেন তাকে ফেরত দেয় (দা, তি, তহা)।

১২২ - بَابُ الدَّالِّ عَلَى الْخَيْرِ

১২২-অনুচ্ছেদ : কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন ।

২৪১- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَبْذَعُ بِي فَأَحْمِلْنِي قَالَ لَا أَجِدُ وَلَكِنْ أَنْتَ فَلَانًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يُحْمَلَكَ فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَنْ دَلَّ عَلَيَّ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

২৪১। আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আমি ক্লাস্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমাকে একটি বাহন দান করুন। তিনি বলেনঃ আমার কাছে তা নেই। বরং তুমি অমুকের কাছে যাও। হয়তো সে তোমাকে বাহন দিতে পারে। সে উদ্ভিষ্ট ব্যক্তির নিকট গেলো এবং সে তাকে বাহন দান করলো। লোকটি নবী (স)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে তা অবহিত করলো। তিনি বলেনঃ কেউ কল্যাণের পথ দেখালে সে কল্যাণ সাধনকারীর সমান সওয়াব পায় (মু, দা, তি)।

১২৩ - بَابُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ النَّاسِ

১২৩-অনুচ্ছেদ : মানুষের প্রতি ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন ।

২৪২- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مُسْمُومَةٍ فَكَلَّ مِنْهَا فَجَنِي بِهَا فَقِيلَ أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا قَالَ فَمَا زِلْتَ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৪২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী নারী বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত নিয়ে নবী (স)-এর নিকট আসলো। তিনি তার কিছুটা আহার করলেন। তাকে খেপ্তার করে আনা হলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বলেনঃ না। রাবী বলেন, আমি আজীবন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখগহ্বরে সেই বিষের ক্রিয়া লক্ষ্য করেছি (বু, মু, দা, আ)।

২৪৩- عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَلَيَّ الْمَنْبَرُ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَاللَّهُ لَا خُذْتُهَا مِنْهُمْ مَا صَحِبْتُهُمْ.

২৪৩। ওয়াহ্ব ইবনে কায়সান (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছিঃ “ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের থেকে দূরে থাকো” (৭ঃ ১৯৯)। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এই আয়াতে লোকদের উত্তম চরিত্র গ্রহণের আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের সাথে থাকবো, ততক্ষণ তাদের থেকে তা গ্রহণ করতে থাকবো (বু, দা)।

২৪৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ

২৪৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা জ্ঞান দান করো, দীনকে সহজসাধ্য করো, কঠিন করো না এবং তোমাদের মধ্যকার কেউ ক্রুদ্ধ হলে সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে (আ)।

১২৬ - بَابُ الْإِنْسِاطِ إِلَى النَّاسِ

১২৪-অনুচ্ছেদ : মানুষের সাথে খোলা মনে মেলামেশা করা।

২৪৫- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوْرَةِ قَالَ فَقَالَ أَجَلٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحَرَجًا لِلأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمِيتُكَ الْمُتَوَكَّلَ لَيْسَ فَظٌ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَابٌ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيْنَةِ السَّيْنَةَ وَلَكِنْ يَغْفِرُ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بَأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحُوا بِهَا أَعْيُنًا عُمِيًّا وَإِذَا نَا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا.

২৪৫। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, তাওরাতে উক্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, অবশ্যই। আল্লাহর শপথ! তাওরাতেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর এমন কতক বৈশিষ্ট্য উক্ত আছে যা কুরআনেও উক্ত আছে : “হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি” (৩৩ঃ ৪৫) এবং নিরক্ষরদের আশ্রয়স্থল, আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসূল। আমি আপনার নাম রেখেছি মুতাওয়াক্কিল (আল্লাহর উপর নির্ভরশীল)। আপনি রক্ষা মেজাজ, পাষণদ্রুদয় ও হাট-বাজারে শোরগোলকারী নন। আপনি মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না, বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তাঁকে ততক্ষণ পর্যন্ত তুলে নিবেন না যতক্ষণ তাঁর দ্বারা বক্র জাতিকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত না করবেন এবং তারা বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। এর দ্বারা তিনি অন্ধ চক্ষু খুলে দিবেন, বধির কানকে শ্রবণশক্তি দান করবেন, আচ্ছাদিত অন্তরসমূহকে আচ্ছাদনমুক্ত করবেন (বু)।

২৪৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ إِنَّ هَذَا الْآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فِي التَّوْرَةِ نَحْوَهُ.

২৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, কুরআনের আয়াত : “হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি” (৩৩ঃ ৪৫), তাওরাতে অনুরূপ উল্লেখ আছে (বু)।

২৪৭- عَنْ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ كَلَامًا مَا تَفْعَنِي اللَّهُ بِهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّكَ إِذَا اتَّبَعْتَ الرَّبِّيَّةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ فَإِنِّي لَا أَتَّبِعُ الرَّبِّيَّةَ فِيهِمْ فَأَفْسَدْتَهُمْ.

২৪৭। মুয়াবিয়া (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট এমন কথা শুনেছি যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করেছেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ “তুমি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো পেছনে লেগে গেলে তাদের সর্বনাশ করবে”। সুতরাং আমি তাদের ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হবো না এবং তাদের সর্বনাশও করবো না (দা, হি)।

২৪৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعَ أَذْنَايَ هَاتَانِ هَاتَانِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا بِكَفِّي الْحَسَنَ أَوْ الْحُسَيْنَ وَقَدَمَيْهِ عَلَيَّ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ارْقِهْ قَالَ فَرَّقَنِي الْغُلَامُ حَتَّى وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَيَّ صَدَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ افْتَحْ فَآكَ ثُمَّ قَبْلَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحِبَّهُ فَإِنِّي أَحِبُّهُ.

২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার এই দুই কান শুনেছে এবং আমার এই দুই চোখ দেখেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দুই হাতে হাসান অথবা হুসাইনের দুই হাত চেপে ধরলেন। তার দুই পা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর পায়ের উপর। আর রাসূলুল্লাহ (স) বলছিলেনঃ আরোহণ করো। বালকটি চড়তে থাকে, এমনকি তার পদদ্বয় রাসূলুল্লাহ (স)-এর বুকের উপর রাখলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমার মুখ উন্মুক্ত করো। অতঃপর তিনি তাকে চুমা দিলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে মহব্বত করুন। কেননা আমি তাকে মহব্বত করি (তা)।

১২৫ - بَابُ التَّبَسُّمِ

১২৫- অনুচ্ছেদ ৪ মুচকি হাসি।

২৪৯- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ رَجُلٌ مِّنْ خَيْرِ ذِي يَمَنِ عَلَيَّ وَجْهِهِ مَسْحَةً مَّلَكٍ فَدَخَلَ جَرِيرٌ.

২৪৯। কায়েস (র) বলেন, আমি জারীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ (স) যখনই আমাকে দেখেছেন, আমার সামনে মুচকি হাসি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ এই দরজা দিয়ে কল্যাণময় ও বরকতের অধিকারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করবে যার চেহারায় ফেরেশতার হাতের স্পর্শ রয়েছে। জারীর (রা) তখন সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন (বু, মু, দা, ই, আ)।

২৫০- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا قَطُّ حَتَّى أَرِي مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ

فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءً أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتُهُ عُرِفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ عَذَّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا.

২৫০। মহানবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যাতে তার আলজ্জিত দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। তিনি আরও বলেন, তিনি মেঘ অথবা বাতাস বইতে দেখলে তাঁর চেহারা দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেতো। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা মেঘ দেখে বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। আর আমি লক্ষ্য করেছি যে, আপনি মেঘ দেখলে আপনার চেহারা বিরূপ অবস্থা প্রতিভাত হয়। তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! তা যে শক্তির বাহক নয় সেই নিশ্চয়তা আমাকে কে দিবে? এক সম্প্রদায়কে বায়ু দ্বারা শান্তি দেয়া হয়েছিল। এক সম্প্রদায় শান্তি আসতে দেখে বললো, তা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে (বু, মু, দা)।

১২৬- بَابُ الضَّحْكِ

১২৬-অনুচ্ছেদ : হাসি।

২৫১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَقِلُّ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ .

২৫১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ কম হাসো, কেননা অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায় (তি, ই)।

২৫২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُكْثِرُوا الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ .

২৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা বেশি হাসবে না। কেননা অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায় (ই, তা)।

২৫৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوُتَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَبْكَى الْقَوْمَ وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ لِمَ تَقْطَعُ عِبَادِي فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ ابْشُرُوا وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا .

২৫৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর কতক সাহাবীকে অতিক্রম করছিলেন। তখন তারা হাস্যলাপ ও কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেনঃ সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে। অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং লোকজন কাঁদতে লাগলো। তখন মহামহিম আল্লাহ ওহী নাযিল করেন, হে মুহাম্মাদ! আমার বান্দাদেরকে কেন নিরাশ করছো! নবী (স) ফিরে এসে বলেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, সরল পথ অবলম্বন করো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে তৎপর হও (বু, আ, হি)।

১২৭ - بَابُ إِذَا أَقْبَلَ أَقْبَلَ جَمِيعًا وَإِذَا أَدْبَرَ أَدْبَرَ جَمِيعًا

১২৭-অনুচ্ছেদ : তুমি আবির্ভূত হলে সশরীরে আবির্ভূত হও এবং প্রস্থান করলেও সশরীরে প্রস্থান করো।

২৫৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رُمِيَ مَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ حَدَّثَنِيهِ أَهْدَبُ الشُّفْرَيْنِ وَأَبْيَضُ الْكَشْحَيْنِ إِذَا أَقْبَلَ أَقْبَلَ جَمِيعًا وَإِذَا أَدْبَرَ أَدْبَرَ جَمِيعًا لَمْ تَرَ عَيْنَ مَثَلِهِ وَلَنْ تَرَاهُ .

২৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ হাদীস বর্ণনাকালে প্রায়ই মহানবী (স)-এর উল্লেখ করে বলতেন, যার ক্রয়গল প্রশস্ত, বাহুদয় শুভ তিনি আমাকে বলেছেনঃ “তুমি যখন আবির্ভূত হবে পূর্ণদেহে আবির্ভূত হবে এবং যখন প্রস্থান করবে পূর্ণদেহে প্রস্থান করবে”। কোন চোখ তার সমকক্ষ কাউকে কখনও দেখেনি এবং কখনও দেখবে না।

১২৮ - بَابُ الْمُسْتَشَارِ مُؤْتَمِنٌ

১২৮-অনুচ্ছেদ : পরামর্শদাতা হলো আমানতদার।

২৫৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي الْهَيْثَمِ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَتَانَا سَبِيٌّ فَأْتِنَا فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثَمِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْتُ مِنْهُمَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْتَرْتُ لِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمِنٌ خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوْصِي بِهِ خَيْرًا فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ مَا أَنْتَ بِبَالِغٍ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ قَالَ فَهُوَ عَتِيقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبَطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ يُوقِ بِطَانَةِ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ .

২৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবুল হায়ছাম (রা)-কে বলেন : তোমার কি খাদেম আছে? তিনি বলেন, না। তিনি বলেনঃ আমাদের কাছে বন্দী আসলে তুমি আমাদের নিকট আসবে। তারপর নবী (স)-এর কাছে দু'জন বন্দী আনা হলো, এদের সাথে তৃতীয় কেউ ছিলো না। তখন আবুল হায়ছাম (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। নবী (স) বলেনঃ তুমি এদের দুইজনের মধ্যে একজনকে বেছে নাও। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনিই আমাকে একজন বেছে দিন। নবী (স) বলেনঃ যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় তাকে বিশ্বস্ত হতে হয়। একে নিয়ে যাও। আমি তাকে নামায পড়তে দেখেছি। তার সাথে সদ্যবহার করবে। পরে তার স্ত্রী তাকে বলেন, নবী (স) তার ব্যাপারে যা বলেছেন, তাকে দাসত্বমুক্ত করা ছাড়া অন্যভাবে তার দাবি তুমি পূরণ করতে পারবে না। আবুল হায়ছাম (রা) বলেন, সে স্বাধীন। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহ কোন নবী অথবা খলীফা প্রেরণ করেননি যার সাথে দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধু দেননি।

এক বন্ধু তাকে উত্তম কাজের প্রেরণা দেয় এবং পাপ কাজ থেকে বারণ করে এবং অপরটি তার সর্বনাশ সাধন করে। যে ব্যক্তি মন্দ প্ররোচনাদানকারী বন্ধুর প্ররোচনা থেকে রক্ষা পেয়েছে সে রক্ষা পেয়েছে (দা, ই, হা, হি, তাহা)।

১২৭- بَابُ الْمَشُورَةِ

১২৯- অনুচ্ছেদ : পরামর্শ করা।

২৫৬- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَشَاوَرَهُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ.

২৫৬। আমার ইবনে দীনার (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন, “তাদের সাথে কোন কোন ব্যাপারে পড়ামর্শ করুন” (শা, তা)।

২৫৭- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ وَاللَّهِ مَا اسْتَشَارَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُدُوا لِأَفْضَلِ مَا بِحَضْرَتِهِمْ ثُمَّ تَلَّ وَأَمَرَهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ.

২৫৭। হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহর শপথ! যে সম্প্রদায়ের লোকজন পরামর্শ করে কাজ করে, তারা সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান পেয়ে যায়। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন, “তাদের বিষয়সমূহ পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়” (৪২ঃ ৩৮)।

১৩- بَابُ إِثْمٍ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ

১৩০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার ভাইকে ভ্রান্ত পরামর্শ দেয় তার পাপ।

২৫৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَقَوْلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ اسْتَشَارَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَهُ وَمَنْ افْتِي فُتْيًا بِغَيْرِ ثَبَتٍ فَائِثُهُ عَلَيَّ مِنْ افْتَاءِهِ.

২৫৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ আমি যা বলিনি তা যে ব্যক্তি আমার প্রতি আরোপ করবে সে যেন দোষখে তার স্থান করে নিলো। কোন ব্যক্তির নিকট তার কোন মুসলমান ভাই পরামর্শ চাইলো কিন্তু সে তাকে ভ্রান্ত পরামর্শ দিলো। সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। আর যে ব্যক্তি দলীল-প্রমাণ ছাড়াই ফতোয়া দিলো, তার এই ফতোয়াদানের পাপ তার উপরই বর্তাবে (মু, দা, ই)।

১৩১- بَابُ التَّحَابِّ بَيْنَ النَّاسِ

১৩১- অনুচ্ছেদ : মানুষের পারস্পরিক মহব্বত।

২৫৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُسَلِّمُوا وَلَا تُسَلِّمُونَ حَتَّى تَحَابُّوا وَأَنْشُوا السَّلَامَ تَحَابُّوا وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْضَةَ فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ لَكُمْ تَخْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ.

২৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ সেই সন্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না করা পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবে না। তোমরা সালামের প্রসার ঘটালে তোমাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে। সাবধান! তোমরা অবশ্যই বিদ্রোহ পরিহার করবে। কারণ তা মুণ্ডকারী। আমি তোমাদের বলি না যে, তা চুল মুণ্ডন করে, বরং দীনকে মুণ্ডন করে (আ, ই, দা)।

১৩২- بَابُ الْأَلْفَةِ

১৩২-অনুচ্ছেদ : স্নেহ-মমতা।

২৬০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ لَيَلْتَقِينَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَمَا رَأَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

২৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুমিন দুই ব্যক্তির রূহ এক দিনের দূরত্ব থেকে পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে, অথচ তাদের একজন অপরজনকে কখনো দেখেনি (ইতহাফ)।

২৬১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّعَمُ تُكْفَرُ وَالرَّحِمُ تُقَطَّعُ وَلَمْ تَرَ مِثْلَ تَقَارُبِ الْقُلُوبِ.

২৬১। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কতো সুখ-সুবিধার শোকরগোয়ারী করা হয় না। কতো আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয়। কিন্তু অন্তরসমূহের ঘনিষ্ঠতার মত কিছু আমি দেখেনি (ইতহাফ)।

২৬২- عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنْ أَوَّلَ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَلْفَةُ.

২৬২। উমাইর ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আমরা আলোচনা করতাম যে, সর্বপ্রথম মানুষের মন থেকে স্নেহ-মমতা তুলে নেয়া হবে।

১৩৩- بَابُ الْمَزَاحِ

১৩৩-অনুচ্ছেদ : রসিকতা।

২৬৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَلِيٌّ بَعْضُ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدُ سَوْفَكَ بِالْقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعَبْتُمُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْفَكَ بِالْقَوَارِيرِ.

২৬৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর এক স্ত্রীর নিকট এলেন। উম্মু সুলাইম (রা)-ও তাদের সাথে ছিলেন। তিনি বলেনঃ “ধীরে হে আনজাশা, ধীরে! তোমার পুত্রের যে কাঁচের চালান হে!” রাবী আবু কিলাবা (র) বলেন, নবী (স) এমন বাক্য উচ্চারণ করলেন, যদি তোমাদের মধ্যকার কেউ তা বলতো, তবে তোমরা নিশ্চয় তাকে দোষারোপ করতে। তাঁর সেই বাক্যটি ছিলঃ “তোমার চালান যে কাঁচের চালান হে” (বু, মু, না)।

২৬৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا .

২৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে রসিকতাও করেন। তিনি বলেনঃ আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না (তি, আ)।

২৬৫- عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَبَادَحُونَ بِالْبَطِيخِ فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالُ .

২৬৫। বাকর ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, নবী (স)-এর সাহাবীগণ একে অপরের প্রতি তরমুজ নিক্ষেপ করেও রসিকতা করতেন। কিন্তু তারা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হলে যোগ্য পুরুষই প্রতিপন্ন হতেন।

২৬৬- عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ مَزَحَتْ عَائِشَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أُمُّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْضُ دَعَابَاتِ هَذَا الْحَيِّ مِنْ كِنَانَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ بَعْضُ مَزَاحِنَا هَذَا الْحَيِّ .

২৬৬। ইবনে আবু মুলাইকা (র) বলেন, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে রসিকতা করলেন। তার মা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই পরিবারের কোন কোন রসিকতা কিনানা গোত্র থেকে এসেছে। নবী (স) বলেনঃ বরং আমাদের কতক রসিকতা ঐ গোত্র থেকেই এসেছে।

২৬৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ أَنَا حَامِلُكَ عَلَيَّ وَكَدَ نَاقَةٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَصْنَعُ بِوَكْدِ نَاقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْأَيْلَ إِلَّا النُّوقُ .

২৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট একটি বাহন চাইতে আসে। তিনি বলেনঃ আমি তোমাকে একটা উষ্ট্রের বাচ্চা বাহন হিসেবে দিবো। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উষ্ট্রের বাচ্চা দিয়ে আমি কি করবো! রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ উষ্ট্রীই তো উট প্রসব করে (দা, তি, আ)।

১৩৪-بَابُ الْمَزَاحِ مَعَ الصَّبِيِّ

১৩৪-অনুচ্ছেদ : শিশুর সাথে রসিকতা।

২৬৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخَالِطَنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ التُّغَيْرُ .

২৬৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের (শিশুদের) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। তিনি আমার ছোট ভাইকে বলতেনঃ হে আবু উমাইর! কি করলো তোমার নুগায়র (বু, মু, দা, তি, না, ই)!

২৬৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ ثُمَّ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَرَقَّ.

২৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হাসান অথবা হুসাইন (রা)-এর হাত ধরলেন, অতঃপর তার পদদ্বয় নিজের পদদ্বয়ের উপর রাখলেন, অতঃপর বলেনঃ আরোহণ করো।

১৩৫-بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ

১৩৫ - অনুচ্ছেদ : উত্তম স্বভাব-চরিত্র।

২৭০- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.

২৭০। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ ওজনদণ্ডে উত্তম স্বভাব-চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছুই হবে না (দা, তি, আ, হি)।

২৭১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا.

২৭১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী (স) নিজেও অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং অশ্লীলতাকে তিনি পছন্দও করতেন না। তিনি বলতেনঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম স্বভাব-চরিত্রের লোকই সর্বোত্তম (বু, মু, তি)।

২৭২- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ الْقَوْمُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا.

২৭২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ আমার নিকট প্রিয়তর এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকটবর্তী আসনে উপবিষ্ট হবে তোমাদের মধ্যকার এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না? লোকজন চুপ থাকলো। তিনি দুই অথবা তিনবার কথাটি বললেন। লোকজন বললো, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি (আ, হি)।

২৭৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّ صَالِحِي الْأَخْلَاقِ.

২৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি (আ, হা)।

২৭৪- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا.

২৭৪। আয়েশা (রা) বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ (স)-কে দুইটি ব্যাপারের একটি বেছে নেয়ার অর্থতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখনই তিনি সহজতরটিকে বেছে নিয়েছেন, যতক্ষণ না তা পাপাচার হতো। যদি তা পাপাচার হতো তবে তিনি লোকজনের চেয়ে তা থেকে সর্বাধিক দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) কখনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। অবশ্য আল্লাহ তাআলার বিধানের পরিপন্থী কোন কিছু হতে দেখলে তিনি মহামহিম আল্লাহর জন্য তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন (বু, মু, মা)।

২৭৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ فَمَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

২৭৫। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে চরিত্র বণ্টন করেছেন যেভাবে তোমাদের মধ্যে রিয়িক বণ্টন করেছেন। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসেন না তাদের সকলকেই সম্পদ দান করেছেন। কিন্তু তিনি ঈমান দান করেছেন কেবল যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন। অতএব যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয়ে কৃপণ, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে ভীত এবং ইবাদতের মাধ্যমে রাত জাগরণে দুর্বল, সে যেন বেশি পাঠ করে: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল-হামদু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার” (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি মহাপবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ মহান) (আ, হা)।

১৩৬-بَابُ سَخَاوَةِ النَّفْسِ

১৩৬- অনুচ্ছেদ : মনের ঐশ্বর্য।

২৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

২৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য থাকলেই মানুষ ধনী হয় না। মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য (বু, মু, তি, আ)।

২৭৭- عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَوْ قَطُّ وَمَا قَالَ لِي لَشَيْئٍ لَمْ أَفْعَلْهُ إِلَّا كُنْتُ فَعَلْتُهُ وَلَا لَشَيْئٍ فَعَلْتُهُ لَمْ فَعَلْتُهُ.

২৭৭। আনাস (রা) বলেন, আমি দশটি বছর যাবত নবী (স)-এর খেদমত করেছি। কখনো তিনি আমাকে (বিরক্তিসূচক) উফ শব্দটিও বলেননি। তিনি আমাকে কোন কিছু করতে বললে, (যদিও আমি তা করেছি,) কখনো বলেননি : তুমি এটা করলে না কেন বা যা করেছি তার জন্যও বলেননি যে, তুমি তা করলে কেন (বু, মু)?

২৭৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيمًا وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عَنْدهُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بَشُورِهِ فَقَالَ إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ حَاجَتِي يَسِيرَةٌ وَأَخَافُ أَنْسَاهَا فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى فَرَّغَ مِنْ حَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلَّى.

২৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তাঁর কাছে যে-ই আসতো, তিনি তাকে প্রতিশ্রুতি দিতেন। তাঁর কাছে দেয়ার মত কিছু থাকলে তিনি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতেন। নামাযের ইকামত হয়ে গেলে এক বেদুইন এসে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র চেপে ধরে বললো, আমার সামান্য একটু প্রয়োজন আছে এবং আমার আশঙ্কা হয় যে, পাছে আমি তা ভুলে না যাই। তখন তিনি তার সাথে গেলেন এবং তার প্রয়োজন সেরে দিয়ে নামাযে মনোনিবেশ করলেন (বু, মু)।

২৭৯- عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ لَا.

২৭৯। জাবির (রা) বলেন, নবী (স)-এর কাছে কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো “না” বলেননি (মু, দার, হি)।

২৮০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ أَجُودَ مِنْ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ وَجُودُهُمَا مُخْتَلَفٌ أَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءِ حَتَّى إِذَا كَانَ اجْتِمَاعٌ عِنْدَهَا قَسَمَتْ وَأَمَّا أَسْمَاءُ فَكَانَتْ لَا تَمْسِكُ شَيْئًا لِعَدٍّ.

২৮০। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) বলেন, আমি আয়েশা (রা) ও আসমা (রা)-এর চাইতে অধিক দানশীলা আর কোন দুই মহিলাকে দেখিনি। তাদের দু'জনের দানের বৈশিষ্ট্য ছিল দুই রকম। আয়েশা (রা) একটু একটু করে সঞ্চয় করতেন। সঞ্চিত বস্তু উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হলে তিনি তা বণ্টন করে দিতেন। আর আসমা (রা) আগামী দিনের জন্য কিছু তুলে রাখতেন না (সাথে সাথে দান করে দিতেন)।

১৩৭-بَابُ الشَّحِّ

১৩৭-অনুচ্ছেদ : মনের সংকীর্ণতা।

২৮১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانٌ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشَّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا.

২৮১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) ধূলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন বান্দার মধ্যে কখনো একত্র হতে পারে না। অনুরূপভাবে মনের সংকীর্ণতা ও ঈমানও কোন বান্দার মধ্যে কখনো একত্র হতে পারে না (না, ই)।

২৮২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ.

২৮২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দুইটি কুঅভ্যাস কোন মুমিন বান্দার মধ্যে একত্র হতে পারে নাঃ কার্পণ্য এবং অসৎ চরিত্র (তি)।

২৮৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرُوا رَجُلًا فَذَكَرُوا مِنْ خُلُقِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَرَأَيْتُمْ لَوْ قَطَعْتُمْ رَأْسَهُ أَكُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُعِيدُوهُ قَالُوا لَا قَالَ فَيَدُهُ قَالُوا لَا قَالَ فَرَجْلُهُ قَالُوا لَا قَالَ فَانْكُمُ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ إِنْ النُّطْقَةُ لَتَسْتَقِرَّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَنَحْدِرُ دَمًا ثُمَّ تَكُونُ عِلْقَةً ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَخُلُقَهُ وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا.

২৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে রবীয়া (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট বসে ছিলাম। লোকজন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করলো। তারা তার চরিত্র সম্পর্কেও উল্লেখ করলো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তোমরা যদি তার মাথা কেটে ফেলো, তবে কি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে? তারা বলেন, না। তিনি বলেন, তার হাত কেটে ফেললে? তারা বলেন, না। তার পা কাটলে? তারা বলেন, না। তিনি বলেন, তোমরা যদি কোন লোকের বাহ্যিক অবয়ব পরিবর্তন করতে অক্ষম হও, তাহলে তার আভ্যন্তরীণ অবয়ব কি করে পরিবর্তন করবে! বীর্ষ স্ব-অবস্থায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত জরায়ুতে অবস্থান করে। তারপর তা রক্তে পরিণত হয়, অতঃপর জন্মট রক্তে, অতঃপর মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান, যিনি তার জীবিকা, চরিত্র এবং সে হতভাগা না ভাগ্যবান হবে তা লিপিবদ্ধ করেন।

১৩৮- بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ إِذَا فَقْهُوْا

১৩৮-অনুচ্ছেদ : লোকজন প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারলে উত্তম চরিত্রে ভূষিত হয়।

২৮৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الرَّجُلَ لِيُذْرِكَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةً الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ.

২৮৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ উত্তম স্বভাব-চরিত্রের সাহায্যে কোন ব্যক্তি রাত জেগে ইবাদতকারীর মর্যাদা লাভ করতে পারে (দা, হা)।

২৮৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقْهُوْا.

২৮৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আবুল কাসিম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের মধ্যকার উত্তম চরিত্রের লোক প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারলে ইসলামের মানদণ্ডে সে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম (আ)।

২৮৬। হাদীশ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَجَلَ إِذَا جَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ وَلَا أَفْكَةً فِي بَيْتِهِ مِنْ زَيْدٍ بِنِ ثَابِتٍ.

২৮৬। সাবিত ইবনে উবাইদ (র) বলেন, আমি মজলিসে গাষ্ঠীর্থ অবলম্বনকারী এবং নিজ বাড়িতে খোশমেজাজী লোক যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) ব্যতীত আর কাউকে দেখিনি (ইসাবা)।

২৮৭। হাদীশ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَةُ.

২৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন দীন (ধার্মিকতা) মহামহিম আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলেনঃ সহজ সরল দীন (আ)।

২৮৮। হাদীশ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَرُبْعٌ خِلَالِ إِذَا أُعْطِيَتْهُنَّ فَلَا يَضُرُّكَ مَا عُرِلَ عَنْكَ مِنَ الدُّنْيَا حُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعِفَافُ طَعْمَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحِفْظُ أَمَانَةٍ.

২৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, চারটি গুণ যদি তোমাকে দান করা হয় তবে পার্থিব অন্য কিছু না পেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই। (১) উত্তম স্বভাব-চরিত্র, (২) উত্তম ও পরিচ্ছন্ন (হালাল) রিযিক, (৩) সত্য ভাষণ এবং (৪) আমানত সংরক্ষণ (আ)।

২৮৯। হাদীশ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّارَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ الْأَجْوَقَانِ الْفَرْجُ وَالْقَمُ وَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

২৮৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমরা কি জানো, কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেনঃ দুইটি ছিদ্র (১) লজ্জাস্থান ও (২) মুখ। অপরদিকে কোন জিনিসের বদৌলতে অধিক লোক বেহেশতে যাবে? আল্লাহর ভয় ও উত্তম স্বভাবের কারণে (আ, ই, তি)।

২৯০। হাদীশ: عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قَامَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْلَةً يُصَلِّي فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خُلُقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي حَتَّى أَصْبَحَ فَقُلْتُ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ مَا كَانَ دُعَاؤُكَ مُنْذُ اللَّيْلَةِ إِلَّا فِي حُسْنِ الْخُلُقِ فَقَالَ يَا أُمُّ الدَّرْدَاءِ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يُحَسِّنُ خُلُقَهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ حُسْنُ خُلُقِهِ الْجَنَّةَ وَيَسِيءُ خُلُقَهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ سُوءُ خُلُقِهِ النَّارَ وَالْعَبْدُ الْمُسْلِمُ

يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ كَيْفَ يُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ قَالَ يَقُومُ أَخُوهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْتَهُدُ فَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَسْتَجِيبُ لَهُ وَيَدْعُو لِأَخِيهِ فَيَسْتَجِيبُ لَهُ فِيهِ.

২৯০। উম্মু দারদা (রা) বলেন, এক রাতে আবু দারদা (রা) নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তিনি কান্দতে কান্দতে বলতে থাকলেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার দৈহিক গঠন সুন্দর করেছো, আমার স্বভাব-চরিত্রও সুন্দর করে দাও।” এই অবস্থায় তিনি ভোরে উপনীত হলেন। আমি বললাম, হে আবু দারদা! কাল সারা রাত ধরে আপনার দোয়া ছিলো সুন্দর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে। তিনি বলেন, হে উম্মু দারদা! মুসলিম বান্দা তার স্বভাব-চরিত্র সুন্দর করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত সুন্দর স্বভাব-চরিত্র তাকে বেহেশতে প্রবেশ করায়। আবার সে তার স্বভাব-চরিত্র খারাপ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তা তাকে দোযখে প্রবেশ করায়। মুমিন বান্দাকে তার ঘুমন্ত অবস্থায় ক্ষমা করা হয়। আমি বললাম, হে আবু দারদা! ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে ক্ষমা করা হয় কিভাবে? তিনি বলেন, তার অপর ভাই শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে মহামহিম আল্লাহর কাছে দোয়া করে। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন। সে তার অপর ভাইয়ের জন্যও দোয়া করে, আল্লাহ তার সেই দোয়াও কবুল করেন।

২৯১- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا فَسَكَتَ النَّاسُ لَا يَتَكَلَّمُونَ غَيْرَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا فِي أَشْيَاءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ لَا بَأْسَ بِهَا فَقَالَ يَا عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا أَمْرًا افْتَرَضَ أَمْرًا ظَلَمًا فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجٌ وَهَلَكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتَدَاوِي قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا أَوْضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ قَالُوا وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْهَرَمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرٌ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ قَالَ خَلَقَ حَسَنٌ.

২৯১। উসামা ইবনে শরীক (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন বিভিন্ন স্থান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেদুইন আসলো। লোকজন নির্বাক ছিলো। কেবল বেদুইনরাই কথা বলছিলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক অমুক ব্যাপারে আমাদের কোন দোষ হবে কি? তারা এমন কিছু মানবীয় বিষয় জিজ্ঞেস করে যাতে দোষের কিছু ছিলো না। তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ পাপকে রহিত করেছেন। পাপ তো এমন লোকের হতে পারে যে নিজের জন্য অত্যাচার-নির্যাতনকে অবধারিত করে নিয়েছে। এতে তার পাপ হয় এবং সে ধ্বংস হয়।” তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ঔষধপত্র ব্যবহার করবো কি? তিনি বলেনঃ হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ঔষধ ব্যবহার করো। কেননা মহামহিম আল্লাহ এমন কোন রোগ রাখেননি, যার প্রতিশোধ রাখেননি, একটি রোগ ছাড়া। তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ভা কি? তিনি বলেনঃ বার্বক্য। তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষকে প্রদত্ত সর্বোত্তম জিনিস কি? তিনি বলেনঃ উত্তম স্বভাব-চরিত্র (তি, ই, দা, হা)।

২৯২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِيعِ الْمُرْسَلَةِ.

২৯২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন জনগণের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। তাঁর এই দানশীলতা উচ্চতর পর্যায়ে পৌছতো রমযান মাসে। জিবরাঈল (আ) যখন তাঁর সাথে মিলিত হতেন তখন তাঁর দানশীলতা আরো বেড়ে যেতো। জিবরাঈল (আ) রমযানের প্রতি রাতে তাঁর সাথে মিলিত হতেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে কুরআন পড়ে শুনাতেন। জিবরাঈল (আ) যখন তাঁর সাথে মিলিত হতেন, তখন তাঁর দানশীলতার গতি বেগবান বাতাসের চেয়েও অধিক বেগবান হতো (বু, মু, না)।

২৯৩- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَجُلًا يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُؤْسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ .

২৯৩। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী কালের এক ব্যক্তির আমলের হিসাব নেয়া হলো। কিন্তু তার আমলনামায় কল্যাণকর কিছুই পাওয়া গেলো না। তবে লোকটির জনগণের সাথে সংশ্রব ছিল এবং সে ছিল সম্বল। সে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিতো যে, তারা অভাবী দেনাদারকে যেন সময় দেয়। তখন মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমিই তার চাইতে এই গুণের বেশি যোগ্য। অতএব তোমরা (ফেরেশতাগণ) তাকে এড়িয়ে যাও (মু, তি)।

২৯৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ قَالَ وَمَا أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ النَّارَ قَالَ الْأَجْوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ .

২৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কিসের বদৌলতে অধিক সংখ্যক লোক বেহেশতে যাবে? তিনি বলেনঃ আল্লাহর ভয় এবং উত্তম স্বভাব-চরিত্র। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, কিসের কারণে বহু লোক দোযখে যাবে? তিনি বলেনঃ দু'টি ছিদ্র, মুখ ও লজ্জাস্থান (তি, ই, হা, হি)।

২৯৫- عَنْ ثَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ قَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

২৯৫। নাওয়াস ইবনে সামআন আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন : পুণ্য হচ্ছে উত্তম স্বভাব-চরিত্র এবং পাপ হচ্ছে যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং লোকজন তা অবগত হোক তা তুমি পছন্দ করো না (যু, তি, আ, দার, হা, হি)।

১৩৯- بَابُ الْبُخْلِ

১৩৯-অনুচ্ছেদ : কৃপণতা।

২৯৬- حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَيِّدِكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةَ قُلْنَا جَدُّ بْنُ قَيْسٍ عَلَيَّ أَنَا تُبَخِّلُهُ قَالَ وَآيُ دَاءٍ أَدْوِي مِنَ الْبُخْلِ بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ وَكَانَ عَمْرُو عَلَيَّ أَصْنَامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يُؤْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَزَوَّجَ .

২৯৬। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ হে বনু সালামা! তোমাদের নেতা কে? আমরা বললাম, জুদ্দ ইবনে কায়েস। অবশ্য আমরা তাকে কৃপণ বলি। তিনি বলেনঃ কৃপণতার চেয়ে মারাত্মক রোগ আর কি হতে পারে? বরং তোমাদের নেতা হলো আমার ইবনুল জামুহ। জাহিলী যুগে আমার ছিলেন তাদের পুরোহিত। রাসূলুল্লাহ (স) বিবাহ করলে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে বিবাহ ভোজের আয়োজন করেন (আ, হা)।

২৯৭- عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبَ إِلَيَّ بِشَيْئٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَعَنْ مَنَعَ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَهَاتِ وَعَنْ وَادِ الْبَنَاتِ .

২৯৭। মুগীরা (রা)-র সচিব ওয়ারাদ (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-কে লিখে পাঠান, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে হাদীস তুমি শুনেছো তা আমাকে লিখে পাঠাও। মুগীরা (রা) লিখেন, রাসূলুল্লাহ (স) গুজব ছড়াতে, সম্পদ ধ্বংস করতে, অধিক যাঞ্চা করতে, অপরের প্রাপ্য অধিকার বাধাগ্রস্ত করতে, মাতাদের অবাধ্যচারী হতে এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করতে নিষেধ করেছেন (বু, যু, দা)।

২৯৮- عَنْ جَابِرٍ مَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا .

২৯৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর নিকট কিছু প্রার্থনা করা হলে তিনি কখনো 'না' বলেননি (বু, যু, দার, হি)।

১৪- بَابُ الْمَالِ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

১৪০-অনুচ্ছেদ : উত্তম মাল উত্তম লোকের জন্য।

২৯৯- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ عَلَيَّ ثِيَابِي وَسِلَاحِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَفَعَلْتُ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَصَعَدَ إِلَيَّ الْبَصْرَ ثُمَّ طَاطَأَ ثُمَّ قَالَ يَا عَمْرُو إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَيَّ جَيْشٍ فَيَغْنَمُكَ اللَّهُ وَأَرْغَبَ لَكَ رَغْبَةً مِّنَ الْمَالِ صَالِحَةٍ قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَسْلَمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ فَكُونْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا عَمْرُو نَعَمْ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

২৯৯। আমার ইবনুল আস (রা) বলেন, নবী (স) লোক মারফত আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন পোশাকে ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হই। অতএব আমি তাই করলাম। আমি যখন তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি উষু করছিলেন। তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে গভীরভাবে দেখলেন, তারপর দৃষ্টি অবনত করে বলেন : হে আমার! আমি তোমাকে একটি বাহিনীর সেনাছপতি নিয়োগ করে পাঠাতে চাচ্ছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে গণীমতের অধিকারী করেন। আমি তোমার জন্য উৎকৃষ্ট মাল কামনা করি। আমি বললাম, আমি সম্পদের লোভে ইসলাম গন্ধহণ করিনি। আমি ইসলামের আকর্ষণে মুসলমান হয়েছি, যাতে আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে থাকতে পারি। তিনি বলেন : হে আমার! হাঁ, উত্তম লোকের জন্যই উত্তম সম্পদ (চু, হা, হি)।

১৪১- بَابُ مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سَرِيهِ

১৪১- অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নিরাপদে রাত কাটালো।

৩০০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِخْصَنٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سَرِيهِ مُعَافِيٍّ فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ طَعَامُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا.

৩০০। উবায়দুল্লাহ ইবনে মিহ্সান আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি নিরাপদে ও সুস্থ দেহে রাত কাটালো এবং তার নিকট সে দিনের খাবারও মওজুদ আছে, তাকে যেন গোটা দুনিয়াই দান করা হলো (তি, ই, হি)।

১৪২- بَابُ طِيبِ النَّفْسِ

১৪২- অনুচ্ছেদ : উৎকৃষ্ট মন।

৩০১- عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ الْجُهَنِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ أَثَرُ غُسْلٍ وَهُوَ طِيبُ النَّفْسِ فَظَنْنَا أَنَّهُ أَلَمَ بِأَهْلِهِ

فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكَ طِيبَ النَّفْسِ قَالَ أَجَلٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ ذُكِرَ الْغَنِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْغَنِيِّ لِمَنِ اتَّقَى وَالصَّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغَنِيِّ وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعَمِ .

৩০১। মুআয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব (র) থেকে তার পিতা ও চাচার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের কাছে বের হয়ে এলেন, তাঁর দেহে ছিল গোসলের আলামত এবং তিনি ছিলেন আনন্দচিহ্ন। আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার কোন স্ত্রীর সঙ্গলাভ করেছেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনাকে প্রসন্ন হৃদয় দেখছি। তিনি বলেন : হাঁ, আলহামদু লিল্লাহ। তারপর প্রাচুর্যের প্রসঙ্গ এলো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আল্লাহভীরুর জন্য প্রাচুর্য ক্ষতিকর নয়। আল্লাহভীরুর জন্য প্রাচুর্যের চেয়ে সুস্বাস্থ্য অধিক উপকারী। মনের প্রসন্নতাও নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত (ই)।

৩০২। عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يُطْلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

৩০২। নাওয়াস ইবনে সামআন আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেনঃ পুণ্য হলো উত্তম স্বভাব-চরিত্র এবং পাপ হলো যা তোমার অন্তরে দ্বিধার সৃষ্টি করে এবং সেটা লোকে জানুক তা তুমি পছন্দ করো না (মু, তি)।

৩০৩। عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قَبْلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسُ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ لَنْ تَرَاعَوْا لَنْ تَرَاعَوْا وَهُوَ عَلِيٌّ فَرَسٌ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِيٍّ مَا عَلَيْهِ سَرَجٌ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَوْ أَنَّهُ لَبَحْرٌ .

৩০৩। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল এবং সর্বাধিক সাহসী বীর পুরুষ। এক রাতে মদীনাবাসীরা (এক বিকট শব্দে) ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। লোকজন শব্দের অনুসরণ করে অগ্রসর হলো। নবী (স) তাদের সামনে পড়লেন। তিনি তাদের পূর্বেই শব্দের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেনঃ তোমরা ভীত হয়ে না। তোমরা ভয় পেও না। তিনি নিজ ঘাড়ে তরবারি ঝুলানো অবস্থায় আবু তালহার জিনপোষবিহীন ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। তিনি বলেন : আমি একে সমুদ্রবত পেয়েছি অথবা এটি তো একটি সমুদ্র (বু, মু)।

৩০৪। عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنْ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِيَّائِهِ أَخِيكَ .

৩০৪। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ প্রতিটি পুণ্যই দান-খয়রাত স্বরূপ। তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাত এবং তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের পায়ে একটু পানি ঢেলে দেয়াও সং কাজের অন্তর্ভুক্ত (তি)।

১৬৩- بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ عَوْنِ الْمَلْهُوفِ

১৪৩-অনুচ্ছেদ : দুস্থজনকে সাহায্য করা অপরিহার্য।

৩০৫- عَنْ أَبِي ذَرٍّ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ أَيْ الْأَعْمَالِ خَيْرُ قَالَ إِيْمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَآيُ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْضُ الْعَمَلِ قَالَ تُعَيِّنُ ضَائِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفَتْ قَالَ تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصَدِّقُهَا عَلَيَّ نَفْسُكَ.

৩০৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। প্রশ্নকারী বললো, কোন গোলাম আযাদ করা সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ যা অধিক মূল্যবান এবং যে নিজ মনিবের প্রিয়তম। প্রশ্নকারী বললো, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি তার কতক করতে না পারি? তিনি বলেনঃ দুস্থজনকে সাহায্য করো অথবা অনভিজ্ঞের কাজ সেয়ে দাও। প্রশ্নকারী বললো, যদি আমি তাতে অপারগ হই? তিনি বলেনঃ তোমার অনিষ্ট থেকে লোকজনকে নিরাপদ রাখো। কেননা তাও সদাকাব্বরূপ যা তোমার পক্ষ থেকে তুমি করতে পারো (বু, মু, না, দার, আ, হি)।

৩০৬- أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي بَرْزَةَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ فَلْيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَلْيَتَصَدَّقْ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ لِيُعِنِ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُنْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

৩০৬। সাঈদ ইবনে আবু বুরদা (র) থেকে তার পিতার মাধ্যমে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ প্রত্যেক মুসলমানকেই দান-খয়রাত করতে হবে। রাবী বলেন, যদি তার সেই সামর্থ্য না থাকে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে শ্রম নিয়োগ করে নিজেও উপকৃত হবে এবং দান-খয়রাতও করবে। রাবী বলেন, আপনি কি মনে করেন, যদি তার সেই সামর্থ্যও না থাকে বা সে তা না করতে পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে যেন কোন দুঃস্থজনকে সাহায্য করে। রাবী বলেন, আপনার কি মত, যদি তার সেই সামর্থ্যও না থাকে বা সে তা করতে না পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে সৎ কাজের আদেশ করবে। রাবী বলেন, আপনার কি মত, যদি তার সেই সামর্থ্যও না থাকে বা সে তাও করতে না পারে? তিনি বলেনঃ তাহলে সে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা তাও তার জন্য সদাকাব্বরূপ (বু, মু)।

১৬৬-بَابُ مَنْ دَعَا اللَّهَ أَنْ يُحَسِّنَ خُلُقَهُ

১৪৪-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি চরিত্রবান হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে ।

৩০৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يُدْعُو اللَّهَ أَنْ يَخْلُقَ خُلُقَهُ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ .

৩০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পর্যাপ্ত পরিমাণে দোয়া করতেনঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সুস্বাস্থ্য, পুত-পবিত্র চরিত্র, আমানতদারি এবং তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারার সামর্থ্য প্রার্থনা করছি (বা, বায়) ।

৩০৮- عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابْنُوسَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ تَقْرَأُونَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ إِفْرَأْ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ يَزِيدُ فَقَرَأْتُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَيَّ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ قَالَتْ كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩০৮। ইয়াযীদ ইবনে বাবানুস (র) বলেন, আমরা আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে মুমিন জননী! রাসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কি ছিল? তিনি বলেন, কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র। আপনারা সূরা মুমিনুন পড়ে থাকেন। তিনি বলেন, পড়ুনঃ “কাদ আফলাহাল মুমিনুন”। ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি পড়লাম, “কাদ আফলাহাল মুমিনুন.... লিফুরুজ্জিহিম হাফিযুন” পর্যন্ত (১-৫)। তিনি বলেন, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স) এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য (না,হা) ।

১৬৭-بَابُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ

১৪৫-অনুচ্ছেদ : মুমিন ব্যক্তি তিরস্কারকারী হতে পারে না ।

৩০৯- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ لَاعِنًا أَحَدًا قَطُّ لَيْسَ إِنْسَانًا وَكَانَ سَالِمٌ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا .

৩০৯। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে কখনো কাউকে অভিশাপ দিতে শুনি নি, মানুষকেও নয়। সালেম (র) বলতেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তির অভিশাপকারী হওয়া শোভনীয় নয় (তি, হা) ।

৩১০- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ وَلَا الصِّيَّاحَ فِي الْأَسْوَاقِ .

৩১০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : নিঃসন্দেহে আব্দুল্লাহ অশ্লীল আচরণকারীকে, অশ্লীলতার প্রশ্ন দানকারীকে এবং হাটে-বাজারে শোরগোলকারীকে পছন্দ করেন না।

৩১১- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُوذَاَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا السَّأَمُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْكُمْ وَلَعَنَّكُمْ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ الرَّفْقُ وَإِيَّاكَ وَالْعَفْوَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ.

৩১১। আয়েশা (রা) বলেন, কতক ইহুদী নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আসসামু আলাইকুম (তোমাদের মৃত্যু হোক)। আয়েশা (রা) বলেন, 'ওয়া আলাইকুম ওয়া লাআনাকুমুল্লাহ ওয়া গাদিবাল্লাহ আলাইকুম'(তোমাদের উপর-ই, আব্দুল্লাহ তোমাদেরকে অভিশপ্ত করুন ও ক্রোধ নিপতিত করুন)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ থামো আয়েশা! নম্রতা অবলম্বন করো এবং অবশ্যই অশ্লীল ও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করো না। আয়েশা (রা) বলেন, আপনি কি শুনেনি তারা কি বলেছে? তিনি বলেনঃ তুমি কি শুনোনি যে, আমি কি বলেছি? আমি তো তাদের একই প্রতিউত্তর দিয়েছি। তাদের ব্যাপারে আমার দোয়া তো কবুল হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কবুল হবে না (বু, মু, তি, না, ই)।

৩১২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيٍّ .

৩১২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তি ষোঁটাদাতা, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী ও বাচাল হতে পারে না (তি, আ, হা, হি)।

৩১৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا .

৩১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : চোগলখোর কখনো বিশ্বস্ত হতে পারে না (তি, আ)।

৩১৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَلَامُ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْفُحْشُ

৩১৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মুমিন ব্যক্তির চরিত্রের সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক বিষয় হলো অশ্লীলতা (হি)।

৩১৫- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لَعْنُ اللَّعَّانُونَ قَالَ مَرْوَانُ الَّذِينَ يَلْعَنُونَ النَّاسَ .

৩১৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, অভিশাপকারীরা অভিশপ্ত। মারওয়ান বলেন, যারা মানুষকে অভিশাপ দেয় (তারা অভিশাপকারী)।

১৬৬-بَابُ اللَّعَانِ

১৪৬-অনুচ্ছেদ : অভিশাপকারী ।

৩১৬-عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ .

৩১৬। আবু দারদা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ অভিশাপকারীরা কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদাতা ও সুপারিশকারী হতে পারবে না (যু, দা, হা, হি)।

৩১৭-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْبَغِي لِلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا .

৩১৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ পরম সত্যবাদীর পক্ষে অভিসম্পাতকারী হওয়া শোভনীয় নয় (যু, হা)।

৩১৮-عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ مَا تَلَاعَنَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا حَقَّ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ .

৩১৮। হুযায়ফা (রা) বলেন, কোন সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি অভিসম্পাত করলে তাদের জন্য অভিশাপ অবধারিত হয়ে যায়।

১৬৭-بَابُ مَنْ لَعَنَ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ

১৪৭-অনুচ্ছেদ : কেউ নিজ গোলামকে অভিশাপ দিলে যেন তাকে আযাদ করে দেয়।

৩১৯-عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَعَنَ بَعْضَ رَقِيقِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ اللَّعَانُونَ وَالصَّدِيقُونَ كَلَاءُ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَا أَعُوذُ

৩১৯। আয়েশা (রা) বলেন, আবু বাকর (রা) তার কোন গোলামকে অভিসম্পাত করেন। নবী (স) বলেনঃ হে আবু বাকর! কাবার প্রভুর শপথ! একই ব্যক্তি একই সাথে পরম সত্যবাদী ও অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। তিনি দুই বা তিনবার একথা বলেন। আবু বাকর (রা) সেদিনই ঐ গোলামকে আযাদ করে দেন এবং নবী (স)-এর নিকট এসে বলেন, আমি আর কখনো এরূপ আচরণ করবো না (বা)।

১৬৮-بَابُ التَّلَاعَنِ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَبِغَضَبِ اللَّهِ وَبِالنَّارِ

১৪৮-অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্র অভিশাপ, আল্লাহ্র ক্রোধ এবং আগুন দ্বারা অভিশাপ দেয়া।

৩২০-عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَتَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ وَلَا بِالنَّارِ .

৩২০। সামুরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমরা পরস্পরকে আল্লাহ্র অভিশাপ, আল্লাহ্র ক্রোধ এবং আগুনের দ্বারা অভিসম্পাত করো না (দা, তি)।

১৪৭-بَابُ لَعْنِ الْكَافِرِ

১৪৯ - অনুচ্ছেদ : কাকেরদেরকে অভিসম্পাত করা ।

৩২১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ عَلَيَّ الْمُشْرِكِينَ قَالَ أَنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا وَلَكِنْ بُعِثْتُ رَحْمَةً .

৩২১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলাদ্বাহ! মুশরিকদের বদদোয়া করুন। তিনি বলেন : আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি। বরং আমি করুণারূপে প্রেরিত হয়েছি (যু)।

১৫০-بَابُ النَّمَامِ

১৫০-অনুচ্ছেদ : চোগলখোর।

৩২২- عَنْ هَمَّامٍ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ .

৩২২। হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। আমরা হুমায়ফা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাকে বলা হলো, এক ব্যক্তি জনগণের কথা উসমান (রা)-র কানে পৌছায়। হুমায়ফা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না (বু, যু, দা, তি, না)।

৩২৩- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ أَقْلًا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ الْمَشَاعُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ لِلْبِرَاءِ الْعَنَتُ .

৩২৩। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, নবী (স) বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ। তিনি বলেন : যাদের দেখলে আত্মাহুর কথা স্মরণ হয়। তিনি আরো বলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেনঃ যারা চোগলখোরি করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং পুণ্যবান লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায় (ই, আ, না, বা)।

১৫১-بَابُ مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَأَفْشَاهَا

১৫১ - অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অশ্লীলতা শোনে এবং তা ছড়ায়।

৩২৪- عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ الْقَائِلُ الْقَاحِشَةِ وَالَّذِي يَشِيعُ بِهَا فِي الْأَثَمِ سَوَاءٌ .

৩২৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে এবং তা প্রচার করে তাদের উভয়ে সমান পাপী (বা)।

৩২৫- عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَأَفْشَاهَا فَهُوَ فِيهَا كَالَّذِي أَبْدَاهَا .

৩২৫। শুবাইল ইবনে আওফ (রা) বলেন, কথিত আছে যে, কোন ব্যক্তি অশ্লীল কথা শুনলে এবং তা ছড়ালে সে অশ্লীলতার উদ্ভাবকের সমতুল্য পাপী (তাহযীবুল কামাল)।

৩২৬- عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّكَالَ عَلَيَّ مَنْ أَشَاعَ الزُّنْيَ يَقُولُ أَشَاعَ الْفَاحِشَةَ .

৩২৬। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তার মতে, যে ব্যক্তি অশ্লীলতা ছাড়ায় তার শাস্তি হওয়া উচিত।

১৫২- بَابُ الْعِيَابِ

১৫২- অনুচ্ছেদ : লোকের দোষ অনুসন্ধানকারী।

৩২৭- عَنْ عَلِيٍّ يَقُولُ لَا تَكُونُوا عَجُلًا مَذَابِيعَ بُذْرًا فَإِنَّ مِنْ وُرَائِكُمْ بَلَاءٌ مُبْرَحًا مُكَلِّحًا وَأُمُورًا مُتَمَاحِلَةً رُدْحًا .

৩২৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ব্যতিব্যস্ত হয়ো না এবং কারো গোপন তথ্য ফাঁস করো না। কেননা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে (কিয়ামতের) ভীষণ কষ্টদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী বিপদসমূহ (কানযুল উম্মাল)।

৩২৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُرَ عُيُوبَ صَاحِبِكَ فَادْكُرْ عُيُوبَ نَفْسِكَ .

৩২৮। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তুমি যখন তোমার সঙ্গীর দোষচর্চা করতে ইচ্ছা করো তখন তোমার নিজের দোষ স্মরণ করো।

৩২৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ قَالَ لَا يَطْعَنُ بَعْضُكُمْ عَلَيَّ بَعْضٌ .

৩২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহামহিম আদ্বাহুর বাণীঃ “তোমরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করো না” (৪৯ঃ১১)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা একে অপরকে তিরস্কার করো না।

৩৩০- عَنْ أَبِي جَبْرِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ فِي بَنِي سَلَمَةَ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ مِنْهُ رَجُلٌ إِلَّا لَهُ اسْمَانِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ يَا فَلَانُ فَيَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْهُ .

৩৩০। আবু জুবায়রা ইবনুদ দাহ্বাক (রা) বলেন, আমাদের অর্থাৎ বনু সালামার লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হয়ঃ “তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে অভিহিত করো না” (সূরা হুজুরাত ১২)। তিনি বলেন, যখন নবী (স) আমাদের এখানে আসলেন, আমাদের প্রত্যেকের দুইটি করে নাম ছিল। নবী (স) বলতেনঃ হে অমুক। সাহাবীগণ বলতেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! এই নামে ডাকলে সে অসন্তুষ্ট হয় (দা, তি, না, আ, ই, হা)।

৩৩১- عَنْ عِكْرِمَةَ يَقُولُ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا جَعَلَ لِسَابِهِ طَعَامًا ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ قَبِينَا الْجَارِيَّةُ تَعْمَلُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ إِذْ قَالَ أَحَدُهُمْ لَهَا يَا زَانِيَةُ فَقَالَ مَهْ إِنْ لَمْ تُحَدِّثْ فِي الدُّنْيَا تُحَدِّثْ فِي الْآخِرَةِ قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَاكَ قَالَ إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِي قَالَ إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ.

৩৩১। ইকরিমা (র) বলেন, আমার মনে নেই, হয় ইবনে আব্বাস (রা) অথবা তার চাচাতো ভাই একে অপরকে আহারের দাওয়াত দিলেন। এক বাঁদী তাদের সামনে (আহার পরিবেশনের) কাজ করছিল। তাদের একজন তাকে বলেন, হে যেনাকারিনী। তখন অপরজন বলেন, থামো। সে যদি দুনিয়াতে তোমাকে (এই অপবাদের) শাস্তি না দিতে পারে, তবে আখেরাতে অবশ্যই তার শাস্তি দিবে। তিনি বলেন, আপনি কি মনে করেন, ব্যাপারটি যদি তাই হয়? অপরজন বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কথক ও অশ্লীলতার বাহককে পছন্দ করেন না। ইনি ছিলেন ইবনে আব্বাস (রা) যিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কথক ও অশ্লীলতার বাহককে পছন্দ করেন না।

৩৩২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعْنَانِ وَاللُّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ.

৩৩২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তি খোঁটাদাতা, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী ও বাচাল হতে পারে না (তি, আ, হি, হা)।

১৫৩-بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّمَادُحِ

১৫৩-অনুচ্ছেদ : মুখের উপর প্রশংসা করা।

৩৩৩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنِي عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مُحَالَةً فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرِي أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِبْتُهُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّي عَلَيَّ اللَّهُ أَحَدًا.

৩৩৩। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা উঠলে এক ব্যক্তি তার প্রশংসা করলো। নবী (স) বলেনঃ তোমার সর্বনাশ! তুমি তো তোমার ভাইয়ের গলা কাটলে! এ কথা তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। তোমাদের কেউ যদি একান্তই কারো প্রশংসা করতে চায় তবে সে যেন বলে, আমি তাকে এরূপ মনে করি, যদি তার ধারণামতে সে অদ্রুপ হয়ে থাকে। তার হিসাব গ্রহণকারী তো আল্লাহ। আর আল্লাহর সামনে কাউকে নির্দোষ মনে করো না (বু, যু, দা, তি, আ, হি)।

৩৩৪- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَيَّ رَجُلٍ وَيُطْرِبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ.

৩৩৪। আবু মূসা (রা) বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির সজীব প্রশংসা করতে শুনলেন। নবী (স) বলেন : তোমরা তো তাকে হত্যা করলে অথবা তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে (বু, য়)।

৩৩৫- عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَنِي رَجُلٌ عَلَيَّ رَجُلٌ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ عَقَرْتَ الرَّجُلَ عَقَرَكَ اللَّهُ .

৩৩৫। ইবরাহীম আত-তায়মী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপস্থিত প্রশংসা করলে উমার (রা) বলেন, তুমি তো লোকটিকে হত্যা করলে। আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন।

৩৩৬- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ الْمَدْحُ ذَنْبٌ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي إِذَا قَبِلَهَا .

৩৩৬। যাইয়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, (কারো) প্রশংসা করা (তাকে) যেন হত্যা করা। মুহাম্মাদ (র) বলেন, যখন প্রশংসিত ব্যক্তি তা গ্রহণ করে (বা, ই)।

১৫৬- بَابُ مَنْ أَتَنِي عَلَيَّ صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ أَمْنًا بِهِ

১৫৪ - অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি তার সহযোগীর প্রশংসা করলে তাতে তার ক্ষতির আশংকা না থাকলে।

৩৩৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نِعَمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ نِعَمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ نِعَمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ نِعَمَ الرَّجُلُ شَمَّاسُ بْنُ مُعَاذٍ نِعَمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْجَمُوحِ نِعَمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ وَيَسُّ الرَّجُلُ فَلَانٌ وَيَسُّ الرَّجُلُ فَلَانٌ حَتَّىٰ عَدَّ سَبْعَةً .

৩৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কতো উত্তম লোক আবু বাকর, কতো উত্তম লোক উমার, কতো উত্তম লোক আবু উবায়দা, কতো উত্তম লোক উসাইদ ইবনে হুদাইর, কতো উত্তম লোক মুয়ায ইবনে আমর ইবনুল জামুহ, কতো উত্তম লোক মুআয ইবনে জাবাল। তিনি পুনরায় বলেনঃ কতো মন্দ লোক অমুক, কতো মন্দ লোক অমুক। এভাবে তিনি একে একে সাতজন সম্পর্কে মন্তব্য করেন (তি, না, হা, হি)।

৩৩৮- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاذَنَ رَجُلٌ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسُّ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ هَشَّ لَهُ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ اسْتَاذَنَ آخَرَ قَالَ نِعَمَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَنْبَسِطْ إِلَيْهِ كَمَا انْبَسَطَ إِلَيَّ الْآخَرِ وَلَمْ يَهْشُ إِلَيْهِ

كَمَا هَشَّ لِلْآخِرِ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ لِفُلَانٍ ثُمَّ هَشَشْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لِفُلَانٍ وَلَمْ أَرَكَ صَنَعْتَ مِثْلَهُ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ اتَّقَى لِفَحْشِهِ.

৩৩৮। আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তিনি বলেনঃ বংশের কু-সন্তান। সে তার সাক্ষাতে উপস্থিত হলে তিনি তার সাথে হাসিমুখে প্রশস্ত হৃদয়ে মিলিত হন। সে বের হয়ে যাওয়ার পর আর এক ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাত প্রার্থনা করে। তিনি বলেনঃ বংশের সু-সন্তান। কিন্তু তিনি তার সাথে আগের ব্যক্তির মতো হাসিমুখে মিলিত হননি। এ ব্যক্তিও বের হয়ে চলে গেলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি অমুকের সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্য করলেন অথচ তার সাথে হাসিমুখে মিলিত হলেন এবং এই ব্যক্তি সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্য করলেন অথচ প্রথম ব্যক্তির মতো তার সাথে সাক্ষাত করেননি। তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! যার অনীলবাক ও দুর্ব্যবহারের জন্য লোকে তাকে ত্যাগ করে, সে হলো সর্বনিকৃষ্ট (বু, মু)।

১৫৫ - بَابُ يُحْتَبَى فِي وُجُوهِ الْمَدَاحِينَ

১৫৫ - অনুচ্ছেদ : চাটুকারদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করা।

৩৩৯ - عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاءِ فَجَعَلَ الْمَقْدَادُ يَحْتَبِي فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُحْتَبِي فِي وَجْهِهِ الْمَدَاحِينَ التُّرَابَ.

৩৩৯। আবু মামার (র) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জনৈক প্রশাসকের চাটুকারিতা করছিল। মিকদাদ (রা) তার মুখে ধূলি নিক্ষেপ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে চাটুকারদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন (মু, দা, তি, ই)।

৩৪০ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَمْدَحُ رَجُلًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبُو التُّرَابَ نَحْوَ فِيهِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَاحِينَ فَاحْتُوا فِي وَجُوهِهِمُ التُّرَابَ.

৩৪০। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (র)-এর সামনে অপর ব্যক্তির প্রশংসা করছিল। ইবনে উমার (রা) তার মুখের দিকে ধূলি নিক্ষেপ করতে করতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলছেনঃ তোমরা চাটুকারদের দেখলে তাদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করবে (হি)।

৩৪১ - قَالَ رَجَاءُ أَقْبَلْتُ مَعَ مِخْجَنٍ ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَإِذَا بُرَيْدٌ الْأَسْلَامِيُّ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ جَالِسٌ قَالَ وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ سَكْبَةُ يُطِيلُ الصَّلَاةَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ وَكَانَ بُرَيْدٌ صَاحِبُ مَزَاحَاتٍ فَقَالَ يَا مِخْجَنُ أَتُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي سَكْبَةُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِخْجَنٌ وَرَجَعَ قَالَ قَالَ مِخْجَنُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقْنَا نَمْشِي حَتَّى

صَعِدْنَا أَحَدًا فَأَشْرَفَ عَلَيَّ الْمَدِينَةَ فَقَالَ وَبَلْ أُمُّهَا مِنْ قَرْبَةٍ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا كَأَعْمَرَ مَا تَكُونُ يَأْتِيهَا الدَّجَالُ فَيَجِدُ عَلَيَّ كُلَّ بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا فَلَا يَدْخُلُهَا ثُمَّ انْحَدَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي وَيَسْجُدُ وَرَكَعٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَذَا فَأَخَذْتُ أَطْرِبُ بِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فَلَانٌ وَهَذَا فَقَالَ أَمْسِكْ لَا تَسْمَعُهُ فَتُهْلِكُهُ قَالَ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ حُجْرِهِ لَكِنُهُ نَفَضَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ إِنْ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ثَلَاثًا.

৩৪১। রাজা (র) বলেন, আমি একদিন মিহ্জান আল-আসলামী (রা)-এর সাথে ছিলাম। শেষে আমরা বসরাবাসীদের এক মসজিদে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন মসজিদের এক দরজায় বুরাইদা আল-আসলামী (রা) বসা ছিলেন। রাবী বলেন, মসজিদে সুকবা নামক এক ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি নামায দীর্ঘ করে পড়তেন। আমরা যখন মসজিদের দরজায় পৌঁছলাম তখন বুরাইদা (রা)-র গায়ে জড়ানো ছিল একটি চাদর। বুরাইদা (রা) ছিলেন রসিক প্রকৃতির। তিনি বলেন, হে মিহ্জান! তুমি কি সুকবার মতো নামায পড়ো? মিহ্জান (রা) এর প্রতিউত্তর না করেই প্রত্যাবর্তন করেন। রাবী বলেন, মিহ্জান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার হাত ধরলেন। আমরা পদব্রজে অগ্রসর হলাম। শেষে আমরা গিয়ে উহুদ পাহাড়ে উঠলাম। তিনি মদীনার দিকে তাকিয়ে বলেন : এই জনপদের জন্য দুঃখ হয় যখন তা বসতিপূর্ণ থাকবে, এমন অবস্থায় তার অধিবাসীরা তা ত্যাগ করবে। এখানে দাঙ্গাল আসবে এবং মদীনার প্রতিটি প্রবেশদ্বারে একজন করে ফেরেশতা দেখতে পাবে। অতএব সে তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি ফিরে এলেন। আমরা মসজিদে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে নামায ও রুকু-সিজদায় মশগুল দেখলেন। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেনঃ লোকটি কে? আমি তার অতিরিক্ত প্রশংসা করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে অমুক লোক যার এই গুণ আছে। তিনি বলেন : ক্ষান্ত হও, তাকে শুনাতে না, অন্যথায় তুমি তার সর্বনাশ করবে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি চলতে থাকলেন, শেষে যখন তাঁর হজরার নিকট এলেন তখন তার দুই হাত জড়িয়ে ধরে বলেন : তোমাদের উত্তম দীন হলো তার সহজতা, তোমাদের উত্তম দীন হলো তার সহজতা। তিনি একথা তিনবার বলেন (দা, না, আ ১৯১৮৫)।

১০৬- بَابُ مَنْ مَدَحَ فِي الشَّعْرِ

১৫৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কবিতার মাধ্যমে প্রশংসা করলো।

৩৪২- عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ مَدَحْتُ اللَّهَ بِمَحَامِدٍ وَمَدَحٍ وَإِيَّاكَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ فَجَعَلْتُ أَنْشُدَهُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ طَوَالَ أَصْلَعُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَسْكُتْ فَدَخَلَ فَتَكَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ فَأَنْشَدْتُهُ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَّنِي ثُمَّ خَرَجَ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي سَكَّنَنِي لَهُ قَالَ هَذَا رَجُلٌ لَا يُحِبُّ الْبَاطِلَ .

৩৪২। আল-আসওয়াদ ইবনুস সারী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহর পর্যাণ্ড প্রশংসা করেছি এবং আপনারও। তিনি বলেনঃ তোমার প্রতিপালক তো তাঁর প্রশংসা পছন্দ করেন। আমি তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনাতে লাগলাম। তখন দীর্ঘকায় ও টাকমাতার এক ব্যক্তি তাঁর সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। নবী (স) আমাকে বলেনঃ থামো। সেই ব্যক্তি প্রবেশ করে ক্ষণিক তাঁর সাথে আলাপ করে বের হয়ে চলে গেলেন। আমি পুনরায় আবৃত্তি করতে লাগলাম। লোকটি পুনরায় এলে তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন, অতঃপর বের হয়ে চলে গেলেন। তিনি দুই কি তিনবার এরূপ করলেন। আমি বললাম, এ লোকটি কে, যার জন্য আপনি আমাকে থামিয়ে দিলেন? তিনি বলেনঃ ইনি এমন ব্যক্তি (উমার) যিনি বাতিলকে পছন্দ করেন না (আ, হা, হি)।

১৫৭- بَابُ اعْطَاءِ الشَّاعِرِ إِذَا خَافَ شَرَّهُ

১৫৭-অনুচ্ছেদ : কবির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে বখশিশ দেয়া।

৩৪৩- عَنْ نُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ أَنَّ شَاعِرًا جَاءَ إِلَيَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَأَعْطَاهُ فَقِيلَ لَهُ تَعْطِي شَاعِرًا فَقَالَ أَبْقِي عَلَيَّ عِرْضِي.

৩৪৩। নুজাইদ ইবনে ইমরান (র) থেকে বর্ণিত। এক কবি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর নিকট এলে তিনি তাকে কিছু বখশিশ দেন। তাকে বলা হলো, আপনিও কবিকে বখশিশ দিলেন! তিনি বলেন, নিজের ইজ্জত রক্ষার্থে।

১৫৮- بَابُ لَا تُكْرِمُ صَدِيقَكَ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ

১৫৮-অনুচ্ছেদ : বন্ধুকে এমনভাবে সম্মান দেখাবে না যাতে সে অস্বস্তি বোধ করে।

৩৪৪- عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ لَا تُكْرِمُ صَدِيقَكَ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ.

৩৪৪। মুহাম্মাদ (র) বলেন, প্রবীণগণ বলতেন, তুমি তোমার বন্ধুকে এমনভাবে সম্মান দেখাবে না যা তার জন্য কষ্টকর বা অস্বস্তিকর হতে পারে।

১৫৯- بَابُ الزِّيَارَةِ

১৫৯-অনুচ্ছেদ : দেখা-সাক্ষাত করতে যাওয়া।

৩৪৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَزَارَهُ قَالَ اللَّهُ لَهُ طِبْتَ وَطَابَ مَمْسَاكَ وَتَبَوَّاتُ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ.

৩৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি তার (রুগ্ন) ভাইকে দেখতে গেলে বা তার সাথে সাক্ষাত করতে গেলে আল্লাহ তাকে বলেন, তুমি উত্তম, তোমার পদচারণা কল্যাণময় হোক এবং তুমি তোমার স্থান জান্নাতে নির্ধারিত করে নিয়েছো (তি, ই, আ, হি)।

৩৪৬- عَنْ أُمِّ الدُّرْدَاءِ قَالَتْ زَارَنَا سَلْمَانٌ مِنَ الْمَدَائِنِ إِلَى الشَّامِ مَاشِيًا وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ وَأَنْدَرُورْدٌ (قَالَ يَعْنِي سَرَاوِيلَ مُشَمَّرَةً) قَالَ ابْنُ شَدَّادٍ رُؤْيِي سَلْمَانَ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مَطْمُومُ الرَّأْسِ سَاقِطُ الْأُذُنَيْنِ يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ أَرْقَشَ فَقِيلَ لَهُ شَوَّهْتَ نَفْسَكَ قَالَ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ.

৩৪৬। উম্মু দারদা (রা) বলেন, সালমান (রা) মাদায়েন থেকে পদব্রজে সিরিয়া এসে আমাদের সাথে সাক্ষাত করেন। তখন তার পরনে ছিল পাজামা। ইবনে শাওয়াব (র) বলেন, সালমান (রা)-কে দেখা গেলো যে, তার গায়ে চাদর জড়ানো, তার মাথা মুণ্ডিত এবং কান প্রশস্ত। তাকে বলা হলো, আপনি নিজেকে কদাকার করে ফেলেছেন। তিনি বলেন : নিশ্চয় আখেরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ।

১৬-بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ

১৬০-অনুচ্ছেদ : কেউ কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাদের সাথে তার আহার গ্রহণ।

৩৪৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا خَرَجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَنَضَحَ لَهُ عَلِيٌّ بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ.

৩৪৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক আনসারীর বাড়িতে দেখা-সাক্ষাত করতে গেলেন এবং সেখানে তাদের সাথে আহার করলেন। তিনি রওয়ানা হওয়ার সময় আদেশ করলে ঘরের একটি স্থানে পানি ছিটিয়ে বিছানা পেতে দেয়া হলো। তিনি সেখানে নামায পড়লেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন (বু ৫৬৪২)।

৩৪৮- عَنْ أَبِي خَلْدَةَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ صُوفٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْعَالِيَةِ إِنَّمَا هَذِهِ ثِيَابُ الرُّهْبَانِ إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا تَزَاوَرَوْا تَجَمَّلُوا.

৩৪৮। আবু খালদা (র) বলেন, আবু উমাইয়া আবদুল করীম (র) মোটা পশমী কাপড় পরিহিত অবস্থায় আবুল আলিয়ার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। আবুল আলিয়া (র) তাকে বলেন, এটা তো খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের পোশাক। মুসলমানগণ পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে গেলে উত্তম পোশাক পরতেন।

৩৪৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيَّ أَسْمَاءُ جُبَّةً مِّنْ طَيَّالِسَةٍ عَلَيْهَا لَبْنَةٌ شَبْرٌ مِّنْ دِبْيَاجٍ وَإِنْ فَرَجِيهَمَا مَكْفُوفَانِ بِهِ فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوُقُودِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ.

৩৪৯। আসমা (রা)-এর মুক্তদাস আবদুল্লাহ (র) বলেন, আসমা (রা) আমার সামনে একটি তায়ালিসী জুবা বের করলেন। তাতে এক বিঘৎ পরিমাণ এক টুকরা রেশমী কাপড় লাগানো ছিল, যা দ্বারা জুব্বার দুইটি কিনারা মোড়ানো ছিল। তিনি বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জুবা। তিনি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতকালে এবং জুমু'আর দিন তা পরতেন (যু, দা, তহা)।

৩৫০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً اسْتَبْرَقَ فَأَتَى بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِ هَذِهِ وَالْبِسْهَا عِنْدَ الْجُمُعَةِ أَوْ حِينَ تَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوُقُودُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِحُلٍّ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَإِلَى أَسْمَاءَ بِحُلَّةٍ وَإِلَى عَلِيٍّ بِحُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ لَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَبِيعُهَا أَوْ تَقْضِي بِهَا حَاجَتَكَ.

৩৫০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) একটি রেশমী চাদর পেলেন। তিনি তা নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গিয়ে বলেন, আপনি এটি ক্রয় করুন এবং তা জুমু'আর দিন অথবা যখন বিভিন্ন প্রতিনিধি দল আপনার সাথে সাক্ষাত করতে আসবে তখন পরবেন। নবী (স) বলেনঃ যার আখেরাতে কোন প্রাপ্য নাই কেবল সে এটা পরতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অনুরূপ কয়েকটি রেশমী চাদর আসলো। তিনি তার একটি চাদর উমার (রা)-এর জন্য, একটি চাদর উসামা (রা)-এর জন্য এবং একটি চাদর আলী (রা)-এর জন্য পাঠান। উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এটা আমার জন্য পাঠিয়েছেন। অথচ আপনি এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা তো আমি শুনেছি। নবী (স) বলেনঃ তুমি এটা বিক্রি করো অথবা এটা দ্বারা তোমার কোন প্রয়োজন পূরণ করো (বু, যু)।

১৬১- بَابُ فَضْلِ الزِّيَارَةِ

১৬১- অনুচ্ছেদ : পারস্পরিক সাক্ষাতের ফযীলাত।

৩৫১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ زَارَ رَجُلٌ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا عَلَى مَدْرَجَتِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَقَالَ هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرْتُبُهَا قَالَ لَا إِنِّي أَحْبَبُهُ فِي اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ أَحَبُّكَ كَمَا أَحَبَّتَهُ.

৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ এক ব্যক্তি তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য তার গ্রামে গেলো। আল্লাহ তার পথে একজন ফেরেশতাকে মোতায়েন করেন। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথায় যেতে চান? সে বললো, এই গ্রামে আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা করতে। ফেরেশতা বলেন, আপনার উপর কি তার কোন অনুগ্রহ আছে, যার কারণে আপনি যাচ্ছেন? সে বললো, না, আমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। ফেরেশতা বলেন, আমি আল্লাহর দূতরূপে আপনার নিকট এসেছি। আপনি যেমন ঐ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, আল্লাহও তদ্রূপ আপনাকে ভালোবাসেন (মু, আ, হি)।

১৬২- بَابُ الرَّجُلِ يُحِبُّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ

১৬২- অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না।

৩৫২- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قُلْتُ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ.

৩৫২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, ইয়া রাসূল্লাহ! এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, কিন্তু কার্যত তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না। তিনি বলেনঃ হে আবু যার! তুমি যাকে ভালোবাসো তারই সাথে হবে। আমি বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বলেন : হে আবু যার! তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই থাকবে (দা, আ, দার, হি)।

৩৫৩- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ وَمَا أَعَدَدْتُ لَهَا قَالَ مَا أَعَدَدْتُ مِنْ كَبِيرٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ قَالَ أَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَشَدَّ مِمَّا فَرِحُوا يَوْمَئِذٍ.

৩৫৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করে বললো, হে আল্লাহর নবী! কিয়ামত কখন হবে? তিনি বলেনঃ তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো? সে বললো, আমি ব্যাপক কিছু প্রস্তুতি নিতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে, সে তার সাথেই থাকবে। আনাস (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে সেদিন মুসলমানরা যতো অধিক খুশি হয়েছে, আর কোন দিন আমি তাদেরকে এতো খুশি হতে দেখিনি (দা, তি, না)।

১৬৩- بَابُ فَضْلِ الْكَبِيرِ

১৬৩-অনুচ্ছেদ : প্রবীণদের মর্যাদা।

৩৫৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

৩৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে লোক আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়োদের অধিকারের প্রতি ক্রক্ষেপ করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩৫৫ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

৩৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়োদের অধিকারের প্রতি ক্রক্ষেপ করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (দা, তি, আ, হা)।

৩৫৬ - عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا.

৩৫৬। আমর ইবনে শোয়াইব (র) থেকে পর্যাযক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বড়োদের অধিকার মানে না এবং আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩৫৭ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَجِلْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

৩৫৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের দয়া করে না এবং বড়োদের সম্মান করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৬৬ - بَابُ إِجْلَالِ الْكَبِيرِ

১৬৬-অনুচ্ছেদ : বড়োদের সম্মান করা।

৩৫৮ - عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ إِنْ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَلَا الْجَانِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

৩৫৮। আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, প্রবীণ মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কুরআনের ভারসাম্যপূর্ণ ভাষ্যকারের প্রতি, অযৌক্তিক ব্যাখ্যাকার ও রুঢ় আচরণকারীর প্রতি নয়, এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত (দা)।

৩৫৯ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا.

৩৫৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের দয়া করে না এবং আমাদের বড়োদের সম্মান করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (দা, তি, আ, হা)।

১৬৫-بَابُ يَبْدَأُ الْكَبِيرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّوَالِ

১৬৫-অনুচ্ছেদ : বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বক্তব্য পেশ ও জিজ্ঞাসার সূচনা করবে।

৩৬০- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَا أَوْ حَدَّثَاهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحِيصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ آتِيَا خَبِيرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ وَحُويصَةُ وَمُحِيصَةُ ابْنًا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَبِيرُ الْكَبِيرِ قَالَ يَحْيَى لَيْلَى الْكَلَامِ الْكَبِيرُ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِإِيمَانٍ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتَبَرُّنَاكُمْ يَهُودُ بِإِيمَانٍ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ. قَالَ سَهْلٌ فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِّنْ تِلْكَ الْأَيْلِ فَدَخَلْتُ مَرِيدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلَيْهَا.

৩৬০। রাফে ইবনে খাদীজ ও সাহল ইবনে আবু হাসমা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহাইয়্যাসা ইবনে মাসউদ (রা) খায়বারে পৌঁছে এক খেজুর বাগানে তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যান। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (গুপ্ত ঘাতক দ্বারা) নিহত হন। (এ খবর মদীনায়ে পৌঁছলে) সাহলের পুত্র আবদুর রহমান এবং মাসউদের দুই পুত্র হুআইয়্যাসা ও মুহাইয়্যাসা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য নবী (স)-এর নিকট আসেন। আবদুর রহমান কথা শুরু করলেন। তিনি ছিলেন দলের সর্বকনিষ্ঠ। নবী (স) তাকে বলেনঃ বড়োকে অগ্রাধিকার দাও। রাবী ইয়াহইয়া (র) বলেন, অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরই প্রথম কথা বলা উচিত। অতএব তারা তাদের সাখীর ব্যাপারে আলাপ করলেন। নবী (স) বলেন : তোমরা কি তোমাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির শপথের দ্বারা তোমাদের নিহত ব্যক্তির দিয়াতের দাবিদার হবে? তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন একটি বিষয় যা আমরা স্বচক্ষে দেখিনি। তিনি বলেনঃ তাহলে ইহুদীরা তাদের পঞ্চাশ ব্যক্তির শপথের দ্বারা এই খুনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা তো কাকের সম্প্রদায়। রাসূলুল্লাহ (স) নিজের পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তির দিয়াত পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। সাহল (রা) বলেন, দিয়াতের উটগুলোর মধ্যকার একটি উষ্ট্রী আমার ভাগে পড়ে। আমি এদের খোঁয়াড়ে গেলে সেই উষ্ট্রী আমাকে লাগি মারে (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

১৬৬-بَابُ إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمِ الْكَبِيرُ هَلْ لِلْأَصْغَرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ

১৬৬-অনুচ্ছেদ : প্রবীণ ব্যক্তি কথা না বললে কনিষ্ঠজন কি কথা বলতে পারে?

৩৬১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مِثْلُهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا لَا تَحُتُّ وَرَفْهًا فَوْقَ فِي نَفْسِ النَّخْلَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ

أَتَكَلَّمُ وَتُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ يَا أَبَتِ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخْلَةُ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتُ قُلْتُهَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا مَنَعَنِي إِلَّا لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ.

৩৬১। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন : তোমরা আমাকে এমন একটি গাছ সম্পর্কে অবহিত করো যা মুসলমানের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ, যা তার প্রভুর নির্দেশে অনবরত ফল দান করে এবং যার পাতাও ঝরে না। তখন আমার মনে খেজুর গাছ স্মরণ হলো। কিন্তু আবু বাকর ও উমার (রা) উপস্থিত থাকাতে আমি কথা বলা অসম্মত মনে করলাম। তারাও কোন উত্তর দিলেন না। তখন নবী (স) বলেন: তা খেজুর গাছ। আমি আমার পিতার সাথে মজলিস ত্যাগ করে বললাম, পিতা! আমার মনেও খেজুর গাছের কথা উদয় হয়েছিল। তিনি বলেন, তোমাকে তা বলতে কিসে বাধা দিলো? তুমি তা বললে আমার নিকট তা এই জিনিস ইতেও আনন্দদায়ক হতো। আমি বললাম, আমার বলতে কোন বাধা ছিলো না। তবে আমি দেখলাম, আপনি বা আবু বাকর (রা) কেউ কথা বলছেন না। তাই আমি তা বলা অসম্মত মনে করলাম (বু, মু)।

১৬৭- بَابُ تَسْوِيدِ الْأَكَابِرِ

১৬৭-অনুচ্ছেদ : প্রবীণদের নেতৃপদে সমাসীন করা।

৩৬২- عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَوْضَى عِنْدَ مَوْتِهِ بَنِيهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاءَهُمْ وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَكْفَانِهِمْ وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَاصْطِنَاعِهِ فَإِنَّهُ مَنبَهُةٌ لِلْكَرِيمِ وَسِتْغَنِي بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ وَإِيَّاكُمْ وَمَسْئَلَةُ النَّاسِ فَإِنَّهَا مِنْ آخِرِ كَسْبِ الرَّجُلِ وَإِذَا مِتُّ فَلَا تُنْوَحُوا فَإِنَّهُ لَمْ يَنْحَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِذَا مِتُّ فَادْفَنُونِي بِأَرْضٍ لَا تُشْعِرُ بِدَفْنِي بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَعَاظُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

৩৬২। হাকীম ইবনে কায়েস ইবনে আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তার মৃত্যুকালে তার সন্তানদের ওসিয়াত করে বলেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের মধ্যকার প্রবীণ ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দান করো। কেননা কোন সম্প্রদায় তাদের প্রবীণদের উপর নেতৃত্ব অর্পণ করলে তারা তাদের পূর্বপুরুষের অনুসরণ করে এবং তাদের বয়কনিষ্ঠদের নেতৃপদে দিলে তারা তাদের সমকক্ষদের দৃষ্টিতে তাদেরকে হেয় করে দেয়। তোমরা অবশ্যই সম্পদ সংরক্ষণ করো এবং তা উৎপাদনমুখী কাজে বিনিয়োগ করো। কেননা তা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে স্বরণীয় করে এবং তা দ্বারা ইতর লোকের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচা যায়। সাবধান! মানুষের কাছে যাঞ্চা করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ তা হচ্ছে মানুষের উপার্জনের সর্বশেষ উপায়। আমি মারা গেলে তোমরা আমার জন্য বিলাপ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য বিলাপ করা হয়নি। আমি মারা গেলে আমাকে এমন স্থানে দাফন করবে যেন বাকর ইবনে ওয়াইল গোত্র তা টের না পায়। কেননা জাহিলী যুগে আমি তাদের সাথে বহু অন্যায় করেছি (না, আ, বু)।

১৬৮- بَابُ يُعْطَى الثَّمَرَةُ أَصْغَرَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوِلْدَانِ

১৬৮-অনুচ্ছেদ : উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠকে ফল খেতে দেয়া।

৩৬৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بِالزَّهْوِ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَمُدُنَا وَصَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةِ ثَمِّ نَاوَلَهُ أَصْغَرَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْوِلْدَانِ.

৩৬৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট মৌসুমের প্রথম ফল আনা হলে তিনি বলতেনঃ “হে আল্লাহ! আমাদের শহরে এবং আমাদের ওজনে ও মাপে বরকতের সাথে আরো বরকত দিন”। অতঃপর তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠকে তা খেতে দিতেন (মু, তি, না, ই)।

১৬৯- بَابُ رَحْمَةِ الصَّغِيرِ

১৬৯-অনুচ্ছেদ : ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন।

৩৬৬- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا.

৩৬৬। আমার ইবনে ওআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের দয়া করে না এবং আমাদের বড়োদের অধিকারের পরোয়া করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (আ)।

১৭০- بَابُ مُعَانَقَةِ الصَّبِيِّ

১৭০-অনুচ্ছেদ : শিশুদের সাথে কোলাকুলি করা।

৩৬৫- عَنْ يَعْلَى بْنِ مَرْثَةَ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَدُعِينَا إِلَى الطَّعَامِ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ فَاسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَ الْقَوْمِ ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفْرُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ أَحْدِي يَدَيْهِ فِي ذِقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي رَأْسِهِ ثُمَّ اعْتَنَقَهُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبُّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا الْحُسَيْنُ سِبْطٌ مِّنَ الْأَسْبَاطِ.

৩৬৫। ইয়লা ইবনে মুররা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে আহারের এক দাওয়াতে রওয়ানা হলাম। তখন হুসাইন (রা) রাস্তায় খেলছিলেন। নবী (স) দ্রুত গতিতে সকলের অগ্রগামী হয়ে তাঁর দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন। তখন বালুকটি এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো এবং নবী (স) তাকে হাসাতে লাগলেন। শেষে তিনি তাকে ধরে ফেললেন। তিনি তাঁর এক হাত তার চোয়ালের ডিচে রাখলেন এবং অপর হাত তার মাথায় রাখলেন, তার [র তাকে আলিঙ্গন করলেন।

অতঃপর নবী (স) বলেনঃ হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইনের থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন আমার নাতিদের একজন (তি, ই, আ)।

১৭১- بَابُ قُبْلَةِ الرَّجُلِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ

১৭১-অনুচ্ছেদ : ছোট বালিকাকে কোন ব্যক্তির চুমা দেয়া।

৩৬৬- عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُقَبِّلُ زَيْنَبَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سَتَيْنٍ أَوْ نَحْوَهُ.

৩৬৬। বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র)-কে উমার ইবনে আবু সালামার দুই বছর বয়সের কন্যা যয়নবকে চুমা দিতে দেখেন।

৩৬৭- عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَهْلَكَ أَوْ صَبِيَّةً فَافْعَلْ.

৩৬৭। হাসান (র) বলেন, সম্ভব হলে তুমি তোমার পরিবারের কারো চুলের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। তবে তোমার স্ত্রী বা ছোট বালিকা হলে ভিন্ন কথা।

১৭২- بَابُ مَسْحِ رَأْسِ الصَّبِيِّ

১৭২-অনুচ্ছেদ : শিশুদের মাথায় হাত বুলানো।

৩৬৮- حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ سَمَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُونُسُ وَأَقْعَدَنِي عَلَى حِجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَيَّ رَأْسِي.

৩৬৮। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার নাম রাখেন ইউসুফ। তিনি আমাকে তার কোলে বসান এবং আমার মাথায় হাত বুলান (আ, শামাইল)।

৩৬৯- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّهِنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ.

৩৬৯। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সামনে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম এবং আমার সখীরাও আমার সাথে খেলা করতো। রাসূলুল্লাহ (স) ঘরে আসলে তারা লুকিয়ে যেতো। তিনি তাদেরকে বের করে এনে আমার নিকট পাঠাতেন। তখন তারা আমার সাথে খেলা করতো (বু, মু, দা, ই)।

১৭৩- بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلصَّغِيرِ يَا بُنَيَّ

১৭৩- অনুচ্ছেদঃ ছোট শিশুকে কোন ব্যক্তির “হে আমার পুত্র” বলে সম্বোধন।

৩৭০- عَنْ أَبِي الْعَجَلَانَ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَتَوَفَّى ابْنُ عَمِّ لِي وَأَوْضَى بِجَمَلٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُلْتُ لِابْنِهِ ادْفَعْ إِلَيَّ الْجَمَلَ فَأَنِّي فِي جَيْشِ ابْنِ

الرَّزِيرِ فَقَالَ إِذْهَبْ بِنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ حَتَّى نَسْأَلَهُ فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ إِنَّ وَالِدِي تَوَفَّى وَأَوْصَى بِجَمَلٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهَذَا ابْنُ عَمِّي وَهُوَ فِي
جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَفَادْفَعْ إِلَيْهِ الْجَمَلَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا بُنَيَّ إِنَّ سَبِيلَ اللَّهِ كُلُّ عَمَلٍ
صَالِحٍ فَإِنْ كَانَ وَالِدُكَ إِنَّمَا أَوْصَى بِجَمَلِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا
مُسْلِمِينَ يَغْزُونَ قَوْمًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْفَعْ إِلَيْهِمُ الْجَمَلَ فَإِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ فِي
سَبِيلِ غِلْمَانٍ قَوْمٍ أَهْلُهُمْ يَضَعُ الطَّايِعَ.

৩৭০। আবুল আজলান আল-মুহারিবী (র) বলেন, আমি ইবনুয যুবাইরের সামরিক বাহিনীতে ছিলাম। আমার এক চাচাতো ভাই মারা যান। তিনি তার একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য ওসিয়াত করে যান। আমি তার ছেলেকে বললাম, উটটি আমাকে দাও। কারণ আমি ইবনুয যুবাইর (রা)-র সামরিক বাহিনীতে ছিলাম। সে বললো, চলো আমরা ইবনে উমারের কাছে যাই এবং এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে নেই। অতএব আমরা ইবনে উমার (রা)-র নিকট গেলাম। সে বললো, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমার পিতা মারা গেছেন এবং তিনি তার একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার ওসিয়াত করেছেন। আর ইনি আমার চাচাতো ভাই। তিনি ইবনুয যুবাইর (রা)-এর সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। আমি কি তাকে এই উট দিতে পারি? ইবনে উমার (রা) বলেন, হে আমার পুত্র! আল্লাহর রাস্তায় প্রতিটি কাজই উত্তম। তোমার পিতা যদি তার উট মহামহিম আল্লাহর রাস্তায় দান করার ওসিয়াত করে থাকেন, তবে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের জিহাদে তুমি তা দান করো। আর এই ব্যক্তি ও তার সাথীরা তো সমাজের যুব শ্রেণীর রাস্তায় লড়ছে। শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কে সীলমোহর অংকিত করবে তা নিয়েই তাদের যুদ্ধ।

৩৭১- عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৩৭১। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, মহামহিম আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না (বু, মু)।

৩৭২- عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ وَلَا يَغْفِرُ وَلَا يَغْفِرُ وَلَا يُعْفِ عَمَّنْ لَمْ يَعْفِ وَلَا يُوقُّ مَنْ لَا يَتَوَقَّى.

৩৭২। উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না, সে দয়া পায় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে না, সে ক্ষমা পায় না। যে ব্যক্তি উদারতা প্রদর্শন করে না, সে উদারতা পায় না। যে ব্যক্তি অন্যকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয় না সে রক্ষা পায় না।

১৭৬- بَابُ أَرْحَمَ مَنْ فِي الْأَرْضِ

১৭৬-অনুচ্ছেদ : জগতবাসীর প্রতি দয়া করো।

৩৭৩- عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا يَرْحَمُ مَنْ لَا يَرْحَمُ وَلَا يَغْفِرُ لِمَنْ لَا يَغْفِرُ وَلَا يُتَابُ عَلَى مَنْ لَا يُتَوَبُّ وَلَا يُوقُّ مَنْ لَا يَتَوَقَّى.

৩৭৩। উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না, সে দয়া পায় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে না তাকেও ক্ষমা করা হয় না। যে ব্যক্তি ওয়র কবুল করে না, তার ওয়রও কবুল করা হয় না। যে ব্যক্তি অন্যকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয় না, সেও রক্ষা পায় না (খু)।

৩৭৪- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا أَوْ قَالَ إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا قَالَ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمَتْهَا رَحِمَكَ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ.

৩৭৪। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ছাগল যবেহ করি এবং দয়াপরবশ হই অথবা সে বললো, ছাগল যবেহ করতে আমার অন্তরে দয়ার উদ্বেক হয়। তিনি দুইবার বলেনঃ তুমি যদি ছাগলের প্রতি দয়াপরবশ হও, তবে আল্লাহও তোমার প্রতি দয়াপরবশ হবেন (মুজামুস সগীর)।

৩৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ لَا تَنْزِعِ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ.

৩৭৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলে সমর্থিত নবী আবুল কাসিম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ হতভাগা ছাড়া আর কারো অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নেয়া হয় না (তি, দা, আ, হা)।

৩৭৬- عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ.

৩৭৬। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না (বু, যু)।

১৭৫- بَابُ رَحْمَةِ الْعِيَالِ

১৭৫- অনুচ্ছেদ : পরিবার-পরিজনের প্রতি মমতা।

৩৭৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْحَمَ النَّاسِ بِالْعِيَالِ وَكَانَ لَهُ ابْنٌ مُسْتَرْضِعٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ ظَنَرُهُ قَيْئًا وَكُنَّا نَاتِيهِ وَقَدْ دَخَنَ الْبَيْتُ بِإِذْخِرَ فَيَقْبَلُهُ وَيَشْمُهُ.

৩৭৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, মানুষের মধ্যে নবী (স) ছিলেন পরিবার-পরিজনের প্রতি সর্বাধিক দয়ালু। তাঁর এক পুত্র ছিল মদীনার উপকণ্ঠে এক মহিলার দুগ্ধপোষ্য। তার স্বামী ছিল লোহাড়। আমরা সেখানে যেতাম। ঘরটি ইয়খির ঘাসের ধোঁয়ায় ভরে যেতো। তিনি তাকে চুমা দিতেন এবং নাক লাগিয়ে স্নান নিতেন (বু, যু, দা, আ)।

৩৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبِيٌّ فَجَعَلَ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَرْحَمُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاللَّهُ أَرْحَمُ بِكَ مِنْكَ بِهِ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

৩৭৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি একটি শিশুসহ নবী (স)-এর নিকট এলো। সে তাকে নিজ দেহের সাথে লাগাচ্ছিল। নবী (স) বলেনঃ তুমি কি তার প্রতি মায়া করো? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তার প্রতি তোমার চেয়ে অধিক দয়াপরবশ এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু (না)।

১৭৬-بَابُ رَحْمَةِ الْبَهَائِمِ

১৭৬-অনুচ্ছেদ : নির্বাক প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন।

৩৭৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَشْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرْيَ مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَمِينِهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ رُطْبَةٍ أَجْرٌ.

৩৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ একদা এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নামলো এবং পানি পান করে উঠে আসলো। তখন সে দেখলো যে, একটি কুকুর পিপাসার্ত হয়ে হাপাচ্ছে এবং ভিজা মাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে বললো, আমি যেমন পিপাসার্ত হয়েছিলাম, কুকুরটিরও তদ্রূপ পিপাসা লেগেছে। সে পুনরায় কূপে নামলো এবং তার মোজা ভর্তি করে পানি তুলে তা নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে আসলো এবং কুকুরটিকে তা পান করালো। আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পশুর জন্যও কি আমাদেরকে সওয়াব দেয়া হবে? তিনি বলেনঃ প্রতিটি প্রাণধারী সৃষ্টির সেবার জন্য সওয়াব রয়েছে (বু, মু, দা, ই, মা, আ, হি)।

৩৮০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَذَّبْتُ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ يُقَالُ وَاللَّهِ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ.

৩৮০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ এক নারী একটি বিড়ালের কারণে দোষের শাস্তি প্রাপ্ত হয়। সে সেটিকে বেঁধে রেখেছিল, ফলে অনাহারে তার মৃত্যু হয় এবং সেই কারণে উক্ত নারী দোষে যায়। তাকে বলা হবে, আল্লাহ অধিক অবগত, তুই একে আটকে রাখা অবস্থায় না একে খাদ্য ও পানীয় দিলি আর না একে ছেড়ে দিলি যে, পোকা-মাকড় খেয়ে তার জীবন রক্ষা করতে পারতো (বু, মু)।

৩৮১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِرْحَمُوا تُرْحَمُوا وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَنِلْ لِقَمَاعِ الْقَوْلِ وَنِلْ لِلْمَصْرَيْنِ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَيَّ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

৩৮১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা দয়া করো তোমাদেরকেও দয়া করা হবে। তোমরা ক্ষমা করো, তোমাদেরকেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন। সর্বনাশ তাদের যারা কথা ভুলে যায় এবং ধ্বংস তাদের জন্য যারা জ্ঞাতসারে বারবার অন্যায় কাজ করতে থাকে (আ)।

৩৮২- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيحَةً رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৩৮২। আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়, তা যবেহ করার প্রাণীর প্রতি হলেও, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে দয়া করবেন।

১৭৭- بَابُ أَخَذِ الْبَيْضِ مِنَ الْحُمْرَةِ

১৭৭-অনুচ্ছেদ : বাসা থেকে পাখির ডিম আনা।

৩৮৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ مَنْزِلًا فَأَخَذَ رَجُلٌ بَيْضَ حُمْرَةٍ فَجَاءَتْ تَرْفُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيْكُمْ فَجَعَلَ هَذِهِ بَيْضَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَخَذْتُ بَيْضَتَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُرَدُّدَهُ رَحْمَةً لَهَا .

৩৮৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক মনযিলে অবতরণ করলেন। এক ব্যক্তি হুম্মারা পাখির ডিম তুলে আনলো। পাখিটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাথার উপর এসে উড়তে লাগলো। তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে তার ডিম তুলে এনে একে শংকিত করেছে? এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার ডিম পেড়ে এনেছি। নবী (স) বলেনঃ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ডিম রেখে আসো (দা, আ)।

১৭৮- بَابُ الطَّيْرِ فِي الْقَفْصِ

১৭৮-অনুচ্ছেদ : ঝাঁচার পাখি।

৩৮৪- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَحْمِلُونَ الطَّيْرَ فِي الْأَقْفَاصِ .

৩৮৪। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) বলেন, ইবনুয যুবাইব (রা) মক্কায় (শাসনকর্তা) ছিলেন। আর নবী (স)-এর সাহাবীগণ ঝাঁচার পাখি পোষতেন বা ঝাঁচায় করে (অন্যত্র) নিয়ে যেতেন।

৩৮৫- عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَى ابْنًا لَأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نَغِيرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

৩৮৫। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) (আবু তালহার ঘরে) প্রবেশ করলেন। তিনি আবু তালহার বালক পুত্র আবু উমাইরকে দেখতে পেলেন। তার একটি বুলবুলি ছিল এবং সে তা নিয়ে খেলা করতো। তিনি তাকে বলেনঃ ওহে আবু উমাইর! কি করলো তোমার নুগায়ের (বু, মু)।

১৭৭- بَابُ يَنْمِي خَيْرًا بَيْنَ النَّاسِ

১৭৯-অনুচ্ছেদ : লোকের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা।

৩৮৬- عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ عَقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثِ الْأَصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

৩৮৬। উম্মু কুলসুম (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকজনের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয় এবং কল্যাণকর কথা বলে বা কল্যাণকর ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সে মিথ্যাক নয়। উম্মু কুলসুম (রা) আরো বলেন, আমি তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ব্যাপারে নবী করীম (স)-কে কাউকে মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি : (১) লোকজনের মধ্যে আপোষ-রফা করতে, (২) স্ত্রীর নিকট স্বামীর কথায় এবং (৩) স্বামীর নিকট স্ত্রীর কথায় (বু, মু, দা, তি, না)।

১৮০- بَابُ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ

১৮০-অনুচ্ছেদ : মিথ্যা কথন বর্জনীয়।

৩৮৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدَقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

৩৮৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা অবশ্যই সত্যের ধারক হবে। কেননা সত্যবাদিতা কল্যাণের দিকে পথ দেখায় এবং কল্যাণ জান্নাতের দিকে পথ দেখায়। কোন ব্যক্তি সত্যবাদিতা অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে পরম সত্যপ্রিয় বলে তালিকাভুক্ত হয়। সাবধান! তোমরা মিথ্যা পরিহার করবে। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে চালিত করে এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি মিথ্যাচার অবলম্বন করে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে চরম মিথ্যাবাদীর তালিকাভুক্ত হয় (বু, মু, দা, তি)।

৩৮৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا يَصْلَحُ الْكَذِبُ فِي جَدٍّ وَلَا هَزْلٍ وَلَا أَنْ يُعَدَّ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ .

২৮৮। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মিথ্যা বাস্তবিকপক্ষেও নয় এবং ঠাট্টাচ্ছলেও সংগত নয়। তোমাদের কেউ তার সন্তানকে কিছু দেয়ার ওয়াদা করে তা তাকে না দেয়ার বিষয়টিও সংগত নয়।

১৮১- بَابُ الَّذِي يَصْبِرُ عَلَيَّ النَّاسِ

১৮১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জনগণের উৎপাতে ধৈর্য ধারণ করে।

৩৮৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَيَّ أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِّنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَيَّ أَذَاهُمْ .

৩৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ঈমানদার ব্যক্তি জনগণের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের উৎপাত সহ্য করে সে—যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলামেশাও করে না এবং তাদের উৎপাতও সহ্য করে না, তার চেয়ে উত্তম (তি, না, ই, আ)।

১৮২- بَابُ الصَّبْرِ عَلَيَّ الْأَذَى

১৮২-অনুচ্ছেদ : উৎপাত সহ্য করা।

৩৯০- عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ أَوْ لَيْسَ شَيْئٌ أَصْبَرَ عَلَيَّ أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُمْ لِيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَأَنَّهُ لِيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقَهُمْ .

৩৯০। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : কষ্টদায়ক কিছু শোনার পরও ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে মহামহিম আল্লাহর চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ বা কিছু নাই। লোকে তাঁর সন্তান আছে বলে দাবি করে। এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে নিরাপদ রাখেন এবং রিযিক দান করেন (বু, মু, না, ই)।

৩৯১- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسَمَهُ كَبَعَضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ إِنَّهَا قَسَمَهُ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ أَنَا لَا قَوْلُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاتَّبَعْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِّنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ .

৩৯১। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) কিছু মাল বণ্টন করলেন, সাধারণত যেভাবে তিনি বণ্টন করতেন। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর শপথ! এটা এমন বণ্টন যাতে মহামহিম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অভিপ্রায় অনুপস্থিত। আমি মনে মনে বললাম, আমি অবশ্যই নবী (স)-কে বলবো। আমি তাঁর নিকট আসলাম। তিনি তখন তাঁর সাহাবী পরিবেষ্টিত ছিলেন। আমি তাঁকে নীরবে তা বললাম। এতে তাঁর মনোকষ্ট হলো এবং তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তিনি এতো অসন্তুষ্ট হলেন যে, আমি মনে মনে বললাম, যদি আমি তা তাঁকে অবগত না

করতাম! অতঃপর তিনি বলেন : মুসা (আ)-কে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন (বু, মু, আ)।

১৮৩- بَابُ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ

১৮৩-অনুচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে আপোষ-রফা করা।

৩৯২- عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَا أُتْبِئُكُمْ بِدَرَجَةٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَهِيَ الْحَالِفَةُ.

৩৯২। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে নামায, রোযা ও দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করবো না। সাহাবীগণ বলেন, নিশ্চয়। তিনি বলেন : জনগণের মধ্যে (বিবাদের) আপোষ-রফা। আর জনগণের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ হলো ধ্বংসকারী (দা, তি)।

৩৯৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ قَالَ هَذَا تَخْرِيجُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ.

৩৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। “অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করো” (সূরা আনফালঃ ১)। উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ বান্দার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন যে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধন করে (তাবারানী)।

১৮৪- بَابُ إِذَا كَذَبْتَ لِرَجُلٍ هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ

১৮৪-অনুচ্ছেদ : তুমি কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা কথা বললে, অথচ সে তাকে সত্য মনে করলো।

৩৯৪- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أُسَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ.

৩৯৪। সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল-হাদরামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ সবচাইতে মারাত্মক বিশ্বাসভঙ্গ এই যে, তুমি তোমার কোন ভাইকে কোন কথা বললে, সে তো তোমাকে বিশ্বাস করেছে, অথচ তুমি তাকে মিথ্যা কথাই বলেছো (দা)।

১৮৫- بَابُ لَا تُعَدَّ أَخَاكَ شَيْئًا فَتُخْلَفُهُ

১৮৫-অনুচ্ছেদ : তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করলে তার খেলাপ করো না।

৩৯৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَارِجُهُ وَلَا تُعِدُّ مَرَعِدًا فَتُخْلَفُهُ.

৩৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করো না, তাকে উপহাস করো না এবং তার সাথে এমন গুয়াদা করো না তুমি যার খেলাপ করবে (তি)।

১৮৬- بَابُ الطَّعْنِ فِي الْأَنْسَابِ

১৮৬-অনুচ্ছেদ : বংশের খোটা দেয়া।

৩৯৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شُعْبَتَانِ لَا تَتْرُكُهُمَا أُمْتِي النَّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ .

৩৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : দুইটি (মন্দ) কর্ম যা আমার উম্মাত ত্যাগ করবে না : মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা এবং বংশ তুলে খোটা দেয়া (মু, তি, ইবনুল জারাদ)।

১৮৭- بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ قَوْمَهُ

১৮৭-অনুচ্ছেদ : মানুষের নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি ভালোবাসা।

৩৯৭- عَنْ فَسَيْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْعَصَبِيَّةُ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى ظُلْمٍ قَالَ نَعَمْ.

৩৯৭। ফুসায়লা (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অন্যায় কাজে কোন ব্যক্তির নিজ সম্প্রদায়কে সাহায্য করা কি জাহিলী গোত্রপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেনঃ হ্যাঁ (ই, আ)।

১৮৮- بَابُ هِجْرَةِ الرَّجُلِ

১৮৮-অনুচ্ছেদ : কারো সম্পর্কচ্ছেদ করা।

৩৯৮- عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لَأُمِّهَا أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ عَبْدًا لِلَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ وَاللَّهُ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَخْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهْوُ قَالَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أَكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالْمُهَاجِرِينَ حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاهُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَشْفَعُ فِيهِ أَحَدًا أَبَدًا وَلَا أَتَحَنُّ إِلَيَّ نَذْرِي فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنَ عَبْدِ يَغُوثٍ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَقَالَ لَهُمَا أَنْشِدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ

تَنْذَرُ قَطِيعَتِي فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسُورَ وَعَبَدُ الرُّحْمَنِ مُسْتَحْمِلِينَ عَلَيْهِ بَارِدَيْتَهُمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَّا عَلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَدْخُلُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَدْخُلُوا قَالَا كُلُّنَا يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ نَعَمْ أَدْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَأَعْتَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يَنَاشِدُهَا يَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسُورُ وَعَبَدُ الرُّحْمَنِ يَنَاشِدَانِهَا الْأَمَّا كَلِمَتُهُ وَقِيلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتَ مِنَ الْهَجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيَّ عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلِمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِي نَذَرِهَا أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تُذَكِّرُ نَذَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبْلُ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا.

৩৯৮। আওফ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, তার কোন একটি জিনিস বিক্রয় বা দান করার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! হয় আয়েশা (রা) এ কাজ থেকে বিরত থাকবেন, নয়তো আমি তাকে সম্পদ দানের অযোগ্য ঘোষণা করবো। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি সে এ ধরনের কথা বলেছে? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, আমি ইবনুয যুবাইরের সাথে কখনো কথা বলবো না। এ বিচ্ছেদকাল দীর্ঘায়িত হলে ইবনুয যুবাইর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট মধ্যস্থতাকারী পাঠান। কিন্তু আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনো কারো সুপারিশ গ্রহণ করবো না এবং আমি আমার শপথও ভঙ্গ করবো না। ব্যাপারটি ইবনুয যুবাইর (রা)-এর জন্য দীর্ঘায়িত হলে তিনি মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের সাথে কথা বলেন। তারা দু'জন বনু যোহরার লোক ছিলেন। ইবনুয যুবাইর (রা) তাদেরকে বলেন, তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, আমাকে তোমরা আয়েশা (রা)-এর সামনে পৌঁছিয়ে দাও। কেননা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত মানা তার জন্য জায়েয হয়নি। অতএব মিসওয়্যার ও আবদুর রহমান (রা) চাদর গায়ে জড়িয়ে ইবনুয যুবাইর (রা)-কে সাথে নিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত দু'জনে আয়েশা (রা)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। দু'জন বলেন, আসসালামু আলাইকে ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু! আমরা কি ভেতরে আসতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আসো। তারা বলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আমরা সবাই কি ভেতরে আসতে পারি? আয়েশা বলেন, হ্যাঁ সবাই আসো। আয়েশা (রা) জানতেন না যে, তাদের সাথে ইবনুয যুবাইর (রা)-ও আছেন। তারা ভেতরে প্রবেশ করলে ইবনুয যুবাইর (রা) পর্দার ভেতর গিয়ে আয়েশা (রা)-কে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর দোহাই দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। মিসওয়্যার ও আবদুর রহমানও তাঁকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে ইবনুয যুবাইর (রা)-এর সাথে কথা বলতে এবং তার ওজর ও অনুশোচনা গ্রহণ করতে বলেন। তারা দু'জন বলেন, আপনি তো জানেন, নবী (স) সালাম-কলাম ও দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ “কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী দেখা-সাক্ষাত ও সালাম-কলাম বন্ধ রাখা জায়েয নয়”। তারা দু'জন যখন এভাবে

আয়েশা (রা)-কে বুঝালেন এবং বারবার এর ক্ষতিকর দিক স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন তিনিও কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমি (কথা না বলার) মানত ও শপথ করে ফেলেছি এবং অনেক কঠিন মানত। কিন্তু তারা দু'জন বরাবর তাকে বুঝাতে থাকেন, যতক্ষণ না তিনি ইবনুয যুবাইরের সাথে কথা বলেন। অতঃপর আয়েশা (রা) তার শপথ ভঙ্গের কাফফারা হিসেবে চল্লিশজন গোলাম আযাদ করেন। এরপর যখনই এ মানতের কথা তার স্মরণ হতো তখনই তিনি কাঁদতেন, এমনকি তার চোখের পানিতে তার ওড়না ভিজ়ে যেতো (বু, মু, দা, আ)।

১৮৯- بَابُ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ

১৮৯-অনুচ্ছেদ : মুসলমানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ নিষিদ্ধ।

৩৭৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَذَابُرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ.

৩৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমরা পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর গোপনে শত্রুতা করো না এবং আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন রাতের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়েয নয় (বু, মু, দা, তি, মা)।

৪০০- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ الْجَنْدَعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَتَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

৪০০। আতা ইবনে ইয়াযীদ আল-লাইসী আল-জুনদাই (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তির জন্য তার অপর ভাইয়ের সাথে তিন রাতের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা হালাল নয়। (অবস্থা এই যে,) তাদের দেখা-সাক্ষাত হলে একজন এদিকে এবং অপরজন ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাদের দু'জনের মধ্যে যে প্রথমে সালাম দেয় সে অপরের চেয়ে উত্তম (বু, মু, দা, তি, তা)।

৪০১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

৪০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমরা পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, ঝগড়া-বিবাদ করো না এবং আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও (বু, মু)।

৪০২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا تَوَادَّ اِثْنَانِ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ فَيَفْرُقُ بَيْنَهُمَا أَوْ لَمْ يَحْدِثْ أَحَدُهُمَا.

৪০২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ দুই ব্যক্তি মহামহিম আদ্বাহর জন্য অথবা ইসলামের সৌজন্যে পরস্পর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তাদের মধ্যকার কোন একজনের প্রথম অপরাধ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় (আ)।

৪০৩। আনাস ইবনে মালেক (রা)-র চাচাতো ভাই হিশাম ইবনে আমের আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা উহদের যুদ্ধের দিন শহীদ হন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়েয নয়। তারা যাবত সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকবে, তাবৎ তারা সত্য বিমুখ বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম কথা বলার উদ্যোগ নিবে তার সেই উদ্যোগ তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফ্যারাস্বরূপ হবে। আর যদি তারা এরূপ সম্পর্কচ্ছেদ অবস্থায় মারা যায় তবে তারা কখনও একত্রে বেহেশতে যেতে পারবে না। যদি তাদের একজন অপরজনকে সালাম করে, আর সে তা গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তবে একজন ফেরেশতা তার সালামের জবাব দেন, আর অপরজনকে দেয় শয়তান।

৪০৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আমি তোমার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অবশ্যই বুঝতে পারি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেমন করে তা বুঝেন? তিনি বলেনঃ যখন তুমি সন্তুষ্ট থাকো তখন বলো, হাঁ, মুহাম্মাদের প্রভুর শপথ। আর যখন তুমি অসন্তুষ্ট থাকো তখন বলো, না, ইবরাহীমের প্রভুর শপথ। আমি বললাম, হাঁ, আমি তখন আপনার নামটাই কেবল পরিহার করি।

৪০৫। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আমি তোমার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অবশ্যই বুঝতে পারি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কেমন করে তা বুঝেন? তিনি বলেনঃ যখন তুমি সন্তুষ্ট থাকো তখন বলো, হাঁ, মুহাম্মাদের প্রভুর শপথ। আর যখন তুমি অসন্তুষ্ট থাকো তখন বলো, না, ইবরাহীমের প্রভুর শপথ। আমি বললাম, হাঁ, আমি তখন আপনার নামটাই কেবল পরিহার করি।

১৭০ - بَابُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً

১৯০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বছরব্যাপী তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে।

৪০৬। عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ بِسَفْكَ دَمِهِ.

৪০৫। আবু খিরাশ আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর ধরে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, সে যেন তাকে হত্যা করলো (দা, আ, হা)।

৬. ৪- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هِجْرَةُ الْمُؤْمِنِ سَنَةٌ كَدَمِهِ وَفِي الْمَجْلِسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَتَابٍ فَقَالَا قَدْ سَمِعْنَا هَذَا عَنْهُ .

৪০৬। ইমরান ইবনে আবু আনাস (র) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রীয় মহানবী (স)-এর জনৈক সাহাবী তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ “কোন ঈমানদার ব্যক্তির সাথে এক বছর ধরে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা তাকে হত্যা করার সমতুল্য”। সেই মজলিসে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু ইতাবও উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, আমরাও সেই সাহাবীর নিকট এ হাদীস শুনেছি (দা, আ, হা)।

১৭১- بَابُ الْمُتَهَجِّرِينَ

১৯১-অনুচ্ছেদ : দুই সম্পর্কচ্ছেদকারী।

৭. ৪- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

৪০৭। আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন লোকের জন্য তার (মুসলমান) ভাইকে এভাবে পরিত্যাগ করা (কথাবার্তা না বলা) বৈধ নয় যে, উভয়ের সাক্ষাত হলে একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম সেইজন যে সালাম দ্বারা (কথাবার্তার) সূচনা করে।

৪. ৪- عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يُصَارِمُ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنَّهُمَا مَا صَارِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا وَإِنْ أَوَّلَهُمَا فَيَتَنَا كُفَّارَةً لَهُ سَبْقُهُ بِالْقِيَمِ وَإِنْ هُمَا مَا تَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا.

৪০৮। হিশাম ইবনে আমের আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়েয নয়। তারা যাবত সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকবে তাবৎ তারা সত্য বিমুখ বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম কথা বলার উদ্যোগ নিবে, তার সেই উদ্যোগ তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফ্যারারূপ হবে। আর যদি তারা এইরূপ সম্পর্কচ্ছেদ অবস্থায় মারা যায় তবে তারা কখনও একত্রে বেহেশতে যেতে পারবে না (আ, হি)।

১৭২- بَابُ الشُّحْنَاءِ

১৯২-অনুচ্ছেদ : শত্রুতা ।

৬০৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

৪০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও (বু, মু)।

৬১০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَاالْوَجْهِينِ الَّذِي يَأْتِي هُوَلَاءَ بِوَجْهِ وَهُلَاءَ بِوَجْهِ.

৪১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কিয়ামতের দিন তুমি দ্বিমুখী চরিত্রের লোককে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টরূপে দেখতে পাবে, যে এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে আসে এবং অন্যদের কাছে ভিন্ন চেহারা (চরিত্র) নিয়ে আসে (বু, মু, দা, তি)।

৬১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَفَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

৪১১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : সাবধান! তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা কুধারণা হলো ডাहा মিথ্যা। তোমরা নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতাকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে পণ্যের দরদাম করো না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, ঝগড়াঝাটি করো না এবং গোপনে শত্রুতা করো না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও (বু, মু, ই)।

৬১২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظَرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظَرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظَرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

৪১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয় যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। বলা হয়, এই দু'জনকে আপোষ-রক্ষা করার জন্য অবকাশ দাও। এই দু'জনকে আপোষ-রক্ষা করার জন্য অবকাশ দাও; এই দু'জনকে আপোষ-রক্ষার জন্য অবকাশ দাও (মু, তি, ই, মা, হি)।

৬১৩- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَقُولُ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّيَامِ صَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ أَلَا وَإِنَّ الْبَغْضَةَ هِيَ الْحَالِقَةُ.

৪১৩। আবু দারদা (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলবো না যা দান-খয়রাত ও রোযার তুলনায় উত্তম? তা হলো মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়া। সাবধান! ঘৃণা-বিদ্বেষ ধ্বংসাত্মক।

৬১৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غُفْرٌ لَهُ مَا سِوَاهُ لَمْ يَمُتْ شَاءَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحْرَةَ وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ .

৪১৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে তিনটি পাপাচার না থাকলে যাকে ইচ্ছা তার অন্য গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কিছু শরীক না করে মারা গেলো, (২) সে যাদু চর্চাকারী ছিলো না এবং (৩) সে তার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেনি।

১৯৩- بَابُ إِنْ السَّلَامُ يُجْزِئُ مِنَ الصَّرَمِ

১৯৩-অনুচ্ছেদ : সালাম সম্পর্কচ্ছেদের কাফকারাস্বরূপ।

৬১৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلْيَلْقَهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَ فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِئَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهَيْجَرَةِ.

৪১৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ কোন ব্যক্তির জন্য কোন ঈমানদার ব্যক্তির সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়েয নয়। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে যেন তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে সালাম দেয়। মুমিন ব্যক্তি তার সালামের জবাব দিলে তারা দু'জনই সওয়াবে অংশীদার হবে। আর তার সালামের উত্তর না দেয়া হলে সালামদাতা মুসলমান ব্যক্তি সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে (দা)।

১৯৪- بَابُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَحْدَاثِ

১৯৪-অনুচ্ছেদ : উঠতি বয়সের যুবকদের পৃথক পৃথক রাখা।

৬১৬- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِبَنِيهِ إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَتَبَدَّدُوا وَلَا تَجْتَمِعُوا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقَاطِعُوا أَوْ يَكُونُ بَيْنَكُمْ شَرٌّ.

৪১৬। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার (রা) তার পুত্রদেরকে বলতেন, ভোর হলেই তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে যাবে এবং এক ঘরে একত্র হবে না। কেননা আমার আশংকা হয়, না জানি তোমাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ বা কোন অঘটন ঘটে যায়।

১৯৫- بَابُ مَنْ أَشَارَ عَلَيَّ أَخِيهِ وَأَنْ لَمْ يَسْتَشِرْهُ

১৯৫-অনুচ্ছেদ : পরামর্শ না চাইতেই কেউ তার ভাইকে পরামর্শ দিলে ।

১৭৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَأَى رَاعِيًا وَغَنَمًا فِي مَكَانٍ قَشْعٍ وَرَأَى مَكَانًا أَمْثَلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ وَنَحَكَ يَا رَاعِي حَوْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ .

৪১৭। ইবনে উমার (রা) এক রাখালকে তার ছাগলসহ একটি তৃণলতাহীন স্থানে দেখতে পেলেন। তিনি তার চাইতে উত্তম একটি স্থানও দেখতে পেলেন। তিনি তাকে বলেন, হে রাখাল! তোমার জন্য দুঃখ হয়। এগুলো অন্যত্র নিয়ে যাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ “প্রত্যেক রাখালকে তার রাখালী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে”(বু, মু, আ)।

১৭৭- بَابُ مَنْ كَرِهَ أَمْثَالَ السُّوءِ

১৭৭-যে ব্যক্তি অবাস্তিত দৃষ্টান্ত অপছন্দ করে।

১৭৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ الْعَانِدِ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْنِهِ.

৪১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আমাদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত শোভনীয় নয়। যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরত নেয় সে কুকুরতুল্য—যে বমি করে পুনরায় তা গলাধকরণ করে (বু, মু, তি, না)।

১৭৭- بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ

১৭৭-অনুচ্ছেদ : ধোঁকাবাজ ও প্রতারক সম্পর্কে

১৭৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ غَرُّ كَرِيمٍ وَالْفَاجِرُ خَبٌ لَيْثِيمٌ.

৪১৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুমিন ব্যক্তি চিন্তাশীল, গম্ভীর ও ভদ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রতারক, ধোঁকাবাজ, কপণ, নীচ ও অসভ্য হয়ে থাকে (দা, পত, হা, তহা)।

১৭৮- بَابُ السَّبَابِ

১৭৮-অনুচ্ছেদ : গালমন্দ করা।

১৮০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَبَّ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرَ سَاكَتَ وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ ثُمَّ رَدَّ الْآخَرُ فَنَهَضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقِيلَ نَهَضْتَ قَالَ

نَهَضَتِ الْمَلَائِكَةُ فَنَهَضَتْ مَعَهُمْ إِنَّ هَذَا مَا كَانَ سَاكِئًا رَدَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيَّ الَّذِي سَبَّهُ فَلَمَّا رَدَّ نَهَضَتِ الْمَلَائِكَةُ.

৪২০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালি দিলো। তাদের একজন গালি দিলে অপরজন নীরব থাকলো। নবী (স) বসা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর অপরজনও তার প্রতিপক্ষকে গালি দিলো। নবী (স) উঠে দাঁড়ান। তাঁকে বলা হলো, আপনি উঠে গেলেন কেন? তিনি বলেনঃ ফেরেশতারা উঠে যাওয়ায় আমিও উঠে গেলাম। ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ নীরব ছিল, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার পক্ষ থেকে যে গালি দিচ্ছিল, তার উত্তর দিচ্ছিলেন। যখন সে প্রতিশোধস্বরূপ গালি দিলো তখন ফেরেশতারা উঠে চলে গেলেন (দা)।

৪২১- عَنْ أُمِّ الدُّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهَا فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا نَالَ مِنْكَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَتْ إِنَّ نُوْرَيْنِ بِمَا لَيْسَ فِينَا فَطَالِمَا زَكَيْتَا بِمَا لَيْسَ فِينَا.

৪২১। উম্মু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, এক ব্যক্তি আবদুল মালেকের নিকট আপনার দুর্নাম করেছে। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে যে দোষ নাই তা কেউ বলে থাকলে, কখনো আমরা এমন গুণের জন্যও প্রশংসিত হয়েছি যা আমাদের মধ্যে নেই।

৪২২- عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ أَنْتَ عَدُوِّي فَقَدْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ أَوْ بَرِيٌّ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قَيْسٌ وَأَخْبَرَنِي بَعْدُ أَبُو جُحَيْفَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ الْإِسْلَامُ مِنَ تَابٍ.

৪২২। কায়েস (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার সাথীকে বললো, তুমি আমার দূশমন অথবা বললো, সে তার বন্ধুত্ব থেকে দায়মুক্ত, তাদের একজন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেলো। কায়েস (র) বলেন, পরে আবু জুহাইফা (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, তারপর আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, তবে যে তওবা করে সে ব্যতীত।

১৯৯- بَابُ سَقْيِ الْمَاءِ

১৯৯-অনুচ্ছেদ : পানি পান করানো।

৪২৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَظْنَهُ رَفَعَهُ (شَكَ لَيْتُ) قَالَ فِي ابْنِ أَدَمَ سِتُونَ وَثَلَاثَ مِائَةِ سَلَامِي أَوْ عَظُمٍ أَوْ مِفْصَلٍ عَلَيَّ كُلُّ وَاحِدٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ كُلُّ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صَدَقَةٌ وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ صَدَقَةٌ وَالشُّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَسْقِيهَا صَدَقَةٌ وَإِمَاطَةُ الْأَذْيِ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

৪২৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আদম সন্তানের দেহে তিন শত ষাটটি সংযোগ অস্থি বা গ্রন্থি আছে। প্রতিদিন সেগুলোর প্রতিটির জন্য একটি সদাকা ধার্য আছে। প্রতিটি উত্তম কথা একটি

সদাকা। কোন ব্যক্তির তার ভাইকে সাহায্য করাও একটি সদাকা। কেউ কাউকে পানি পান করালে তাও একটি সদাকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোও একটি সদাকা (বায়, হি)।

২০০- بَابُ الْمُسْتَبَانَ مَا قَالَا فَعَلِي الْأَوَّلِ

২০০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি গালি-গালাজ শুরু করে উভয়ের পাপ তার উপর বর্তায়।

৬২৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَاِلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ.

৪২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দুই পরস্পর গালিদাতার পাপ সূচনাকারীর উপর বর্তায়, প্রথমে যাকে গালি দেয়া হয়েছে সে সীমা লংঘন না করলে (মু, দা, তি, হি)।

৬২৫- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلِي الْبَادِي حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ.

৪২৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দুই পরস্পর গালিদাতার পাপ সূচনাকারীর উপর বর্তায়, প্রথমে যাকে গালি দেয়া হয়েছে সে সীমা লংঘন না করলে।

৬২৬- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَدْرُونَ مَا الْعَصَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْضٌ لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ.

৪২৬। মহানবী (স) বলেনঃ তোমরা কি জানো চোগলখোর কে? সকলে বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি লোকজনের মধ্যে বিবাদ ও হানাহানি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের একের কথা অপরের কানে লাগায়।

৬২৭- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا وَلَا يَبْغِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

৪২৭। মহানবী (স) বলেনঃ মহামহিম আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন, তোমরা বিনয়ী হও এবং একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করো না।

২০১- بَابُ الْمُسْتَبَانَ شَيْطَانَانِ يَتَهَا تَرَانِ وَيَتَكَاذِبَانِ

২০১-অনুচ্ছেদ : গালিগালাজকারী পক্ষদ্বয় দুই শয়তান এবং তারা মিথ্যা দাবিদার ও মিথ্যাবাদী।

৬২৮- عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسُبُّنِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَا تَرَانِ وَيَتَكَاذِبَانِ.

৪২৮। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক ব্যক্তি আমাকে গালাগালি করে। নবী (স) বলেনঃ যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা দুইটি শয়তান, তারা বাজে কথা বলে এবং তারা মিথ্যুক (হি)।

৪২৯- عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَبَّنِي فِي مَلَأِ هُمْ أَنْقَصَ مِنِّي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ قَالَ الْمُسْتَبَانُ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذِبَانِ.

৪২৯। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেনঃ তোমরা পরস্পর বিনয়ী হও, এমনকি একে অপরের সাথে বাড়াবাড়ি করবে না, একে অপরের সামনে অহংকার করবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কি মত, কেউ যদি আমাকে আমার চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মজলিসে গালি দেয় এবং আমিও তার প্রতিউত্তর করি, তবে তাতে আমার শুনাই হবে? তিনি বলেনঃ যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা দুইটি শয়তান, উভয়ে বাজে কথা বলে এবং উভয়ে মিথ্যুক (মু, দা, তি, ই)।

৪৩০- قَالَ عِيَّاضٌ وَكُنْتُ حَرَبًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ نَاقَةً قَبْلَ أَنْ أُسْلِمَ فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ زَيْدَ الْمُشْرِكِينَ .

৪৩০। ইয়াদ (রা) বলেন, আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর শত্রু। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি তাঁকে একটি উষ্ট্রী হাদিয়া দিতে চাইলাম, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন : মুশরিকদের উপহারাদি গ্রহণ আমার পছন্দনীয় নয় (দা, তি)।

২০২- بَابُ سَبَابِ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ

২০২- অনুচ্ছেদ ৪ মুসলমানকে গালি দেয়া জঘন্য পাপ।

৪৩১- عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ .

৪৩১। সাদ ইবনে মালক (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন : মুসলমানকে গালি দেয়া জঘন্য পাপ (না, ই)।

৪৩২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلَا لَعَانًا وَلَا سَبَابًا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرَبُّبٌ جَبِينُهُ .

৪৩২। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কখনো অশ্লীলভাষী, অভিশাপকারী বা গালি বর্ষণকারী ছিলেন না। অসন্তুষ্ট হলে তিনি বলতেনঃ তার কি হলো? তার কপাল ধূলিমলিন হোক (বু)।

৪৩৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فَسَوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৪৩৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুসলমানকে গালি দেয়া জঘন্য পাপ এবং তাকে হত্যা করা কুফরী কাজ (বু, মু, তি, না, ই, আ)।

৪৩৪- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ.

৪৩৪। আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে যেন পাপাচারী বা কাফের বলে অভিহিত না করে। বাস্তবে সেই ব্যক্তি তদ্রূপ না হলে উক্ত অপবাদ অপবাদ দানকারীর উপর পতিত হয় (বু, মু, আ)।

৪৩৫- عَنْ أَبِي ذَرٍّ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى لغيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ هُوَ مِنْهُمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَتْ عَلَيْهِ.

৩৩৫। আবু যার (রা) নবী (স)-কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি সজ্ঞানে নিজ পিতা ব্যতীত অপর কাউকে তার পিতা বলে পরিচয় দেয় এবং যে ব্যক্তি নিজেকে এমন কোন বংশের লোক বলে পরিচয় দেয়, যে বংশে তার জন্ম হয়নি, সে যেন দোষকে তার বাসস্থান বানালো। আর যে ব্যক্তি কাউকে কাফের বা আত্মাহুঁর দুষমন বলে অথচ সে তা নয়, তা তার উপর পতিত হয় (বু, মু)।

৪৩৬- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاسْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ فَاَنْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالَ أَتَرَى بِي بَأْسًا أَمْ جُنُونًا أَنَا إِذْ هَبْتُ.

৪৩৬। নবী (স)-এর সাহাবী সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী (স)-এর সামনে দুই লোক পরস্পরকে গালি দিলো। তাদের একজন অতিমাত্রায় রাগান্বিত হয়ে গেলো, এমনকি তার চেহারা ফুলে বিকৃত হয়ে গেলো। তখন নবী (স) বলেন : আমি এমন একটি কথা জানি যা সে বললে তার ক্রোধ তিরোহিত হতো। একথা শুনে এক ব্যক্তি লোকটির কাছে গিয়ে নবী (স)-এর এ উক্তিটি তাকে অবহিত করলো এবং বললো, তুমি শয়তান থেকে আত্মাহুঁর নিকট আশ্রয় চাও অর্থাৎ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম পড়ো। প্রত্যুত্তরে সে বললো, আমার মধ্যে কি তুমি কোন খারাপ কিছু দেখতে পাচ্ছে? আমি কি পাগল? তুমি চলে যাও (বু, মু, দা, না)।

৪৩৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ إِلَّا بَيْنَهُمَا مِنَ اللَّهِ عِزٌّ وَجَلٌّ سِتْرٌ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةً هُجْرٍ فَقَدْ خَرَقَ سِتْرَ اللَّهِ وَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَنْتَ كَافِرٌ فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا.

৪৩৭। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, প্রতি দু'জন মুসলমান যাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আচ্ছাদন বিদ্যমান আছে। কোন ব্যক্তি তার অপর সাথীকে অশ্লীল কথা বললে সে আল্লাহর সেই আচ্ছাদন ছিন্ন করলো এবং একজন অপরজনকে 'তুমি কাফের' বললে তাদের মধ্যকার একজন তো কাফের হয়েই যায়।

২. ৩- بَابُ مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِكَلَامِهِ

২০৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কাউকে মুখের উপর কিছু বলে না।

৪৩৮- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَرُخِصَ فِيهِ فَتَنَزَّ عَنْهُ قَوْمٌ فَلَبَّغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَطَبَ فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ قَوْلًا أَنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَاشْدَهُمْ لَهُ خَشْيَةً.

৪৩৮। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) একটা কিছু করলেন এবং লোকদেরকেও তা করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকেরা তা করা থেকে বিরত থাকলো। এ খবর নবী (স)-এর কাছে পৌছলে তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য পেশ করলেন। বক্তৃতায় তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তারপর বলেন : লোকদের কি হয়েছে যে, এমন কাজ থেকে তারা বিরত থাকছে যা আমি করেছি? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তাদের চেয়ে বেশী জানি এবং তাদের চেয়ে বেশী ভয়ও করি (বু, মু, না)।

৪৩৯- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قُلٌّ مَا يُوَاجِهُهُ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ لَوْ غَيْرَ أَوْ نَزَعَ هَذِهِ الصُّفْرَةَ.

৪৩৯। আনাস (রা) বলেন, কারো কোন আচরণ অপছন্দ হলে মহানবী (স) তাকে কাদাচিৎ মুখের উপর কিছু বলেছেন। একদিন তাঁর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো যার পরিধেয় বস্ত্রে হলুদ রং-এর ছাপ ছিল। সে চলে গেলে তিনি তাঁর সাহাবীদের বলেনঃ কতই না উত্তম হতো যদি এই ব্যক্তি এই রংটি পরিবর্তন করতো বা তা তুলে ফেলতো (দা, আ, তি)।

২. ৪- بَابُ مَنْ قَالَ لِلْآخَرِ يَا مُنَافِقُ فِي تَأْوِيلٍ تَأْوَلَهُ

২০৪-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ব্যাখ্যা সাপেক্ষে অপরকে বললো, হে মোনাফেক।

৪৪০- عَنْ عَلِيٍّ يَقُولُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَكِلَانَا فَارِسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَبْلُغُوا رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا وَبِهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِطٍ إِلَيَّ

الْمُشْرِكِينَ فَأَتُونِي بِهَا فَأَقْبِنَافَهَا تَسْبِرُ عَلَيَّ بَعِيرُ لَهَا حَيْثُ وَصَفَ لَنَا النَّبِيُّ
فَقُلْنَا الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكَ قَالَتْ مَا مَعِيَ كِتَابٌ فَبَحَثْنَاهَا وَبَعِيرَهَا فَقَالَ صَاحِبِي
مَا أَرَى فَقُلْتُ مَا كَذَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَجْرُدُكَ أَوْ لَتُخْرِجَنَّهُ فَأَهْوَتْ
بِيَدِهَا إِلَيَّ حُجْرَتَهَا وَعَلَيْهَا إِزَارٌ صُوفٍ فَأَخْرَجَتْ فَأَتَيْنَا إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ
حَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي أَضْرِبُ عَنْقَهُ وَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَا بِي إِلَّا أَنْ
أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَأَرَدْتُ أَنْ يُكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ قَالَ صَدَقَ يَا عُمَرُ أَوْ لَيْسَ قَدْ
شَهِدَ بَدْرًا لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ ااعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ فَدَمَعَتْ
عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

৪৪০। আলী (রা) বলেন, মহানবী (স) আমাকে ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে পাঠালেন। আমরা দু'জনই ছিলাম ঘোড়সওয়ার। তিনি বলেন : “তোমরা রওয়ানা হয়ে অমুক অমুক রওদায় (বাগানে) গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে এক নারীকে পাবে। তার সাথে একটি চিঠি আছে যা হাতেব মুশরিকদের লিখেছে। তোমরা সেই পত্র উদ্ধার করে আমার নিকট নিয়ে আসবে”। আমরা পথ চলতে লাগলাম এবং নবী (স)-এর দেয়া তথ্য মোতাবেক সেই নারীকে পেয়ে গেলাম। সে তার উটে করে যাচ্ছিল। আমরা বললাম, তোমার সাথে চিঠি কোথায়? সে বললো, আমার সাথে কোন চিঠি নাই। আমরা তাকে এবং তার উট তল্লাশী করলাম। আমার সাথী বললো, আমি তো (চিঠি) দেখি না। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (স) মিথ্যা বলেননি। আল্লাহ্র শপথ! হয় তুমি পত্র বের করে দিবে, নতুবা আমি তোমাকে উলঙ্গ করবো। তখন সে তার কোমরের দিকে তার হাত বাড়ালো। সে একটি পশমী কাপড় পরিহিত ছিল। সে চিঠি বের করলো। আমি তা নিয়ে নবী (স)-এর নিকট ফিরে এলাম। উমার (রা) বললেন, এই ব্যক্তি (হাতিব) আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলিম জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কেন এটা করলে? হাতিব বললেন, আল্লাহ্র উপর আমার ঈমান ঠিক আছে। আমি ইচ্ছা করলাম যে তাদের উপর আমার একটু অনুগ্রহ থাকুক। নবী (স) বলেনঃ সে ঠিক বলেছে। হে উমার! সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। এজন্যই হয়তো আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, “তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে”। এ কথায় উমার (রা)-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে গেলো এবং তিনি বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত (বু, মু, দা)।

২. ৫ - بَابُ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ

২০৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইকে বলে, হে কাকের !

৬৬১ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا.

৪৪১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন লোক তার কোন ভাইকে 'হে কাফের' বলে সম্বোধন করলে তাদের একজন কুফরীর শিকার হলো (বু, মু, তি, মা)।

৪৪২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ لِلْآخِرِ كَافِرٌ فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ لَهُ كَافِرًا فَقَدْ صَدَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قَالَ لَهُ فَقَدْ بَاءَ الَّذِي لَهُ بِالْكَفْرِ.

৪৪২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কাফের বললে তাদের দুইজনের মধ্যে একজন কাফের হয়ে যায়। সেই ব্যক্তি যাকে কাফের বলেছে, সে যদি সত্যিই কাফের হয়ে থাকে তাহলে সে যথার্থই বলেছে। আর সে যদি তার মন্তব্য অনুযায়ী কাফের না হয়ে থাকে, তবে যে তাকে কাফের বললো সে কাফের হয়ে যায় (বু, আ)।

২.৬-بَابُ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

২০৬-শত্রুর আনন্দ-উল্লাস।

৪৪৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

৪৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দুর্ভাগ্য এবং শত্রুর আনন্দ-উল্লাস থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন (বু, মু, তি)।

২.৭-بَابُ السَّرْفِ فِي الْمَالِ

২০৭-অনুচ্ছেদ : সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়।

৪৪৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ ثَلَاثًا يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَأَنْ تَتَصَحَّحُوا مِنْ وَلَاهِ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَأَضَاعَةُ الْمَالِ.

৪৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তোমাদের তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তা হলো, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না। তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরবে। আল্লাহ যাকে তোমাদের শাসক বানিয়েছেন তোমরা তার কল্যাণ কামনা করবে বা তাকে সদুপদেশ দিবে। তিনি তোমাদের যে তিনটি কাজ অপছন্দ করেন তা হলো, অসার কথা (গুজব), অধিক যাগ ও সম্পদের অপচয় (বু, মা, হি)।

৪৪৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ فِي غَيْرِ اسْرَافٍ وَلَا تَفْتِيرَ.

৪৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আল্লাহর বাণী : “তোমরা যা কিছু খরচ করো আল্লাহ তার বিনিময় দেন, তিনি উত্তম রিয়াকদায়া” (৩৪ঃ৩৯) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহর এই ওয়াদা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন তোমরা অপচয় করবে না এবং কার্পণ্যও করবে না।

২০৮-بَابُ الْمُبَذِّرِينَ

২০৮-অনুচ্ছেদ : অপচয়কারীগণ ।

৪৪৬- عَنْ أَبِي الْعُبَيْدِينَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ الْمُبَذِّرِينَ قَالَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي غَيْرِ حَقٍّ .

৪৪৬। আবু উবায়দায়ন (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে মুবায়যিরীন (অপব্যয়কারী) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যারা অন্যায় পথে সম্পদ খরচ করে তারাই অপব্যয়কারী (বা)।

৪৪৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُبَذِّرِينَ قَالَ الْمُبَذِّرِينَ فِي غَيْرِ حَقٍّ .

৪৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যারা অন্যায় পন্থায় সম্পদ খরচ করে তারাই অপচয়কারী।

২০৯-بَابُ إِصْلَاحِ الْمَنَازِلِ

২০৯-অনুচ্ছেদ : বাসস্থান সংস্কার করা।

৪৪৮- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ عَلَيَّ الْمَنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَصْلَحُوا عَلَيْكُمْ مَثَاوِيَكُمْ وَأَخِفُوا هَذِهِ الْجَنَانَ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمُ فَإِنَّهُ لَنْ يَبْدُوَ لَكُمْ مُسْلِمُومَهَا وَأَنَا وَاللَّهِ مَا سَلَمْنَا مِنْ مُنْذُ عَادَيْنَاهُنَّ .

৪৪৮। যয়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার (রা) মিস্বারে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের বাসস্থানসমূহ সংস্কার করো এবং এই জিনেরা তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের পূর্বেই তোমরা তাদের ভীতি প্রদর্শন করো। এদের মধ্যকার মুসলমানরা তোমাদের সামনে আবির্ভূত হবে না। আল্লাহ্র শপথ! যখন থেকে তাদের সাথে আমার শত্রুতা হয়েছে তারপর আর কোন দিন তাদের সাথে আমি আপোষ করিনি।

২১০-بَابُ النُّفَقَةِ فِي الْبِنَاءِ

২১০-অনুচ্ছেদ : ঘর-বাড়ি নির্মাণের খরচ।

৪৪৯- عَنْ خُبَّابٍ قَالَ إِنْ الرَّجُلُ لَيُوجِرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْبِنَاءَ .

৪৪৯। খাব্বাব (রা) বলেন, আদম সন্তানকে প্রতিটি ব্যাপারেই সওয়াব দেয়া হবে, ঘরবাড়ি নির্মাণ ব্যয় ব্যতীত (তি)।

২১১-بَابُ عَمَلِ الرَّجُلِ مَعَ عَمَّالِهِ

২১১-অনুচ্ছেদ : কর্মচারীদের কাজে নিয়োগকর্তার সহযোগিতা।

৪৫০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِابْنِ أَخِي لَهُ خَرَجٌ مِنَ الْوَهْطِ أَيْعْمَلُ عُمَّالَكَ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ أَمَا لَوْ كُنْتَ تَقِيْفًا لَعَلِمْتَ مَا يَعْمَلُ عُمَّالُكَ ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنْ

الرَّجُلَ إِذَا عَمِلَ مَعَ عُمَالِهِ فِي دَارِهِ وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ مَرَّةً فِي مَالِهِ كَانَ عَامِلًا مِنْ عُمَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৪৫০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) ওয়াহ্ত নামক স্থান থেকে আগত তার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলেন, তোমার কর্মচারীরা কি কাজ করে? সে বললো, আমি জানি না। তিনি বলেন, যদি তুমি সাক্ষ্য গোত্রের লোক হতে তবে তোমার কর্মচারীরা কি কাজ করে তা তুমি অবশ্যই জানতে। অতঃপর তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বলেন, কোন ব্যক্তি নিজের ঘরে বা সম্পদে তার কর্মচারীদের সাথে কাজ করলে সে হয় মহামহিম আব্দাহর কর্মচারী।

২১২- بَابُ التَّطَاوُلِ فِي الْبُنْيَانِ.

২১২-অনুচ্ছেদ : সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ।

৪৫১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ.

৪৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : মানুষ সুউচ্চ দালানকোঠা নিয়ে গর্বে মত্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না (বু)।

৪৫২- عَنْ الْحَسَنِ يَقُولُ كُنْتُ أَدْخُلُ بُيُوتَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَاتَّانَاوَلُ سُقْفَهَا بِيَدَيَّ.

৪৫২। হাসান (র) বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর খেলাফতকালে নবী (স)-এর স্ত্রীগণের ঘড়সমূহে যাতায়াত করতাম। আমি তাদের ঘরসমূহের ছাদসমূহ আমার দুই হাতে নাগাল পেতাম (মারাসীল)।

৪৫৩- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ الْحُجُرَاتِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ مَغْشِيَةً مِنْ خَارِجٍ بِمَسُوحِ الشَّعْرِ وَأَظْنُ عَرَضَ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ نَحْوًا مِنْ سِتِّ أَوْ سَبْعِ أَذْرُعٍ وَأَحْزَرَ الْبَيْتَ الدَّاخِلَ عَشْرَ أَذْرُعٍ وَأَظْنُ سَمَكُهُ بَيْنَ الثَّمَانِ وَالسَّبْعِ نَحْوَ ذَلِكَ وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ فَإِذَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَغْرِبِ.

৪৫৩। দাউদ ইবনে কায়েস (র) বলেন, খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত মুমিন জননীদেবীর ঘরসমূহ আমি দেখেছি। এসব ঘরের বহির্দিকে (দেয়ালে) ছিল ঘাসের পলেক্তারা। আমার মনে হয় ঘড়ের প্রস্থ ছিল ঘরের দরজা থেকে বাড়ির ফটক পর্যন্ত প্রায় ছয়-সাত হাত, ভিতরের অংশ দশ হাত এবং উচ্চতা মনে হয় সাত-আট হাত হবে। আমি আয়েশা (রা)-এর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছি। তা ছিল পশ্চিমমুখী (আবু দাউদের মারাসীল)।

৬৫৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّومِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيَّ أُمُّ طَلْقٍ فَقُلْتُ مَا أَقْصَرَ سَقْفُ بَيْتِكَ هَذَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيَّ عُمَالَهُ أَنْ لَا تُطِيلُوا بِنَاءَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ شَرِّ أَيَّامِكُمْ.

৪৫৪। আবদুল্লাহ রুমী (র) বলেন, আমি উম্মে তাল্ক (রা)-এর বাড়িতে গেলাম। আমি তাকে বললাম, আপনার এই ঘরের ছাদ কাতো নিচু। তিনি বলেন, হে ব্যৎস! আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাতাব (রা) তার কর্মচারীদেরকে লিখে পাঠান, তোমাদের ঘর-বাড়িগুলো সুউচ্চ করে বানাবে না। কেননা তা তোমাদের দুর্দিনের ইঙ্গিতবহ।

২১৩- بَابُ مَنْ بَنَى

২১৩-অনুচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি বাড়িঘর নির্মাণ করে।

৬৫৫- عَنْ حَبَّةَ بْنِ خَالِدٍ وَسَوَاءٍ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُعَالِجُ حَائِطًا أَوْ بِنَاءً لَهُ فَأَعَانَاهُ .

৪৫৫। হাব্বা ইবনে খালিদ এবং সাওয়া ইবনে খালিদ (রা) নবী (স)-এর নিকট এলেন। তখন তিনি ঘরের দেয়াল মেরামত করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর সেই কাজে তাকে সহায়তা করেন (ই,আ,হি)।

৬৫৬- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيَّ حَبَابٍ نَعُوذُهُ وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا وَأَنَا أَصْبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

৪৫৬। কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) বলেন, আমরা অসুস্থ খাঝাব (রা)-কে দেখতে গেলাম। তিনি তার দেহে (গরম লোহার) সাতটি দাগ নিলেন। তিনি বলেন, আমাদের যে সকল সাথী অতীত হয়েছেন, দুনিয়া তাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। এখন আমরা এমন বস্তুর অধিকারী হয়েছি যা রাখার জন্য মাটি ছাড়া আর কিছু পাচ্ছি না। নবী (স) যদি আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম (বু,মু,তি,না,ই)।

৬৫৭- ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤَجِّرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَنْفِقُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ يُجْعَلُهُ فِي التُّرَابِ.

৪৫৭। কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) বলেন, অতঃপর আর একদিন আমরা তার নিকট আসলাম। তখন তিনি তাঁর একটি দেয়াল নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, মুসলমানকে তার প্রতিটি খরচের জন্য সওয়াব দেয়া হয়, কিন্তু যা সে মাটিতে খরচ করে (ঘরবাড়ি নির্মাণ করে) তাতে নয় (বু,মু)।

৬৫৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَصْلَحُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا قُلْتُ أَصْلَحُ خُصًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ.

৪৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী (স) যাচ্ছিলেন, তখন আমি আমার কুড়ে ঘর মেরামত করছিলাম। তিনি বলেনঃ এটা কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কুড়ে ঘর মেরামত করছি। তিনি বলেনঃ ব্যাপারটি (মৃত্যু বা কিয়ামত) এর চেয়েও দ্রুত ধেয়ে আসছে (দা,তি,ই,আ,হি)।

২১৬- بَابُ السَّكَنِ الْوَاسِعِ

২১৬-অনুব্ধেদ : প্রশস্ত বসতবাড়ি।

৬৫৯- عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيئُ.

৪৫৯ নাফে ইবনে আবদুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলে নঃ কোন ব্যক্তির সৌভাগ্যের নিদর্শন হলো প্রশস্ত বসতবাড়ি, উত্তম প্রতিবেশী এবং মনোপূত বা আরামদায়ক বাহন (আ,তহা)।

২১৭- بَابُ مَنْ اتَّخَذَ الْغُرْفَ

২১৭-অনুব্ধেদ : স্বতন্ত্র কোঠায় অবস্থান।

৬৬০- عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَنَسٍ بِالزَّوَاوِيَةِ فَوَقَّ غُرْفَةً لَهُ فَسَمِعَ الْأَذَانَ فَتَزَلَّ وَتَزَلَّتْ فَقَارَبَ فِي الْخُطَا فَقَالَ كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَمَشَى بِي هَذِهِ الْمَشْيَةَ وَقَالَ أَتَدْرِي لِمَ فَعَلْتُ بِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَشَى بِي هَذِهِ الْمَشْيَةَ وَقَالَ أَتَدْرِي لِمَ مَشَيْتُ بِكَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لِيَكْثُرَ عَدَدُ خُطَاتِنَا فِي طَلَبِ الصَّلَاةِ.

৪৬০। সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস (রা)-এর সাথে তার ঘরে উপরের মাচানে ছিলেন। তিনি আযান শুনে নিচে নামলে আমিও তার সাথে নিচে নামলাম। তিনি ঘন ঘন পা ফেলে (মসজিদে) যেতে লাগলেন। তিনি বলেন, একদা আমি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি এভাবে আমাকে সাথে নিয়ে হাঁটলেন এবং বললেন, তুমি কি জানো, আমি তোমার সাথে এভাবে কেন হাঁটছি? কেননা নবী (স) আমাকে সাথে নিয়ে এভাবে (ঘন কদমে) হেঁটেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ তুমি কি জানো, আমি কেন তোমার সাথে এভাবে হাঁটছি? আমি বললাম, আব্দাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেনঃ যাতে নামাযের উদ্দেশ্যে আমাদের পদচারণার সংখ্যা অধিক হয় (ইবনে আবু শায়বা)।

২১৬- بَابُ نَقْشِ النُّبَيَّانِ

২১৬-অনুচ্ছেদ : দাশান-কোঠা কারুকার্য করা ।

৬১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْنِيَ النَّاسُ بُيُوتًا يُشَبِّهُونَهَا بِالْمَرَاجِلِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الثِّيَابَ الْمُخَطَّطَةَ.

৪৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : লোকে নকশি কাঁথার মত কারুকার্যময় বাড়িঘর নির্মাণ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। ইবরাহীম (র) বলেন, ‘মারাজিল’ অর্থ কারুকার্য মণ্ডিত কাপড়।

৬২- عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَكْتُبْ لِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قَيْلٍ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ وَمَنْعِ وَهَاتِ.

৪৬২। মুগীরা (রা)-এর সচিব ওয়াররাদ (র) বলেন, মুয়াবিয়া (রা) মুগীরা (রা)-কে লিখে পাঠান, আপনি নবী (স)-এর কাছে যা শুনেছেন তা আমাকে লিখে পাঠান। মুগীরা (রা) তাকে লিখলেন, আল্লাহর নবী (স) প্রতি নামাযের পর বলতেন : “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁর জন্যই সব প্রশংসা। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো তা কেউ রোধ করতে পারে না এবং যা প্রতিরোধ করো তা কেউ দান করতে পারে না। কোন সম্পদশালীর সম্পদ তোমার অসন্তুষ্টির মোকাবিলায় কোন উপকারে আসে না”। তিনি তাকে পত্রে আরো লিখেনঃ তিনি অযথা অধিক কথাবার্তা বলতে, যাঞ্চা করতে এবং সম্পদের অপচয় করতে নিষেধ করতেন। তিনি আরো নিষেধ করতেন, মায়েদের অবাধ্য হতে, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করতে এবং কার্পণ্য করতে ও অপরের প্রাপ্য রুখে রাখতে (ব,মু,দার,আ,হি,খু,আন)।

৬৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْدُوا وَرَوْحُوا وَشَبَّيْ مَنْ الدُّلْجَةَ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا.

৪৬৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তিকেই তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও নন কি? তিনি বলেন : আমিও নই, যদি না আল্লাহ তাঁর রহমাত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন। অতএব তোমরা সরল

পথে চলো, তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও, সকাল-সন্ধ্যায় ইবাদত করো, রাতের অন্ধকারেও কিছু ইবাদত করো এবং সর্বাবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করো (বু, মু, ই)।

২১৭- بَابُ الرِّفْقِ

২১৭- অনুচ্ছেদঃ নম্রতা প্রদর্শন।

৬৬৪- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِّنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا السَّأَمُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهَّمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّأَمُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

৪৬৪। মহানবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, কয়েকজন ইহুদীর একটি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশ করে বললো, আসসামু আলাইকুম (তোমাদের মৃত্যু হোক)। আয়েশা (রা) বলেন, কথাটা আমি বুঝতে পারলাম এবং বললাম, ওয়া আলাইকুমুস সামু ওয়াল-লানাতু (তোমাদের মৃত্যু হোক এবং অভিসম্পাতও)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ থামো হে আয়েশা! আল্লাহ সব ব্যাপারে নম্রতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কি বলেছে তা আপনি শুনেনি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আমিও তো ওয়া আলাইকুম বলেছি (বু, মু)।

৬৬৫- عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَحْرُمُ الرِّفْقَ يَحْرُمُ الْخَيْرَ.

৪৬৫। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নম্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৬৬৬- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أُعْطِيَ حَظُّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظُّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَثْقَلَ شَيْئٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنُ الْخُلُقِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ.

৪৬৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যাকে নম্রতার মতো গুণ দান করা হয়েছে তাকে কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর যাকে নম্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দার নেকীর পাল্লায় সবচেয়ে ভারী বস্তু হবে উত্তম চরিত্র। নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীলভাষী ও বাচাল লোককে পছন্দ করেন না (তি, দা)।

৬৬৭- قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ.

৪৬৭। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্রটি-বিচ্যুতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করো (দা, না)।

৬৬৮- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَكُونُ الْخَرَقُ فِي شَيْئٍ إِلَّا شَأْنُهُ وَإِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ.

৪৬৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কর্কশ স্বভাব যে কোন বস্তুকেই দোষযুক্ত করে। নিশ্চয় আল্লাহ নম্র এবং তিনিও নম্রতা পছন্দ করেন (তি,ই)।

৬৭৯- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدُّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

৪৬৯। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল। কোন কিছু তাঁর অপছন্দ হলে আমরা তাঁর চেহারা দর্শনেই তা বুঝতে পারতাম (বু,মু)।

৬৭০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْهُدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ وَالْاِفْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ.

৪৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ উত্তম চালচলন, সদাচার এবং মিতাচার হচ্ছে নবুয়াতের সত্তর ভাগের একভাগ (দা)।

৬৭১- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ عَلَيَّ بَعِيرٍ فِيهِ صَعُوبَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يَنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

৪৭১। আয়েশা (রা) বলেন, আমি একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিলাম। তা ছিল বেশ কষ্টদায়ক। (আমি তাকে প্রহার করলে) নবী (স) বলেনঃ তুমি অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করবে। কোন বস্তুর মধ্যে তা বিদ্যমান থাকলে তা সেই বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোন বস্তু থেকে তা অপসারিত করা হলে তা দোষদুষ্ট হয়ে যায় (মু)।

৬৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَاكُمْ وَالشَّعْ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ وَالظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৪৭২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ সাবধান! কৃপণতা পরিহার করবে। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এই কৃপণতাই ধ্বংস করেছে। ফলে তারা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে এবং আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। যুলুম কিয়ামতের দিন ঘনীভূত অন্ধকাররূপে আবির্ভূত হবে (মু,আ,হি)।

২১৮- بَابُ الرِّفْقِ فِي الْمَعِيشَةِ.

২১৮-অনুচ্ছেদ : সরল জীবনযাত্রা।

৬৭৩- عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيَّ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ اأْمْسَكَ حَتَّى أُخِيطَ نَقَبَتِي فَأَمْسَكْتُ فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ خَرَجْتُ فَأَخْبَرْتُهُمْ لَعَدُوَّةٌ مِنْكَ بِخِلَافٍ قَالَتْ أَبْصِرْ شَانَكَ إِنَّهُ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا يَلْبَسُ الْخَلْقَ.

৪৭৩। কাসীর ইবনে উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলেন, একটু অপেক্ষা করো। আমি আমার মুখাভরণটি একটু সেলাই করে নেই। আমি অপেক্ষা করলাম। আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমি যদি বাইরে গিয়ে লোকজনকে অবহিত করি তবে তারা এটাকে আপনার কৃপণতা বলবে। তিনি বলেন, তুমি নিজের অবস্থার দিকে তাকাও। যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান করে না তার জন্য নতুন কাপড় নয় (তাবাকাত ইবনে সাদ)।

২১৭-بَابُ مَا يُعْطِي الْعَبْدُ عَلَى الرَّفْقِ

২১৯-অনুচ্ছেদ : নম্রতা অবলম্বন করলে বান্দাকে যা দেয়া হয়।

৪৭৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَنْفِ.

৪৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা নম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার উসীলায় (বান্দাকে) এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার বেলায় দান করেন না (মু, দা)।

২২০-بَابُ التَّسْكِينِ

২২০-অনুচ্ছেদ : সান্ত্বনা প্রদান।

৪৭৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِنُوا وَلَا تُنْفِرُوا.

৪৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না, সান্ত্বনা দাও, ঘৃণা বা বিরক্তি উৎপাদন করো না (বু, মু)।

৪৭৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَزَلَ ضَيْفٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَفِي الدَّارِ كَلْبَةٌ لَهُمْ فَقَالُوا يَا كَلْبَةُ لَا تُنْبَحِي عَلَيَّ ضَيْفَنَا فَصَحَنَ الْجِرَاءُ فِي بَطْنِهَا فَذَكَرُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ مَثَلَ هَذَا كَمَثَلِ أُمَةٍ تَكُونُ بَعْدَكُمْ يَغْلِبُ سَفَهَا هَهَا عُلَمَانَهَا.

৪৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, বনী ইসরাঈলে জনৈক মেহমান আসলো। তাদের ঘরের দরজায় ছিল তাদের একটি মাদী কুকুর। লোকজন বললো, হে কুকুরী! আমাদের মেহমানের আগমনে ঘেউ ঘেউ করো না। (কুকুরী তো নীরব থাকলো কিন্তু) তার পেটের দানাগুলো ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো। তারা (বিষয়টি) তাদের নবীর কাছে উল্লেখ করলো। তিনি বলেন : এর অনুরূপ তোমাদের পরবর্তী উম্মাতের মধ্যে ঘটবে। তাদের নির্বোধেরা তাদের আলেমদের পরাভূত করবে (আ)।

২২১- بَابُ الْخَرْقِ

২২১- কঠোরতা প্রদর্শন।

৬৭৭- عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ عَلَيَّ بَعِيرٍ فِيهِ صَعُوبَةٌ فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ فَإِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يَنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

৪৭৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি একটি উটের পিঠে সওয়ার ছিলাম। তা ছিল বেশ কষ্টদায়ক। আমি তাকে প্রহার করলে-নবী (স) বলেনঃ তুমি অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করবে। কোন বস্তুর মধ্যে তা থাকলে তা সেই বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোন বস্তু থেকে তা অপসারিত করা হলে তা দোষদুষ্ট হয়ে যায় (বু, মু, দা, আ)।

৬৭৮- عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ قَالَ لَهُ جَابِرٌ أَوْ جُوَيْرُ طَلَبْتُ حَاجَةً إِلَيَّ عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ لِبَلَاءٍ فَعَدَوْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ أُعْطِيتُ فَطْنَةً وَلِسَانًا (أَوْ قَالَ مَنْطِقًا) فَأَخَذْتُ فِي الدُّنْيَا فَصَغَرْتُهَا فَتَرَكْتُهَا لَا تُسَوِّي شَيْئًا وَالِّي جَنْبِهِ رَجُلٌ أَبْيَضَ الشَّعْرُ أَبْيَضَ الشِّيَابِ فَقَالَ لَمَّا فَرَعْتُ كُلَّ قَوْلِكَ كَانَ مُقَارِبًا إِلَيَّ وَقُوعُكَ فِي الدُّنْيَا وَهَلْ تَذَرِي مَا الدُّنْيَا إِنَّ الدُّنْيَا فِيهَا بَلَاغُنَا (أَوْ قَالَ دَارُنَا) إِلَى الْآخِرَةِ وَفِيهَا أَعْمَالُنَا الَّتِي نُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ قَالَ فَأَخَذَ فِي الدُّنْيَا رَجُلٌ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنِّي فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي إِلَيَّ جَنْبِكَ قَالَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ أَبِي بَنْ كَعْبٍ.

৪৭৮। আবু নাদরা (র) বলেন, আমাদের মধ্যকার জাবির বা জুয়াইবির নামক এক ব্যক্তি বলেন, উমার (রা)-এর খেলাফতকালে তার কাছে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলো। আমি রাতে মদীনায পৌছলাম। ভোর হলে আমি উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বাকপটুতা উভয়ই দান করা হয়েছে। আমি পার্থিব জীবন সম্পর্কে কথা তুললাম এবং একে একেবারেই তুচ্ছ প্রতিপন্ন করলাম। তার পাশে উপস্থিত ছিলেন সাদা পোশাক পরিহিত গুহ্রকেশী এক ব্যক্তি। আমি কথা শেষ করলে তিনি আমাকে বলেন, তোমার সব কথাই ঠিক। কিন্তু দুনিয়াই তোমার বর্তমান ঠিকানা। তুমি কি জানো, দুনিয়া কি? দুনিয়া হলো আমাদের লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্র বা আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের স্থান। এখানে আমরা যে আমল করবো তার প্রতিদান আমরা আখেরাতে লাভ করবো। আগন্তুক বলেন, দুনিয়া প্রসঙ্গে এমন এক ব্যক্তি কথা বললেন, যিনি এ ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার পাশে উপবিষ্ট ইনি কে? তিনি বলেন, ইনি হলেন মুসলমানদের নেতা উবাই ইবনে কাব (রা)।

৬৭৯- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْآشْرَةُ شُرٌّ.

৪৭৯। বারআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ দাঙ্কিতা হলো সর্বনাশের মূল (আ)।

২২২- بَابُ اصْطِنَاعِ الْمَالِ

২২২-অনুচ্ছেদ : উৎপাদনমুখী খাতে সম্পদ বিনিয়োগ।

৪৮০- عَنْ حَنْشِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا تَنْتَجُ فَرَسَهُ فَيَنْحَرُهَا فَيَقُولُ أَنَا أَعِيشُ حَتَّى أَرْكَبَ هَذَا فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنْ أَصْلِحُوا مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَإِنْ فِي الْأَمْرِ تَنَفُّسًا.

৪৮০। হানাশ ইবনুল হারিস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কারো ঘোড়াকীর বাচ্চা হলে সে তা যবেহ করে ফেলতো আর বলতো, তা বাহনের উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত কি আমি বেঁচে থাকবো! অতএব আমাদের নিকট উমার (রা)-র একখানা চিঠি আসলো : আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন তার রক্ষণাবেক্ষণ করো। কেননা তোমাদের ঐ আচরণ অত্যন্ত স্বার্থপরতা প্রসূত।

৪৮১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدٍ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسَهَا.

৪৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যদি কিয়ামত এসে যায় এবং তখন তোমাদের কারো হাতে একটি চারাগাছ থাকে, তবে কিয়ামত হওয়ার আগেই তার পক্ষে সম্ভব হলে যেন চারাটি রোপন করে (আ ১২৯৩৩ ও ১৩০১২)।

৪৮২- عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ إِنْ سَمِعْتَ بِالْجُدِّالِ قَدْ خَرَجَ وَأَنْتَ عَلَيَّ وَدِيَّةٍ تَغْرِسَهَا فَلَا تَعْجَلْ أَنْ تُصْلِحَهَا فَإِنَّ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْشًا.

৪৮২। দাউদ ইবনে আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) আমাকে বললেন, তুমি যদি শুনে পাও যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে, আর তুমি খেজুরের চারা রোপণে লিপ্ত আছো, তবে তার রোপনকাজ সারতে তাড়াহুড়া করো না। কেননা তারপরও লোকবসতি অব্যাহত থাকবে।

২২৩- بَابُ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

২২৩-অনুচ্ছেদ : নির্যাতিতের দোয়া।

৪৮৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

৪৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। (১) উৎপীড়িতের দোয়া, (২) মুসাফিরের দোয়া এবং (৩) সন্তানের জন্য পিতার দোয়া (ই)।

২২৪- بَابُ سُؤَالِ الْعَبْدِ الرُّزْقَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِهِ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

২২৪-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর কাছে বান্দার রিযিক প্রার্থনা। কেননা মহামহিম আল্লাহর বাণীঃ “আপনি আমাদের রিযিক দান করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা” (৫ঃ১১৪)।

৪৮৪- عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ نَظَرَ نَحْوَ الْيَمِينِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ وَنَظَرَ نَحْوَ الْعِرَاقِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَنَظَرَ نَحْوَ كُلِّ أَقْفٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ تَرَاثِ الْأَرْضِ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدْنَا وَصَاعِنَا.

৪৮৪। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে মিন্বারে উপবিষ্ট অবস্থায় ইয়ামনের দিকে তাকিয়ে বলতে শুনেছেন : হে আল্লাহ! এদের অন্তরকে ফিরিয়ে দিন। অতঃপর তিনি ইরাকের দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলেন। এভাবে তিনি প্রত্যেক দিকে ফিরে অনুরূপ বলেন। তিনি আরো বলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি পৃথিবীর উৎপন্নজাত দ্রব্যাদি থেকে আমাদেরকে রিযিক দান করুন এবং আমাদের মুদ্ব ও সা-এ বরকত দান করুন (আ,তি)।

২২৫- بَابُ الظُّلْمِ ظُلُمَاتُ

২২৫-অনুচ্ছেদ : যুলুম হলো অন্ধকার।

৪৮৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّعْ فَإِنَّ الشُّعْ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ.

৪৮৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন গভীর অন্ধকাররূপে আসবে। তোমরা কৃপণতা থেকে বিরত থাকো। কেননা এই কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাত করতে এবং তাদের প্রতি হারামসমূহকে হালালরূপে গ্রহণ করতে উদ্যত করেছে (মু,আ)।

৪৮৬- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي مَسْخٌ وَقَذْفٌ وَخَسْفٌ وَبَدْءُ بَاهِلِ الْمَظَالِمِ.

৪৮৬। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমার উম্মাতের শেষ যমানায় পাপকর্মের (শাস্তিস্বরূপ) চেহারা বিকৃতি, আসমানী বিপদ ও ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটবে। এই বিপদ প্রথমে যালেমের উপর পতিত হবে।

৪৮৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الظُّلُمُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৪৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকাররূপে আবির্ভূত হবে (বু, মু, তি, আ)।

৪৮৮- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُسْبُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نَقَوْا وَهَذَّبُوا أَذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا حَدَّثُهُمْ بِمَنْزِلِهِ أَدَلُّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا.

৪৮৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তিগণের দোষখ থেকে মুক্তি লাভের পর বেহেশত ও দোষখের মধ্যখানে স্থাপিত এক পুলের উপর তাদের গতিরোধ করা হবে। তারা দুনিয়াতে পরস্পরের প্রতি যে অবিচার করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। অতঃপর শেষে যখন তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে তখন তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! প্রত্যেকেই জান্নাতে তার স্থান তার দুনিয়ার অবস্থান স্থলের চেয়েও উত্তমরূপে চিনতে পারবে (বু, তি, আ)।

৪৮৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ وَدَعَاهُمْ فَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ.

৪৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা অবশ্যই যুলুম করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার রূপ ধারণ করবে। তোমরা অবশ্যই অশ্লীলতা বর্জন করবে। কেননা আল্লাহ তাআলা অশ্লীলভাষী ও অশ্লীলতার প্রসারকারীকে পছন্দ করেন না। তোমরা অবশ্যই কপণতা পরিহার করবে। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে এবং হারামসমূহকে হালালরূপে গ্রহণ করতে উদ্যত করেছে।

৪৯০- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَحَمَلَهُمْ عَلَيَّ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ.

৪৯০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকো। কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন গভীর অন্ধকাররূপে আসবে। তোমরা কপণতা পরিহার করো। কেননা এই কপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে পরস্পরের রক্তপাত করতে এবং তাদের প্রতি হারামসমূহকে হালালরূপে গ্রহণ করতে উদ্যত করেছে (মু, আ)।

৪৯১- عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ اجْتَمَعَ مَسْرُوقٌ وَشَتِيرٌ بَنُ شَكْلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتَقَوَّضَ إِلَيْهِمَا حَلْقُ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَسْرُوقٌ لَا أَرَى هُؤْلَاءَ يَجْتَمِعُونَ إِلَيْنَا إِلَّا لِيَسْتَمِعُوا مِنَّا خَيْرًا فَمَا أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَأُصَدِّقَكَ أَنَا وَإِنِّي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ

عَبْدَ اللَّهِ فَتُصَدِّقُنِي فَقَالَ حَدَّثَ يَا أَبَا عَائِشَةَ قَالَ هَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ الْعَيْنَانِ
يَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ يَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ يَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيَكْذِبُهُ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ
وَأَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعَ لِحَلَالٍ وَحَرَامٍ
وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى قَالَ نَعَمْ
وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَسْرَعُ قَرَجًا مِنْ
قَوْلِهِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ
عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ تَفْوِضًا مِنْ قَوْلِهِ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَيَّ
أَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَأَنَا سَمِعْتُهُ .

৪৯১। আবুদ দোহা (র) বলেন, মাসরুক ও শুতাইর ইবনে শাকল (র) মসজিদে একত্র হলেন। মসজিদে উপস্থিত লোকজন তাদেরকে ঘিরে ধরলো। মাসরুক (র) বলেন, লোকজন আমাদের নিকট উপদেশ শোনার জন্যই আমাদের ঘিরে ধরেছে। হয় আপনি আবদুল্লাহ (রা)-এর সূত্রে (হাদীস) বর্ণনা করুন এবং আমি তা সমর্থন করবো অথবা আমি আবদুল্লাহ (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করি এবং আপনি তা সমর্থন করুন। অপরজন বলেন, হে আবু আয়েশা! আপনি বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেনঃ চক্ষুদ্বয় যেনা করে, হস্তদ্বয় যেনা করে, পদদ্বয় যেনা করে এবং লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে? অপরজন বলেন, হাঁ, আমিও তা শুনেছি। পুনরায় তিনি বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নিম্নোক্ত আয়াতের মতো কুরআন মজীদে আর কোন আয়াতে একই সাথে হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধ সন্নিবেশিত হয়নিঃ “নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়-ইনসাফ, দয়া-অনুগ্রহ ও নিকটাত্মীয়ের প্রাপ্য প্রদানের নির্দেশ দিচ্ছেন” (১৬ঃ ৯০)? তিনি বলেনঃ হাঁ, আমি তাকে একথা বলতে শুনেছি। তিনি পুনরায় বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে দ্রুত অভাব মোচনকারী ও বিপদমুক্তির অন্য কোন আয়াত নেইঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য মুক্তির একটি ব্যবস্থা করে দেন” (৬৫ঃ ২)? তিনি বলেন, হাঁ। মাসরুক (র) বলেন, আপনি কি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে অধিক আবেদনময়ী বা সুবিধা দানকারী অন্য কোন আয়াত নাইঃ “হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে তোমরা আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না” (৩৯ঃ ৫৩)? শুতাইর (রা) বলেন, হাঁ, আমি তার নিকট একথা শুনেছি।

৪৯২- عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ يَا عِبَادِيَ أَنِّي قَدْ
حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالِمُوا يَا عِبَادِيَ إِنَّكُمْ الَّذِينَ
تَخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَلَا أَبَالِي فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا
عِبَادِيَ كُلُّكُمْ جَانِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمْتُكُمْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ
فَاسْتَكْسُونِي اكْسَكُم يَا عِبَادِيَ لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُم وَأَنْسَكُم وَجَنَكُم كَانُوا عَلَيَّ

اتَّقِي قَلْبَ عَبْدٍ مِّنْكُمْ لَمْ يَزِدْ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا وَلَوْ كَانُوا عَلَيَّ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ لَّمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِّنْهُمْ مَا سَأَلَ لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرُ أَنْ يُغْمَسَ فِيهِ الْمُخِيطُ غَمَسَةً وَاحِدَةً يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَجْعَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومُ إِلَّا نَفْسَهُ كَانُوا أَبُو ادْرِيسَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَثِي عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

৪৯২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ বরকতময় মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের উপর যুলুম হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের পরস্পরের প্রতি তোমাদের যুলুম করাও হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পরের প্রতি যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা তো রাত-দিন গুনাহ করো, আর আমি গুনাহ মাফ করি। তাতে আমার কোন পরওয়া নাই। অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, অবশ্য আমি যাকে আহার করাই সে ব্যতীত। অতএব তোমরা আমার কাছে আহার চাও, আমি তোমাদের আহাৰ্য দান করবো। তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন, তবে আমি যাকে বস্ত্র দান করি সে ব্যতীত। অতএব তোমরা আমার নিকট বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের বস্ত্র দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্যকার প্রথম ব্যক্তি থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলে অর্থাৎ তোমাদের জিন ও মানব সকলে যদি তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তির অন্তরসম হয়ে যায়, তবে তাতে আমার রাজত্বের বিন্দুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না। আর যদি সকলে সর্বাধিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তিসম হয়ে যায়, তবে তাতেও আমার রাজত্ব বিন্দুমাত্র শ্রীহীন হবে না। তোমাদের সকলে যদি এক বিশাল প্রান্তরে সমবেত হয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং আমি তাদের প্রত্যেককে তার চাহিদামত দান করি, তবে তাতে আমার রাজত্বের এতটুকুই ঘাটতি হবে, যতটুকু হয় কেউ সমুদ্রে একটি সুঁই একবার মাত্র ডুবালে। হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলসমূহই তোমাদের জন্য সঞ্চয় করে রাখি। সুতরাং তোমাদের কেউ কল্যাণ লাভ করলে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর কেউ তার বিপরীত (অমঙ্গল) কিছু লাভ করলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে। আবু ইদরীস আল-খাওলানী (র) এই হাদীস যখনই বর্ণনা করতেন তখনই নিজের হাঁটুদ্বয় একত্র করে পরম বিনয় প্রকাশ করতেন (বু, মু, ই, আ, হি, হা)।

২২৬- بَابُ كَفَّارَةِ الْمَرِيضِ

২২৬-অনুচ্ছেদ : রুগ্নের রোগযাতনা (তার গুনাহর) কাফফারাস্বরূপ।

৬৯৩-عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُوَ وَجَعٌ فَقَالَ كَيْفَ أَمْسَى أَجْرَ الْأَمِيرِ فَقَالَ هَلْ تَذَرُونَ فِيمَا تُؤْجَرُونَ بِهِ فَقَالَ بِمَا يُصِيبُنَا فِيمَا نَكْرَهُ فَقَالَ إِنَّمَا تُؤْجَرُونَ بِمَا أَنْفَقْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَسْتَنْفِقُ لَكُمْ ثُمَّ عَدَّ أَدَاةَ

الرَّحْلِ كُلِّهَا حَتَّى بَلَغَ عَذَارَ الْبِرْدُونِ وَلَكِنْ هَذَا الْوَصْبُ الَّذِي يُصِيبُكُمْ فِي أَجْسَادِكُمْ يَكْفُرُ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاكُمْ.

৪৯৩। গুদাইফ ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তার নিকট আসলো। সে বললো, আপনি কেমন আছেন? আমীর পুরস্কৃত হোন! তিনি বলেন, তোমরা কি জানো, কিসের বিনিময়ে তোমরা পুরস্কার লাভ করো? সে বললো, আমাদের উপর অবাস্তিত কিছু আপতিত হলে তার বিনিময়ে। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যা ব্যয় করো এবং তোমাদের জন্য যা ব্যয় করা হয় তোমরা তার বিনিময় পাবে। অতঃপর তিনি হাওদা থেকে শুরু করে ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত অনেক কিছুর উল্লেখ করলেন। অতঃপর বলেন, কিন্তু তোমাদের দেহে যেসব অসুখ-বিসুখ হয় তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করেন (আ, তা)।

৬৯৬- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةُ يُشَاكُّهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.

৪৯৪। আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুসলিম বান্দার উপর রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাবনা যাই আসুক, এমনকি যে কাঁটা তার গায়ে বিধে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন (বু, মু, তি, আ)।

৬৯৫- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وَعَادَ مَرِيضًا فِي كِنْدَةٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ أَبْشِرْ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتَبًا وَإِنْ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَا يَذْرِي لِمَ عَقَلَ وَلَمْ أَرْسَلْ.

৪৯৫। আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি কিন্দায় এক রোগীকে দেখতে গেলেন। তিনি তার নিকট প্রবেশ করে বলেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ মুমিন বান্দার রোগকে তার গুনাহসমূহের কাফফারা ও অনুশোচনাস্বরূপ গ্রহণ করেন। আর পাপাচারীর রোগ হলো এমন উটতুল্য যাকে তার মালিক বেঁধে রাখলো, অতঃপর ছেড়ে দিলো। অথচ সে জানে না যে, তারা কেন তাকে বাঁধলো এবং কেনই বা তাকে ছেড়ে দিলো।

৬৯৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.

৪৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ ঈমানদার পুরুষ ও নারীর জান-মাল ও পরিবার-পরিজনের উপর বাল্য-মুসীবত লেগেই থাকে। অতঃপর সে মহামহিম আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করে যে, তার কোন গুনাহই অবশিষ্ট থাকে না (তি, আ)।

৬৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ أَخَذْتَكَ أُمٌ مِلْدَمٍ قَالَ وَمَا أُمٌ مِلْدَمٍ قَالَ حَرُّ بَيْنِ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ صُدِعْتَ قَالَ وَمَا الصُّدَاعُ قَالَ رِيحٌ تَعْتَرِضُ فِي الرَّأْسِ تَضْرِبُ الْعُرُوقَ قَالَ لَا قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ إِيَّيْ فَلْيَنْظُرْ.

৪৯৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক বেদুইন নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেনঃ তোমাকে কি উষ্ম মিলদাম স্পর্শ করেছে? সে বললো, উষ্ম মিলদাম কি? তিনি বলেনঃ দেহের চামড়া ও গোশতের মধ্যবর্তী স্থানের উত্তাপ (জ্বর)। সে বললো, না। তিনি পুনরায় বলেনঃ তুমি কি সুদা আক্রান্ত হয়েছো? সে বললো, সুদা কি? তিনি বলেনঃ একটি বায়ু যা মাথায় অনুভূত হয় এবং তা শিরাসমূহে আঘাত করে। সে বললো, না। অতঃপর সে ব্যক্তি উঠে চলে গেলে তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন দোষীকে দেখতে আগ্রহী সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয় (হা, হি)।

২২৭-بَابُ الْعِيَادَةِ جَوْفِ اللَّيْلِ

২২৭-অনুচ্ছেদঃ গভীর রাতে রোগীকে দেখতে যাওয়া।

৬৮- عَنْ خَالِدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ حَدِيثُهُ سَمِعَ بِذَلِكَ رَهْطَهُ وَالْأَنْصَارَ فَاتَّوَّهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ قُلْنَا جَوْفُ اللَّيْلِ أَوْ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ صَبَاحِ النَّارِ قَالَ جِئْتُمْ بِمَا أَكْفَنُ بِهِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ لَا تَغَالُرُوا بِالْأَكْفَانِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَذَلُّهُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ الْأُخْرَى سَلَبَتْ سَلْبًا سَرِيعًا.

৪৯৮। খালিদ ইবনুর রবী (র) বলেন, হুযায়ফা (রা) মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলে তা তার পরিবারের লোকজন ও আনসারগণ শুনতে পেলেন। তারা গভীর রাতে বা ভোর রাতের দিকে তার নিকট আসলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, এটা কোন সময়? আমরা বললাম, মধ্যরাত বা ভোরের কাছাকাছি সময়। তিনি বলেন, আমি জাহান্নামের প্রভাত হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি বলেন, তোমরা কি আমার কাফনের কাপড় নিয়ে এসেছো? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তোমরা কাফনের ব্যাপারে বেশি খরচ করো না। কেননা আল্লাহর কাছে যদি আমার জন্য কল্যাণ থেকে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি এর চেয়ে উত্তম বস্ত্রই লাভ করবো। আর যদি তা না হয় তবে এই কাফনও অচিরেই ছিনিয়ে নেয়া হবে (হাকেম, সিফাতুস সাফওয়া)।

৬৯- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ اللَّهُ كَمَا يَخْلُصُ الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ.

৪৯৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহ তাকে (গুনাহ থেকে) এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করেন, যেমন হাঁপড় লোহাকে পরিচ্ছন্ন করে।

৫০০- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ وَجَعٌ أَوْ مَرَضٌ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةٌ ذَنْبِهِ حَتَّى الشُّوْكَهَ يُشَاكُهَا أَوْ النُّكْبَةَ.

৫০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ কোন মুসলমান ব্যাধি-বেদনা বা রোগ-ব্যাধির দ্বারা বিপদগ্রস্ত হলে তা তার গুনাহর কাফফারা হয়, এমনকি তার দেহে কাঁটা বিধলে বা লাগলে বা সে হৌচট খেলে তাও (বু, মু, না)।

৫০১- عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ اشْتَكَيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوَى شَدِيدَةً فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتْرُكُ مَالًا وَإِنِّي لَمْ أَتْرُكْ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً أَفَأَوْصِي بِثُلْثِي مَالِي وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ قَالَ لَا قَالَ أَوْصِي النُّصْفَ وَأَتْرُكُ لَهَا النُّصْفَ قَالَ لَا قَالَ فَأَوْصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ االلَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَاتِّمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلَيَّ كَيْدِي فِيمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ.

৫০১। সাদ (রা)-এর কন্যা আয়েশা (রা) বলেন, তার পিতা বলেছেন, আমি মক্কায় রোগগ্রস্ত হলাম। নবী (স) আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অনেক সম্পত্তি এবং একটি মাত্র কন্যা সন্তান রেখে যাচ্ছি। আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করে এক-তৃতীয়াংশ রেখে যেতে পারি? তিনি বলেন : না। তিনি (পিতা) বলেন, তাহলে আমি কি অর্ধেক সম্পত্তি ওসিয়াত করে বাকী অর্ধেক তার জন্য রেখে যেতে পারি? তিনি বলেন : না। আমি বললাম, তবে কি আমি এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করে দুই-তৃতীয়াংশ তার জন্য রেখে যেতে পারি? তিনি বলেন : এক-তৃতীয়াংশ। তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। অতঃপর তিনি তাঁর হাত আমার কপালে রাখলেন, অতঃপর আমার মুখমণ্ডলে ও পেটে হাত বুলালেন। অতঃপর বলেন : “হে আল্লাহ! সাদকে রোগমুক্ত করো এবং তার হিজরতকে পূর্ণ করো”। সাদ (রা) বলেন, তিনি আমার এখান থেকে বিদায়ের পর হতে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাঁর হাতের শীতলতা আমার হৃদপিণ্ডে অনুভব করছি (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

২২৮-بَابُ يُكْتَبُ لِلْمَرِيضِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ

২২৮-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় যেসব নেক আমল করতো, তার ঋণ অবস্থায়ও (তার আমলনামায়) তা লেখা হয়।

৫০২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْرُضُ إِلَّا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ.

৫০২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে সেই অবস্থায় সে তার সুস্থাবস্থায় যে রূপ আমল করতো সে রূপ সওয়াব তার জন্য লেখা হয় (আ, বা, হা)।

৫০৩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ مَا كَانَ مَرِيضًا فَإِنْ عَافَاهُ أَرَاهُ قَالَ قَالَ غَسَلَهُ وَإِنْ قَبِضَهُ غَفَرَ لَهُ.

৫০৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে কোন মুসলমানকে আল্লাহ যখন দৈহিকভাবে পরীক্ষায় ফেলেন, তার সুস্থাবস্থায় সে যে রূপ আমল করতো ঠিক তদ্রূপ সওয়াব তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকে, যতক্ষণ সে রোগাক্রান্ত থাকে। অতঃপর যদি তিনি তাকে রোগমুক্ত করেন তবে তাকে (গুনাহ থেকে) ধোত করে দেন, আর যদি তাকে মৃত্যু দান করেন তবে তাকে ক্ষমা করে দেন (আ, মুশকিলুল আছার)।

৫০৪ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتِ الْحُمَيَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ ابْعَثْنِي إِلَى أَثَرِ أَهْلِكَ عِنْدَكَ فَبَعَثَهَا إِلَى الْأَنْصَارِ فَبَقِيَتْ عَلَيْهِمْ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ فَاسْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُمْ فِي دِيَارِهِمْ فَشَكُّوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ دَارًا وَيَبْتَئُ بَيْتًا يَدْعُو لَهُمْ بِالْعَافِيَةِ فَلَمَّا رَجَعَ تَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَنِّي لَمِنَ الْأَنْصَارِ وَإِنَّ أَبِي لَمِنَ الْأَنْصَارِ فَادْعُ اللَّهَ لِي كَمَا دَعَوْتَ لِلْأَنْصَارِ قَالَ مَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكَ وَإِنْ شِئْتَ صَبِرْتَ وَلَكِ الْجَنَّةُ قَالَتْ بَلْ أَصْبِرُ وَلَا أَجْعَلُ الْجَنَّةَ حَطْرًا.

৫০৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা জুর নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি আমাকে আপনার একান্ত প্রিয়জনদের কাছে প্রেরণ করুন। তিনি তাকে আনসারদের বসতিতে পাঠান। তা তাদেরকে ছয় দিন ছয় রাত আক্রান্ত রাখে এবং মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে। নবী (স) তাদের বসতিতে এলে তারা তার নিকট এই ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তাই নবী (স) তাদের বাড়ি বাড়ি ও ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের রোগমুক্তির জন্য দোয়া করলেন। তিনি ফিরে এলে এক আনসার মহিলা তাঁর অনুসরণ করেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! অবশ্যই আমি একজন আনসার মহিলা এবং আমার পিতাও একজন আনসার। অতএব আপনি আনসারদের জন্য যে রূপ দোয়া করে এসেছেন, আমার জন্যও অনুরূপ দোয়া করুন। তিনি বলেন : তুমি কি চাও? তুমি চাইলে আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতে পারি। আর যদি তুমি চাও তবে ধৈর্য ধারণ করতে পারো, তোমার জন্য হবে জান্নাত। সে বললো, বরং আমি ধৈর্য ধারণ করবো, তবুও জান্নাত প্রাপ্তিকে বিঘ্নিত করবো না।

৫০৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا مِنْ مَرَضٍ يُصِيبُنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحُمَى لِأَنَّهَا تَدْخُلُ فِي كُلِّ عَظْمٍ مِنِّي وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي كُلَّ عَظْمٍ قِسْطَهُ مِنَ الْأَجْرِ.

৫০৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার কাছে জ্বরের চেয়ে প্রিয়তর কোন রোগ নাই। তা আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবেশ করে এবং আল্লাহ এর বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার প্রাপ্য সওয়াব দান করন (ইবনে আবু শায়বা)।

৫০৬- عَنْ أَبِي نُحَيْلَةَ قِيلَ لَهُ أَدْعُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُمَّ انْقُصْ مِنَ الْمَرَضِ وَلَا تَنْقُصْ مِنَ الْأَجْرِ فَقِيلَ لَهُ أَدْعُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَاجْعَلْ أُمِّي مِنَ الْخَوَرِ الْعَيْنِ.

৫০৬। আবু নুহায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তাকে বলা হলো, আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! রোগ কমিয়ে দিন, কিন্তু সওয়াব কমাবেন না। তাকে বলা হলো, আরো দোয়া করুন, আরো দোয়া করুন। তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! আমাকে আপনার নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমার মাকে আয়তলোচনা হুরদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

৫০৭- حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَّاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ أَمْرَاءَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّودَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أَصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي قَالَ إِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِكَ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا.

৫০৭। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী নারী দেখাবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, ঐ কৃষ্ণকায় মহিলা। সে নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত এবং (অচৈতন্য অবস্থায়) আমি বিবস্ত্র হয়ে যাই। আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি বলেনঃ তুমি চাইলে ধৈর্য ধারণ করতে পারো এবং তোমার জন্য হবে জান্নাত। আর যদি চাও তবে আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি। সে বললো, আমি ধৈর্য ধারণ করবো। সে পুনরায় বললো, আমি বিবস্ত্র হয়ে যাই। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, যেন আমি বিবস্ত্র না হই। তিনি তার জন্য দোয়া করলেন (বু, মু,না)।

৫০৮- عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُرَّارٍ تَلِكَ الْمَرْأَةَ طَوِيلَةَ سَوْدَاءَ عَلَى سُلَّمِ الْكَعْبَةِ قَالَ وَاخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ أَخْبَرْتَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ.

৫০৮। আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সেই কৃষ্ণকায় দীর্ঘদেহী উম্মু যুফারকে কাবা ঘরের সিঁড়ির উপর দেখেছেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলায়কা আমাকে অবহিত করেছেন যে, কাসেম (র) তাকে অবহিত করেছেন। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেন যে, নবী (স) বলতেনঃ মুমিন ব্যক্তির দেহে কাঁটা বিদ্ধ হলে বা ততোধিক বিপদ এলে তাতে তার গুনাহর কাফফারা হয়ে যায় (বু, মু, মুশকিলুল আছার)।

৫০৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فِي الدُّنْيَا يَحْتَسِبُهَا إِلَّا قُضِيَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে কোন মুসলমানের গায়ে এই দুনিয়ায় কাঁটা বিদ্ধ হয় এবং সে তাতে সওয়াবের আশা রাখে, তার বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার গুনাহসমূহ মাফ করা হবে (আ, মুশকিলুল আছার)।

৫১০- عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يَمْرُضُ مَرَضًا إِلَّا قَضَى اللَّهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ.

৫১০। জাবের (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : যে কোন মুমিন পুরুষ বা নারী এবং কোন মুসলিম পুরুষ বা নারী রোগগ্রস্ত হলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন (আ, মুশকিলুল আছার)।

২২৯- بَابُ هَلْ يَكُونُ قَوْلُ الْمَرِيضِ إِنِّي وَجَعُ شِكَايَةٍ

২২৯-অনুচ্ছেদ : রোগীর 'আমি অসুস্থ' বলা কি অভিযোগ?

৫১১- عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَيَّ أَسْمَاءَ قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللَّهِ بِعَشْرِ لَيَالٍ وَأَسْمَاءُ وَجَعَتْ فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَيْفَ تَجِدِينَكَ قَالَتْ وَجَعَتْ قَالَ إِنِّي فِي الْمَوْتِ قَالَتْ لَعَلَّكَ تَشْتَهِي مَوْتِي فَلِذَلِكَ تَتَمَنَّاهُ فَلَا تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ أَمُوتَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيَّ أَحَدٌ طَرَفِيكَ أَوْ تَقْتُلَ فَأَحْتَسِبُكَ وَإِنَّمَا أَنْ تَظْفَرَ فَتَقْرُ عَيْنِي فَيَأْيَاكَ أَنْ تُعْرِضَ عَلَيْكَ خَطُءٌ فَلَا تُؤَافِقْكَ فَتَقْبَلُهَا كَرَاهِيَةِ السُّمُوتِ وَإِنَّمَا عَنِّي ابْنُ الزُّبَيْرِ لَيَقْتُلَ فَيَحْزِنُهَا ذَلِكَ .

৫১১। হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) তার শাহাদাতের দশ দিন পূর্বে (তার মা) আসমা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আসমা (রা) তখন রোগাক্রান্ত। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, আপনি কেমন বোধ করছেন? তিনি বলেন, অসুস্থ বোধ করছি। তিনি বলেন, আমি তো মৃত্যুর মুখে আছি। আসমা (রা) বলেন, হয়তো তুমি আমার মৃত্যু আশা করছো। তাই তুমি তোমার মৃত্যু কামনা করছো। তুমি তা করো

না। আল্লাহর শপথ! তোমার একটা কুল-কিনারা না হওয়া পর্যন্ত আমি মরতে চাই না। হয় তুমি শহীদ হবে এবং আমি তোমার জন্য সওয়াবের আশা করবো অথবা তুমি বিজয়ী হবে এবং তাতে আমার চোখ জুড়াবে। খবরদার! মৃত্যুভয়ে তুমি কোন অবস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হয়ো না। ইবনুয যুবাইর (রা)-র আশংকা ছিল, তিনি শহীদ হলে তাতে তার মা শোকাকুল হয়ে পড়বেন।

৫১২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَوْعُوكٌ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَرَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَوَجَدَ حَرَارَتَهَا فَوَقَّ الْقَطِيفَةَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَا أَشَدُّ حُمَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّا كَذَلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ وَقَدْ كَانَ أَحَدُهُمْ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعِبَاءَةَ يَجُوبُهَا فَيُلْبِسُهَا وَيُبْتَلَى بِالْقَمَلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَلَا أَحَدَهُمْ كَانَ أَشَدُّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ.

৫১২। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি জুরে আক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর শরীরে একটি চাদর জড়ানো ছিল। আবু সাঈদ (রা) তার দেহে হাত রাখলেন এবং চাদরের উপড় দিয়েই উত্তাপ অনুভব করলেন। আবু সাঈদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার শরীরে কি ভীষণ জ্বর। তিনি বলেনঃ আমাদের একরূপ হয়ে থাকে। আমাদের উপর কঠিন বিপদ আসে এবং আমাদের দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হয়। আবু সাঈদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন মানুষের উপর অধিক কঠিন বিপদ আসে? তিনি বলেনঃ নবী-রাসূলগণের উপর, অতঃপর সৎকর্মশীলদের উপর। তাদের কেউ দারিদ্র্যের পরীক্ষায় নিষ্কিণ হয়েছেন, এমনকি একটি জুকা ছাড়া পরার মত কিছুই তাঁর ছিলো না। কেউ উকুনের বিপদে পতিত হয়েছেন। শেষে তা তাঁকে হত্যা করে। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যকার কেউ পুরস্কার লাভে যতো খুশি হয়, তাদের কেউ বিপদে পতিত হলে ততোধিক খুশি হতেন (ইবনে মাজা, মুশকিলুল আছার)।

২৩- بَابُ عِيَادَةِ الْمُغْمِيِّ عَلَيْهِ.

২৩০- অনুচ্ছেদ : সংজ্ঞাহীন রোগীকে দেখতে যাওয়া।

৫১৩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَضْتُ مَرَضًا فَاتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَبْرَأَ بَكَرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِي أَعْمَى عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضْوءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.

৫১৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হলে নবী (স) আবু বাকর (রা)-কে সাথে নিয়ে পদব্রজে আমাকে দেখতে এলেন। তারা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। নবী

(স) উয়ু করলেন এবং তাঁর উয়ুর অবশিষ্ট পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমি হুঁশ ফিরে পেলাম। দেখি নবী (স) উপস্থিত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সম্পত্তির কি করবো, আমার মাল সম্পর্কে কিরূপ সিদ্ধান্ত নিবো? ওয়ারিসী স্বত্ব সংক্রান্ত আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমার কথার কোন জবাব দেননি (বু, মু, না)।

২৩১- بَابُ عِبَادَةِ الصَّبِيَّانِ

২৩১- অনুচ্ছেদ : রুগ্ন শিশুদের দেখতে যাওয়া।

৫১৬- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ صَبِيًّا لِابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَقُلَ فَبَعَثَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ وَلَدِي فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ اذْهَبْ فَقُلْ لَهَا إِنْ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصَبِّرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ تَقْسِمٌ عَلَيْهِ لَمَّا جَاءَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّبِيَّ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَنَدُوتَيْهِ وَلِصَدْرِهِ فَعَقَعَهُ كَقَعَقَةِ الشَّنَةِ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ أَتَبْكِي وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا أَبْكِي رَحْمَةً لَهَا إِنْ لِلَّهِ لَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرَّحَمَاءُ.

৫১৬। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক মেয়ের শিশু পুত্র মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হলো। তার মা নবী (স)-কে বলে পাঠান, আমার সন্তান মুমূর্ষ অবস্থায় আছে। তিনি বার্তাবাহককে বলেন: “তাকে গিয়ে বলো, যা আল্লাহ নিয়ে যান এবং যা তিনি দান করেন সবই তাঁর এবং প্রত্যেক বস্তুর জন্যই তাঁর নিকট মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে”। সুতরাং সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং তার জন্য সওয়াবের আশা করে। বার্তাবাহক ফিরে গিয়ে তাকে তা জানালে তিনি পুনরায় তাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে আসার জন্য বলে পাঠান। নবী (স) কয়েকজন সঙ্গীসহ রওনা হলেন। সাদ ইবনে উবাদা (রা)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নবী (স) মুমূর্ষ শিশুকে তাঁর দুই বাহুর উপর রাখলেন। ছেলেটির বুকে পুরান কলসীর অনুরূপ শব্দ হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর চক্ষুহয় অশ্রুপূর্ণ হলো। সাদ (রা) বলেন, আপনিও কাঁদছেন, অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন: আমি তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কাঁদছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়াদ্রু হৃদয় বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন (বু, মু, দা, না, ই)।

২৩২- بَابُ

২৩২- অনুচ্ছেদ : (উম্মু দারদা (রা) রুগ্নার স্বামীকে আহ্বান করাতেন)।

৫১৫- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عِبِلَةَ قَالَ مَرِضَتْ امْرَأَتِي فَكُنْتُ أَجِيءُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ فَتَقُولُ لِي كَيْفَ أَهْلَكَ فَأَقُولُ لَهَا مَرْضَى فَتَدْعُوْنِي بِطَعَامٍ فَأَكُلُ ثُمَّ عُدْتُ فَفَعَلَتْ

ذَلِكَ فَجَنَّتْهَا مَرَّةً فَقَالَتْ كَيْفَ قُلْتُ قَدْ تَمَآثَلُوا فَقَالَتْ إِنَّمَا كُنْتُ أَدْعُو لَكَ بِطَعَامٍ إِن كُنْتُ تُخْبِرُنَا عَنْ أَهْلِكَ أَنَّهُمْ مَرْضَى فَأَمَّا أَن تَمَآثَلُوا فَلَا نَدْعُو لَكَ بِشَيْءٍ .

৫১৫। ইবরাহীম ইবনে আবু ইবলা (র) বলেন, আমার স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে আমি উষ্ম দারদা (রা)-এর নিকট যাতায়াত করতাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার স্ত্রী কেমন আছে? আমি তাকে বলতাম, অসুস্থ। তিনি আমার জন্য খাবার নিয়ে ডাকতেন। আমি আহাৰ করে ফিরে আসতাম। একবার আমি তার বাড়িতে গেলে তিনি বলেন, (রুগ্নার) অবস্থা কি? আমি বললাম, অনেকটা সুস্থ। তিনি বলেন, তুমি যদি বলতে তোমার স্ত্রী অসুস্থ, তাহলে আমি তোমার জন্য খাবার আনাতাম। এখন যেহেতু সে সুস্থ, তাই তোমার জন্য আর কিছু আনাচ্ছি না।

২৩৩-بَابُ عِبَادَةِ الْأَعْرَابِ

২৩৩-অনুচ্ছেদ : রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে যাওয়া।

৫১৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ أَعْرَابِيٍّ يَعُوذُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَلْ هِيَ حُمِي تَفُورُ عَلَيَّ شَيْخٌ كَبِيرٌ كَمَا تَزِيرُهُ الْقُبُورُ قَالَ فَنِعْمَ إِذَا .

৫১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে গেলেন। তিনি বলেনঃ কিছু হবে না। আল্লাহর মর্ষি সেরে যাবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বেদুইন বললো, তা তো টগবগে জ্বর। তা এই খুড়খুড়ে বুড়োকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। তিনি বলেনঃ তা তো আরো উত্তম (বু)।

২৩৪-بَابُ عِبَادَةِ الْمَرْضَى

২৩৪-অনুচ্ছেদ : রুগ্নদের দেখতে যাওয়া।

৫১৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنْكُمْ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ مَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ مَنْ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مَسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ مَرَوَانُ بَلَّغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا اجْتَمَعَ هَذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَوْمٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৫১৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ রোযা রেখেছে? আবু বাকর (রা) বলেন, আমি। তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ রোগী দেখতে গেছে? আবু বাকর (রা) বলেন, আমি। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযায় অংশগ্রহণ করেছে? আবু বাকর (রা) বলেন, আমি। তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ দরিদ্রকে আহাৰ করিয়েছে? আবু বাকর (রা) বলেন, আমি। মারওয়ান বলেন, আমি জানতে

পেরেছি যে, নবী (স) বলেনঃ এক দিনে যার মধ্যে এতগুলো সৎ কাজের সমাবেশ ঘটে, তাকে আল্লাহ অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (যু, না)।

৫১৮- عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ أُمُّ السَّائِبِ وَهِيَ تَزْفُفُ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَتِ الْحُمَى أَخْرَأَهَا اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْ لَا تُسَيِّبَهَا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ خَطَايَا الْمُؤْمِنِ كَمَا يَذْهَبُ الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ.

৫১৮। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) উম্মু সাইবের বাড়িতে গেলেন। তিনি জুরের প্রকোপে কাঁপছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, জ্বর। আল্লাহ জ্বরের সর্বনাশ করুন। নবী (স) বলেনঃ থামো, জ্বরকে গালি দিও না। কেননা তা মুমিন বান্দার গুনাহসমূহ দূরীভূত করে, যেমন হাঁপড় লোহার মরিচা দূর করে (যু, হি, আন)।

৫১৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ إِسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَكَيْفَ إِسْتَطَعَمْتَنِي وَلَمْ أُطْعَمْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا إِسْتَطَعَمَكَ فَلَمْ تُطْعَمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ابْنُ آدَمَ إِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي فَقَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَسْقَيْتُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنَّ عَبْدِي فُلَانًا إِسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تُعْذِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضٌ فَلَوْ كُنْتَ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي أَوْ وَجَدْتَنِي عِنْدَهُ.

৫১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : আল্লাহ (হাশরের মাঠে) বলবেন, আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! তুমি কিভাবে আমার নিকট খাদ্য চেয়েছিলে, আর আমি তোমাকে আহার করাইনি! অথচ তুমিই তো বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে আহার করাওনি। তুমি কি জানতে না, যদি তুমি তাকে আহার করাতে তবে তা আমার নিকট পেতে? আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পিপাসার্ত হয়ে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! কেমন করে আমি তোমাকে পানি পান করাতাম, অথচ তুমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তবে তা আমার নিকট পেতে? আদম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! আমি কিভাবে তোমার সেবা করতে পারি, তুমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! তিনি বলবেন, তুমি কি

জানতে না, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল? তুমি যদি তার সেবা করতে, তবে তা আমার নিকট পেতে অথবা তুমি তার কাছেই আমাকে পেতে (যু, আন)।

৫২০- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُوذُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ . تَذَكَّرُكُمْ الْآخِرَةَ .

৫২০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমরা রুগ্নকে দেখতে যাও এবং জানাযার অনুসরণ করো। তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দিবে (আ, হি)।

৫২১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَيَّ كُلِّ مُسْلِمٍ عِبَادَةُ الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

৫২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তিনটি বিষয়, তার প্রতিটিই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য করণীয়। রুগ্নকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা এবং যে ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে তার জবাব দেয়া (ইয়ারহামুকাব্বাহ বলা) (হি)।

২৩৫ - بَابُ دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ بِالشِّفَاءِ

২৩৫- অনুচ্ছেদঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করবে।

৫২৩- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِي سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ فَبَكَى فَقَالَ مَا يَبْكِيكَ قَالَ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدٌ قَالَ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلَاثًا فَقَالَ لِي مَالٌ كَثِيرٌ يَرِثُنِي ابْنَتِي أَقَاوِصِي بِمَالِي كُلَّهُ قَالَ لَا قَالَ فَبِالْثُلُثَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَالْنُصْفُ قَالَ لَا قَالَ فَالْثُلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنْ صَدَقْتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَتَفَقَّتْكَ عَلَيَّ عِيَالُكَ صَدَقَةٌ وَمَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ طَعَامِكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَنْتَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ بَعِيشٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَقَالَ بِيَدِهِ .

৫২২। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, সাদ (রা)-এর গোত্রের তিনজন নিজ নিজ পিতার সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায় রোগাক্রান্ত সাদ (রা)-কে দেখতে গেলেন। সাদ (রা) কেঁদে দিলেন। তিনি বলেন, তোমাকে কিসে কাঁদাচ্ছে? তিনি বলেন, আমার আশংকা যে, আমি যে স্থান থেকে হিজরত করেছি, সাদ ইবনে খাওলার মত সেই স্থানেই বুঝি মারা যাবো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ হে আব্বাহ! সাদকে আরোগ্য দান করুন। তিনি তিনবার দোয়া করলেন। সাদ (রা) বলেন, আমার প্রচুর সম্পদ আছে এবং আমার একমাত্র কন্যা আমার ওয়ারিস। আমি কি আমার সমস্ত সম্পদ ওসিয়াত করতে পারি? তিনি বলেনঃ না। সাদ (রা) বলেন, তবে দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বলেনঃ না। সাদ (রা) বলেন, তবে অর্ধেক? তিনি বলেনঃ

না। সাদ (রা) বলেন, তবে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বলেনঃ এক-তৃতীয়াংশ, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। নিশ্চয় তোমার মালের যাকাতও দানরূপে গণ্য। তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য তুমি যা খরচ করো তাও দানরূপে গণ্য। তোমার স্ত্রী তোমার খাদ্য থেকে যা আহার করে তাও তোমার জন্য দানরূপে গণ্য। তোমার পরিবার-পরিজনকে তোমার সঞ্চল অবস্থায় রেখে যাওয়া, তাদেরকে দ্বারে দ্বারে হাত পেতে বেড়ানোর মত অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম, (একথা বলে) তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন (মু)।

২৩৬- بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

২৩৬-অনুচ্ছেদ : রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফযীলাত।

৫২৩- عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ قَالَ مَنْ عَادَ أَخَاهُ كَانَ فِي خُرْقَةِ الْجَنَّةِ قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ مَا خُرْقَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ أَبُو أَسْمَاءَ قَالَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫২৩। আবু আসমা (র) বলেন, যে ব্যক্তি তার রুগ্ন ভাইকে দেখতে যায়, সে বেহেশতের খুরফার মধ্যে থাকে। আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বেহেশতের খুরফা কি? তিনি বলেন, বেহেশতের কুড়ানো ফল। আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু আসমা এই হাদীস কার সূত্রে বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, সাওবান (রা)-রাসূলুল্লাহ (স) সূত্রে (মু, তি, আ, হি)।

২৩৭- بَابُ الْحَدِيثِ لِلْمَرِيضِ وَالْعَائِدِ

২৩৭-অনুচ্ছেদ : রোগীর সাথে সাক্ষাতকারীর কথাবার্তা।

৫২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ الْمُنْكَدِرِ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عَادُوا عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالُوا يَا أَبَا حَفْصٍ حَدَّثَنَا قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ عَادَ مَرِيضًا حَاضًا فِي الرُّحْمَةِ حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيهَا .

৫২৪। আবদুল হামীদ ইবনে জাফর (র) বলেন, আমার পিতা আমাকে অবহিত করেন যে, আবু বাক্র ইবনে হায়ম ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) মসজিদের কতক লোকসহ অসুস্থ উমার ইবনে হাকাম ইবনে রাফে আনসারীকে দেখতে গেলেন। তারা বলেন, হে আবু হাফস! আমাদেরকে হাদীস শুনান। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যায়, সে রহমাতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন তো রহমাতের মধ্যেই অবস্থান করে (মা, আ, হা, হি, বায)।

২৩৮- بَابُ مَنْ صَلَّى عِنْدَ الْمَرِيضِ

২৩৮-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রোগীর কাছে নামায পড়ে।

৫২৫- عَنْ عَطَاءٍ قَالَ عَادَنِي عُمَرُ بْنُ صَفْوَانَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ ابْنُ عُمَرَ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ إِنَّا سَفَرٌ.

৫২৫। আতা (র) বলেন, উমার ইবনে সাফওয়ান (র) আমার রুগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখতে এলেন। নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে ইবনে উমার (রা) তাদেরকে নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়েন এবং বলেন, আমরা সফরে আছি।

২৩৯- بَابُ عِبَادَةِ الْمُشْرِكِ.

২৩৯-অনুচ্ছেদ : মুশরিক (পৌত্তলিক) রোগীকে দেখতে যাওয়া।

৫২৬- عَنْ تَسْرَانٍ غُلَامًا مِّنَ الْيَهُودِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرَضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ أَسْلَمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَطِيعَ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

৫২৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী বালক নবী (স)-এর খেদমত করতো। সে অসুস্থ হলে নবী (স) তাকে দেখতে যান। তিনি তার শিয়রে বসে বলেন : তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। সে তার শিয়রে বসা তার পিতার দিকে তাকালো। সে তাকে বললো, আবুল কাসিমের অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ (স) এই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেনঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাকে দোষের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন” (বু, দা, না)।

২৪০- بَابُ مَا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ

২৪০-অনুচ্ছেদ : রোগীকে দেখতে গিয়ে কি বলবে?

৫২৭- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَعَكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ يَا أَبَتَاهُ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَى يَقُولُ :

كُلُّ امْرِئٍ مُّصْبِحٍ فِي أَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ أَذْنِي مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ .
وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ يَرْقُعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ :

أَلَا لَيْتَ شَعْرِي هَلْ أَبِيتُنْ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْ خَرُ وَجَلِيلُ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِّبَاهَ مَجَنَّةٍ * وَهَلْ يَبْدُونُ لِي شَامَةً وَطَفِيلُ .

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحَّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا وَأَنْتُقِلْ حُمَاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجَحْفَةِ .

৫২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) (হিজরত করে) মদীনায় আসলে আবু বাক্র ও বিলাল (রা) জুরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আবু বাক্র (রা) যখনই জুরে আক্রান্ত হতেন তখনই একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করে বলতেন, “প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী”। আর বিলালের যখন জুর ছেড়ে যেতো তখন উচ্চ স্বরে এ কবিতাংশ আবৃত্তি করতেন, “আহ! কতই না ভালো হতো যদি আমি কবিতা বলতে পারতাম। আহ! যদি আমি মক্কার প্রান্তরে একটি রাত কাটাতে পারতাম যেখানে আমার চারিদিকে ইযখির ও জালিল ঘাস থাকতো। আহ! একদিন যদি মুজেন্নার প্রান্তরে বর্ণার পানি পান করতে পারতাম এবং শামা ও তাফিল পাহাড়ের পাদদেশে যেতে পারতাম”। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে একথা জানালে রাসূলুল্লাহ (স) দোয়া করলেন : “হে আল্লাহ! মক্কার প্রতি আমাদের যেমন মহব্বত, মদীনার প্রতিও তেমন অথবা তার চাইতেও বেশী মহব্বত আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের সা’ ও মুদে বরকত দান করো”।

৫২৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে গেলেন। রাবী বলেন, নবী (স) কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন : ক্ষতি হবে না, ইনশাআল্লাহ পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। সে বললো, তা কি পবিত্র? কখনো নয়, বরং তা তো এক প্রবীণ বৃদ্ধের উপর আপতিত টগবগে জ্বর। তা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বলেনঃ তা তো আরো উত্তম (বু)।

৫২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে গেলেন। রাবী বলেন, নবী (স) কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন : ক্ষতি হবে না, ইনশাআল্লাহ পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। সে বললো, তা কি পবিত্র? কখনো নয়, বরং তা তো এক প্রবীণ বৃদ্ধের উপর আপতিত টগবগে জ্বর। তা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বলেনঃ তা তো আরো উত্তম (বু)।

৫২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে গেলেন। রাবী বলেন, নবী (স) কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন : ক্ষতি হবে না, ইনশাআল্লাহ পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। সে বললো, তা কি পবিত্র? কখনো নয়, বরং তা তো এক প্রবীণ বৃদ্ধের উপর আপতিত টগবগে জ্বর। তা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বলেনঃ তা তো আরো উত্তম (বু)।

৫২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে গেলেন। রাবী বলেন, নবী (স) কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন : ক্ষতি হবে না, ইনশাআল্লাহ পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। সে বললো, তা কি পবিত্র? কখনো নয়, বরং তা তো এক প্রবীণ বৃদ্ধের উপর আপতিত টগবগে জ্বর। তা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বলেনঃ তা তো আরো উত্তম (বু)।

২৪১- بَابُ مَا يُجِيبُ الْمَرِيضُ

২৪১-অনুচ্ছেদ : রোগী কি উত্তর দিবে?

৫৩০- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ قَالَ صَالِحٌ قَالَ مَنْ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السَّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ.

৫৩০। ইসহাক ইবনে সাঈদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। হাজ্জাজ হযরত ইবনে উমার (রা)-এর নিকট প্রবেশ করলো। আমি তখন তার নিকট উপস্থিত ছিলাম। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলো, তিনি কেমন আছেন? তিনি বলেন, ভালো। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলো, কে আপনাকে কষ্ট দিলো? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন দিনে অস্ত্রধারণ করতে আদেশ করেছিল, যেদিন অস্ত্রধারণ করা নিষিদ্ধ অর্থাৎ স্বয়ং হাজ্জাজ (বু)।

২৪২- بَابُ عِيَادَةِ الْفَاسِقِ

২৪২-অনুচ্ছেদ : রুগ্ন পাঁপাচারীকে দেখতে যাওয়া।

৫৩১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تَعُودُوا شَرَّابَ الْخَمْرِ إِذَا مَرَضُوا.

৫৩১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, মদ্যপ রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাকে দেখতে যেও না (বু)।

২৪৩- بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ

২৪৩- অনুচ্ছেদ : মহিলাদের রুগ্ন পুরুষদের দেখতে যাওয়া।

৫৩২- حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ عَلِيَّ رَحَالَهَا أَعْوَادَ لَيْسَ عَلَيْهَا غِشَاءٌ عَائِدَةٌ لِرَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ.

৫৩২। হারিস ইবনে উবায়দুল্লাহ আনসারী (র) বলেন, আমি উম্ম দারদা (রা)-কে একটি অনাবৃত উটে চড়ে মসজিদবাসী এক অসুস্থ আনসারীকে দেখতে যেতে দেখেছি (বুখারীর তারীখ)।

২৪৪- بَابُ مَنْ كَرِهَ لِلْعَائِدِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْفُضُولِ مِنَ الْبَيْتِ

২৪৪- অনুচ্ছেদ : রুগ্নকে দেখতে গিয়ে ঘরের অন্য কিছুর প্রতি তাকানো অবাক্তনীয়।

৫৩৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ وَمَعَهُ قَوْمٌ وَفِي الْبَيْتِ امْرَأَةٌ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ أَنْفَقْتَ عَيْنَكَ كَانَ خَيْرًا لَّكَ.

৫৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুযাইল (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একদল লোকসহ এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। ঘরের মধ্যে ছিল এক মহিলা। দলের এক ব্যক্তি সেই নারীর দিকে তাকাতে থাকে। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, যদি তোমার চোখ ফুড়ে দেয়া হতো তবে তা তোমার জন্য উত্তম হতো।

২৪৫- بَابُ الْعِيَادَةِ مِنَ الرُّمَدِ

২৪৫- অনুচ্ছেদ : চক্ষুরোগে আক্রান্তকে দেখতে যাওয়া।

৫৩৪- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ رَمَدَتْ عَيْنِي فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زَيْدُ لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لِمَا بِهَا كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ أَصْبِرُ وَاحْتَسِبُ قَالَ لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لِمَا بِهَا ثُمَّ صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ كَانَ ثَوَابُكَ الْجَنَّةَ.

৫৩৪। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার চক্ষুরোগ হলে নবী (স) আমাকে দেখতে এলেন, অতঃপর বলেনঃ হে যায়েদ! এভাবে তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকলে তুমি কি করবে? তিনি বলেন, আমি সবর করবো এবং সওয়াবের আশা করবো। তিনি বলেনঃ তোমার চক্ষুরোগ অব্যাহত থাকলে এবং তুমি তাতে সবর করলে ও সওয়াবের আশা করলে তুমি তার বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে (দা, আ)।

৫৩৫- عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَعَادُوهُ فَقَالَ كُنْتُ أُرِيدُهُمَا لِأَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَّا إِذْ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُ مَا يَسْرُنِي أَنْ مَا بِهِمَا بَطْنِي مِنْ طَبَاءٍ تَبَالَهُ.

৫৩৫। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। মুহাম্মাদ (স)-এর এক সাহাবীর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেলে একজন তাকে দেখতে গেলো। তিনি বলেন, আমি তো চেয়েছিলাম যে, এই দুই চোখ ভরে আমি নবী (স)-কে অবশ্যই দেখবো। এখন যেহেতু নবী (স)-কে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আল্লাহর শপথ! হরীণসমূহের মধ্যকার সৌন্দর্যময় হরিণ দেখেও আমি আর আনন্দিত হবো না।

৫৩৬- عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا ابْتُلِيَتهُ بِحَبِيبَتِهِ يُرِيدُ عَيْنَهُ ثُمَّ صَبَرَ عَوْضَتَهُ الْجَنَّةَ.

৫৩৬। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, যখন চামি আমার বান্দাকে তার প্রিয় বস্তু দুইটির পরীক্ষায় (চক্ষুদ্বয়ের জ্যোতিলোপ) ফেলেছি এবং সে ধৈর্য ধারণ করেছে, বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করলাম (বু, তি, আ)।

৫৩৭- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا أَخَذْتَ كَرِيمَتَكَ فَصَبَرْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ وَاحْتَسَبْتَ لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.

٢٤٦- بَابُ آيْنِ يَقْعُدُ الْعَائِدُ؟

٦٤٧- بَابُ مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ

٥٤١- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ.

৫৪১। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) তাঁর ঘরে অবস্থানকালে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি তার জুতা মেরামত করতেন এবং লোকজন নিজ ঘরে সাধারণত যা করে থাক, তিনিও তাই করতেন (আ)।

৫৪২- عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ مَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ يَخْصِفُ النُّعْلَ وَيَرْقُعُ الثُّوبَ وَيَخِيطُ .

৫৪২। হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) তাঁর ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজ ঘরে যা করে থাকে, তিনি জুতা মেরামত করতেন, কাঁপড়ে তালি দিতেন এবং সেলাই করতেন (আ)।

৫৪৩- عَنْ عُمَرَ قَيْلٍ لِعَائِشَةَ مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ يَغْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ.

৫৪৩। আমরা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-কে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, তিনি তো লোকজনের মতো একজন মানুষই ছিলেন। তিনি তাঁর কাপড় পরিষ্কার করতেন এবং তাঁর বকরীর দুধ দোহন করতেন (শামাইলে তিরমিযী, বায)।

২৪৮- بَابُ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ

২৪৮-অনুচ্ছেদ : কেউ তার কোন ভাইকে মহব্বত করলে তাকে যেন তা অবগত করে।

৫৪৪- عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ أَحَبُّهُ.

৫৪৪। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ তার অপর (মুসলমান) ভাইকে মহব্বত করলে সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে মহব্বত করে (দা, তি, না, হা, হি)।

৫৪৫- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَّرَائِي قَالَ أَمَّا أَنِّي أَحَبُّكَ قَالَ أَحَبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ أَحَبُّهُ مَا أَخْبَرْتُكَ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ يَعْزِضُ عَلَيَّ الْخُطْبَةَ قَالَ أَمَّا إِنْ عِنْدَنَا جَارِيَةٌ أَمَّا إِنَّهَا عَوْرَاءُ.

৫৪৫। মুজাহিদ (র) বলেন, নবী (স)-এর কোন এক সাহাবী আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি আমার পেছন দিক থেকে আমার কাঁধ ধরে বলেন, শোন! আমি তোমাকে ভালোবাসি। রাবী বলেন, আমি বললাম, যে সত্তার (সত্ত্বষ্টির) জন্য আপনি আমাকে ভালোবাসেন, তিনি যেন

আপনাকে ভালোবাসেন। সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যদি একথা না বলতেনঃ “কেউ কাউকে ভালোবাসলে সে যেন তাকে অবহিত করে যে, সে তাকে ভালোবাসে”, তবে আমি তোমাকে তা অবহিত করতাম না। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বলেন, শোন! আমার কাছে একটি বালিকা আছে। তবে তার এক চোখ অন্ধ।

৫৪৬- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تَحَابُّا الرَّجُلَانِ إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ.

৫৪৬। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ দুই ব্যক্তি পরস্পরকে মহব্বত করলে, তাদের মধ্যে যে অপরজনকে অধিক মহব্বত করে সে অধিক উত্তম (হা, হি)।

২৪৭- بَابُ إِذَا أَحَبَّ رَجُلًا فَلَا يُمَارَهُ وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ

২৪৯-অনুচ্ছেদ : কেউ কাউকে মহব্বত করলে সে যেন তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত না হয় এবং তার নিকট কিছু না চায়।

৫৪৭- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَحْبَبْتَ أَحًا فَلَا تُمَارَهُ وَلَا تُشَارَهُ وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ فَعَسَى أَنْ تَوَافِيَ لَهُ عَدُوًّا فَيُخْبِرَكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَيُفَرِّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.

৫৪৭। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, তুমি তোমার কোন (মুসলমান) ভাইকে মহব্বত করলে তার সাথে ঝগড়া করবে না, তার ক্ষতি সাধনের চিন্তাও করবে না এবং তার কাছে কিছু চাইবেও না। এমন যেন না হয় যে, তুমি শত্রুর খপ্পরে পড়ে যাও এবং সে তোমাকে তার সম্পর্কে এমন কথা বলবে যা তার মধ্যে নেই। এভাবে সে তোমার ও তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে (জামে সগীর, হিলয়া)।

৫৪৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَحًا لِلَّهِ فِي اللَّهِ قَالَ أَنِّي أُحِبُّكَ لِلَّهِ فَدَخَلَا جَمِيعًا الْجَنَّةَ كَانَ الَّذِي أَحَبَّ فِي اللَّهِ أَرْفَعَ دَرَجَةً لِحُبِّهِ عَلَى الَّذِي أَحَبَّهُ لَهُ.

৫৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি তার অপর ভাইকে আল্লাহর উদ্দেশে মহব্বত করে এবং বলে, আমি তোমাকে আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশে মহব্বত করি, তারা উভয়ে জান্নাতে দাখিল হবে। যার মহব্বত অধিক প্রবল হবে সে তার ভাইকে মহব্বত করার কারণে অধিক মর্যাদাবান হবে।

২৫০- بَابُ الْعَقْلِ فِي الْقَلْبِ

২৫০- অনুচ্ছেদ : অন্তর হলো বুদ্ধির উৎসস্থল।

৫৪৯- عَنْ عِيَّاضِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَهُ بِصِفَيْنِ يَقُولُ إِنَّ الْعَقْلَ فِي الْقَلْبِ وَالرُّحْمَةَ فِي الْكَفِّ وَالرَّأْفَةَ فِي الطَّحَالِ وَالنَّفْسَ فِي الرُّتَةِ.

৫৪৯। ইয়াদ ইবনে খলীফা (র) থেকে আলী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে সিফফীন নামক স্থানে বলতে শুনেছেন, অন্তর হলো বুদ্ধির উৎসস্থল, করুণার স্থান হৃদপিণ্ড, মায়া-মমতার স্থান যকৃত এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের স্থান ফুসফুস

২৫১- بَابُ الْكِبَرِ

২৫১- অনুচ্ছেদ : অহংকার-অহমিকা।

৫৫০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيَجَانٍ حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ أَوْ قَالَ يَرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ وَيَرْفَعُ كُلَّ رَاعٍ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ فَقَالَ أَلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نُوحًا ﷺ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ أُمْرُكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْتَ هَاكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ أُمْرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وَضِعْنَ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلَقَةً مُّبْهَمَةً لَقَصَمْتَهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةٌ كُلُّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنْتَ هَاكَ عَنِ الشُّرْكِ وَالْكَبْرِ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الشُّرْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْكَبْرُ قَالَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ لَهُمَا شَرَاكَانِ حَسَنَانِ قَالَ لَا قَالَ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكُبُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ قَالَ لَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْكَبْرُ قَالَ سَفَهُ الْحَقِّ وَغَمَضُ النَّاسِ.

৫৫০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন বনভূমি থেকে সীজান (এক প্রকার মাছ) রং-এর জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি এসে নবী (স)-এর মাথার কাছে দাঁড়ালো এবং বললো, তোমাদের সাথে প্রত্যেক আরোহীকে অবদমিত করেছে বা আরোহীদেরকে অবদমিত করার সংকল্প করেছে এবং প্রত্যেক রাখালকে সমুন্নত করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) তার জুব্বার হাতা ধরে বলেনঃ আমি কি তোমাকে নির্বোধের পোশাক পরিহিত দেখছি না? অতঃপর তিনি বলেনঃ আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আ)-এর ইত্তিকালের সময় উপস্থিত হলে তিনি তাঁর পুত্রকে বলেনঃ আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে দু'টি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি এবং দু'টি বিষয় নিষেধ করছি। আমি তোমাকে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু”-এর নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা, সাত আসমান ও সাত জমিনকে যদি এক পাল্লায় তোলা হয় এবং অপর পাল্লায় “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” তোলা হয়, তবে সেই তৌহীদের পাল্লাই ভারী হবে। সাত আসমান

ও সাত জমিন যদি একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে, তবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এবং “সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী” তা চুরমার করে দিবে। কেননা তা প্রত্যেক বস্তুর নামায় এবং সকলেই এর বদৌলতে রিযিক লাভ করে থাকে। আর আমি তোমাকে বারণ করছি শেরেক এবং অহংকারে লিপ্ত হতে। আমি বললাম অথবা বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শেরেক তো আমরা বুঝলাম, তবে অহংকার কি? আমাদের মধ্যকার কারো যদি কারুকার্য খচিত চাদর থাকে, আর তা পরিধান করে? তিনি বলেনঃ না। সে আবার বললো, যদি আমাদের কারো সুন্দর ফিতাযুক্ত সুন্দর একজোড়া জুতা থাকে? তিনি বলেনঃ না। সে পুনরায় বললো, যদি আমাদের কারো আরোহণের একটি জন্তুযান থাকে? তিনি বলেনঃ না। সে বললো, যদি আমাদের কারো বন্ধু-বান্ধব থাকে এবং তারা তার সাথে ওঠা-বসাও করে (তবে তা কি অহংকার হবে)? তিনি বলেনঃ না। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে অহংকার কি? তিনি বলেনঃ সত্য থেকে বিমুখ থাকা এবং মানুষকে হয়ে জ্ঞান করা (আ, না, বা, হা, হি, তহা)।

৫৫১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوْ اخْتَالَ فِي مَشْيِهِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ.

৫৫১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি নিজেকে বড়ো মনে করে অথবা তার চালচলনে অহংকার প্রকাশ করে, সে এমন অবস্থায় মহামহিম আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন (আ, হা)।

৫৫২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالسَّوَاتِقِ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا.

৫৫২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার খাদেমকে সাথে নিয়ে আহার করে, গাধায় চড়ে বাজারে যায়, ছাগল পোষে এবং তার দুধ দোহন করে, সে অহংকারী নয়।

৫৫৩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ رَأَيْتُ عَلِيًّا اشْتَرَى تَمْرًا بِدِرْهَمٍ فَحَمَلَهُ فِي مَلْحَفَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَحْمِلْ عَنْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا أَبْرِ الْعِيَالِ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ.

৫৫৩। কাপড় বিক্রেতা সালেহ (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি এক দিরহামের খেজুর কিনে তা তার চাদরে করে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাকে বললাম অথবা এক ব্যক্তি তাকে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার বোঝাটি আমিই বহন করি। তিনি বলেন, না, পরিবারের পিতাই বোঝা বহনের অধিক উপযুক্ত (তারীখুল কামিল)।

৫৫৪- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعِرُّ إِزَارَةٌ وَالْكَبِيرَةُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ.

৫৫৪। আবু সাঈদ (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মহান আল্লাহ বলেন, ইজ্জত আমার পরিধেয় এবং কিবরিয়া (অহংকার) আমার চাদর। যে কেউ আমার সাথে এই দু'টি জিনিস নিয়ে বিবাদ করবে, আমি তাকে শাস্তি দিবো (যু, ই, হা)।

৫৫৫- عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى الْمَنِيرِ قَالَ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَصَالِي وَفُخُوقًا وَإِنْ مَصَالِي الشَّيْطَانِ وَفُخُوقُهُ الْبَطْرُ بِأَنْعَمِ اللَّهِ وَالْفَخْرُ بِعِظَاءِ اللَّهِ وَالْكِبْرِيَاءُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَاتِّبَاعُ الْهَوَى فِي غَيْرِ ذَاتِ اللَّهِ .

৫৫৫। হায়সাম ইবনে মালেক আত-তাই (র) বলেন, আমি নোমান ইবনে বশীর (রা)-কে মিশ্বারের উপর বলতে শুনেছি, শয়তানের অনেক রকম জাল ও ফাঁদ আছে। শয়তানের জাল ও ফাঁদ হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে অহংকার করা, আল্লাহর দান সম্পর্কে গর্ব করা, আল্লাহর বান্দাগণের উপর অহংকার করা এবং আল্লাহর সত্তা ব্যতীত নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা (বায়হাকীর শুআবুল ইমান, জামে সগীর, ইবনে আসাকির)।

৫৫৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَبَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ قَالَتِ النَّارُ يَلْجِئِي الْجَبَّارُونَ وَيَلْجِئِي الْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَلْجِئِي الضُّعَفَاءُ وَيَلْجِئِي الْفُقَرَاءُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ ثُمَّ قَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مَلُؤُهَا .

৫৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : বেহেশত ও দোযখ পরস্পর বিতর্ক ও বাদানুবাদে লিপ্ত হলো। দোযখ বললো, পরাক্রমশালী, স্বৈরাচারী ও অহংকারীরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। বেহেশত বললো, দুর্বল ও দরিদ্ররা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। বরকতময় মহান আল্লাহ বেহেশতকে বলেন, তুমি হলে আমার রহমাত, আমি যাকে ইচ্ছা তোমার মাধ্যমে অনুগ্রহ করবো। অতঃপর তিনি দোযখকে বলেন, তুমি হলে আমার শাস্তি। আমি যাকে ইচ্ছা তোর মাধ্যমে শাস্তি দিবো। তাদের দু'জনকেই পূর্ণ করা হবে (যু, যু, তি, আ, যু, হি)।

৫৫৭- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَحَرِّقِينَ وَلَا مُتَمَاوِتِينَ وَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الشُّعْرَ فِي مَجَالِسِهِمْ وَيَذْكُرُونَ أَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ فَإِذَا أُرِيدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ دَارَتْ حَمَالِقُ عَيْنَيْهِ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ .

৫৫৭। আবদুর রহমান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ অশিষ্ট বা মনমরা ছিলেন না। তারা তাদের মজলিসসমূহে উত্তম কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলী যুগের বিষয়াদি আলোচনা করতেন। কিন্তু তাদের কাউকে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করাবার প্রয়াস চালানো হলে তার দৃষ্টি বিক্ষোভিত হয়ে যেতো। যেন তিনি এক উন্মাদ (ইবনে আবু শায়বা)।

৫৫৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ جَمِيلًا فَقَالَ حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالَ وَأَعْطَيْتُ مَا تَرَى حَتَّى مَا أَحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ أَمَا قَالَ بِشْرَكَ نَعْلٍ وَأَمَا قَالَ بِشَسِّعٍ أَحْمَرَ الْكَبْرِ ذَاكَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْكَبْرُ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ.

৫৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক অতিশয় সুন্দর ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, সৌন্দর্য আমার অতি প্রিয়, আর আমাকে সৌন্দর্য দান করা হয়েছে যা আপনি দেখছেন। এমনকি আমি এতটুকুও পছন্দ করি না যে, জুতার ফিতা বা তার লাল অগ্রভাগের সৌন্দর্যের দিক দিয়েও কেউ আমাকে ডিঙিয়ে যাক। এটা কি অহংকার? তিনি বলেনঃ না, বরং অহংকার হলো সত্য থেকে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা (দা, তি)।

৫৫৯- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالُ الذَّرِّ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَيَّ سِجْنٍ مِنْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ وَيَسْقُونَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ.

৫৫৯। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেনঃ কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিপিলিকা সদৃশ (ক্ষুদ্রদেহ) মানুষরূপে হাশরের মাঠে সমবেত করা হবে। তারা সব দিক থেকে লাঞ্ছনা পরিবেষ্টিত থাকবে। তাদেরকে দোযখের ব্লাস নামক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তারা দোযখের আগুনে জ্বলতে থাকবে এবং দোযখীদের (দেহ নির্গত) ঘাম পান করবে (তি, না, আ)।

২৫২- بَابُ مَنْ انْتَصَرَ مِنْ ظَلَمِهِ

২৫২- অনুচ্ছেদ ৪ যে ব্যক্তি যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

৫৫৬- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا دُونِكَ فَانْتَصِرِي.

৫৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাকে বলেনঃ তুমি তোমার প্রতিশোধ নাও।

৫৬১- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَاذَنْتِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلَنِي يَسْأَلُكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ أَيْ بِنْتِ أَتُحِبِّينَ مَا أَحِبُّ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَأَحْبِبِّي هَذِهِ فَقَامَتْ فَخَرَجَتْ فَحَدَّثَتْهُنَّ فَقُلْنَ مَا أَغْنَيْتِ عَنَّا شَيْئًا فَارْجِعِي إِلَيْهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَكَلِمُهُ فِيهَا أَبَدًا فَارْسَلَنِي زَيْنَبَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَاذَنْتِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ

لَهُ ذَلِكَ وَوَقَعَتْ فِي زَيْنَبُ تَسْبِيْنِي فَطَفِفْتُ أَنْظُرُ هَلْ يَأْذُنُ لِي النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ فَوَقَعْتُ بِزَيْنَبَ فَلَمْ أَنْسَبْ أَنْ أَتَخَنَّتْهَا عَلَيْهِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ.

৫৬১। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স)-এর স্ত্রীগণ ফাতেমা (রা)-কে নবী (স)-এর নিকট পাঠান। তিনি (গিয়ে) অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবী (স) তখন আয়েশা (রা)-এর বিছানায় ছিলেন। তিনি তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি প্রবেশ করে বলেন, আপনার স্ত্রীগণ আবু কুহাফার কন্যার ব্যাপারে তাদের প্রতি সুবিচার প্রার্থনা করার জন্য আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তিনি বলেনঃ হে আমার কন্যা! আমি যা ভালোবাসি তুমি কি তা ভালোবাসবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ তবে তুমি তাকে (আয়েশা) ভালোবাসবে। অতঃপর ফাতেমা (রা) উঠে চলে এলেন এবং বিয়ষটি তাদের বললেন। তারা বলেন, তুমি আমাদের কোন উপকার করতে পারলে না। তুমি আবার তাঁর কাছে যাও। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এই প্রসঙ্গে আমি আর কখনো তাঁর সাথে কথা বলবো না। অতঃপর তারা নবী-পত্নী যয়নব (রা)-কে পাঠান। তিনি গিয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (স) তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি তখন সেই কথা তাঁকে বলেন। আয়েশা (রা) বলেন, যয়নব আমাকে গালি দিয়ে কথা বলতে লাগলো। আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম যে, নবী (স) আমাকে (প্রতিউত্তরের) অনুমতি দেন কিনা। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, আমি প্রত্যুত্তর করলে তিনি অপছন্দ করবেন না, তখন আমিও যয়নবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং তাকে পরাস্ত করে ছাড়লাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ সাবধান! সে তো আবু বাক্রের কন্যা (যু, না, ই)।

২৫৩- بَابُ الْمُوَاسَّاةِ فِي السَّنَةِ وَالْمَجَاعَةِ

২৫৩- অনুচ্ছেদ : দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধাপিপাসার সময় সমবেদনা জ্ঞাপন।

৫৬২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ الزَّمَانِ مَجَاعَةٌ مَنْ أَدْرَكَتْهُ فَلَا يَعْدِلُنْ بِالْأَكْبَادِ الْجَائِعَةِ.

৫৬২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, শেষ যমানায় দুর্ভিক্ষ হবে। যে ব্যক্তি সেই যুগ পাবে, সে যেন ক্ষুধার্ত প্রাণীদের প্রতি অবিচার না করে।

৫৬৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَنْصَارَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَقْسَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُرُونَا الْمُؤُونَةَ وَتُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

৫৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সাহাবীগণ নবী (স)-কে বলেন, আমাদের এবং আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মধ্যে খেজুর বাগান ভাগ করে দিন। তিনি বলেনঃ না। তারা বলেন, আপনারা আমাদের বাগানে মেহনত করুন, আপনারদের ভাগ দেবো। তারা (মুহাজিররা) বলেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম (যু, মু, না)।

৫৬৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ عَامَ الرَّمَادَةِ وَكَانَتْ سَنَةً صَدِيدَةً مُلِمَّةً بَعْدَ مَا اجْتَهَدَ عُمَرُ فِي امْدَادِ الْأَعْرَابِ بِالْأَيْلِ وَالْقَمَحِ وَالزَّيْتِ مِنَ الْأَرْيَافِ كُلِّهَا حَتَّى بَلَغَتْ الْأَرْيَافُ كُلُّهَا مِمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ فَقَامَ عُمَرُ يَدْعُو فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَهُمْ عَلَيَّ رُءُوسَ الْجِبَالِ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ حِينَ نَزَلَ بِهِ الْغَيْثُ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُفَرِّجْهَا مَا تَرَكْتُ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ سَعَةٌ إِلَّا أَدْخَلْتُ مَعَهُمْ أَعْدَادَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ فَلَمْ يَكُنْ اثْنَانِ يَهْلِكَانِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَيَّ مَا يُقِيمُ وَاحِدًا.

৫৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) দুর্ভিক্ষের বছর বলেন, আর সেই বছরটি ছিল ভীষণ দুর্বিপাক ও কষ্টের। উমার (রা) পত্নী অঞ্চলের বেদুইনদের উট, খাদ্যশস্য ও তৈল প্রভৃতি সাহায্য সামগ্রী পৌছাবার চেষ্টা করেন। এমনকি তিনি গ্রামাঞ্চলের এক খণ্ড জমিও অনাবাদী পড়ে থাকতে দেননি এবং তার চেষ্টা ফলপ্ৰসূ হলো। উমার (রা) দোয়া করতে দাঁড়িয়ে বলেন, “হে আল্লাহ! আপনি তাদের রিযিক পর্বত চূড়ায় পৌছে দিন”। আল্লাহ তার এবং মুসলমানদের দোয়া কবুল করলেন। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হলে তিনি বলেন, আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)। আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ এই বিপর্যয় দূর না করতেন, তবে আমি কোন সচ্ছল মুসলমান পরিবারকেই তাদের সাথে সম-সংখ্যক অভাবী লোককে যোগ না করে ছাড়তাম না। যতটুকু খাদ্যে একজন জীবন ধারণ করতে পারে, তার সাহায্যে দু’জন লোক ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে।

৫৬৫- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ضَحَايَاكُمْ لَا يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُّوْا وَادْخِرُوْا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانُوا فِي جَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعَيِّنُوا فِيهَا.

৫৬৫। সালামা ইবনুল আকুওয়া (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবানী করে, সে যেন তৃতীয় দিনের পর এমন অবস্থায় ভোরে উপনীত না হয় যে, তার ঘরে কোরবানীর গোশতের কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। পরবর্তী বছর আসলে লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা গত বছর যেরূপ করেছিলাম, এ বছরও কি তদ্রূপ করবো? তিনি বলেনঃ নিজেরা খাও, অন্যকে খেতে দাও এবং জমা রাখো। (যেহেতু) ঐ বছর মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল, তাই আমি চেয়েছিলাম যে, এই অবস্থায় তোমরা তাদের সাহায্য করো (বু, মু)।

২৫৬ - بَابُ التَّجَارِبِ

২৫৪- অনুচ্ছেদ : অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন।

৫৬৬ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ لَا حِلْمَ إِلَّا تَجْرِبَةٌ يُعِيدُهَا ثَلَاثًا.

৫৬৬। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয়াবিয়া (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তার মনে যেন কি চিন্তার উদ্বেক হলো। অতঃপর তিনি সচকিত হয়ে বলেন, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন দ্বারাই সহিষ্ণুতা অর্জিত হয়। কথাটি তিনি তিনবার বলেন (শা, হি)।

৫৬৭ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَا حِلْمَ إِلَّا ذُو عَشْرَةٍ وَلَا حَكِيمٌ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ.

৫৬৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সহনশীল ও ধৈর্যশীল হয় এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না (বু, তি, আ, হি)।

২৫৫ - بَابُ مَنْ أَطْعَمَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ

২৫৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে তার ভাইকে আহার করায়।

৫৬৮ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَأَنْ أَجْمَعَ نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِي عَلَيَّ صَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً.

৫৬৮। আলী (রা) বলেন, আমার কতক ভাইকে একত্র করে তাদেরকে আমার এক বা দুই সা পরিমাণ আহার করানো—তোমাদের বাজারে গিয়ে আমার একটি গোলাম (খরিদ করে তা) দাসত্বমুক্ত করার চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়।

২৫৬ - بَابُ حِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ

২৫৬- অনুচ্ছেদ : জাহিলী যুগের পারস্পরিক চুক্তি।

৫৬৯ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيِّبِينَ فَمَا أَحَبُّ أَنْ أَنْكُتَهُ وَأَنْ لِي حُمْرُ النَّعَمِ.

৫৬৯। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমি আমার চাচাদের সাথে মুতাইয়্যাবীদের চুক্তিতে (হিলফুল ফযূল) শরীক ছিলাম। বহুমূল্য লাল উটের বিনিময়েও তা লংঘন করা আমার পছন্দনীয় নয় (আ ১৬৫৫ ও ১৬৭৬)।

২৫৭- بَابُ الْأَخَاءِ

২৫৭- অনুচ্ছেদঃ ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন।

৫৭০- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَخِي النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيْرِ.

৫৭০। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) ইবনে মাসউদ (রা) ও যুবাইর (রা)-র মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেন (আ)।

৫৭৮- بَابُ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ

২৫৮- অনুচ্ছেদঃ ইসলামী যুগে সাবেক আমলের চুক্তি।

৫৭১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِ الْيَمِينِ بِالْمَدِينَةِ.

৫৭১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার মদীনাহ বাড়িতে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বন্ধুত্ব চুক্তি স্থাপন করেন (বু, মু, দা)।

৫৭২- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلَيَّ دَرَجَ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ حِلْفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً وَلَا هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ.

৫৭২। আমার ইবনে ওয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (স) কাবা ঘরের সিঁড়িতে বসলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেনঃ জাহিলী যুগে যার চুক্তি ছিল, ইসলাম তা আরো মজবুত করেছে এবং মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নাই (তি, আ, খু)।

২৫৯- بَابُ مَنْ اسْتَمَطَرَ فِي أَوَّلِ الْمَطَرِ

২৫৯- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি প্রথম বৃষ্টিতে ভিজলো।

৫৭৩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَصَابَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَطَرٌ فَحَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ قُلْنَا لَمْ فَعَلْتَ قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ عِنْدَ بَرِيءٍ.

৫৭৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে থাকা অবস্থায় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগলো। নবী (স) তাঁর দেহের উপরিভাগ থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর শরীর বৃষ্টিতে ভিজে গেলো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি বলেনঃ যেহেতু মহান প্রভুর কাছ থেকে সদ্য আগত (তাই আমি তা শরীরে লাগিয়ে নিলাম বরকতের জন্য)।

২৬. - بَابُ إِنْ الْغَنَمِ بَرَكَهٗ

২৬০- অনুচ্ছেদ : ছাগল-ভেড়ার মধ্যে বরকত নিহিত ।

৫৭৬ - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ خَيْثَمٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابٍّ فَتَزَلُّوا قَالَ حُمَيْدٌ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذْهَبْ إِلَى أُمِّي وَقُلْ لَهَا إِنَّ ابْنَكَ يُفْرِكُ السَّلَامَ وَيَقُولُ أَطْعَمِينَا شَيْئًا قَالَ فَوَضَعَتْ ثَلَاثَةَ أَقْرَاصٍ مِنْ شَعِيرٍ وَشَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ فِي صَفْحَةٍ فَوَضَعَتْهَا عَلَى رَأْسِي فَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا وَضَعَتْهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَبَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلَّا الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ فَلَمْ يَصِبِ الْقَوْمَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنِ إِلَيَّ غَنَمِكَ وَأَمْسَحِ الرُّغَامَ عَنْهَا وَأَطْبِ مَرَاحَهَا وَصَلِّ فِي نَاحِيَّتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الثُّلَّةُ مِنَ الْغَنَمِ أَحَبُّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارٍ مَرُوانَ .

৫৭৬। হুমাইদ ইবনে মালেক ইবনে খায়ছাম (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে তার আকীক নামক স্থানের ভূমিতে বসা ছিলাম। তখন জম্বুয়ানে আরোহী একদল মদীনাবাসী তার নিকট উপস্থিত হন। তারা অবতরণ করলেন। হুমাইদ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বললেন, আমার মায়ের নিকট গিয়ে বলো, আপনার পুত্র আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন, আমাদের কিছু আহার করান। রাবী বলেন, তিনি তিনটি যবের পিঠা, কিছু যায়তুন তৈল ও কিছু লবণ একটি পেয়ালায় করে দিলেন। আমি তা আমার মাথায় তুলে নিয়ে তাদের নিকট ফিরে এলাম। আমি তা তাদের সামনে রেখে দিলে আবু হুরায়রা (রা) “আল্লাহু আকবার” বলেন এবং আরো বলেন, সেই সন্তার প্রশংসা যিনি আমাদের রুটি খাওয়ালেন। নতুবা এমন একদিন ছিল যখন দু’টি কালো বস্ত্র অর্থাৎ খেজুর ও পানি ছাড়া আমাদের আর কিছু জুটতো না। এই খাদ্যে দলের লোকজনের কিছু হলো না। তারা চলে গেলে আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বলেন, হে ভাইপো! তোমার ছাগলগুলোর খুব যত্ন করো, এগুলোর গায়ের ধুলাবালি ঝেড়ে দাও, এগুলোর খোঁয়াড় পরিষ্কার রাখো এবং এর এক কোণে নামায পড়ো। কেননা এগুলো বেহেশতের জীবজন্তু। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সন্তার শপথ! অচিরেই লোকজনের উপর এমন এক সময় আসবে যখন এক পাশ ছাগল তার মালিকের নিকট মারোয়ানের রাজপ্রাসাদের চেয়েও প্রিয়তর হবে।

৫৭৫ - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الشَّاءُ فِي الْبَيْتِ بَرَكَهٗ وَالشَّاتَانِ بَرَكَتَانِ وَالثَّلَاثُ بَرَكَاتٌ .

৫৭৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ ঘরে একটি বকরী একটি বরকতস্বরূপ, দুইটি বকরী দুইটি বরকতস্বরূপ এবং তিনটি বকরী অনেক বরকত।

২৬১- بَابُ الْأَيْلِ عَزْ لَاهِلِهَا

২৬১- অনুচ্ছেদ : উট তার মালিকের জন্য মর্যাদার উৎস।

৫৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوُ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْأَيْلِ وَالْفِدَا دِينَ أَهْلِ الْوَبْرِ وَالسُّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ .

৫৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : কুফরীর মূল পূর্ব দিকে (প্রাচ্যে), দম্ব ও অহংকার উট ও ঘোড়ার পালের মালিকদের মধ্যে এবং বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং দীনের প্রতি মনোযোগী হয় না। আর প্রশান্তি ছাগলের মালিকের মধ্যে (বু, যু)।

৫৭৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَجِبْتُ لِلْكَلابِ وَالشَّاءِ إِنَّ الشَّاءَ يُذْبَعُ مِنْهَا فِي السَّنَةِ كَذَا وَتُهْدَى كَذَا وَكَذَا وَالْكَلْبُ تَضَعُ الْكَلْبَةُ الْوَاحِدَةَ كَذَا وَكَذَا وَالشَّاءُ أَكْثَرُ مِنْهَا .

৫৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কুকুর ও ছাগলের ব্যাপারে আমি বিস্মিত হই। ছাগল বছরে এতো এতো সংখ্যক যবেহ করা হয়, এতো এতো সংখ্যক কোরবানী করা হয়। আর কুকুর, এক একটি মাদী কুকুর এতো এতো সংখ্যক শাবক প্রসব করে। অথচ ছাগলের সংখ্যা কুকুরের চেয়ে অধিক।

৫৭৮- عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا أَبَا ظَبْيَانَ كَمْ عَطَاؤُكَ قُلْتُ أَلْفَانِ وَخَمْسُ مِائَةٍ قَالَ لَهُ يَا أَبَا ظَبْيَانَ اتَّخِذْ مِنَ الْحَرْثِ وَالسَّابِيَاءِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلِيَكُمْ غَلْمَةٌ فُرُشٍ لَا يَعْدُ الْعَطَاءُ مَعَهُمْ مَالًا .

৫৭৮। আবু যাব্বান (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে বলেন, হে আবু যাব্বান! তোমার রাষ্ট্রীয় ভাতার পরিমাণ কতো? আমি বললাম, আড়াই হাজার। তিনি তাকে বলেন, হে আবু যাব্বান! কুরাইশ বংশের গোলামেরা তোমাদের শাসক হওয়ার পূর্বেই তুমি চাষাবাদ ও পশুপালনে মনোযোগী হও। তাদের সামনে ভাতা কোন উল্লেখযোগ্য সম্পদ নয়।

৫৭৯- عَنْ عَبْدِ بْنِ حَزْنٍ يَقُولُ تَفَاخَرُ أَهْلُ الْأَيْلِ وَأَصْحَابُ الشَّاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بُعِثَ مُوسَى وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ وَبُعِثَ دَاوُدُ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا أَرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِي بِأَجَادٍ .

৫৭৯। আবদা ইবনে হযন (র) বলেন, উট পালেন মালিক ও বকরীর পালের মালিকগণ পরস্পর গর্ব প্রকাশ করছিল। নবী (স) বলেনঃ মুসা (আ) মেঘপাল চরানো অবস্থায় নবুয়াত লাভ করেন। দাউদ (আ) মেঘপাল চরানো অবস্থায় নবুয়াত লাভ করেন। আমিও আজ্জাদ নামক স্থানে আমার পরিবারের মেঘপাল চরানো অবস্থায় নবুয়াত লাভ করি (না)।

২৬২- بَابُ الْأَعْرَابِيَّةِ

২৬২- অনুচ্ছেদ : যাযাবর জীবন ।

৫৮০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْكَبَائِرُ سَبْعٌ أَوْلَهُنَّ الْأِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ وَالْأَعْرَابِيَّةِ بَعْدَ الْهَجْرَةِ.

৫৮০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কবীরা গুনাহ সাতটি। তার প্রথমটি আল্লাহর সাথে শরীক করা, (২) নরহত্যা, (৩) সতী-সাধবী নারীর প্রতি যেনার মিথ্যা অপবাদ রটানো এবং (৪) হিজরতের পর পুনরায় যাযাবর জীবন বরণ করা।

২৬৩- بَابُ سَاكِنِ الْقُرَى

২৬৩- অনুচ্ছেদ : বিরান জনপদে বসবাসকারী ।

৫৮১- عَنْ ثَوْبَانَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسْكِنِ الْكُفُورَ فَإِنَّ سَاكِنِ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ قَالَ أَحَدُ الْكُفُورِ الْقُرَى.

৫৮১। সাওবান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন : তুমি বিরানভূমিতে বসতি স্থাপন করো না। কেননা বিরানভূমির অধিবাসী যেন কবরের অধিবাসী। আহমাদ (র) বলেন, কাফর শব্দের অর্থ গ্রামাঞ্চল।

৫৮২- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ يَا ثَوْبَانُ لَا تُسْكِنِ الْكُفُورَ فَإِنَّ سَاكِنِ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ.

৫৮২। সাওবাস (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে বলেছেন : হে সাওবান! বিরানভূমিতে বসবাস করো না। কেননা বিরানভূমির বাসিন্দা কবরের বাসিন্দা তুল্য।

২৬৪- بَابُ الْبَدْوِ إِلَى التَّلَاعِ

২৬৪- অনুচ্ছেদ : মরুময় ভূমিতে বা পানির উৎসে বসবাস ।

৫৮৩- عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَدْوِ قُلْتُ وَهَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْدُو قَالَتْ نَعَمْ كَانَ يَبْدُو إِلَى هَؤُلَاءِ التَّلَاعِ.

৫৮৩। মিকদাম ইবনে শুরায়হ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে মরু এলাকায় বসবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি বললাম, নবী (স) কি মরুময় এলাকায় যেতেন! তিনি বলেনঃ তিনি (পাহাড়ের উপর থেকে নিচে প্রবাহিত) ঐসব পানির উৎসে যেতেন (দা, যু, আ)।

৫৮৪- عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ إِذَا رَكِبَ وَهُوَ مُخْرِمٌ وَضَعَ ثَوْبَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ وَوَضَعَهُ عَلَى فَخْذَيْهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا.

৫৮৪। আমার ইবনে ওয়াহ্ব (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উসাইদ (র)-কে দেখেছি যে, তিনি ইহরাম অবস্থায় জলুযানে আরোহণ করলে, তার দুই কাঁধের উপর থেকে কাপড় তার দুই উরুর উপর রাখতেন। আমি বললাম, এটা কি? তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি।

২৬৫- بَابُ مَنْ أَحَبَّ كِتْمَانَ السِّرِّ وَأَنْ يُجَالِسَ كُلَّ قَوْمٍ فَيَعْرِفُ أَخْلَاقَهُمْ

২৬৫- অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি গোপনীয়তা রক্ষা পছন্দ করে এবং যে কোন লোকের সাথে তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী অবহিত হওয়ার জন্য মেলামেশা করে।

৫৮৫- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ كَانَا جَالِسَيْنِ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيِّ فَجَلَسَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّا لَا نُحِبُّ مَنْ يَرْفَعُ حَدِيثَنَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَسْتُ أَجَالِسُ أَوْلِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عُمَرُ بَلَى فَجَالَسَ هَذَا وَهَذَا وَلَا تَرْفَعُ حَدِيثَنَا ثُمَّ قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ مَنْ تَرَى النَّاسَ يَقُولُونَ يَكُونُ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي فَعَدَّدَ الْأَنْصَارِيُّ رِجَالًا مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ فَمَا لَهُمْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَوْلَهُ إِنَّهُ لَا خَرَأَهُمْ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقِيمَهُمْ عَلَى طَرِيقَةٍ مِّنَ الْحَقِّ.

৫৮৫। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ও এক আনসার ব্যক্তি একত্রে বসা ছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) এসে তাদের নিকট বসলেন। উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের কথা অন্যদের কাছে পৌছায় আমরা তাকে পছন্দ করি না। আবদুর রহমান (র) তাকে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি তাদের সাথে ওঠাবসা করি না। উমার (রা) বলেন, হাঁ, তুমি এর সাথে ওর সাথে ওঠাবসা করো, কিন্তু আমাদের (গোপন) কথা কোথাও ফাঁস করো না। অতঃপর তিনি আনসারীকে বলেন, আচ্ছা! আমার পরে কে খলীফা হবে বলে লোকজন আলোচনা করে? আনসারী মুহাজিরদের বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন, কিন্তু তাতে আলী (রা)-এর নাম উল্লেখ করেননি? উমার (রা) বলেন, তারা হাসানের পিতার (আলীর) কথা বলে না কেন? আল্লাহর শপথ! তিনি তাদের শাসনভার প্রাপ্ত হলে তিনিই তাদের সত্য পথে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে সর্বাধিক যোগ্য।

২৬৬- بَابُ التَّوَدُّعِ فِي الْأُمُورِ

২৬৬- অনুচ্ছেদ : কাজেকর্মে তাড়াহুড়া বর্জনীয় ।

৫৮৬- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ رَجُلًا تَوَفَّى وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ وَمَوْلَى لَهُ فَأَوْصَى مَوْلَاهُ بِإِبْنِهِ فَلَمْ يَأْلُوهُ حَتَّى أَدْرَكَ وَزَوَّجَهُ فَقَالَ لَهُ جَهْزَنِي أَطْلُبُ الْعِلْمَ فَجَهَّزَهُ فَأَتَى عَالِمًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْتَظِرَ فَقُلْ لِي أَعْلَمُكَ فَقَالَ حَضَرَ مِنِّي الْخُرُوجَ فَعَلَّمَنِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرْ وَلَا تَسْتَعْجِلْ قَالَ الْحَسَنُ فِي هَذَا الْخَيْرُ كُلُّهُ فَجَاءَ وَلَا يَكَادُ يَنْسَاهُنِ اثْنَا هُنَّ ثَلَاثٌ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُهُ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا نَزَلَ الدَّارَ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَائِمٍ مُتَرَاخٍ عَنِ الْمَرْأَةِ وَإِذَا امْرَأَتُهُ نَائِمَةٌ قَالَ وَاللَّهِ مَا أُرِيدُ مَا أَنْتَظِرُ بِهِذَا فَرَجَعَ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرْ وَلَا تَسْتَعْجِلْ فَرَجَعَ فَلَمَّا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ مَا أَنْتَظِرُ بِهِذَا شَيْئًا فَرَجَعَ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ سَيْفَهُ ذَكَرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ اسْتَيْقِظَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَاهُ وَثَبَ إِلَيْهِ فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَسَأَلَهُ قَالَ مَا أَصَبْتَ بَعْدِي قَالَ أَصَبْتُ وَاللَّهِ بَعْدَكَ خَيْرًا كَثِيرًا أَصَبْتُ وَاللَّهِ بَعْدَكَ أَنِّي مَشَيْتُ اللَّيْلَةَ بَيْنَ السَّيْفِ وَبَيْنَ رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَجَهَّزَنِي مَا أَصَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ قَتْلِكَ.

৫৮৬। হাসান বসরী (র) বলেন, এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে একটি পুত্র সন্তান ও একটি মুক্তদাস রেখে যায়। সে তার পুত্রের বিষয়ে তার মুক্তদাসকে ওসিয়াত করে যায়। সে তার ব্যাপারে কোন অবহেলা করেনি। ছেলেটি বালেগ হলে সে তাকে বিবাহও করায়। সে মুক্তদাসকে বললো, আমার সফরের আয়োজন করে দাও। আমি জ্ঞান অন্বেষণ করবো। সে তার সফরের আয়োজন করে দিলো। অতএব সে একজন আলেমের নিকট এসে তার কাছে জ্ঞানদানের আবেদন করলো। আলেম ব্যক্তি তাকে বলেন, তোমার ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তখন আমাকে বলবে, আমি তোমাকে জ্ঞানের কথা শিখাবো। সে আলেমকে বললো, আমার প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে। আপনি আমাকে জ্ঞানের কথা শিখিয়ে দিন। আলেম বলেন, “তুমি আল্লাহকে ভয় করো, ধৈর্য ধরো এবং (কোন ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করো না”। হাসান (র) বলেন, এতে সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সে যখন ফিরে এলো তখন তা তার স্মরণে ছিল। কেননা কথা ছিল মাত্র তিনটি। সে তার পরিবারে পৌঁছে সওয়ারী থেকে অবতরণ করলো। সে ঘরে ঢুকে দেখলো যে, একটি পুরুষলোক শিথিল অবস্থায় একটি নারীর অদূরে ঘুমিয়ে আছে। আর সেই নারী হচ্ছে তারই স্ত্রী। সে মনে মনে বললো, আল্লাহর শপথ! এই দৃশ্য দেখার পর আর কিসের অপেক্ষা করবো। সে তার সওয়ারীর কাছে ফিরে এলো। তরবারি নিতে গিয়ে তার স্মরণ হলো, “আল্লাহকে ভয় করো, ধৈর্য ধরো এবং তাড়াহুড়া করো না”। সে আবার ফিরে গিয়ে তার শিয়রের নিকট দাঁড়িয়ে বললো, এমন দৃশ্য দেখার পর আর মোটেও অপেক্ষা করবো না। সে তার সওয়ারীর নিকট ফিরে এলো এবং তরবারি তুলতে যেতেই উপদেশের কথা স্মরণ হলো। পুনরায় সে তার নিকট ফিরে গেলো।

সে তার শিয়রের নিকট দাঁড়াতেই নিদ্রিত ব্যক্তি জেগে উঠলো এবং তাকে দেখে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলো, তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলো। সে বললো, আমার নিকট থেকে যাওয়ার পর আপনি কেমন ছিলেন? সে বললো, আল্লাহর শপথ! তোমার নিকট থেকে যাওয়ার পর আমি পর্যাপ্ত কল্যাণ লাভ করেছি, আল্লাহর শপথ! ভালোই। আজ রাতে আমি মোট তিনবার তরবারি ও তোমার মাথার মাঝে যাতায়াত করেছি এবং যে জ্ঞান আমি অর্জন করেছি, তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে তা আমার প্রতিবন্ধক হয়েছে।

২৬৭- ۲۶۷- بَابُ التَّوَدُّةِ فِي الْأُمُورِ

২৬৭- অনুচ্ছেদ ৪ কাজেকর্মে ধীরস্থিরতা।

৫৮৭- عَنْ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ فِيكَ الْخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ قُلْتُ قَدِيمًا كَانَ أَوْ حَدِيثًا قَالَ قَدِيمًا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خُلُقَيْنِ أَحَبَّهُمَا اللَّهُ.

৫৮৭। আবদুল কায়েস গোত্রের আশাজ্জ (রা) বলেন, নবী (স) বললেনঃ তোমার মধ্যে এমন দুইটি অভ্যাস আছে যা আল্লাহর পছন্দনীয়। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কি কি? তিনি বলেনঃ সহিষ্ণুতা ও লজ্জাশীলতা। আমি বললাম, এই দুইটি অভ্যাস পূর্ব থেকে আমার মধ্যে ছিল না নতুনভাবে দেখছেন? তিনি বলেনঃ পূর্ব থেকে। আমি বললাম, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মধ্যে জনাগতভাবে এমন দুটি অভ্যাস সৃষ্টি করেছেন যা আল্লাহ পছন্দ করেন (নাসাই, আবু ইয়াল্লা)।

৫৮৮- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاءَةُ.

৫৮৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী (স) আবদুল কায়েস গোত্রের (প্রতিনিধি দলের নেতা) আশাজ্জ (রা)-কে বললেনঃ তোমার মধ্যে এমন দুইটি অভ্যাস আছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন। তা হলো সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতা (মু)।

৫৮৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاءَةُ.

৫৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) আবদুল কায়েস গোত্রের (প্রতিনিধি দলের নেতা) আশাজ্জ (রা)-কে বললেনঃ তোমার মধ্যে এমন দুটি বৈশিষ্ট্য আছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন, সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতা (মু, তি, ই, হি, আন)।

৫৯০- عَنْ مَزِيدَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ جَاءَ الْأَشَجُّ بِمَنْشِيِّ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَبَّلَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِنَّ فِيكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ جَبَلًا جَبَلْتُ

عَلَيْهِ أَوْ خُلُفًا مَعِيَ قَالَ لَا بَلْ جَبَلًا جُبِلَتْ عَلَيْهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

৫৯০। মাযীদা আল-আবদী (র) বলেন, আশাজ্জ (রা) পদব্রজে এসে নবী (স)-এর হাত ধরে তাতে চুমা দিলেন। নবী (স) তাকে বলেনঃ জেনে রাখো, তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খুবই মনঃপূত। আশাজ্জ (রা) বলেন, ঐগুলি কি আমার প্রকৃতিগত না আমার চরিত্রগত? তিনি বলেনঃ না, ঐগুলি তোমাকে প্রকৃতিগতভাবেই দান করা হয়েছে। আশাজ্জ (রা) বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে প্রকৃতিগতভাবেই এমন স্বভাব দান করেছেন, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মনঃপূত (বুখারীর তারীখুল কাবীর)।

২৬৮- ২৬৯ - بَابُ الْبَغْيِ

২৬৮- অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ।

৫৯১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ جَبَلًا بَغَى عَلَى جِبَلٍ لَدَكَ الْبَاغِي .

৫৯১। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি এক পাহাড় অন্য পাহাড়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো, তবে বিদ্রোহী পাহাড় একাকার হয়ে যেতো (তাফসীরে রুহুল মাআনী, সূরা ইউনুস, জামে সগীর, শুয়াব)।

৫৯২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ احْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتِ النَّارُ يَدْخُلْنِي الْمُتَكَبِّرُونَ وَالْمُتَجَبَّرُونَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكَ مِنْ شَيْءٍ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مِنْ شَيْءٍ .

৫৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : দোষখ ও বেহেশত বিতর্কে লিপ্ত হলো। দোষখ বললো, অহংকারী ও পরাক্রমশালী স্বৈরাচারীরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। বেহেশত বললো, দুর্বল ও নিঃস্বরাই আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তায়ালা দোষখকে বলেন, তুই হলি আমার আযাব। যার থেকে ইচ্ছা আমি তোর মাধ্যমে প্রতিশোধ নিবো। তিনি বেহেশতকে বলেন, তুমি আমার রহমাত, যাকে ইচ্ছা আমি তোমার মাধ্যমে অনুগ্রহ করবো।

৫৯৩- عَنْ قُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيًا فَلَا تُسْأَلُ عَنْهُ وَامْرَأَةٌ غَابَ زَوْجُهَا وَكَفَّاهَا مَوْتُهُ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ وَتَمَرَّجَتْ بَعْدَهُ وَثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ رَجُلٌ نَارَعَ اللَّهَ رِدَاءً فَإِنْ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَازَارَهُ عِزُّهُ وَرَجُلٌ شَكَ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ .

৫৯৩। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তিন ব্যক্তিকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না (সরাসরি দোষে নিষ্কিণ্ড হবে)। (১) যে ব্যক্তি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং তার ইমামের (নেতার) অবাধ্য হলো এবং অবাধ্য অবস্থায় মারা গেলো। তাকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। (২) যে ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাস তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেলো। (৩) যে নারীর স্বামী বহির্দেশে গিয়েছে, সে যদি তার অনুপস্থিতিতে তার রূপ-যৌবনের পসরা করে বেড়ায় এবং ভ্রষ্ট হয়। আরো তিন ব্যক্তিকে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর চাদর নিয়ে টানাহেঁচড়া করে। আর তাঁর চাদর হচ্ছে অহংকার এবং তাঁর পরিধেয় হচ্ছে তাঁর ইজ্জত। (২) যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে। (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয় (আ)।

৫৯৪ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ ذُنُوبٍ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْبَغْيُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ.

৫৯৪। বাক্বার ইবনে আবদুল আযীয (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তার মর্যাদাফিক গুনাহসমূহের মধ্যে যে কোন গুনাহের শাস্তি প্রদান কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহ, পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার গুনাহর শাস্তি অপরাধীর মৃত্যুর পূর্বেই এই দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন (দা, তি)।

৫৯৫ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ يُبْصِرُ أَحَدُكُمْ الْقَذَاءَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسِي الْجِدَلَ أَوْ الْجِدَعَ فِي عَيْنِ نَفْسِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْجِدَلَ الْخَشَبَةُ الْعَالِيَةُ الْكَبِيرَةُ.

৫৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমাদের কেউ তো তার ভাইয়ের চোখের মধ্যকার সামান্য ধূলিকণাও দেখতে পায়, কিন্তু তার নিজের চোখে আস্ত একটা কড়িকাঠ বা গুড়ি পড়ে থাকলেও তা দেখতে পায় না।

৫৯৬ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَعْقِلِ الْمُرْنِيِّ فَأَمَاطَ أَذْيَ عَنِ الطَّرِيقِ فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَبَادَرْتُهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ شَيْئًا فَصَنَعْتُهُ قَالَ أَحْسَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَمَاطَ إِذَا عَنِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ تَقَبَّلَ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫৯৬। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (র) বলেন, আমি মাকিল আল-মুযানী (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করলেন। অতঃপর আমিও রাস্তায় কিছু একটা দেখে তা সরালাম। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাকে কিসে এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? আমি বললাম, আপনাকে এরূপ করতে দেখে আমিও তাই করলাম। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি খুব উত্তম কাজ করেছো। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করে, তার জন্য একটি সওয়াব লেখা হয়। আর যার একটি সওয়াবের কাজ কবুল হয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

২৬৯- بَابُ قُبُولِ الْهَدِيَّةِ

২৬৯- অনুচ্ছেদ : উপহারাদি গ্রহণ ।

৫৯৭ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ تَهَادُّوا تَحَابُّوا.

৫৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা পরস্পর উপহারাদি বিনিময় করো, তোমাদের পারস্পরিক মন্বত সৃষ্টি হবে (যায়লাঈ ও সুযুতীর মতে আবু ইয়লা, নাসাঈর কিতাবুল কুনা, শুআব, ইবনে আদীর কামিল)।

৫৯৮ - عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسُ يَقُولُ يَا بُنَيَّ تَبَادَّلُوا بَيْنَكُمْ فَإِنَّهُ أَوْدُ لِمَا بَيْنَكُمْ .

৫৯৮। সাবিত (র) বলেন, আনাস (রা) বলতেন, হে বৎসগণ! তোমরা পরস্পরের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করো, তা তোমাদের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টির উপায় হবে।

২৭০- بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِمَا دَخَلَ الْبُغْضُ فِي النَّاسِ

২৭০- অনুচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিষে সৃষ্টি হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি উপহারাদি বর্জন করে।

৫৯৯ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَهْدَايَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي فَزَارَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً فَعَوَّضَهُ فَتَسَخَّطَهُ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ يَهْدِي أَحَدُهُمْ فَأَعْوَضَهُ بِقَدْرِ مَا عِنْدِي ثُمَّ يَسْخُطُهُ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ عَامِي هَذَا مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةٌ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ.

৫৯৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি নবী (স)-কে একটি উষ্ট্রী উপহার দিলো। তিনিও তাকে প্রতিদান দিলেন। তাতে সে অসন্তুষ্ট হলো। আমি নবী (স)-কে মিস্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : আমাকে তোমাদের কেউ হাদিয়া দিলে আমিও আমার সামর্থ্য অনুসারে তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। তাতে সে অসন্তুষ্ট হয়। আল্লাহ্র শপথ ! এই বছরের পর আমি কুরাশী, আনসারী, সাকাফী ও দাওসী গোত্র ছাড়া কোন বেদুইনের হাদিয়া গ্রহণ করবো না (তি, দা, না, আ, বা, হি)।

২৭১- بَابُ الْحَيَاءِ

২৭১- অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা।

৬০০ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

৬০০। আবু মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ নবুয়াতী কথার মধ্যে মানুষ যা পেয়েছে তাতে এও আছে, “তুমি নির্লজ্জ হতে পারলে যাচ্ছে তাই করতে পারো” (বু, দা, ই, আ, হি, তা)।

৬০১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

৬০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : ঈমানের ষাট বা সত্তরের অধিক শাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট শাখা হলো “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) এবং তার সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা (বু, য়)।

৬০২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعِزْرَاءِ فِي خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

৬০২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, নবী (স) অন্দর মহলের পর্দানশীন কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি কোন কিছু অপছন্দ করলে তাঁর চেহারা দর্শনেই আমরা তা বুঝতে পারতাম (বু, য়, ই)।

৬০৩- عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشٍ عَائِشَةَ لَأَيْسًا مَرِطَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ أَبِي بَكْرٌ هُوَ كَذَلِكَ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ اجْمَعِي إِلَيَّ ثِيَابَكَ قَالَ فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ فَرَعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ كَمَا فَرَعْتَ لِعُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِّيٌّ وَأَنَا خَشِيتُ أَنْ أَذِنْتُ لَهُ وَأَنَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ.

৬০৩। উসমান (রা) ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। তিনি তখন আয়েশা (রা)-এর একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় তার বিছানায় শায়িত ছিলেন। তিনি এই অবস্থায় থাকতেই আবু বাক্র (রা)-কে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। আবু বাক্র (রা) তার সাথে নিজ প্রয়োজন সেড়ে চলে গেলেন। অতঃপর উমার (রা) এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত প্রার্থনা করলেন। তিনি শায়িত অবস্থায় তাকেও অনুমতি দিলেন। তিনিও তাঁর সাথে প্রয়োজন সেড়ে চলে গেলেন। উসমান (রা) বলেন, অতঃপর আমি তার সাথে সাক্ষাত প্রার্থনা করলাম। তিনি উঠে বসে আয়েশা (রা)-কে বলেনঃ তুমি তোমার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নাও। উসমান (রা) বলেন, আমিও তাঁর সাথে নিজ প্রয়োজন সেড়ে বিদায় নিলাম। আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি দেখলাম, আপনি আবু বাক্র ও উমার (রা)-র আগমনে শংকিত বা সতর্ক হননি, যতটা হয়েছেন উসমান (রা)-এর আগমনে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ উসমান

অতিশয় লজ্জাশীল প্রকৃতির লোক। আমি আশংকা করলাম, যদি আমি তাকে এই অবস্থায় ঘরে ঢোকান অনুমতি দেই তবে সে তার প্রয়োজন নিয়ে আমার নিকট পৌঁছতো না (যু, মুশকিল)।

৬০৪ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

৬০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোন বস্তুর কেবল কদর্যতাই বৃদ্ধি করে। আর লজ্জা কোন জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে (আ,ই)।

৬০৫ - عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مرَّ بِرَجُلٍ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعَهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.

৬০৫। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তার ভাইকে লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধে নসীহত করছিল। নবী (স) বলেনঃ তাকে ছাড়ে। কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত (যু, আ)।

৬০৬ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ رَجُلٍ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ حَتَّى كَانَهُ يَقُولُ أَضْرِبْكَ فَقَالَ ﷺ دَعَهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ.

৬০৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি লজ্জা সম্পর্কে তার ভাইকে তিরস্কার করে বলছিল : তুমি খুবই লাজুক, এতে তোমার দারুণ ক্ষতি হবে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ঈমানের অংশ।

৬০৭ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخْذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَاذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَآذَنَ لَهُ كَذَلِكَ ثُمَّ تَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَاذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَوَّى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْشُ وَلَمْ تُبَالِهْ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْشُ وَلَمْ تُبَالِهْ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسَتْ وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ قَالَ أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ.

৬০৭। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তার ঘরে শোয়া ছিলেন। তার উরু অথবা পা খোলা ছিলো। আবু বাকর (রা) এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং এ অবস্থাতেই কথাবার্তা বলেন। এরপর উমার (রা) অনুমতি চাইলে তিনি তাকেও অনুমতি দিলেন এবং এ অবস্থায় কথাবার্তা বলেন। অতঃপর উসমান (রা) অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (স) উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করলেন। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, এ ব্যাপারটি একই দিনে ঘটেছে বলে আমি বলতে পারি না। এরপর উসমান (রা) এসে কথাবার্তা বলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) বলেন, আবু বাকর (রা) এলেন, আপনি কোন খেয়াল করলেন না। উমার (রা) এলেন,

۲۷۲- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

٦٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ كُلُّهُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ كُلُّهُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ.

٢٧٣- بَابُ مَنْ دَعَى فِي غَيْرِهِ مِنَ الدُّعَاءِ

٦٠٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ
ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَبِثَ يُونُسُ ثُمَّ جَاءَنِي الدَّاعِيَ لَاَجْبَتُ
إِذْ جَاءَهُ الرُّسُولُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَي رُبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْتَ أَيْدِيَهُنَّ.
وَرَحِمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوطٍ إِنْ كَانَ لِأَوْيِ إِلَى رَكْنٍ شَدِيدٍ إِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً
أَوْ آوِيَ إِلَى رَكْنٍ شَدِيدٍ مَا أَنْ بَعَثَ اللَّهُ بَعْدَهُ مِنْ نَبِيِّ الْأَفْرِ ثَرْوَةً مِّنْ قَوْمِهِ قَالَ
مُحَمَّدٌ الثَّرْوَةُ الْكَثْرَةُ وَالْمَنْعَةُ.

৬০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবানের পুত্র ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ), যিনি বরকতময় মহান আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ ইউসুফ (আ) যতো কাল কারাগারে ছিলেন আমি যদি ততো কাল কারাগারে থাকতাম এবং অতঃপর রাজদূত আমার নিকট এসে আহবান জানালে আমি (তার ডাকে) সাড়া দিতাম। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন (অনুবাদ)ঃ “রাজদূত যখন তার নিকট উপস্থিত হলো তখন সে বললো, তুমি তোমার মনিবের নিকট ফিরে

যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে নারীরা নিজেদের হাত কেটেছিলো তাদের অবস্থা কি” (সূরা ইউসুফঃ ৫০)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ লূত (আ)-এর উপর আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হোক। তিনি মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তিনি তাঁর কাওমকে বললেন, “তোমাদের উপর যদি আমার জোর খাটতো অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় দুর্গের আশ্রয় নিতে পারতাম” (সূরা হূদঃ ৮০)। তার পর থেকে আল্লাহ যে কোন জাতির মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই নবীগণকে পাঠিয়েছেন (বু, মু, তি, ই, আ)।

২৭৪- بَابُ النَّاخِلَةِ مِنَ الدُّعَاءِ

২৭৪-অনুচ্ছেদঃ অন্তর নিংড়ানো দোয়া।

৬১. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الرَّبِيعُ يَأْتِي عِلْقَمَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا لَمْ أَكُنْ ثَمَّةُ أَرْسَلُوا إِلَيَّ فَجَاءَ مَرَّةً وَلَسْتُ ثَمَّةُ فَلَقِينِي عِلْقَمَةُ وَقَالَ لِي أَلَمْ تَرَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّبِيعُ قَالَ أَلَمْ تَرَ أَكْثَرَ مَا يَدْعُو النَّاسُ وَمَا أَقَلُّ اجَابَتُهُمْ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ إِلَّا النَّاخِلَةَ مِنَ الدُّعَاءِ قُلْتُ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ وَمَا قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَسْمَعُ اللَّهُ مِنْ مُسْمِعٍ وَلَا مِرَاءٍ وَلَا لَاعِبٍ إِلَّا دَاعٍ دَعَا يَثْبُتُ مِنْ قَلْبِهِ قَالَ فَذَكَرَ عِلْقَمَةُ قَالَ نَعَمْ.

৬১০। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, রবী (র) প্রতি জুমুআর দিন আলকামা (র)-এর নিকট আসতেন। আমি তথায় উপস্থিত না থাকলে তারা আমার জন্য লোক পাঠিয়ে দিতেন। একদা রবী (র) এলেন। কিন্তু আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম না। তাই আলকামা (র) আমার সাথে সাক্ষাত করে আমাকে বলেন, তুমি কি দেখেছো রবী কি নিয়ে এসেছে? তিনি বলেন, আপনি কি লক্ষ্য করেন না, লোকে প্রচুর দোয়া করে কিন্তু তাদের দোয়া কতো কম কবুল হয়? তার কারণ এই যে, মহামহিম আল্লাহ অন্তর নিঃসৃত দোয়া ছাড়া কবুল করেন না। আমি বললাম, আবদুল্লাহ (রা)-ও কি তাই বলেননি? তিনি জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আল্লাহ এমন লোকের দোয়া কবুল করেন না, যে লোককে শুনাবার জন্য, প্রদর্শনীর জন্য এবং অভিনয়ের ভঙ্গিতে দোয়া করে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তরের অন্তস্থল থেকে দোয়া করে তিনি তার দোয়া কবুল করেন। রবী বলেন, আলকামা (র)-এর স্বরণ হলে তিনি বলেন, হাঁ (তিনি তাই বলেছেন)।

২৭৫- بَابُ لِيَعْزِمَ الدُّعَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرَهَ لَهُ

২৭৫-অনুচ্ছেদঃ প্রত্যয় সহকারে দোয়া করবে। কারণ আল্লাহর জন্য বাধ্যতামূলক করণীয় কিছু নাই।

৬১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَعَى أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُولُ إِنْ شِئْتَ وَلِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلِيَعْظِمِ الرُّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ.

৬১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমাদের কেউ যখন দোয়া করে তখন সে যেন এরূপ না বলে, যদি তুমি চাও (তবে আমার দোয়া কবুল করো)। বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে এবং পরম আগ্রহভরে দোয়া করে। কেননা কিছু দান করা আল্লাহর কাছে বিরাট কিছু নয় (বু, মু, দা, তি, ই, হি, আন)।

৬১২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعَزِّمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْظِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرَهُ لَهُ.

৬১২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: তোমাদের কেউ দোয়া করলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করবে। দোয়ায় এরূপ বলবে না যে, হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও তবে আমাকে দাও। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নাই (বু, মু, না, আ)।

২৭৬- بَابُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ

২৭৬- অনুচ্ছেদঃ হাত তুলে দোয়া করা।

৬১৩- عَنْ أَبِي نَعِيمٍ وَهُوَ وَهْبٌ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَدْعُوَانِ يُدِيرِكَانِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى الرَّجْلِ.

২১৩। আবু নঈম ওয়াহ্ব (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা) ও ইবনু যুবাইর (রা)-কে দোয়া করে হাতের তালু মুখমণ্ডলে মলতে দেখেছি।

৬১৪- عَنْ عَائِشَةَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلَا تُعَاقِبْنِي أَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ فَلَا تُعَاقِبْنِي فِيهِ.

২১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর দোয়ায় বলেন: “ আমি একজন মানুষই। অতএব তুমি আমাকে শাস্তি দিও না। আমি যদি কোন মুমিন ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে থাকি বা গালি দিয়ে থাকি, তবে তুমি সেজন্য আমাকে শাস্তি দিও না (মু, আ)।

৬১৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَآبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَاسْتَقْبَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْقَبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأَنْتَ بِهِمْ.

৬১৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাওসী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দাওস গোত্র নাফরমান হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অতএব আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদদোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ (স) কিবলামুখী হয়ে তাঁর উভয় হাত উপরে তুললেন। লোকজন মনে করলো, নবী (স) তাদেরকে বদদোয়া করবেন। কিন্তু তিনি বলেন: হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান করো এবং তাদেরকে মুসলমানদের সাথে মিলিয়ে দাও (বু, মু)।

২১৬- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَحَطَ الْمَطَرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا يَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ يَسْتَسْقِي اللَّهُ فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابُّ الْقَرِيبُ الدَّارَ الرَّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ فِدَامَتْ جُمُعَةٌ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ فَتَبَسَّمَ لِسُرْعَةِ مَلَائِكَةِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ بِيَدِهِ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ.

৬১৬। আনাস (রা) বলেন, এক বছর অনাবৃষ্টি হলো। মুসলমানদের একজন জুমুআর দিন নবী (স)-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনাবৃষ্টি চলছে, ভূমি শুষ্ক (টোচির) হয়ে গেছে, সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দুই হাত উর্ধ্বে তুললেন। তখন আকাশে মেঘ ছিলো না। তিনি তাঁর দুই হাত এতো প্রসারিত করলেন যে, আমি তাঁর বগলদ্বয়ের গুহ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। আমরা জুমুআর নামায শেষ না করতেই এমন বৃষ্টি হলো যে, নিকটস্থ বাড়ি-ঘরের যুবকরা ফিরে যাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি পড়ে গেলো। সপ্তাহ ধরে অবিরত বৃষ্টি হতে থাকলো। পরবর্তী জুমুআ উপস্থিত হলে লোকজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঘরবাড়ি ধসে পড়ছে। কাফেলার চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি আদম সন্তানের এতো তাড়াতাড়ি বিরক্ত হয়ে যাওয়াতে মৃদু হাসলেন এবং হাত তুলে বলেনঃ “হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর আর নয়”। ফলে মদীনার আকাশ থেকে মেঘ চলে গেলো (বু, মু, দা, না, ই, মা)

৬১৭- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا رَأَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلَا تُعَاقِبْنِي أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَذَيْتَهُ أَوْ شَتَمْتَهُ فَلَا تُعَاقِبْنِي فِيهِ.

৬১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর দোয়ায় বলেনঃ “হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষই। অতএব তুমি আমাকে শাস্তি দিও না। আমি যদি কোন মুমিন ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে থাকি বা গালি দিয়ে থাকি, তবে তুমি সেজন্য আমাকে শাস্তি দিও না” (মু, আ)।

৬১৮- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ وَمَنْعَةٍ حِصْنٌ دُونَ قَالَ قَابِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ فَهَاجَرَ الطُّفَيْلُ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَمَرَضَ الرَّجُلُ فَضَجَرَ أَوْ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهَا فَحَبَا إِلَى قَرْنٍ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَقَطَعَ وَدَجِيهَ فَمَاتَ فَرَأَاهُ الطُّفَيْلُ فِي الْمَنَامِ قَالَ مَا فُعِلَ بِكَ قَالَ غُفِرَ لِي بِهَجْرَتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا شَأْنُ يَدَيْكَ قَالَ فَقِيلَ إِنَّا لَا

نُصْلِحُ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ مِنْ يَدَيْكَ قَالَ فَقَصَّهَا الطُّفِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ
اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاعْفِرْ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

৬১৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তুফাইল ইবনে আমর (রা) নবী (স)-কে বলেন, আপনার কি দুর্গ ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজন আছে? দাওস গোত্রের দুর্গ? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এজন্য যে, আল্লাহ আনসারদের জন্যই তাঁর প্রতিরক্ষা (সংক্রান্ত) সওয়াবের ভাণ্ডার সংরক্ষিত করেছেন। অতঃপর তুফাইল (রা) হিজরত করে চলে আসলেন। তার সাথে তার সগোত্রীয় এক ব্যক্তিও আসলো। লোকটি রোগাক্রান্ত হলো এবং (রোগ যাতনায়) জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে গেলো। তাই সে শিং-এর মধ্যে থেকে একটি ছুরি নিয়ে তার ঘাড়ের (দুই) দিকের রগ কেটে ফেললো। তাতে তার মৃত্যু হলো। তুফাইল (রা) তাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হলো। সে বললো, নবী (স)-এর কাছে আমার হিজরত করার কারণে আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দুই হাতের অবস্থা কি? রাবী বলেন, বলা হলো, তোমার হাতের দ্বারা তুমি যা নষ্ট করেছো তা আমরা আর সংস্কার করবো না। রাবী বলেন, তুফাইল (রা) স্বপ্নের কথা নবী (স)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। নবী (স) বলেনঃ হে আল্লাহ! তার দুই হাতকে ক্ষমা করে দাও এবং (দোয়ায়) তিনি তাঁর দুই হাত উঠালেন (মু,আন, হা, হি,আ)।

৬১৯- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِقَوْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ.

৬১৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেনঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা থেকে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই ভীর্ণতা থেকে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে (বু,মু)।

৬২০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.

৬২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার বান্দার জন্য সেইরূপ যেরূপ সে আমার সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে। আমি তার সাথেই থাকি যখন সে আমাকে ডাকে (বু,মু,তি,ই)।

২৭৭- بَابُ سَيِّدِ الْأِسْتِغْفَارِ

২৭৭- অনুচ্ছেদঃ সায়িদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া)

৬২১- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْأِسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أُبُوهُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ

وَأَبُوهُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ إِذَا
قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ
فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ.

৬২১। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ সায়্যিদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো, “হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে বন্ধপরিকর। আমি তোমার দেয়া নিয়ামতের কথা স্বীকার করি এবং আমার পাপের কথাও তোমার কাছে স্বীকার করি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নাই। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই”। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এরূপ বলে (ঐ রাতে) মারা গেলে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে বা বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর সে ভোরে উপনীত হয়ে এরূপ বললে এবং সেদিন মারা গেলে বেহেশতে প্রবেশ করবে বা বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে (বু,তি,না)।

৬২২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّ فِي الْمَجْلِسِ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَبَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مِائَةَ مَرَّةٍ.

৬২২। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর মজলিসে অবশ্যই গণনা করে দেখতাম যে, তিনি এক মজলিসে শতবার বলতেনঃ “প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার তওবা কবুল করো। নিশ্চয় তুমিই একমাত্র তওবা কবুলকারী, দয়াময়” (দা,তি,না,আ,হি)।

৬২৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الضُّحَى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ حَتَّى قَالَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ.

৬২৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) চাশতের নামায পড়লেন, অতঃপর বলেনঃ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার তওবা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়াময়”। এমনকি তিনি তা শতবার বললেন (না, আ)।

৬২৪- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

৬২৪। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ সায়্যিদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো, কারো এভাবে বলা : “হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার দেয়া ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর। আমি আমার কৃতকর্মের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে তোমার দেয়া নিয়ামতরাজির স্বীকারোক্তি করছি এবং আমি তোমার কাছে আমার গুনাহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহ মাফকারী আর কেউ নাই”। নবী (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয়সহ দিনের বেলা তা বললে এবং সেদিনই সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে মারা গেলে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর কোন ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয়সহ তা রাতের বেলা বললে এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই মারা গেলে সেও জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে (বু,তি, না)।

৬২৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো। আমি দৈনিক শতবার আল্লাহর কাছে তওবা করি।

৬২৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, নামাযের পরে পড়ার কলেমা আছে, যেগুলোর পাঠকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাঃ “আল্লাহ মহাপবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আল্লাহ মহান”। রাবী আবু উনাইস ও আমার ইবনে কায়েস (র) হাদীসটি মারফু সুত্রে বর্ণনা করেছেন (মু,তি,না)।

২৭৮-বَابُ دُعَاءِ الْإِخِ بَظَهْرِ الْغَيْبِ.

২৭৮-অনুচ্ছেদঃ ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করা।

৬২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ সত্ত্বর কবুল হওয়ার মতো দোয়া হলো এক অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপর অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়া (তি, দা)।

৬২৮। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ভাইয়ের দোয়া কবুল হয়।

৬২৯- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ الدُّرْدَاءُ بِنْتُ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَيْهِمُ الشَّامُ فَوَجَدْتُ أُمَّ الدُّرْدَاءِ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ أَجِدْ أَبَا الدُّرْدَاءِ قَالَتْ أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنْ دَعَا الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مُسْتَجَابَةً لِأَخِيهِ بَطَّحَ الْعَيْبُ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلِكٌ مُؤَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ أَمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا الدُّرْدَاءِ فِي السُّوقِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬২৯। সাফওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। আবু দারদা (রা)-এর কন্যা দারদা তার স্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় আমার শ্বশুরালয়ে আসলাম। আমি বাড়িতে দারদার মাকে (আমার শাশুড়ীকে) পেলাম, কিন্তু দারদার পিতাকে (আমর শ্বশুরকে) পেলাম না। শাশুড়ী বলেন, তুমি কি এ বছর হজ্জ করার ইচ্ছা করেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ তাহলে আমাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। কেননা নবী (স) বলতেনঃ “অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য মুসলমানের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা মোতায়ন থাকেন। যখন সে তার কোন ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দোয়া করে, তখন সেই ফেরেশতা বলেন, আমীন এবং তোমারও অনুরূপ কল্যাণ হোক”। রাবী বলেন, বাজারে আবু দারদা (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনিও অনুরূপ বললেন এবং তা নবী (স)-এর বরাতে বললেন (যু, দা, ই, হি, আন)।

৬৩০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَلَلْهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ حَبَّبْتُهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ .

৬৩০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! কেবল আমাকে ও মুহাম্মাদ (স)-কে ক্ষমা করুন। নবী (স) বলেনঃ তুমি অনেক লোককে দোয়া থেকে বঞ্চিত করলে (বু, আ, হি)।

৬৩১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْمَجْلِسِ مِائَةَ مَرَّةٍ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

৬৩১। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে এক মজলিসে আল্লাহর কাছে শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনেছিঃ “হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো, আমার তওবা কবুল করো এবং আমাকে অনুগ্রহ করো। কেননা তুমিই তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু” (না)।

২৭৭- بَابُ

২৭৯- অনুচ্ছেদ : বিবিধ।

৬৩২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنِّي لَأَدْعُو فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِي حَتَّى أَنْ يَفْسَحَ اللَّهُ فِي مَشْنِي دَابَّتِي حَتَّى أَرَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَسْرُنِي .

৬৩২। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি আমার প্রতিটি ব্যাপারেই দোয়া করে থাকি, এমনকি আমার জন্তুয়ানকে দ্রুত গতিসম্পন্ন করে দেওয়ার জন্যও দোয়া করি। তাতে আমি আনন্দদায়ক ফলই লাভ করি।

৬৩৩- عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِيمَا يَدْعُو اللَّهَ تَوْفِيَّ مَعَ الْأَبْرَارِ وَلَا تُخْلِفُنِي فِي الْأَشْرَارِ وَالْحَقْنِي بِالْأَخْيَارِ.

৬৩৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তার দোয়াসমূহের মধ্যে একটি ছিলো: “হে আল্লাহ! সৎকর্মশীল লোকদের সাথে আমার মৃত্যু দান করো, নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে আমাকে জীবিত রেখো না এবং উত্তম লোকদের সাথে আমার মিলন ঘটানো”।

৬৩৪- عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَكْثُرُ أَنْ يَدْعُو بِهِؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ رَبَّنَا أَصْلِحْ بَيْنَنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ الْإِسْلَامِ وَتَجَنَّبْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَأَصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُشْتَرِينَ بِهَا قَاتِلِينَ بِهَا وَآتِمِّمْهَا عَلَيْنَا.

৬৩৪। শাকীক (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বেশীর ভাগ নিম্নোক্ত বাক্যে দোয়া করতেন: “আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের সংশোধন করে দাও, আমাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করো, আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে মুক্তি দাও, প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে আমাদের দূরে রাখো, আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়, অন্তরসমূহ ও আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে বরকত দান করো এবং আমাদের তওবা কবুল করো। কেননা তুমিই তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। তুমি আমাদেরকে নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ, এগুলোর প্রশংসাকারী ও আলোচনাকারী বানাও এবং তা আমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করো” (দা, ই, তা)।

৬৩৫- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسُ إِذَا دَعَا لِأَخِيهِ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ قَوْمِ أَبْرَارٍ لَيْسُوا بِظُلْمَةٍ وَلَا فُجَّارٍ يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَيَصُومُونَ النَّهَارَ.

৬৩৫। সাবিত (র) বলেন, আনাস (রা) তার ভাইয়ের জন্য দোয়া করার সময় বলতেন, “আল্লাহ তার প্রতি সৎকর্মপরায়ণ লোকদের দোয়া বর্ষণ করুন, যারা যালেম বা পাপাচারী নন, যারা রাত জেগে ইবাদত করেন এবং দিনের বেলা রোযা রাখেন”।

৬৩৬- عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَمَسَحَ عَلَيَّ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالرِّزْقِ.

৬৩৬। আমর ইবনে হুরাইস (রা) বলেন, আমার মা আমাকে নিয়ে নবী (স)-এর নিকট গেলেন। তিনি আমার মাথা মলে দিলেন এবং আমার রিযিকের জন্য দোয়া করলেন (উসদুল গাবা)।

৬৩৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ إِخْوَانَكَ أَتَوْكَ مِنَ الْبَصْرَةِ وَيَوْمَئِذٍ بِالزَّأْوِيَةِ لَتَدْعُو اللَّهَ لَهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ فَاسْتَرَادُّوه فَقَالَ مِثْلُهَا فَقَالَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَقَدْ أُوتِيتُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

৬৩৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন যে, তিনি যাবিয়ায় অবস্থানকালে তাকে বলা হলো, আপনার ভাই-বন্ধু তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করানোর উদ্দেশ্যে বসরা থেকে আপনার নিকট এসেছে। তিনি বলেন, “হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের দয়া করুন, আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোষখের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন”। তারা আরো অধিক দোয়ার আবেদন করলে তিনি পূর্বোক্ত দোয়া করেন। তিনি বলেন, তোমাদের যদি তা দান করা হয় তাহলে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করা হলো।

৬৩৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ غُصْنًا فَنَقَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ ثُمَّ نَقَضَهُ فَلَمْ يَنْتَفِضْ ثُمَّ نَقَضَهُ فَانْتَفَضَ قَالَ إِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا .

৬৩৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) একটি গাছের ডাল ধরে নাড়া দিলেন কিন্তু পাতা ঝরলো না। তিনি পুনরায় তা ধরে নাড়া দিলেন কিন্তু এবারও পাতা ঝরলো না। তিনি পুনরায় ডাল ধরে নাড়া দিলে এবার পাতা ঝরলো। তিনি বলেন : “সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” বাক্য শুনাহ ঝরিয়ে দেয়, যেমন গাছ তার পাতাসমূহ ঝরিয়ে দেয় (তি, আ)।

৬৩৯- عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ أَتَتْ امْرَأَةً النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهِ الْحَاجَةَ أَوْ بَعْضَ الْحَاجَةِ فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ تَهْلِلِينَ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ عِنْدَ مَنَامِكَ وَتُسَبِّحِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدِينَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

৬৩৯। আনাস (রা) বলেন, এক মহিলা তার কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য নবী (স)-এর নিকট আসলো। তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাকে এর চেয়েও উত্তম কিছু বলে দিবো না? তোমার শয়নকালে তুমি তেত্রিশবার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু”, তেত্রিশবার “সুবহানাল্লাহু” এবং চৌত্রিশবার “আলহামদু লিল্লাহু” বলবে, তাতে এক শতবার হবে এবং তা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে উত্তম (আ, হি)।

৬৪- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ هَلَّلَ مِائَةً وَسَبَّحَ مِائَةً وَكَبَّرَ مِائَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَشْرِ رِقَابٍ يُعْتَقُهَا وَسَبْعَ بَدَنَاتٍ يَنْحَرُهَا .

৬৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আরও বলেনঃ যে ব্যক্তি এক শতবার লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ, এক শতবার সুবহানাল্লাহ এবং এক শতবার আল্লাহু আকবার বলবে তার জন্য তা দশটি গোলাম আযাদ করা এবং সাতটি উট কোরবানী করার চেয়ে উত্তম।

৬৪১- فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ آتَاهُ الْعَدِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلِ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَقْلَحْتَ .

৬৪১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ তুমি আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। সে পরদিন সকালে তার নিকট এসে আবার বললো, হে আল্লাহর নবী! কোন দোয়া সর্বোত্তম? তিনি বলেনঃ তুমি আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো, সুখ- শান্তি প্রার্থনা করো। যদি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা দান করা হয় তবে তুমি সফলকাম হলে (তি,ই)।

৬৪২- عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَيَّ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ .

৬৪২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম কথা হচ্ছেঃ “সুবহানাল্লাহ লা শারীকা লাহ্ লাহ্ লাহ্ মুলকু ওয়ালাহ্ লাহ্ হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শায়ইন কাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিাহমদিহি” (আল্লাহ মহাপবিত্র, তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। মন্দকে রোধ করা এবং কল্যাণ হাসিল করার শক্তি আল্লাহ ব্যতীত কারো নাই। আল্লাহ মহাপবিত্র ও সকল প্রশংসা তাঁরই”) (যু)।

৬৪৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَصْلِي وَلَهُ حَاجَةٌ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ قَالَتْ يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِجَمَلِ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جَمَلُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعُهُ قَالَ قَوْلِي االلَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا تَعُوذُ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا .

৬৪৩। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি নামায পড়ছিলাম। তার কি একটা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি তাতে বিলম্ব করলাম। তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থক দোয়া করবে। নামায শেষ করে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থক দোয়া কি? তিনি বলেনঃ তুমি বলো, “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বিলম্ব ও অবিলম্ব, আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সব রকম কল্যাণ কামনা করছি। আমি তোমার নিকট বিলম্ব ও অবিলম্ব আমার জানা ও অজানা সব রকম ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার নিকট বেহেশত এবং যে কথা ও কাজ বেহেশতের নিকটবর্তী করে দেয় তা প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট দোযখ থেকে এবং যে কথা ও কাজ দোযখের নিকটবর্তী করে দেয় তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট সেই জিনিস প্রার্থনা করছি যা মুহাম্মাদ (স) তোমার নিকট প্রার্থনা করেছেন। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সেই জিনিস থেকে যা থেকে মুহাম্মাদ (স) তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আমার ব্যাপারে তুমি যে ফয়সালা করেছো পরিণামে তাকে (আমার) হেদায়াতের উপায় বানাও” (ই)।

২৮- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

২৮০- অনুচ্ছেদঃ মহানবী (স)-এর উপর দুরুদ পাঠ।

৬৪৪- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ.

৬৪৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে মুসলমান ব্যক্তির দান-খয়রাত করার সামর্থ্য নাই, সে যেন তার দোয়ায় বলে, “আল্লাহ্‌ছা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া সল্লে আলাল-মুমিনীনা ওয়াল-মুমিনাত ওয়াল-মুসলিমীনা ওয়াল-মুসলিমাত” (হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদকে দয়া করো এবং মুমিন নারী-পুরুষ ও মুসলিম নারী-পুরুষ সকলকে দয়া করো)। এটাই তার জন্য যাকাতস্বরূপ (হা,হি)।

৬৪৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ وَشَفَعْتُ لَهُ.

৬৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি বলবে, “হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের প্রতি অনুগ্রহ করো এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতিও অনুগ্রহ করো, যেমন তুমি অনুগ্রহ করেছো ইবরাহীম (আ)-কে, ইবরাহীমের পরিজনের প্রতি। আর তুমি বরকত দান করো মুহাম্মাদকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে, যেমন তুমি বরকত দান করেছো ইবরাহীমকে ও তাঁর পরিজনকে। আর তুমি রহমাত বর্ষণ করো মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর পরিজনদের উপর, যেমন

তুমি রহমাত বর্ষণ করেছে। ইবরাহীমের উপর এবং তার পরিজনের উপর”। কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষী দিবো এবং তার জন্য শাফাআত করবো (তাবারীর তাহযীব, ফাতহুল বারী)।

৬৪৬- عَنْ أَنَسٍ وَمَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَتَبَرَّزُ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَتَّبِعُهُ فَخَرَجَ عُمَرُ فَأَتْبَعَهُ بِفَخَّارَةٍ أَوْ مُطَهَّرَةٍ فَوَجَدَهُ سَاجِدًا فِي مَسْرُبٍ فَتَنَحَّى فَجَلَسَ وَرَأَاهُ حَتَّى رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتَ يَا عُمَرُ حِينَ وَجَدْتَنِي سَاجِدًا فَتَنَحَّيْتَ عَنِّي إِنْ جِبْرِيلُ جَاءَنِي فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ.

৬৪৬। আনাস (রা) ও মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে বের হলেন, কিন্তু সাথে যাওয়ার মতো কাউকে পেলেন না। উমার (রা) মাটির ঘড়া বা পানির পাত্র নিয়ে তাঁর পিছে পিছে গেলেন। তিনি তাঁকে একটি শুষ্ক পাহাড়ী নালার মধ্যে সিজদারত অবস্থায় পেলেন। তিনি সরে গিয়ে তাঁর পিছনে বসলেন। শেষে নবী (স) তাঁর মাথা তুলে বলেন : হে উমার! তুমি আমাকে সিজদারত দেখে একপাশে সরে গিয়ে ভালোই করেছে। জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে বলেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দুরুদ পড়ে, আল্লাহ তাঁর প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন এবং তার মর্যাদা দশ গুণ বাড়িয়ে দেন (আ, ইলা, সাখাবী)।

৬৪৭- عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ.

৬৪৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরুদ পড়ে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন এবং তার দশটি গুনাহ মুছে দেন (আ, আবু নাইম)।

২৮১- بَابُ مَنْ ذَكَرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

২৮১- অনুচ্ছেদঃ কারো উপস্থিতিতে মহানবী (স)-এর নামোল্লেখ হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর প্রতি দুরুদ না পড়লে।

৬৪৮- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَفَى الْمَنَبَرَ فَلَمَّا رَفَى الدَّرَجَةَ الْأُولَى قَالَ أَمِينٌ ثُمَّ رَفَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ أَمِينٌ ثُمَّ رَفَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ أَمِينٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ أَمِينٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ لَمَّا رَفَيْتُ الدَّرَجَةَ الْأُولَى جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ شَقِي عَبْدُكَ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ أَمِينٌ ثُمَّ قَالَ شَقِي عَبْدُكَ

أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ أَمِينَ ثُمَّ قَالَ شَقِي عَبْدٌ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ أَمِينَ.

৬৪৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মিস্বারে উঠলেন। তিনি প্রথম সিঁড়িতে উঠে বলেনঃ ‘আমীন’। তিনি দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠেও বলেনঃ ‘আমীন’। তিনি তৃতীয় সিঁড়িতে উঠেও বলেনঃ ‘আমীন’। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনাকে তিনবার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বলেনঃ আমি প্রথম সিঁড়িতে উঠতেই জিবরাঈল (আ) এসে বলেন, দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যে রমযান মাস পেলো এবং তা শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার গুনাহর ক্ষমা হলো না। আমি বললামঃ ‘আমীন’। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উঠতেই তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যে নিজ পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বন্ধাবস্থায় পেলো, অথচ তারা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করালো না। আমি বললামঃ ‘আমীন’। অতঃপর তৃতীয় ধাপে উঠতেই তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির যার নিকট আপনার উল্লেখ হলো, অথচ সে আপনার প্রতি দুরূদ পড়েনি। আমি বললামঃ ‘আমীন’ (ইবনুস সুন্নী)।

৬৪৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

৬৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমাত বর্ষণ করেন (যু, দা, তি, না, আ, দার, হি)।

৬৫০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَفِيَ الْمَنِيرَ فَقَالَ أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا فَقَالَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ أَمِينَ ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ أَمِينَ ثُمَّ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ أَمِينَ .

৬৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মিস্বারে আরোহণ করে বলেনঃ আমীন, আমীন, আমীন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো কখনও এরূপ করেননি। তিনি বলেনঃ জিবরীল (আ) বলেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে জীবিত পেলো, অথচ তারা তার বেহেশতে প্রবেশের কারণ হলো না, সে অপমানিত হোক। আমি বললামঃ আমীন (তাই হোক)। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রমযান মাস পেলো, অথচ তার গুনাহ মাফ হলো না সে অপমানিত হোক। আমি বললামঃ আমীন। তিনি পুনরায় বলেন, যার সামনে আপনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলো, অথচ সে আপনার প্রতি দুরূদ পড়লো না সে অপমানিত হোক। আমি বললামঃ আমীন (যু, তি, আ, হা, হি, খু, আন)।

৬৫১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضَرَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَإِنَّ اسْمَهَا بَرَّةٌ فَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ اسْمَهَا فَسَمَّاهَا جُوَيْرِيَةَ فَخَرَجَ وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ

وَاسْمُهَا بَرَّةٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَ مَا تَعَالَى النَّهَارُ وَهِيَ فِي مَجْلِسِهَا فَقَالَ مَا زِلْتِ فِي مَجْلِسِكَ لَقَدْ قُلْتَ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وَزَنْتِ بِكَلِمَاتِكَ وَزَنْتَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ (أَوْ مَدَدَ) كَلِمَاتِهِ.

৬৫১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে জুয়াইরিয়া (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) তার নিকট থেকে বের হয়ে গেলেন। তার পূর্বনাম ছিল বাররা। নবী (স) তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন জুয়াইরিয়া। তিনি তার নিকট থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তার নাম বাররা থাকা অবস্থায় তিনি ঘরে পুনরায় প্রবেশ করা পছন্দ করলেন না। অতঃপর দিনের বেশ সময় চলে গেলে তিনি ফিরে এলেন, অথচ জুয়াইরিয়া (রা) তখনও সেই বসা অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন : তুমি কি সেই এক নাগাড়ে বসে আছো? তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার করে বলেছি। যদি তোমার দোয়া-কালামের সাথে সেগুলো ওজন করা হয়, তবে আমার কথিত বাক্যগুলিই অধিক ভারী হবে: “আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা করছি তাঁর অগণিত সৃষ্টির সমান ও তাঁর নিজের সত্ত্বষ্টি ও তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর কলমাসমূহের সংখ্যার সমপরিমাণ” (যু)।

৬৫২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَعِذُّوا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ اسْتَعِذُّوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اسْتَعِذُّوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اسْتَعِذُّوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ.

৬৫২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: তোমরা আল্লাহর নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো কবরের আযাব থেকে। তোমরা মসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। তোমরা জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো (তি, না, আ, হি)।

২৮২- بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ

২৮২- অনুচ্ছেদঃ যালেমের বিরুদ্ধে মযলুমের বদদোয়া।

৬৫৩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلَحْ لِي سَمْعِي وَبَصْرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّي وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي وَآرِنِي مِنْهُ ثَارِي

৬৫৩। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন: “হে আল্লাহ! আমার শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি সংশোধন করো এবং এগুলোকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত কার্যক্ষম রাখো। যে ব্যক্তি আমার উপর যুলুম করেছে তার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য করো এবং তুমি তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমাকে দেখাও” (তাবারানীর মুজামুস সাগীর)।

৬৫৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصْرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّي وَأَنْصُرْنِي عَلَى عَدُوِّي وَآرِنِي مِنْهُ ثَارِي.

৬৫৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলতেনঃ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার চোখ ও কানের দ্বারা উপকৃত করো এবং এগুলোকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত সুস্থ রাখো, আমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো এবং তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমাকে দেখাও” (তি, হা, বায)।

৬৫৫- حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ بْنُ أَشِيمٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنَّا نَغْدُو إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَجِينِي الرَّجُلُ وَتَجِينِي الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ فَيَقُولُ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي فَقَدْ جَمَعْتَ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ.

৬৫৫। সাদ ইবনে তারিক ইবনে আশায়াম আল-আশযাঈ (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমরা প্রভাতকালে সকাল সকাল নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হতাম। কোন পুরুষ বা নারী উপস্থিত হয়ে বলতো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি নামায পড়াকালে কিরূপ দোয়া করবো? তিনি বলতেন : তুমি বলবে, “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে হেদায়াত করো এবং আমাকে রিযিক দান করো”। তা তোমার দুনিয়া ও আখেরাতকে একত্র করবে (মু)।

২৮৩- بَابُ مِمَّنْ دَعَا بِطَوَّلِ الْعُمَرِ

২৮৩- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু কামনা করে।

৬৫৬- عَنْ أُمِّ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا قَالَتْ طَالَتْ عُمرُهَا وَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً عُمَرَتْ مَا عُمَرَتْ.

৬৫৬। উম্মু কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ উম্মু কায়েস যা বলেছে, সে দীর্ঘজীবী হোক। অধস্তন রাবী বলেন, আমার জানামতে তার মতো দীর্ঘায়ু আর কোন নারীর হয়নি (না)।

৬৫৭- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَدَعَا لَنَا فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ خُوْدِمُكَ أَلَا تَدْعُو لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطْلُ حَيَاتَهُ وَاغْفِرْ لَهُ. فَدَعَا لِي بِثَلَاثٍ فَدَقَنْتُ مَائَةً وَثَلَاثَةً وَإِنْ ثَمَرْتِي لَتُطْعَمُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَطَالَتْ حَيَاتِي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنَ النَّاسِ وَأَرْجُو الْمَغْفِرَةَ.

৬৫৭। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের আহলে বাইতের এখানে আসতেন। একদিন তিনি এসে আমাদের জন্য দোয়া করলেন। উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, আপনার ছোট্ট খাদেমটি, আপনি তার জন্য কি দোয়া করবেন না? তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ! তুমি তার সম্পদ ও তার সন্তান বৃদ্ধি করো, তাকে দীর্ঘজীবী করো এবং তাকে ক্ষমা করো”। আনাস (রা) বলেন, তিনি আমার জন্য তিনটি দোয়া করেন। অতএব আমি এক শত তিনটি সন্তানকে দাফন করেছি, আমার বাগানে বছরে দুইবার ফল ধরে এবং আমার আয়ু এতো দীর্ঘ হয়েছে যে, অধিক বয়সের জন্য আমি লোকজনের সামনে লজ্জাবোধ করি। এখন আমি ক্ষমা আশা করছি (মু)।

২৮৪- بَابُ مَنْ قَالَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ

২৮৪- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বলে, তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দোয়া কবুল হয়।

৬৫৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي .

৬৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমাদের যে কোন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে। সে বলে, আমি দোয়া তো করলাম কিন্তু আমার দোয়া কবুল হলো না (বু, মু, দা, তি, ই)।

৬৫৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ أَوْ يَسْتَعْجِلْ فَيَقُولَ دَعَوْتُ فَلَا أُرِي يُسْتَجِيبُ لِي فَيَدْعُ الدُّعَاءَ .

৬৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমাদের যে কোন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় যতক্ষণ না সে পাপাচারের বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া করে এবং তাড়াহুড়া না করে। সে বলে, আমি দোয়া করলাম কিন্তু তা কবুল হয়েছে বলে মনে হয় না। তারপর সে দোয়া করা ত্যাগ করে (বু, মু, দা, তি, ই)।

২৮৫- بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الْكَسَلِ

২৮৫- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি অলসতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়।

৬৬০- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَغْرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدُّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ .

৬৬০। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়েক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা ও ঋণের বোঝা থেকে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই মসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই দোযখের শাস্তি থেকে” (না, আ)।

৬৬১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدُّجَالِ .

৬৬১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন “জীবন ও মৃত্যুর অনিষ্ট, কবরের শাস্তি ও মসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে” (আ, হি)।

২৮৬- بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

২৮৬- অনুচ্ছেদঃ যে লোক আল্লাহর নিকট চায় না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

৬৬২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

৬৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

৬৬৩- عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْخَوْزِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ يَغْضَبْ عَلَيْهِ.

৬৬৩। আবু সালেহ আল-খাওযী (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন (তি, ই,আ,হা)।

৬৬৪- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ فَأَعَزِمُوا فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرَهَ لَهُ.

৬৬৪। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে আল্লাহর কাছে দোয়া করো। তোমাদের কেউ যেনো এভাবে না বলে, যদি তুমি চাও তবে আমাকে দান করো। কেননা আল্লাহর জন্য কিছুই বাধ্যতামূলক নয় (বু,মু)।

৬৬৫- عَنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ صَبَاحَ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءً وَكُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثًا ثَلَاثًا بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ وَكَانَ أَصَابَهُ طَرَفٌ مِنَ الْفَالِجِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَفُطِنَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِيَمْضِيَ قَدْرُ اللَّهِ.

৬৬৫। উসমান (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল-বিকাল নিম্নোক্ত দোয়া তিনবার করে পড়বে, কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে নাঃ “আল্লাহর নামে যার নামের বরকতে আসমান-জমিনের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন”। হাদীসের রাবী আবান (র) পক্ষাঘাতগ্রস্থ ছিলেন। তাই রাবী আবু যিনাদ (র) তার দিকে তাকাতে থাকলেন। আবান (র) তা টের পেয়ে বলেন, হাদীস তো যথাস্থানে ঠিকই আছে, যা আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করলাম। কিন্তু যেদিন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হই সেদিন তা পড়িনি। তাই আল্লাহর লিখন (তাকদীর) কার্যকর হয়েছে (দা, তি,না, ই,হি)।

২৮৭- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

২৮৭- অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর পথে জিহাদে কাতারবন্দী হয়ে দোয়া করা।

৬৬৬- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَاعَتَانِ تَفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَقُلُّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ حِينَ يَخْضُرُ النَّدَاءُ وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

৬৬৬। সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, দুইটি মুহূর্তে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। তখন দোয়াকারীদের দোয়া খুব কমই প্রত্যাখ্যাত হয়। (১) আযানের সময় এবং (২) যখন (মুজাহিদগণ) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কাতারবন্দী হয়।

২৮৮- بَابُ دَعَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

২৮৮- অনুচ্ছেদঃ মহানবী (স)-এর দোয়াসমূহ।

৬৬৭- عَنْ أَبِي صَرْمَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَى مَوْلَاهُ .

৬৬৭। আবু সিরমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐশ্বর্য প্রার্থনা করি।” তাঁর প্রভু তাঁকে ঐশ্বর্য দান করেন (আ)।

৬৬৮- عَنْ شَتِيرِ بْنِ شَكْلٍ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي دُعَاءً أَتَنْفَعُ بِهِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَكِسَانِي وَقَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّ قَالَ وَكَيْفَ مَنِيِّ يَعْني الزَّنا وَالْفُجُورَ .

৬৬৮। শুতাইর ইবনে শাকল ইবনে হুমাইদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হবো। তিনি বলেনঃ তুমি বলো, “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার কান, আমার চোখ, আমার যাবান, আমার অন্তর এবং অসৎ কামনার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখো।”। রাবী ওয়াকী (র) বলেন, কামনা-বাসনার অনিষ্ট অর্থ ব্যভিচার ও পাপাচার (দা, তি, না, হা)।

৬৬৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اعْنِي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَبَسِّرِ الْهُدَى لِي .

৬৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বলতেন : “হে আল্লাহ! আমাকে গোপনে সাহায্য করো, আমার বিরুদ্ধে (বিরোধীকে) সাহায্য করো না, আমাকে প্রকাশ্যে সাহায্য করো, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করো না এবং হেদায়াতের পথকে আমার জন্য সুগম করো” (দা, তি, ই, হা, হি)।

৬৭০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو بِهَذَا رَبِّ أَعْنِي وَلَا تُعْنِ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا رَاهِبًا لَكَ مُطَوَّعًا لَكَ مُخْبِتًا لَكَ أَوْاهًا مُنِيبًا تَقْبَلُ تَوْبَتِي وَأَغْسِلُ حُوبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْأَلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي.

৬৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এভাবে দোয়া করতেনঃ “হে প্রভু! আমাক সাহায্য করো এবং আমার বিরুদ্ধে (কাউকে) সাহায্য করো না। আমাকে সহযোগিতা করো এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করো না। আমার জন্য কৌশল এঁটে দাও এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে কৌশল এঁটে দিও না। আমার জন্য হেদায়াতের পথ সুগম করো এবং যে ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার ও সীমালংঘন করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো। হে প্রভু! আমাকে তোমার জন্য কৃতজ্ঞ বান্দা বানাও, তোমার জন্য অনেক যিকিরকারী, তোমাকে অধিক ভয়কারী, তোমার অধিক আনুগত্যকারী, তোমার নিকট অনুনয়-বিনয়কারী ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানাও। হে আমার রব! আমার তওবা কবুল করো, আমার সমস্ত গুনাহ ধুয়েমুছে সাক্ষ্য করো, আমার যবানকে সোজা রাখো, আমার অন্তরকে হেদায়াত দান করো এবং আমার বক্ষ থেকে সমস্ত হিংসা দূরীভূত করো” (তি, দা, ই, হা, হি)।

৬৭১. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ قَالَ مَعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَيَّ الْمَنْبَرِ أَنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعَ اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ سَمِعْتُ هُذُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْأَعْوَادِ.

৬৭১। মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাযী (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, “প্রভু! তুমি যাকে দান করো তা প্রতিরোধ করার কেউ নাই। আর আল্লাহ যার প্রতিবন্ধক হন তাকে কেউ দান করতে পারে না। কারো বংশমর্যাদা বা সম্পদশালীর সম্পদ তাঁর কাছে কোন উপকারে আসে না। আর আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন”। অতঃপর তিনি বলেন, আমি এই কথাগুলি নবী (স)-কে এই মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি (মা)।

৬৭২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ أَوْثَقَ الدُّعَاءُ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ اغْفِرْ لِي.

৬৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তোমার অতীব শক্তিশালী ও কার্যকর দোয়া হলো, তোমার এভাবে বলা, “হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক এবং আমি তোমার বান্দা। আমি আমার উপর যুলুম করেছি এবং আমার অপরাধ স্বীকার করি। তুমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নাই। হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো” (মু, আ)।

৬৭৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو اللَّهَ أَصْلَحَ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عَصَمَةُ أَمْرِي وَأَصْلَحَ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَحْمَةً لِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَوْ كَمَا قَالَ.

৬৭৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দোয়া করতেনঃ “হে আল্লাহ! তুমি আমার দীনের ব্যাপারে আমাকে সংশোধন করে দাও, যা আমার সকল কাজের রক্ষাকবচ। তুমি আমার পার্থিব জীবনকে সংশোধন করে দাও, যেখানে রয়েছে আমার জীবন-জীবিকা এবং প্রতিটি অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য আমার মৃত্যুকে আমার জন্য রহমাতের উৎস বানাও” (মু, আন, তা)।

৬৭৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

৬৭৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) আশ্রয় প্রার্থনা করতেনঃ কঠিন দুর্বিপাক থেকে, পাপের স্পর্শ থেকে, ভাগ্যবিড়ম্বনা থেকে এবং দুষমনের দুষমনি থেকে (বু, মু, না)।

৬৭৫- عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْخَمْسِ مِنَ الْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

৬৭৫। উমার (রা) বলেন, নবী (স) পাঁচটি জিনিস থেকে আত্মাহুর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেনঃ অলসতা, কার্পণ্য, চরম বার্বাক্য, অন্তরের বিপর্যয় এবং কবরের আযাব থেকে (দা, মু, না)।

৬৭৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৬৭৬। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি অপারগতা থেকে, ভীৰুতা থেকে এবং বার্বাক্য থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে” (বু, মু, দা, না, তি)।

৬৭৭- عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَظُلْمِ الدِّينِ وَعَلَبَةِ الرَّجَالِ.

৬৭৭। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, অপারগতা, অলসতা, ভীৰুতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও লোকজনের দাপট থেকে” (বু, দা, তি, না)।

৬৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اسْرَرْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ .

৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স)-এর দোয়াসমূহের মধ্যে এটিও ছিলঃ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো আমার পূর্বকার সমস্ত গুনাহ, আমার গোপন প্রকাশ্য সকল পাপ এবং যে পাপ সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। নিশ্চয় তুমি অগ্রসরকারী ও বিলম্বকারী। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই” (বু, মু, আ, হা)।

৬৭৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالْعَفَافَ وَالْغَنٰى وَقَالَ اصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ وَالتَّقٰى .

৬৭৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) দোয়া করতেনঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত, নিরাপত্তা ও ঐশ্বর্য প্রার্থনা করছি। উমার (রা)-এর বর্ণনায় তাকওয়া (আল্লাহভীতি) প্রার্থনার কথাও উল্লেখ আছে (মু, তি, ই)।

৬৮০- عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزَنٍ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُنَادِي بِأَعْلٰى صَوْتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ لَا يَخْلِطُهُ شَيْءٌ قُلْتُ مَنْ هٰذَا الشَّيْخُ قِيْلَ اَبُو الدَّرْدَاءِ .

৬৮০। ছুমামা ইবনে হাযন (র) বলেন, আমি এক প্রবীণ ব্যক্তিকে উচ্চস্বরে ডাক দিতে শুনলাম, “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অনিষ্ট থেকে এমন আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার মধ্যে কোন কিছু হস্তক্ষেপ করতে পারে না”। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই প্রবীণ শায়েখ কে? বলা হলো, আবু দারদা (রা)।

৬৮১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالتَّلٰجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَآءِ الْبَارِدِ كَمَا يَطْهَرُ الثُّوْبُ الدُّنْسُ مِنَ الْوَسْخِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَآءِ وَمِلْءُ الْاَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

৬৮১। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলতেনঃ “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র করো বরফ, শিশিরবিন্দু ও ঠাণ্ডা পানি দ্বারা, যেমন অপরিষ্কার কাপড়-চোপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা আসমান-যমীন ও এতোদূরবর্তী মধ্যবর্তী যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও এসব পূর্ণ পরিমাণ” (আ)।

৬৮২- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُوْا بِهٰذَا الدُّعَآءِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعِبَادَةِ فَقَالَ كَانَ اَنَسٌ يَدْعُوْهُ بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৬৮২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) পর্যাপ্ত পরিমাণে নিম্নোক্ত দোয়া করতেনঃ “হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো, আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করো”। আনাস (রা)-ও এই দোয়া পড়তেন কিন্তু তা নবী (স)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করতেন না (বু, মু, দা, না, আ)।

৬৮৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.

৬৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলতেনঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্র্য, দৈন্যদশা ও লাঞ্ছনা থেকে। আমি তোমার নিকট আরো আশ্রয় প্রার্থনা করি নিখাতন করা ও নিখাতিত হওয়া থেকে” (দা, না, ই, হা)।

৬৮৪- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَا نَحْفَظُهُ فَقَلْنَا دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ لَا نَحْفَظُهُ فَقَالَ سَأَتُبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَكُمْ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَنَسْتَعِيزُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ.

৬৮৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি অনেক দোয়া করলেন। কিন্তু আমরা তা স্মরণ রাখতে পারিনি। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনেক দোয়া করেছেন কিন্তু আমরা তার কিছুই স্মরণ রাখতে পারিনি। তিনি বলেনঃ “আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দিবো না, যা সেই সমস্ত দোয়ার সমষ্টি হবে? তোমরা বলো, “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট সেই কল্যাণ কামনা করি, যা তোমার নবী মুহাম্মাদ (স) তোমার নিকট কামনা করেছেন এবং আমরা তোমার নিকট সেই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যে অনিষ্ট থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ (স) আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তুমিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং তুমিই কল্যাণে পৌঁছে দাও। আল্লাহ ভিন্ন ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ পৌঁছানোর আর কোন শক্তি নাই”। অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন (তি, তা)।

৬৮৫- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ.

৬৮৫। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছিঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে এবং তোমার নিকট আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখ থেকে”।

৬৮৬- عَنْ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ.

৬৮৬। সাঈদ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে রিযিক দান করেছো তাতে সন্তুষ্ট থাকার ভৌফিক দাও, আমাকে তাতে বরকত দাও এবং প্রতিটি অদৃশ্য বিষয়ে কল্যাণ সহকারে আমার হেফাজত করো”।

৬৮৭। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) প্রচুর পরিমাণে এই দোয়া পড়তেনঃ “আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করো”।

৬৮৮। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) বেশী পরিমাণে বলতেনঃ “হে আল্লাহ, হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অবিচল রাখো” (তি, আ, হা, হি)।

৬৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এরূপ দোয়া করতেনঃ “হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা—আসমান ও যমীন পরিপূর্ণ এবং এরপর তুমি যা চাও তা পরিপূর্ণ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র করো শিশির বিন্দু, বরফ ও শীতল পানি দ্বারা। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করো গুনাহ থেকে, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়” (মু, তি, না, আ, আন, হি)।

৬৯০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়াসমূহের মধ্যে এই দোয়াও ছিলঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার দেয়া নিয়ামতরাজি বিলুপ্ত হওয়া থেকে, তোমার দেয়া শান্তি ও নিরাপত্তা অন্তর্হিত হওয়া থেকে, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে এবং তোমার সার্বিক অসন্তুষ্টি থেকে” (দা, মু, না, আন)।

৬৯১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়াসমূহের মধ্যে এই দোয়াও ছিলঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার দেয়া নিয়ামতরাজি বিলুপ্ত হওয়া থেকে, তোমার দেয়া শান্তি ও নিরাপত্তা অন্তর্হিত হওয়া থেকে, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে এবং তোমার সার্বিক অসন্তুষ্টি থেকে” (দা, মু, না, আন)।

৬৯২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়াসমূহের মধ্যে এই দোয়াও ছিলঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার দেয়া নিয়ামতরাজি বিলুপ্ত হওয়া থেকে, তোমার দেয়া শান্তি ও নিরাপত্তা অন্তর্হিত হওয়া থেকে, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে এবং তোমার সার্বিক অসন্তুষ্টি থেকে” (দা, মু, না, আন)।

৬৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়াসমূহের মধ্যে এই দোয়াও ছিলঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার দেয়া নিয়ামতরাজি বিলুপ্ত হওয়া থেকে, তোমার দেয়া শান্তি ও নিরাপত্তা অন্তর্হিত হওয়া থেকে, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে এবং তোমার সার্বিক অসন্তুষ্টি থেকে” (দা, মু, না, আন)।

৬৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়াসমূহের মধ্যে এই দোয়াও ছিলঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার দেয়া নিয়ামতরাজি বিলুপ্ত হওয়া থেকে, তোমার দেয়া শান্তি ও নিরাপত্তা অন্তর্হিত হওয়া থেকে, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে এবং তোমার সার্বিক অসন্তুষ্টি থেকে” (দা, মু, না, আন)।

২৮৭- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْغَيْثِ وَالْمَطَرِ.

২৮৭- অনুচ্ছেদঃ ঝড়-বৃষ্টির সময় দোয়া করা।

৬৯৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়াসমূহের মধ্যে এই দোয়াও ছিলঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার দেয়া নিয়ামতরাজি বিলুপ্ত হওয়া থেকে, তোমার দেয়া শান্তি ও নিরাপত্তা অন্তর্হিত হওয়া থেকে, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে এবং তোমার সার্বিক অসন্তুষ্টি থেকে” (দা, মু, না, আন)।

৬৯১। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আকাশে মেঘমালা দেখলে তার কাজকর্ম ত্যাগ করতেন, এমনকি তিনি নামাযে রত থাকলে তাও। অতঃপর তিনি মেঘমালার দিকে তাকাতেন। আল্লাহ মেঘমালা দূর করলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন। আর মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করলে তিনি বলতেনঃ “হে আল্লাহ! মুম্বলধারে কল্যাণকর বৃষ্টি দাও” (বু, দা, না, ই)।

৬৯ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْمَوْتِ.

২৯০- অনুচ্ছেদঃ মৃত্যু কামনা করে দোয়া করা নিষেধ।

৬৯২ - حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خُبَابًا وَقَدْ اِكْتَوَى سَبْعًا قَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ.

৬৯২। কায়েস (র) বলেন, আমি অসুস্থ খাব্বাব (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি তার শরীরে গরম লোহার সাতটি সেক দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যদি মৃত্যু কামনা করতে আমাদেরকে নিষেধ না করতেন, তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম (বু, মু)।

২৯১ - بَابُ دَعَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

২৯১- অনুচ্ছেদঃ মহানবী (স)-এর দোয়াসমূহ।

৬৯৩ - عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَا كُلِّهِ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

৬৯৩। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এই দোয়া পড়তেনঃ “হে প্রভু! আমার গুনাহ, অজ্ঞতা, আমার প্রতিটি কাজে আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার চাইতে তুমিই আমার যে অপরাধসমূহ সম্পর্কে অধিক অবগত সেগুলি ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! অহুমার প্রতিটি গুনাহ, ইচ্ছাকৃত গুনাহ, অজ্ঞতা প্রসূত গুনাহ, ঠাট্টাচ্ছলে কৃত গুনাহ এবং আমার মধ্যকার সার্বিক গুনাহ ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমার পূর্বাপর গোপন-প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই অগ্রসরকারী, তুমিই বিলম্বকারী এবং তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান” (বু, মু, শা)।

৬৯৪ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَايَا وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي.

৬৯৪। আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দোয়া করতেনঃ “হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা করো আমার গুনাহসমূহ, আমার মূর্খতা, আমার কাজকর্মে আমার বাড়াবাড়ি এবং

তুমি আমার যেসব অপরাধ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক অবগত। হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করো আমার ঠাট্টাচ্ছলে কৃত গুনাহ, বাস্তবে কৃত গুনাহ, আমার সকল গুনাহ, আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ এবং আমার মধ্যকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও” (দা,না,আ,খু,হা,হি)।

৬৯৫- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا مَعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ أَنِّي أُحِبُّكَ قُلْتُ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ قَالَ إِلَّا أَعْلَمَكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاتِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَيَّ ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَحَسَنَ عِبَادَتِكَ.

৬৯৫। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, নবী (স) আমার হাত ধরে বললেনঃ হে মুআয! আমি বললাম, আমি আপনার নিকট হাযির। তিনি বলেনঃ আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমিও আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাকে কয়েকটি কলমে শিখিয়ে দিবো না যা তুমি তোমার প্রত্যেক নামাযের পর বলবে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ তুমি বলো, “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য করো তোমার যিকির করতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করতে” (দা,না,তা)।

৬৯৬- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَاحَبَ الْكَلِمَةَ فَسَكَتَ وَرَأَى أَنَّهُ هَجَمَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيَّ شَيْءٍ كَرِهَهُ فَقَالَ مَنْ هُوَ فَلَمْ يَقُلْ إِلَّا صَوَابًا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَرْجُو بِهَا الْخَيْرَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدرُونَ أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৯৬। আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে বললো, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র পর্যাণ্ড প্রশংসা পবিত্রতাপূর্ণ ও বরকতপূর্ণ”। নবী (স) বলেন : এই শব্দগুলি কার? সে নীরব থাকলো। সে মনে করলো যে, সে নবী (স)-এর সামনে তাঁর অমনোপূত কথা বলেছে। তিনি পুনরায় বলেন : কে সে? সে তো যথার্থই বলেছে। এক ব্যক্তি বললো, আমি, এর দ্বারা আমি কল্যাণই আশা করছি। তিনি বলেন : সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি লক্ষ্য করেছি যে, তেরোজন ফেরেশতা এই শব্দগুলো মহামহিম আল্লাহ্র দরবারে পৌছাবার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করছে।

৬৯৭- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَائِثِ.

৬৯৭। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) পায়খানায় প্রবেশের সময় বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিকৃষ্ট (নারী ও পুরুষ) জিনের (অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি” (বু,মু,দা,তি,না,ই)।

৬৯৮- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانُكَ .

৬৯৮। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) পায়খানা থেকে বের হবার সময় বলতেনঃ “হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাই” (দা,না, ই,আ,দার,খু, হি)।

৬৯৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ .

৬৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তদ্রূপ (গুরুত্ব সহকারে) আমাদেরকে এই দোয়াও শিক্ষা দিতেনঃ “হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের শাস্তি থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি মসীহ দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি কবরের ভয়াবহ সংকট থেকে তোমার আশ্রয় চাই” (মু, তি, না, ই,মা,আ)।

৭০০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مِمُّوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَيْتُ حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَيْتُ الْقَرِيبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ وَلَمْ يَكْثُرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ لَهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَمَّأْتُ صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَادْتَنَّهُ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَأَعْظَمَ لِي نُورًا قَالَ كَرِيبُ وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ فَلَقِيتُ رَجُلًا مِّنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنُ فذَكَرَ عَصْبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشْرِي وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ .

৭০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা ময়মূনা (রা)-র ঘরে রাত কাটলাম। নবী (স) উঠে নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করেন, তারপর নিজের হাত-মুখ ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। পুনরায় উঠে তিনি পানির মশকের কাছে গিয়ে তার বন্ধন খুলেন। তারপর মোটামুটি উয়ু করলেন; তবে অতিরিক্ত কিছু না করলেও তিনি পূর্ণাঙ্গ উয়ু করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলেন। আমি জেগে গা মোড়ামুড়ি দিলাম। কারণ আমি যে তাঁর কার্যক্রম দেখছি তা তিনি টের পান এটা আমি পছন্দ করিনি। এরপর আমি উয়ু করলাম। তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়িলাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে

ঘুরিয়ে তাঁর ডানপাশে আনলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায তেরো রাকআত পূর্ণ হলো। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন এবং নাক ডাকতে লাগলেন। তিনি ঘুমালে তাঁর নাক ডাকতো। বিলাল (রা) এসে নামাযের কথা বললেন। তিনি উঠে পুনরায় উযু না করেই ফজরের (সুন্নাত) নামায পড়লেন। (এ রাত্রে) তার দোয়ার মধ্যে ছিলঃ “হে আল্লাহ! আমার কলবে নূর পয়দা করুন, আমার দৃষ্টিতে নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার ডান দিকে নূর, আমার বাম দিকে নূর, আমার উপরে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর এবং বিরাট নূর দান করুন”। রাবী ইয়াকুব (র) বলেন, আরও সাতটি বিষয় যা আমার অন্তরে রয়েছে। সালামা ইবনে কুহায়ল (র) বলেন, এরপর আমি আব্বাস পরিবারের একজনের সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি ঐ বিষয়গুলো আমাকে বর্ণনা করলেন। আমার শিরায় আমার গোশতে, আমার রক্তে, আমার পশমে এবং আমার ত্বকে---- আরও দু’টি বিষয় বললেন (বু,যু,দা,না, ই)।

৭০১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَقَضَى صَلَاتَهُ يَتَنَبَّأُ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَكُونُ فِي الْآخِرِ كَلَامُهُمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي سَمْعِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي بَصَرِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَزِدْنِي نُورًا وَزِدْنِي نُورًا وَزِدْنِي نُورًا.

৭০১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) রাত্রে ঘুম থেকে উঠলে নামায পড়তেন এবং নামাযান্তে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করতেন। অতঃপর তাঁর কথার শেষ অংশ এরূপ হতোঃ “হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে নূর দান করো, আমার কানে নূর দান করো, আমার চোখে নূর দান করো, আমার সামনে নূর দান করো, আমার পিছনে নূর দান করো এবং আমার নূর বাড়িয়ে দাও, আমার নূর বাড়িয়ে দাও, আমার নূর বাড়িয়ে দাও” (বু,যু,দা,না,ই)।

৭০২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جُوفِ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَآخَرْتُ وَاسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

৭০২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মাঝরাত্রে যখন নামাযে দাঁড়াতে তখন বলতেন : “হে আল্লাহ! আপনারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, আপনিই আসমানসমূহ ও জমিনের এবং এতোদুভয়ের মধ্যকার সকলের রক্ষক। আপনারই জন্য সকল প্রশংসা। আপনি আসমানসমূহ ও যমীনের এবং এতোদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সে সবার রব।

আপনিই সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার সাক্ষাত অবধারিত সত্য, জ্ঞানাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করছি, আপনার উপরই ঈমান এনেছি। আপনারই উপর ভরসা করেছি, আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করেছি। আপনার জন্য যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়েছি, আপনার কাছে ফয়সালা চেয়েছি। অতএব আমার পূর্বাপর এবং গোপন ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ ক্ষমা করুন। আপনি আমার ইলাহ। আপনি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ নেই” (বু, যু)।

৭০৩- ৭.৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوَ اللَّهَ اِنِّي اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِيْ وَاَهْلِيْ وَاَسْتُرْ عَوْرَتِيْ وَاَمِنْ رَوْعَتِيْ وَاَحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ يَسَارِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

৭০৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) দোয়া করতেনঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি আমার দীন ও আমার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা। তুমি আমার দোষ গোপন রাখো, আমার ভীত অবস্থায় আমাকে নিরাপত্তা দান করো এবং আমাকে সামনে-পিছনে, ডানে-বামে ও উপরের দিক থেকে হেফাযত করো। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিচের দিকে আমাকে ধসিয়ে দেয়া থেকে” (দা, ই, বায)।

৭০৪- ৭.৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ رِافَةَ الزُّرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْكَفَا الْمُشْرِكُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَوْوُوا حَتَّى اَتْنِي عَلَى رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفاً فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اَللّٰهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا مُقَرَّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ اَللّٰهُمَّ اَبْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِي لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعِيْلَةِ وَالْاَمْنِ يَوْمَ الْحَرْبِ اَللّٰهُمَّ عَانِدًا بِكَ مِنْ سُوءٍ مَا اَعْطَيْتَنَا وَشَرٍّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا اَللّٰهُمَّ حَبِّبِ الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ الْاِيْمَانَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَوْفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَآخِيْنَا مُسْلِمِيْنَ وَالْحَقِّنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتَوْنِيْنَ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِيْنَ اَوْتُوا الْكِتَابَ اَللهُ الْحَقُّ.

৭০৪। উবাইদ ইবনে রিফাআ আয-যুরাকী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যখন মুশরিকরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেলো তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ

তোমরা সারিবদ্ধভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াও, যাতে আমি আমার মহামহিমাম্বিত প্রতিপালকের প্রশংসা করতে পারি। অতএব সাহাবীগণ তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি বলেনঃ “হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ! তুমি যা সম্প্রসারিত করো তা কেউ সংকুচিত করতে পারে না, তুমি যাকে দূরে ঠেলে দাও তাকে কেউ কাছে আনতে পারে না, তুমি যাকে কাছে টেনে নাও তাকে কেউ দূরে ঠেলে দিতে পারে না, তুমি যাকে না দাও তাকে কেউ দিতে পারে না এবং তুমি যাকে দান করো তাকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর তোমার বরকত, তোমার রহমাত, তোমার অনুগ্রহ এবং তোমার দেয়া রিযিক প্রসারিত করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট স্থায়ী নিয়ামত প্রার্থনা করি যা পরিবর্তন বা বিলীন হয় না। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুঃখের দিনে তোমার নিয়ামত ও যুদ্ধের দিনে তোমার নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যা দান করেছো তার অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমি যা আমাকে দান করোনি তার অনিষ্ট থেকেও আমাকে রক্ষা করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় বানাও, আমাদের অন্তরকে সৌন্দর্যময় করো এবং কুফর, পাপাচার ও বিদ্রোহকে আমাদের নিকট ঘৃণিত বানাও। তুমি আমাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমানরূপে মৃত্যু দান করো, মুসলমানরূপে জীবিত রাখো এবং সংকর্মশীল লোকদের সাথে মিলিত করো, অপমানিত ও বিপর্যস্তরূপে নয়। হে আল্লাহ! তুমি কাফেরদের ধ্বংস করো, যারা তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তোমার ক্রোধ ও আযাব তাদের উপর অবতীর্ণ করো। হে আল্লাহ! কিতাবপ্রাপ্ত কাফেরদের ধ্বংস করো। হে সত্য ইলাহ” (না, হা, হি,)।

২৭২- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكُرْبِ

২৯২- অনুচ্ছেদ : বিপদাপদের সময় দোয়া করা।

৭০৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عِنْدَ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

৭০৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) কঠিন বিপদের সময় দোয়া করতেন : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে রব্বুল আরশিল আযীম” (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি আকাশমণ্ডলী ও যমীনের রব এবং মহান আরশের মালিক”) (বু, মু, তি, ই, আ, আন)।

৭০৬- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا فَقَالَ نَعَمْ يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِهِنَّ

وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَسْتَنْ بِسُنَّتِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو وَلَا تَكِلْنِي إِلَيَّ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

৭০৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা (র) তার পিতাকে বলেন, হে পিতা! আমি আপনাকে প্রতিদিন ভোরে এই দোয়া করতে গনিঃ “হে আল্লাহ! তুমি আমার শরীর নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমার কান নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমার চোখ নিরাপদ রাখো। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই”। আপনি বিকালে উপনীত হয়ে তিনবার এবং সকালে উপনীত হয়ে তিনবার তা পড়েন। আপনি আরো বলেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফর ও দারিদ্র্যের কষাখাত থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই”। আপনি বিকালে উপনীত হয়ে এগুলো তিনবার এবং সকালে উপনীত হয়ে তিনবার পড়েন। তিনি বলেন, হাঁ, হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই দোয়াগুলি বলতে শুনেছি এবং আমি তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করতে ভালোবাসি। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বিপদগ্রস্ত লোকের দোয়া হলো : “হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমাতের আশা করি। অতএব তুমি মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার নিজের উপর সোপর্দ করো না এবং আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দাও। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই” (দা,আ,বা,তা,না)।

৭০৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বিপদকালে বলতেনঃ “আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, যিনি মহান ও পরম সহিষ্ণু। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই যিনি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রভু, পৃথিবীর প্রভু এবং সম্মানিত আরশের প্রতিপালক। হে আল্লাহ! তুমি এর অনিষ্ট দূর করে দাও” (বু)।

২৭৩- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْاِسْتِخَارَةِ

২৯৩- অনুচ্ছেদ : ইস্তিখারার দোয়া।

৭০৮- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي وَسَمِّي حَاجَتَهُ.

৭০৮। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, তেমনি সকল ব্যাপারে আমাদেরকে ইস্তিখারা করা শিক্ষা দিতেন। কেউ কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করলে সে যেন দুই রাকআত নামায পড়ে এবং তারপর বলেঃ “আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আসতাখীরুকা বিইলমিকা ওয়া আসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আযীম। ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া তালামু ওয়ালা আলামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুযুব। আল্লাহ্‌য়া ইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা খাইরুল্লী ফী দীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরী আও ফী আজ্জেলে আমরী ওয়া আজ্জেলিহী ফাকদুরহু লী। ওয়াইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা শাররুল্লী ফী দীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরী আও ফী আজ্জেলে আমরী ওয়া আজ্জেলিহী ফাসরেফহু আন্নী ওয়াসরিফনী আনহু ওয়াকদুর লিয়াল খাইরা হাইছু কানা সুখা রাহ্মিনী বিহী ” (হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্যে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি। আমি তোমার শক্তির সাহায্যে শক্তি এবং তোমার মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা তুমিই ক্ষমতাবান এবং আমি অক্ষম। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ! তোমার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দীন, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে এবং আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য কল্যাণকর হলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও। আর যদি তোমার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দীন, জীবন-জীবিকা ও কর্মের পরিণামে অথবা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর হয়, তবে তুমি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখো। আমার জন্য সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ নিষ্কারণ করো এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দাও”। আর (আমার এ কাজ এর স্থলে) নিজের প্রয়োজনের নামোল্লেখ করবে (বু)।

৭০৯- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ الْفَتْحِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَيَوْمَ الْارْبِعَاءِ فَاسْتَجِيبَ لَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْارْبِعَاءِ. قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَنْزِلْ بِيْ اَمْرٌ مِنْهُمْ غَائِظٌ اِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ فِيْهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَوْمَ الْارْبِعَاءِ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ اِلَّا عَرَفْتُ الْاِجَابَةَ.

৭০৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এই মসজিদে অর্থাৎ মসজিদুল ফাতহ (বিজয়ের মসজিদ)-এ সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার দোয়া করলেন এবং বুধবার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর দোয়া কবুল হলো। জাবের (রা) বলেন, যখনই আমার কোন গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ উপস্থিত হয়েছে তখনই আমি উক্ত সময়ে প্রার্থনার ইচ্ছা করেছি এবং বুধবার এই সময়ে দোয়া করেছি এবং তা যে কবুল হয়েছে তাও বুঝতে পেরেছি (আ)।

৭১০- عَنْ أَنَسٍ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا رَجُلٌ فَقَالَ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ بِمَا دَعَا وَالَّذِيْ تَقْسِيْ بِيَدِهِ دَعَا اللّٰهُ بِاسْمِهِ الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهِ اُجَابَ.

৭১০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার দোয়ায় বললো, “হে আসমানসমূহের সৃষ্টিকর্তা, হে চিরজীব, হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার

কাছে প্রার্থনা করছি”। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : সে কোন্ নামে (আল্লাহকে ডেকে) দোয়া করছে তা কি তোমরা জানো? সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহর কাছে তাঁর এমন নামের উসীলায় দোয়া করেছে যে, সেই নামে কেউ তাঁকে ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন (দা,তি,আ)।

৭১১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ .

৭১১। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলেন, আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি আমার নামাযে পড়তে পারি। নবী (স) বলেনঃ তুমি এ দোয়া পড়বেঃ “আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুম্ব যুনুবা ইব্রা আনতা ফাগ্ফির লী মিন ইনদিকা মাগফিরাতান ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম”(হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া ওনাহ মাফ করার কেউ নাই। অতএব তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করো। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী অতি দয়ালু) (বু)।

২৯৬- بَابُ إِذَا خَافَ السُّلْطَانَ

২৯৬- অনুচ্ছেদঃ কারো শাসকের যুলুমের ভয় হলে।

৭১২- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِمَامٌ يَخَافُ تَغَطُّرَ سَرِّهِ أَوْ ظُلْمَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ وَآخِزًا بِهِ مِنْ خَلْقِكَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْفِئَ عِزَّ جَارِكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

৭১২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তোমাদের কেউ নিজের উপর তাদের শাসকের স্বৈরাচার বা অত্যাচারের আশংকা করলে সে যেন বলেঃ “হে আল্লাহ, সাত আসমানের প্রতিপালক, মহান আরশের অধিপতি! তুমি আমার প্রতিবেশী হও তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যকার অমুকের পুত্র অমুকের বিরুদ্ধে এবং তার বাহিনীর বিরুদ্ধে, যাতে তাদের কেউ আমার প্রতি বাড়াবাড়ি বা অবিচার করতে না পারে। তোমার প্রতিবেশী মহিমাম্বিত, তোমার প্রশংসা মহিমামণ্ডিত এবং তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই” (তা, বা)।

৭১৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ سُلْطَانًا مُهَيَّبًا تَخَافُ أَنْ يَسْطُو بِكَ فَقُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَخْذَرُ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُسْكِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعَنَّ عَلَيَّ الْأَرْضُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ

وَجُنُودَهُ وَاتَّبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِّنْ شَرِّهِمْ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

৭১৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তুমি যদি স্বৈরাচারী শাসকের নিকট আসো যার কঠোরতায় তুমি শংকিত, তবে তুমি তিনবার বলবেঃ “আল্লাহ মহান, আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুলের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান। আমি যার ভয়ে ভীত ও শংকিত আল্লাহ তার চেয়েও অধিক সম্মানিত। আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি সাত আসমানকে তার নির্দেশ ব্যতীত পৃথিবীর উপর পতিত হওয়া থেকে সুস্থির রেখেছেন, তাঁর অমুক বান্দার, জিন ও মানুষের মধ্য থেকে তার বাহিনী, তার অনুসারী দলবল থেকে। হে আল্লাহ! তাদের অনিষ্টের মোকাবিলায় তুমি আমার প্রতিবেশী হও। তোমার প্রশংসা মহিমাবিত, তোমার প্রতিবেশী মহিমাবিত, তোমার নাম বরকতপূর্ণ এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই” (তা, শা, ঝ)।

৭১৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ نَزَلَ بِهِ هُمْ أَوْ غَمٌّ أَوْ كَرْبٌ أَوْ خَافَ مِنْ سُلْطَانٍ فَدَعَا بِهِؤُلَاءِ أَسْتَجِيبَ لَهُ أَسْأَلُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَأَسْأَلُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَأَسْأَلُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ سَلِ اللَّهَ حَاجَتَكَ .

৭১৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা বা বিপদে পতিত হলে অথবা শাসকের অত্যাচারের ভয়ে শংকিত হলে সে যেন নিম্নোক্ত বাক্যে দোয়া করে, তার দোয়া কবুল হবেঃ “আমি তোমার নিকট এই উসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যে, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তুমি সাত আসমান ও মহান আরশের প্রভু। আমি তোমার নিকট এই উসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তুমিই সাত আসমান ও মহিমাবিত আরশের প্রভু! আমি তোমার নিকট এই উসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং সাত আসমান, সাত যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে তুমিই সেগুলোর রব। তুমিই সর্বশক্তিমান”। অতঃপর তুমি আল্লাহর কাছে তোমার প্রয়োজন পেশ করো।

২৯০- بَابُ مَا يَدْخَرُ لِلدَّاعِي مِنَ الْأَجْرِ وَالْثَوَابِ

২৯০- অনুচ্ছেদ : দোয়াকারীর জন্য যে সওয়াব ও প্রতিদান সঞ্চিত করা হয়।

৭১৫- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِنَسِ بِإِثْمٍ وَلَا بِقَطِيعَةٍ رَّحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ أَحَدَايَ ثَلَاثِ إِمَامٍ أَنْ يُعْجَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَأَمَّا أَنْ يُدْخَرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالَ إِذَا يَكْثُرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ.

৭১৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ যে কোন মুসলমান ব্যক্তি পাপাচার বা আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া ব্যতীত যে কোন দোয়া করলে আল্লাহ তাকে তিনটি জিনিসের যে কোন একটি দান করেনঃ (১) হয় দ্রুত তার দোয়া কবুল করেন অথবা (২) তা তার পরকালের জন্য সঞ্চিত রাখেন অথবা (৩) অনুরূপ কোন ক্ষতি তার থেকে অপসারিত করেন। এক ব্যক্তি বললো, তাহলে সে তো অধিক পরিমাণে দোয়া করতে পারে। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তার চেয়েও অধিক কবুলকারী (তি, আ, হা, তহা)।

৭১৬ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْصُبُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ يَسْأَلُ مَسْأَلَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا أَوْ عَجَّلَهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا وَأَمَّا ذَخَرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مَا لَمْ يَعْجَلْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا عَجَّلْتَهُ قَالَ يَقُولُ دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ وَلَا أَرَاهُ يُسْتَجَابُ لِي.

৭১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তি মাত্রই আল্লাহর দিকে মুখ করে তার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে এবং (ফল লাভে) তাড়াহুড়া না করলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করেন। হয় তা তিনি তাকে দুনিয়াতে অবিলম্বে দান করেন অথবা তার আখেরাতের জীবনের জন্য তা সঞ্চিত রাখেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার তাড়াহুড়া কিরূপ? তিনি বলেনঃ সে বলে, আমি তো দোয়ার পর দোয়া করতে থাকলাম, কিন্তু তা কবুল হতে দেখছি না (বু, মু, আ, হা, হি, আন)।

২৭৬ - بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

২৯৬- অনুচ্ছেদ : দোয়ার ফযীলাত।

৭১৭ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

৭১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ আল্লাহর কাছে দোয়ার চাইতে অধিক সম্মানিত কিছু নাই (বু, তি, আ, ই, হা)।

৭১৮ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَشْرَفُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ.

৭১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দোয়া হলো সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত।

৭১৯ - عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

৭১৯। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দোয়াও একটি ইবাদত। তারপর তিনি পড়লেনঃ (তোমাদের রব বলেন), “তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো” (৪০ঃ ৬০) (তি)।

৭২০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيْ الْعِبَادَةَ أَفْضَلَ قَالَ دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ.

৭২০। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ইবাদত সর্বোত্তম? তিনি বলেন : মানুষের নিজের জন্য কৃত দোয়া (হা)।

৭২১. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ يَقُولُ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لِلشَّرِكِ فَيَكْفِيكَ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهَلِ الشَّرِكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الشَّرِكُ أَخْفِي مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ إِلَّا أَدْلَكَ عَلَيَّ شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

৭২১। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, আমি আবু বাকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলেনঃ হে আবু বাকর! নিশ্চয় শেরেক পিপীলিকার পদচারণা থেকেও সন্তর্পণে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আবু বাকর (রা) বলেন, কারো আল্লাহর সাথে অপর কিছুকে ইলাহরূপে গণ্য করা ছাড়াও কি শেরেক আছে? নবী (স) বলেনঃ সেই সস্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! শেরেক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিবো না, তুমি যা বললে শেরেকের অল্প ও বেশী সবই দূর হয়ে যাবে? তিনি বলেনঃ তুমি বলো, “হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শেরেক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই” (ইবনুস সুন্নী)।

২৯৭- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرِّيحِ

২৯৭- অনুচ্ছেদ : প্রবল বায়ু প্রবাহের সময় দোয়া করা।

৭২২. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ.

৭২২। আনাস (রা) বলেন, প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হলে নবী (স) বলতেনঃ “হে আল্লাহ! তুমি যে কল্যাণসহ তা পাঠিয়েছো, তা লাভের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং যে অনিষ্টসহ তা পাঠিয়েছো সেই অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই” (আবু ইয়লা, ইবনুস সুন্নী)।

৭২৩. عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ إِذَا اشْتَدَّتْ الرِّيحُ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا قِحًا لَا عَقِيمًا.

৭২৩। সালামা (রা) বলেন, জোরে হাওয়া প্রবাহিত হলে মহানবী (স) বলতেন : হে আল্লাহ! তাকে ফলবতী করো, বক্ষ্যা করো না (তা, সুন্নী)।

২৭৮- بَابُ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ

২৯৮- অনুচ্ছেদ : তোমরা বাতাসকে গালি দিও না।

৭২৪- عَنْ أَبِي قَالَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ.

৭২৪। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা বায়ুকে গালি দিও না। তোমরা তাতে অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পেলে এই দোয়া পড়বে, “হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে কামনা করি এ বায়ুর কল্যাণ, এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং সে যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ। আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এ বায়ুর অনিষ্ট থেকে, এর মধ্যে নিহিত ক্ষতি থেকে এবং সে যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে” (তি, হা)।

৭২৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ فَلَا تَسُبُّوهَا وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا.

৭২৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ বায়ু হলো আল্লাহর রহমাতের অংশ। তা রহমাত ও শাস্তি বয়ে আনে। অতএব তোমরা তাকে গালি দিও না। বরং তোমরা আল্লাহর কাছে তার মধ্যে নিহিত কল্যাণ প্রার্থনা করো এবং তার ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও (দা, ই, না, হা, হি, আন)।

২৭৯- بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الصُّوَاعِقِ .

২৯৯- অনুচ্ছেদঃ বজ্রধ্বনির সময় দোয়া করা।

৭২৬- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَمِعَ الرُّعْدَ وَالصُّوَاعِقَ قَالَ اَللَّهُمَّ لَا تُقْتَلْنَا بِصَعْقِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

৭২৬। সালাম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বজ্রধ্বনি ও মেঘের গর্জন শুনলে বলতেনঃ “হে আল্লাহ! তোমার বজ্রপাত দ্বারা আমাদের হত্যা করো না, তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না এবং তার আগেই আমাদের ক্ষমা করে দাও” (তি, না, আ, হা, ইলা)।

৩০০- بَابُ إِذَا سَمِعَ الرُّعْدَ .

৩০০- অনুচ্ছেদঃ কেউ বজ্রধ্বনি শুনলে।

৭২৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرُّعْدِ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَبَّحْتَ لَهُ قَالَ إِنَّ الرُّعْدَ مَلَكٌ يَتَعَقُّ بِالْغَيْثِ كَمَا يَتَعَقُّ الرَّاعِي بَعْتَمِهِ.

৭২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বজ্রধ্বনি শুনতে পেলে বলতেনঃ “মহাপবিত্র সেই সত্তা বজ্রধ্বনি যার পবিত্রতা ঘোষণা করলো”। তিনি বলেন, বজ্রধ্বনিকারী হলেন একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, যেমন রাখাল তার মেঘপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।

৭২৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرُّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرُّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ شَدِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ .

৭২৮। আবদুল্লাহ ইবনুয় যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। বজ্রধ্বনি শুনতে পেলে আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে বলতেনঃ “মহাপবিত্র সেই সত্তা বজ্রধ্বনি যার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশতাকুল যার ভয়ে শংকিত” (সূরা রাদ : ১৩)। অতঃপর তিনি বলতেন, এটা হলো জগতবাসীর জন্য চরম ভীতি প্রদর্শন বা হুমকি (মা)।

৩. ১- بَابُ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

৩০১- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে।

৭২৯- عَنْ أَوْسَطِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ أَوَّلِ مَقَامِي هَذَا ثُمَّ بَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَسَلُّوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُوْتِ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَافَاةِ وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا .

৭২৯। আওসাত ইবনে ইসমাঈল (র) বলেন, আমি আবু বাকর সিদ্দীক (রা)-কে নবী (স)-এর ইনতিকালের পর বলতে শুনেছি, নবী (স) হিজরতের প্রথম বছর আমার এই স্থানে দাঁড়ালেন। এ কথা বলে আবু বাকর (রা) কাঁদলেন, অতঃপর বলেন, তোমরা অবশ্যই সত্যকে আকড়ে থাকবে। কেননা তা পুণ্যের সাথী এবং এই দু’টি জন্মাতে যাবে। তোমরা অবশ্যই মিথ্যা পরিহার করবে। কেননা তা পাপের সাথী এবং এই দু’টি দোষে যাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা কারো। কেননা নিরাপত্তা হচ্ছে ঈমানের পর সর্বাধিক কল্যাণবাহী। তোমরা সম্পর্কচ্ছেদ করো না, একে অপরের পিছনে দুর্নাম করো না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে যাও (তি,ই,আ,তহা,হি)।

৭৩- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النُّعْمَةِ قَالَ هَلْ تَذَرِي مَا تَمَامُ النُّعْمَةِ قَالَ تَمَامُ النُّعْمَةِ دُخُولُ الْجَنَّةِ وَالْقُرُوزُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ مَرَّ

عَلَيَّ رَجُلٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ قَالَ قَدْ سَأَلْتَ رَبَّكَ الْبَلَاءَ فَسَلْهُ الْعَافِيَةَ
وَمَرَّ عَلَيَّ رَجُلٍ يَقُولُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قَالَ سَلْ.

৭৩০। মুআয (রা) বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তখন বলছিল, “হে আল্লাহ! আমি তোমার সমস্ত নিয়ামত কামনা করি”। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি জানো, সমস্ত নিয়ামত কি? সে বললো, পূর্ণ নিয়ামত হচ্ছে বেহেশতে প্রবেশ লাভ এবং দোযখ থেকে মুক্তি লাভ। অতঃপর তিনি আরেক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলেন। সে বলছিলো, “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ধৈর্য প্রার্থনা করি”। তিনি বলেনঃ তুমি আমার প্রভুর কাছে বিপদ কামনা করলে। অতএব তুমি তার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। তিনি আরেক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলেন। সে বলছিল, “হে গৌরব ও মহত্বের অধিকারী”। তিনি বলেনঃ তুমি এখনই তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করো (তি,আ)।

৭৩১- عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَسْأَلُ اللَّهَ بِهِ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ ثُمَّ مَكَثْتُ قَلِيلًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَسْأَلُ اللَّهَ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

৭৩১। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারি। তিনি বলেনঃ আপনি আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করুন। কিছু দিন গত হওয়ার পর আমি আবার গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে পারি। তিনি আমাকে বলেনঃ হে আব্বাস, হে আল্লাহর রাসূলের চাচা! আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করুন (তি,তা)।

৩.২- بَابُ مَنْ كَرِهَ الدُّعَاءَ بِالْبَلَاءِ

৩০২- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বিপদ কামনা করে দোয়া করা অপছন্দ করে।

৭৩২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ لَمْ تُعْطِنِي مَالًا فَاتَّصَدَّقُ بِهِ فَأَبْتَلَنِي بِلَاءٍ يَكُونُ أَوْ قَالَ فِيهِ أَجْرٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تَطِيقُهُ إِلَّا قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

৭৩২। আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর উপস্থিতিতে বললো, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সম্পদ দান করেনি যে, আমি তা দান-খয়রাত করবো। অতএব তুমি আমাকে এমন বিপদে নিক্ষেপ করো যাতে সওয়াব হবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ সুবহানাল্লাহ! তা তোমার সামর্থ্যের বাইরে। তুমি বলো না কেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো, আখেরাতের কল্যাণ দান করো এবং আমাদের দোষের আযাব থেকে রক্ষা করো”।

৭৩৩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ قُلْتُ لِحَمِيدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ قَدْ جُهِدَ مِنَ الْمَرَضِ فَكَأَنَّهُ فَرَحٌ مُنْتَوِفٌ قَالَ أَدْعُ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ سَلِّهُ فَجَعَلَ يَقُولُ اللَّهُمَّ مَا أَنْتَ مُعَذِّبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَلَهُ فِي الدُّنْيَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تَسْتَطِيعُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُوا إِلَّا قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَدَعَا لَهُ فَشَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৭৩৩। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। সে রোগ যাতনায় পালকছিন্ন মুরগীর বাচ্চাবৎ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেনঃ তুমি আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করো। সে বললো, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আখেরাতে যে শাস্তি দিবে তা এই দুনিয়াতে দাও। রাসূলুল্লাহ (স) বলোঃ সুবহানাল্লাহ! তুমি তা সহ্য করতে পারবে না বা তা সহ্য করার সামর্থ্য তোমাদের নাই। তুমি কেন বলো না, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো, আখেরাতের কল্যাণ দান করো এবং দোষখের আযাব থেকে রক্ষা করো। অতঃপর তিনি তার জন্য দোয়া করলেন এবং আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন (যু,তি,আ,তহা)।

৩. ৩- بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

৩০৩- অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি কঠিন বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

৭৩৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ثُمَّ يَسْكُتُ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ إِلَّا بَلَاءٌ فِيهِ عِلَاءٌ.

৭৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বিপদের কষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, অতঃপর স্কান্ত দেয়। সে উক্তরূপ বললে অবশ্যই যেন আরো বলে, তবে যে বিপদে উল্লিখিত নিহিত আছে তা ব্যতীত।

৭৩৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَسَوْءِ الْقَضَاءِ.

৭৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কঠিন বিপদ, ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়া, শত্রুর বিদ্রোহজাত আনন্দ ও দুর্ভাগ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন (বু,মু)।

৩. ৪- بَابُ مَنْ حَكَى كَلَامَ الرَّجُلِ عِنْدَ الْعِتَابِ

৩০৪- অনুচ্ছেদঃ অসন্তোষের সময় যে ব্যক্তি কারো কথার পুনরাবৃত্তি করে।

৭৩৬- عَنْ أَبِي تَوْقَلٍ بَنِ أَبِي عَقْرَبٍ أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي زِدْنِي قَالَ زِدْنِي زِدْنِي صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ

شَهْرٍ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي زِدْنِي قَانِي أَجْدُنِي قَوِيًّا فَقَالَ إِنِّي أَجْدُنِي قَوِيًّا إِنِّي أَجْدُنِي قَوِيًّا فَافْخَمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَنْ يَزِيدَنِي ثُمَّ قَالَ صُمْ ثَلَاثًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

৭৩৬। আবু নাওফাল ইবনে আবু আকরাব (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা নবী (স)-কে রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেনঃ তুমি প্রতি মাসে একদিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন। তিনি বলেনঃ আমাকে বাড়িয়ে দিন, আমাকে বাড়িয়ে দিন। যাও, মাসে দুই দিন রোযা রাখো। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আমাকে আরো বাড়িয়ে দিন। কেননা আমার সামর্থ্য আছে। তিনি বলেনঃ আমার শক্তি আছে, আমার শক্তি আছে। তিনি আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন, শেষে ভাবলাম যে, তিনি বুঝি আমাকে আর অধিক রোযা রাখার অনুমতি দিবেন না। অতঃপর তিনি বলেনঃ তুমি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখো (না)।

৩.৫-بَابُ

৩০৫- অনুচ্ছেদ : (গীবতের দুর্গন্ধময় বায়ু)।

৭৩৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَارْتَفَعَتْ رِيحٌ خَبِيثَةٌ مُتَنَتَّةٌ فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ.

৭৩৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। তখন দুর্গন্ধময় দুষিত বায়ু প্রবাহিত হলে তিনি বলেনঃ তোমরা জানো, তা কি? এটা হলো মুমিন লোকদের গীবতকারীদের বায়ু (আ)।

৭৩৮- عَنْ جَابِرٍ قَالَ هَاجَتْ رِيحٌ مُتَنَتَّةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ اغْتَابُوا أَنَسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَعَثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِذَلِكَ.

৭৩৮। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু উখিত হলো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ মোনাফিকদের মধ্যে কতক লোক মুমিনদের মধ্যকার কতক লোকের গীবত করেছে। তাই এই বায়ু প্রবাহিত হয়েছে (আ, আন)।

৭৩৯- عَنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ يَقُولُ مَنْ أُغْتِيبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَنَصَرَهُ جَزَاهُ اللَّهُ بِهَا خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ أُغْتِيبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ جَزَاهُ اللَّهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرًّا وَمَا التَّقَمُّ أَحَدٌ لِقَمَةٍ شَرًّا مِنْ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ إِنْ قَالَ فِيهِ مَا يَعْلَمُ فَقَدْ اغْتَابَهُ وَإِنْ قَالَ فِيهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فَقَدْ بَهَتَهُ.

৭৩৯। ইবনে উম্মে আব্দ (রা) বলেন, কারো উপস্থিতিতে কোন মুমিন ব্যক্তির গীবত করা হলে এবং সে তার অনুপস্থিত মুমিনের সাহায্য করলে আল্লাহ তাকে এজন্য দুনিয়া ও আখেরাতে

পুরস্কৃত করবেন। কারো উপস্থিতিতে কোন মুমিন ব্যক্তির গীবত করা হলে এবং সে তার সাহায্য না করলে আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে এর মন্দ ফল (শাস্তি) ভোগ করাবেন। মুমিন ব্যক্তির গীবতের চেয়ে মন্দ গ্রাস আর কেউ গ্রহণ করে না। সে যদি তার সম্পর্কে তার জ্ঞাত কথাই বলে তবে সে তার গীবতই করলো। আর সে যদি এমন কথা বলে যা সে জ্ঞাত নয়, তবে সে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটালো।

৩.৬- بَابُ الْغِيْبَةِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

৩০৬- অনুচ্ছেদঃ গীবত। আল্লাহ তায়ালায় বাণীঃ “তোমাদের কেউ যেন অপরের গীবত না করে” (৪৯ : ১২)।

৭৪০- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَى عَلِيَّ قَبْرَيْنِ يُعَذَّبُ صَاحِبَاهُمَا فَقَالَ إِنَّهُمَا لَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَبَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَذَكَّرُ مِنَ الْبَوْلِ فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ رُطْبَةٍ أَوْ بِجَرِيدَتَيْنِ فَكَسَرَهُمَا ثُمَّ أَمَرَ بِكُلِّ كَسْرَةٍ فَنَفَرَسَتْ عَلَى قَبْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا إِنَّهُ سَيَهُونُ مِنْ عَذَابِهِمَا مَا كَانَتَا رُطْبَتَيْنِ أَوْ لَمْ تَتَبَسَا.

৭৪০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি দুইটি কবরের নিকট পৌঁছলেন। কবরবাসীদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তিনি বলেনঃ এই ব্যক্তিদ্বয়কে কোন গুরুতর অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। হাঁ, তাদের একজন মানুষের গীবত করতো এবং অপরজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতো না। তিনি তাজা একটি খেজুর শাখা বা দুইটি খেজুর শাখা আনতে বললেন। তিনি তা দুই টুকরা করে ভাংলেন, অতঃপর তা দুই কবরের উপর গেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেনঃ যতক্ষণ এই ডাল দুইটি তাজা থাকবে অথবা শুকিয়ে না যাবে, ততক্ষণ এদের হাল্কা শাস্তি হবে (আ, তা)।

৭৪১- عَنْ قَيْسٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَسِيرُ مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمَرَّ عَلَى بَغْلٍ مَيِّتٍ قَدْ انْتَفَخَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ هَذَا حَتَّى يَمْلَأَ بَطْنَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ مُسْلِمٍ.

৭৪১। কায়েস (র) বলেন, আমার ইবনুল আস (রা) তার কতক সঙ্গীসহ সফর করছিলেন। তিনি একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যা ফুলে উঠেছিল। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ যদি তা পেট পুরে আহারও করে তবুও সেটা তার কোন মুসলমানের গোশত খাওয়ার চেয়ে উত্তম।

৩.৭- بَابُ الْغِيْبَةِ لِلْمَيِّتِ.

৩০৭- অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির গীবত ।

৭৪২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ فَرَجَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا الْخَائِنَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ يَرُدُّهُ ثُمَّ قُتِلَ كَمَا يُقْتَلُ الْكَلْبُ فَسَكَتَ عَنْهُمْ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى مَرَّ بِجَنَافَةِ حِمَارٍ شَانِلَةٍ رَجُلِهِ فَقَالَ كَلَامٌ مِنْ هَذَا قَالَا مِنْ جَنَافَةِ حِمَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَالَّذِي نَلْتَمَا مِنْ عَرَضِ أَخِيكُمَا إِنَّمَا أَكْثَرَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّهُ فِي نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَغَسَّسُ.

৭৪২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মায়েয ইবনে মালেক আল-আসলামী এসে চতুর্থবার (যেনার অপরাধের) স্বীকারোক্তি করলে, নবী (স) তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার নির্দেশ দেন। পরে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর কতক সহচরসহ তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তাদের মধ্যকার একজন বললো, এই বিশ্বাসঘাতক কয়েকবারই নবী (স)-এর নিকট এলো এবং প্রতিবারই তিনি তাকে ফিরে যেতে বলেন। পরে তাকে কুকুরের ন্যায় হত্যা করা হলো। নবী (স) তাদের কথায় কোন মন্তব্য না করে নীরব থাকলেন, শেষে একটি মৃত গাধার নিকট এসে উপনীত হলেন, যার পাগুলো উপরের দিকে উত্থিত ছিল। তিনি বলেনঃ তোমরা দু'জনে এটা থেকে খাও। তারা উভয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মরা গাধার গোশত? তিনি বলেনঃ তোমরা দু'জনে এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের যে মানহানি করেছে তা এর তুলনায় অধিক গর্হিত। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! সে এখন বেহেশতের ঝর্ণাসমূহের মধ্যকার একটি ঝর্ণায় আনন্দে সাতার কাটছে (দা,না, বুখারীর তারীখ)।

৩.৮- بَابُ مَنْ مَسَّ رَأْسَ صَبِيٍّ مَعَ أَبِيهِ وَبَرَكَ عَلَيْهِ

৩০৮-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি পিতার সাথে উপস্থিত পুত্রের মাথায় হাত বুলায় এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করে।

৭৪৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ فَلَقِينَا شَيْخًا عَلَيْهِ بُرْدَةٌ وَمَعَا فِرِيٍّ وَعَلَى غُلَامٍ بُرْدَةٌ وَمَعَا فِرِيٍّ قُلْتُ أَيَّ عَمٍّ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُعْطِيَ غُلَامَكَ هَذِهِ النَّمْرَةَ وَتَأْخُذَ الْبُرْدَةَ فَتَكُونَ عَلَيْكَ بُرْدَتَانِ وَعَلَيْهِ نَمْرَةٌ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ أَبِي فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَطْعَمُوهُمْ مِمَّا تَكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَكْتَسُونَ يَا ابْنَ أَخِي ذَهَابُ مَتَاعِ الدُّنْيَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَتَاعِ الْآخِرَةِ قُلْتُ أَيَّ ابْتَاءَ مِنْ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ أَبُو الْيُسْرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرِو .

৭৪৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর পৌত্র উবাদা ইবনুল ওলীদ (র) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে বের হলাম। আমি তখন এক যুবা পুরুষ। আমরা এক প্রবীণ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করলাম। তার পরনে ছিল একটি কারুকার্য খচিত চাদর ও একটি কস্বল এবং তার গোলামের পরনেও ছিল অনুরূপ একখানা কারুকার্য খচিত চাদর ও একটি কস্বল। আমি বললাম, চাচাজান! আপনি তো আপনার কস্বলখানা আপনার গোলামকে দিয়ে তার এই চাদরখানাসহ দু'খানা চাদর পরতে পারতেন এবং তার পরনেও থাকতো কস্বল। এমনটি করতে আপনাকে কিসে বাধা দিলো? তিনি আমার পিতার মুখোমুখি হয়ে বলেন, এ বুঝি তোমার পুত্র? তিনি বলেন, হাঁ। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, আল্লাহ তোমাকে তার মাধ্যমে বরকত দান করুন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা যা আহার করবে, তাদেরকেও তাই আহার করাবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তাই পরাবে। হে ভাতিজা! দুনিয়ার সামগ্রী যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে তা আখেরাতের সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার চেয়ে আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আমি বললাম, আকাজান! ইনি কে? তিনি বলেন, আবুল যুসর কাব ইবনে আমর (রা) (মু,ই)।

৩. ৯ - بَابُ دَاَلَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

৩০৯ - অনুচ্ছেদ : মুসলমানদের খাদ্য-পানীয় ও তৈজসপত্র বিনা অনুমতিতে পরস্পরের ব্যবহার।

৭৪৪ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ أَدْرَكْتُ السَّلْفَ وَأَنْهُمْ لَيَكُونُونَ فِي الْمَنْزِلِ الْوَاحِدِ بِأَهَالِيهِمْ فَرُبَّمَا نَزَلَ عَلَى بَعْضِهِمُ الضَّيْفُ وَقَدَرُ أَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْخُذُهَا صَاحِبُ الضَّيْفِ لَضَيْفِهِ فَيَقْدِرُ الْقَدْرَ صَاحِبُهَا فَيَقُولُ مَنْ أَخَذَ الْقَدْرَ فَيَقُولُ صَاحِبُ الضَّيْفِ نَحْنُ أَخَذْنَاهَا لَضَيْفِنَا فَيَقُولُ صَاحِبُ الْقَدْرِ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ بَقِيَّةُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالْخُبْرُ إِذَا خَبَرُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ إِلَّا جِدْرُ الْقَصَبِ قَالَ بَقِيَّةُ وَأَدْرَكْتُ أَنَا ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَأَصْحَابُهُ.

৭৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র) বলেন, আমি আগেকার মহান ব্যক্তিদের (সাহাবীগণের) সাক্ষাত পেয়েছি। তারা একই বাড়িতে বেশ কয়েক পরিবার বাস করতেন। কখনো এমনও হতো যে, তাদের কোন পরিবারে মেহমান এসেছে এবং অপর পরিবারের চুলায় খাবার রান্না হচ্ছে। যে ঘরে মেহমান এসেছে সেই ঘরের মালিক তার মেহমানের জন্য চুলার উপর বসানো সেই খাবার নিয়ে যেতো। আর খাদ্যের মালিক পরিবার এসে দেখতো যে, তার রান্না করা খাদ্য পাতিলসহ উধাও। সে বলতো, পাতিল কে নিয়ে গেলো? মেহমান আপ্যায়নকারীগণ বলতো, আমরা আমাদের মেহমানের জন্য তা নিয়েছি। তখন পাতিল ভর্তি খাদ্যের মালিক বলতো, আল্লাহ তাতে তোমাদের বরকত দান করুন। রাবী বাকিয়্যা (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ (র) বলতেন, সদ্য প্রস্তুত রুটির ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতো। এই দুই পরিবারের মাঝখানে একটি নল-খাগড়ার বেড়া ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। বাকিয়্যা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ ও তার সাথীদের মধ্যেও এমন অবস্থা লক্ষ্য করেছি।

৩১- بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ أَيَّاهُ بِنَفْسِهِ

৩১০- অনুচ্ছেদঃ মেহমানের সমাদর এবং সশরীরে তাদের খেদমত করা।

৭৪৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضَيِّفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَنَا فَأَنْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَكْرَمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتٌ لِلصَّبْيَانِ فَقَالَ هَيْثِي طَعَامُكَ وَأَصْلِحِي سِرَاجَكَ وَتَوَمِّي صَبِيَانِكَ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءَ فَهَيَّاتِ طَعَامَهَا وَأَصْلَحَتِ سِرَاجَهَا وَتَوَمَّتْ صَبِيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّمَا تَصْلُحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ وَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ وَبَاتَا طَوِيلَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ﷺ لَقَدْ ضَحِكَ اللَّهُ أَوْ عَجِبَ مِنْ فِعَالِكُمَا وَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنُ نَفْسِهِ فَاوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

৭৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এলেন। তিনি (খাদ্যের জন্য) তার স্ত্রীগণের নিকট পাঠান। তারা বলেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া আর কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ কে তার মেহমানদারি করবে? আনসারদের একজন বলেন, আমি। তিনি তাকে নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমানকে সম্মান করো। স্ত্রী বলেন, ছেলে-মেয়েদের রাতের খাবার ছাড়া আমাদের আর কিছু নাই। আনসারী বলেন, তুমি খাবার তৈরি করো, বাতি ঠিক করো এবং তোমার বাচ্চারা যখন রাতের খাবার চাইবে তখন প্রবোধ দিয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিও। মহিলা তার খাবার তৈরি করলেন, বাতি ঠিকঠাক করলেন এবং তার বাচ্চাদের ঘুম পাড়ালেন। অতঃপর তিনি উঠে বাতি ঠিক করার ছুতোয় তা নিভিয়ে দিলেন। তারা এমন ভাব দেখালেন যে, তারা যেন মেহমানের সাথে আহার করছেন। অথচ রাতে তারা উপোসই থাকলেন। ভোর হলে তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের গত রাতের কার্যকলাপে হেসেছেন বা অবাক হয়েছেন এবং আয়াত নাযিল করেছেনঃ “তারা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়। যারা মনের কাৰ্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম”(সূরা হাশর : ৯)।

৩১- بَابُ جَائِزَةِ الضَّيْفِ

৩১১- অনুচ্ছেদঃ মেহমানকে প্রদত্ত পাণ্ডেয়।

৭৪৬- عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَذْنَائِي وَأَبْصَرْتُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمٌ وَكَيْلَةٌ

وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

৭৪৬। আবু শুরাইহ আল-আদাবী (রা) বলেন, যখন নবী (স) বলেছেন, তখন আমার দুই কান শুনেছে এবং দুই চোখ দেখেছে। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন পুরস্কারসহ মেহমানের আপ্যায়ন ও সমাদর করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তার পুরস্কার কি? তিনি বলেনঃ এক রাত ও এক দিনের জন্য উন্নত খাবার পরিবেশন করা। আর তিন দিন পর্যন্ত সাধারণ মেজবানীই যথেষ্ট। এর চেয়েও বেশী দিন অবস্থান করলে সেই মেহমানদারি হলে বদান্যতা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

৩১২- بَابُ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

৩১২- অনুচ্ছেদঃ মেহমানদারি তিন দিন।

٧٤٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

৭৪৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মেহমানদারি করতে হবে তিন দিন। তার অধিক করা হলে তা দান হিসেবে গণ্য হবে (দা)।

৩১৩- بَابُ لَا يُقِيمُ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ

৩১৩- অনুচ্ছেদঃ মেহমান আপ্যায়নকারীর অসুবিধা করে থাকবে না।

٧٤٨- عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ.

৭৪৮। আবু শুরাইহ আল-কাবী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে অন্যথা নীরব থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের সমাদর করে। তার বিশেষ মেহমানদারি হচ্ছে এক দিন এক রাত, আর স্বাভাবিক মেহমানদারি হচ্ছে তিন দিন। তার অতিরিক্ত যা করা হবে তা বদান্যতারূপে গণ্য হবে। আর মেহমানের পক্ষে মেজবানের বাড়িতে এতো অধিক দিন অবস্থান করা উচিত নয় যাতে সে অসুবিধা বোধ করে (আ, তহা)।

৩১৪- بَابُ إِذَا أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ

৩১৪- অনুচ্ছেদঃ মেহমান ভোরবেলা আপ্যায়নকারীর আঙ্গিনায় উপস্থিত হলে।

৭৪৭- عَنْ الْمُقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ السَّامِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَيَّ كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ افْتَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

৭৪৯। মিকদাম আবু কারীমা আস-সামী (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেনঃ রাতের বেলা আগত মেহমানের মেহমানদারি করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কতব্য। আর রাতের বেলা তার নিকট মেহমান অবস্থান করলে, সে তার জন্য ঋণস্বরূপ। এখন সে ইচ্ছা করলে এই ঋণ (মেহমানকে পানাহার করানো) পরিশোধ করুক অথবা চাইলে তা ত্যাগ করুক (দা,ই,দার,হা,তহা,কু,আ)।

৩১৫- بَابُ إِذَا أَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا

৩১৫- অনুচ্ছেদঃ বঞ্চিত অবস্থায় মেহমানের ভোর হলে।

৭৫০- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ بَعَثْتَنَا فَنَزَلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَفْرُوْنَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ .

৭৫০। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে থাকেন। আমরা এমন সব গোত্রের এলাকায় অবতরণ করি যারা আমাদের মেহমানদারি করে না। এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যদি তোমরা কোন গোত্রের এলাকায় অবতরণ করো এবং তারা সাধ্যমত তোমাদের জন্য মেহমানদারির ব্যবস্থা করে তবে তা সাদরে গ্রহণ করো। কিন্তু যদি তারা (অনুরূপ কোন ব্যবস্থা) না করে, তবে তাদের থেকে এতোটা হক আদায় করে নাও যা দেয়া তাদের উচিত ছিল (বু, মু, দা, তি, না)।

৩১৬- بَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ الضَّيْفِ بِنَفْسِهِ

৩১৬- অনুচ্ছেদঃ সশরীরে মেহমানের বেদমত করা।

৭৫১- عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ فِي عُرْسِهِ وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَتُهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعُرُوسُ فَقَالَتْ أَتَدْرُونَ مَا أَنْفَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْفَعْتُ لَهُ ثَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ .

৭৫১। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু উসাইদ সাইদী (রা) তার বাসর রাতে নবী (স)-কে দাওয়াত দিলেন। তার নববধূ সেদিন তাদের আহার পরিবেশন করেন। স্ত্রী বলেন, আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য সেদিন আমি ছিলে-চেঁছে কি পরিবেশন করেছিলাম? রাতের বেলা আমি তাঁর জন্য টাটকা খেজুর একটি মাটির পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছিলাম (বু, মু)।

৩১৭- بَابُ مَنْ قَدَّمَ إِلَى ضَيْفِهِ طَعَامًا فَقَامَ يُصَلِّي

৩১৭- অনুচ্ছেদ ৪ কোন ব্যক্তি মেহমানের সামনে আহার পরিবেশন করে নিজে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে।

৭৫২- عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَلَمْ أُرَافِقْهُ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِهِ أَيْنَ أَبُو ذَرٍّ قَالَتْ سَيِّئَاتِكَ الْآنَ فَجَلَسْتُ لَهُ فَجَاءَ وَمَعَهُ بَعِيرَانِ قَدْ قَطَرَ أَحَدُهُمَا فِي عَجْزِ الْآخَرِ فِي عُنُقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَرْبَةً فَوَضَعَهُمَا ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ رَجُلٍ كُنْتُ أَلْقَاهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ لِقِيَا مَنَّكَ وَلَا أَبْغَضَ إِلَيَّ لِقِيَا مَنَّكَ قَالَ لِلَّهِ أَبُوكَ وَمَا يَجْمَعُ هَذَا قَالَ أَنِّي كُنْتُ وَأَدْتُ مُرُودَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرْهَبُ أَنْ لَقَيْتُكَ أَنْ تَقُولَ لَا تَوْبَةَ لَكَ لَا مُخْرَجَ وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ تَقُولَ لَكَ تَوْبَةَ وَمَخْرَجَ قَالَ أَقْبَى الْجَاهِلِيَّةِ أَصَبْتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ أَتَيْنَا بِطَعَامٍ فَأَبَتْ ثُمَّ أَمَرَهَا فَأَبَتْ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصَوَاتُهُمَا قَالَ أَيْدٍ فَإِنَّكُنَّ لَا تَعْدُونَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ وَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِنَّ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ ضَلَعٌ وَائِكَ أَنْ تُرِيدَ أَنْ تُقِيمَهَا تُكْسِرَهَا وَإِنْ تَدَارِبَهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوْدًا وَيُلَغِّةُ فَوَلْتُ فَجَاءَتْ بِشَرِيدَةٍ كَانَتْهَا قِطَاةٌ فَقَالَ كُلْ وَلَا أَهْوَلُكَ فَإِنِّي صَانِمٌ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَجَعَلَ يَهْدُبُ الرُّكُوعَ ثُمَّ انْقَلَبَ فَاکَلَ فَقُلْتُ أَنَا لِلَّهِ مَا كُنْتُ أَخَافُ أَنْ تَكْذِبَنِي قَالَ لِلَّهِ أَبُوكَ مَا كَذَبْتُ مِنْذُ لَقَيْتَنِي قُلْتُ أَلَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّكَ صَانِمٌ قَالَ بَلَى أَنِّي صُمْتُ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَكُتِبَ لِي أَجْرُهُ وَحَلَّ لِي الطَّعَامُ.

৭৫২। নুআইম ইবনে কানাব (র) বলেন, আমি আবু যার (রা)-এর নিকট এসে তাকে ঘরে পেলাম না। আমি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু যার (রা) কোথায়? তিনি বলেন, কোন কাজে বাইরে গিয়েছেন, এখনই আপনার সাক্ষাতে এসে যাবেন। অতএব আমি তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম। তিনি দু'টি উটসহ আসলেন, যার একটির পিছনে অপরটি বাধা এবং প্রতিটির ঘাড়ে ছিল একটি করে মশক। তিনি সেই দু'টি নামালেন, অতঃপর এলেন। আমি বললাম, হে আবু যার! যাদের সাথে আমি দেখা-সাক্ষাত করি তাদের মধ্যে আমার কাছে আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় কেউ নাই। আবার তাদের মধ্যে আপনার চেয়ে অধিক অপ্রিয়ও আমার কাছে কেউ নাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা আবুহাশর জন্য কোরবান হোক। এই দু'টি বিপরীত জিনিস একত্র হলো কি করে। তিনি বলেন, আমি জাহিলী যুগে একটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়েছি। আমার

আশংকা হয় যে, আমি আপনার সাথে সাক্ষাত করলেই আপনি বলবেন, তোমার তওবা করার বা নিকৃতি লাভের কোন সুযোগ নাই। কিন্তু আমি আকাজ্জা করতাম যে, আপনি বলবেন, তোমার তওবা করার ও নিস্তার লাভের উপায় আছে। তিনি বলেন, তুমি কি এটি জাহিলী যুগে করেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, অতীতের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসো। মহিলা অসম্মত হলো। তিনি পুনরায় তাকে আদেশ করলে এবারও সে অস্বীকার করলো। শেষে দু'জনের কথা কাটাকাটির স্বর উচ্চ মাত্রায় পৌঁছলো। তিনি বলেন, এই যে! তোমরা তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য গণায় ধরো না। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (স) তাদের সম্পর্কে কি বলেছেন? তিনি বলেছেনঃ “নিশ্চয় নারী হচ্ছে পাজরের বাঁকা হাড়। তুমি যদি তা সোজা করতে চাও তবে তাকে খানখান করে ফেলবে। আর তুমি যদি তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করে যাও, তবুও তাদের বাঁকা স্বভাব বিদ্যমান থাকবেই”। মহিলাটি চলে গেলো এবং সারীদ (ঝোলে ভিজিনো রুটি) নিয়ে বিড়ালের মত চুপিসারে ফিরে এলো। আবু যার (রা) আমাকে বলেন, তুমি খাও, আমার কথা চিন্তা করো না। আমি রোযা আছি। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ধীরেসুস্থে নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি আহ্বার করলেন। আমি বললাম, ইন্না লিল্লাহ! আমি কখনও আশংকা করিনি যে, আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বলবেন! তিনি বলেন, তোমার পিতা আল্লাহর জন্য কোরবান হোক! তুমি সাক্ষাত করার সময় থেকে আমি তোমাকে কোন মিথ্যা কথা বলিনি। আমি বললাম, আপনি কি আমাকে বলেননি যে, আপনি রোযাদার? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি এই মাসে তিন দিন রোযা রেখেছি। আমার জন্য তার সওয়াব লেখা হয়েছে এবং আমার জন্য খাদ্য গ্রহণ হালাল হয়ে গেছে (না, দার, আ ২১৬৬৫)।

৩১৮-بَابُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ

৩১৮- অনুচ্ছেদঃ কারো নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা।

৭৫৩- عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارًا أَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارًا أَنْفَقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا أَنْفَقَهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو قَلَابَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ وَآيُ رَجُلٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِّنْ رَّجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صَغَارٍ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৭৫৩। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ “কোন ব্যক্তির ব্যয়কৃত সর্বোত্তম দীনার (মুদ্রা) হলো সেটি যা সে তার পরিবারের জন্য খরচ করে, যা সে আল্লাহর পথের (জিহাদকারী) তার সঙ্গী-সাথীদের জন্য খরচ করে এবং যা সে আল্লাহর পথে (জিহাদে) তার জলুযানের জন্য খরচ করে”। অধস্তন রাবী আবু কিলাবা (র) বলেন, (উর্ধতন রাবী) পরিবার-পরিজনের কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি তার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যয় করে মহান আল্লাহ তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল না করা পর্যন্ত, তার চেয়ে অধিক উত্তম পুরস্কার লাভের যোগ্য আর কে হতে পারে (ম)?

৭৫৪- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَذَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.

৭৫৪। আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য যে সম্পদ ব্যয় করে তা তার জন্য দান-খয়রাত হিসেবে গণ্য (বু,মু,তি,না)

৭৫৫- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ أَوْ قَالَ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ ضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ أَحْسَنُهَا.

৭৫৫। জাবের (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে একটি দীনার আছে। তিনি বলেনঃ তা তুমি নিজের জন্য খরচ করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেনঃ তা তোমার খাদেমের জন্য বা সন্তানের জন্য খরচ করো। সে বললো, আমার কাছে আরো একটি আছে। তিনি বলেনঃ তা আল্লাহর পথে রেখে দাও। আর তা হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট দীনার (দা, না,আ; আবু হুরায়রা সূত্রে)

৭৫৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ دَنَائِرٌ دِينَارٌ أَعْطِيَتْهُ مِسْكِينًا وَدِينَارٌ أَعْطِيَتْهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ أَفْضَلُهَا الَّذِي أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ.

৭৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ তুমি চারটি দীনারের (স্বর্ণ মুদ্রা) মধ্য থেকে একটি দীনার দীন-দুঃখীকে দান করলে, একটি দীনার দ্বারা গোলামকে দাসত্বমুক্ত করলে, একটি দীনার আল্লাহর পথে খরচ করলে এবং একটি দীনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করলে। এগুলোর মধ্যে যে দীনারটি তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছো সেটিই সর্বোত্তম (মু,দা,না,আ,হা, আন)।

৩১৯-بَابُ يُوجَزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ

৩১৯-অনুচ্ছেদ : প্রত্যেক জিনিসের সওয়াব আছে, এমনকি কোন ব্যক্তির নিজ জ্বর মুখে তুলে দেয়া গ্রাসেও।

৭৫৭- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِسَعْدِ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ .

৭৫৭। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বলেন : তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ করো, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেয়া হবে, এমনকি তুমি তোমার জ্বর মুখে যা তুলে দাও তার জন্যও (বু, মু)।

৩২-بَابُ الدَّعَاءِ إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ .

৩২০-অনুচ্ছেদ : রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দোয়া করা ।

৭৫৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ .

৭৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমাদের বরকতময় মহামহিম প্রভু রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে প্রতি রাতে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন : কে আছে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিবো? (কে আছে এমন, যে আমার কাছে দোয়া করবে এবং আমি তার দোয়া কবুল করবো)? কে আছে এমন, যে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করবে এবং আমি তা দান করবো? কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করবো (রু, যু, দার)।

৩২১-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فَلَنْ جَعْدُ أَسْوَدَ أَوْ طَوِيلُ قَصِيرٌ يُرِيدُ الصِّفَةَ وَلَا يُرِيدُ الْغِيْبَةَ

৩২১-অনুচ্ছেদ : গীবতের উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির এরূপ বলা : অমুক কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি বা দীর্ঘদেহী।

৭৫৭- عَنْ أَبِي رُحْمٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ بَايَعُوهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَقُمْتُ لَيْلَةً بِالْأَخْضَرِ فَصِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَأَلْقَى عَلَيْنَا النُّعَاسُ فَطَفِئْتُ اسْتَيْقِظْتُ وَقَدْ دَنَتْ رَاِحِلَتِي مِنْ رَاِحِلَتِهِ فَيَفْزَعُنِي دَنُوهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَ رِجْلَهُ فِي الْغَرَزِ فَطَفِئْتُ أَوْخَرُ رَاِحِلَتِي حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي بَعْضَ اللَّيْلِ فَزَاَحَمْتُ رَاِحِلَتِي رَاِحِلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَهُ فِي الْغَرَزِ فَاصْبَتْ رِجْلَهُ فَلَمْ اسْتَيْقِظْ إِلَّا بِقَوْلِهِ حَسَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِرْ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُنِي عَنْ مَنْ تَخَلَّفَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَقَالَ وَهُوَ يَسْأَلُنِي مَا فَعَلَ النَّفَرُ الْحُمْرُ الطُّوَالُ الثُّطَاطُ قَالَ فَحَدَّثْتُهُ بِتَخَلُّفِهِمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ السُّودُ الْجَعَادُ الْقِصَارُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةٍ شَدَخَ فَتَذَكَّرْتُهُمْ فِي بَنِي غِفَارٍ فَلَمْ أَذْكُرْهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّهُمْ رَهْطٌ مَنْ أَسْلَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَيْكَ مِنْ أَسْلَمَ قَالَ فَمَا يَمْنَعُ أَحَدَ

أَوَّلِكَ حِينَ يَتَخَلَّفُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِهِ أَمْرًا نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ
عَزَّ أَهْلِي عَلَى أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ وَغِفَارٍ وَأَسْلَمَ .

৭৫৯। আবু রুহম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন বৃক্ষতলে (হুদাইবিয়ায়) রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বাইআতকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, আমি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করি। এক রাতে আমি নৈশ প্রহরায় দাঁড়িলাম। আমি তাঁর নিকটেই পাহারা দিচ্ছিলাম। আমি তদ্রাচ্ছন হয়ে পড়লাম এবং জেগে থাকতে চেষ্টা করলাম। আমার জন্তুযান তাঁর জন্তুযানের কাছাকাছি এসে পড়লে আমার আশংকা হলো, কখন জানি আমার জন্তুযান আরও কাছাকাছি চলে এলে পাদানিতে রাখা তাঁর পায়ে আমার জন্তুযানের ধাক্কা ব্যাথা পান। তাই আমি আমার জন্তুযানকে হটাতে থাকলাম। শেষে রাতের কোন এক অংশে আমার চোখে তন্দ্রা এলো এবং আমার জন্তুযান রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্তুযানকে ধাক্কা দিলো। তখনো তাঁর পা পাদানিতে ছিল এবং তা আমার পায়ের সাথে লেগে গেলো। কিন্তু তবুও আমার ঘুম ভাঙলো না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর 'সজাগ হও' কথায় আমার ঘুম ছুটলো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : সামনে চলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে গিফার গোত্রের কে কে যুদ্ধে যোগদান থেকে পেছনে রয়ে গেছে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন : ঐ যে গৌর বর্ণ দীর্ঘদেহী যাদের চোয়ালে সামান্য দাড়ি আছে তারা কি করেছে? আমি তাদের পেছনে থেকে যাওয়ার কথা তাঁকে জানালাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকৃতির লোকগুলো কি করেছে, শাবকা শাদাখ নামক পানির উৎসে যাদের পশুপাল আছে? আমি গিফার গোত্রের মধ্যে আমার স্মৃতিচারণ করলাম, কিন্তু সেই গোত্রে তেমন কাউকে স্মরণ করতে পারলাম না। আমার স্মরণ হলো যে, তারা তো আসলাম গোত্রের লোক। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা তো আসলাম গোত্রের লোক। তিনি বলেন : তাদের কোন সুচতুর কর্মঠ লোককে তার জন্তুযানে আরোহণ করিয়ে আল্লাহর রাস্তায় পাঠাতে তাদের কিসে বাধা দিলো? আমার একথা চিন্তা করতে কষ্ট হয় যে, কুরাইশ বংশীয় মুহাজিরগণ, আনসারগণ, গিফার গোত্রের লোক এবং আসলাম গোত্রের কেউ যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে পিছনে থেকে যাবে (আ ১৯২৮২)।

৭৬০। আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তিনি বলেন : গোত্রের মন্দ লোক। অতঃপর সে ভেতরে প্রবেশ করলে তিনি তার সাথে প্রসন্ন বদনে সাক্ষাত করেন। (পরে) আমি তাঁকে বললে তিনি বলেন : আল্লাহ অশ্লীলভাষীকে এবং অশ্লীল আচরণকারীকে পছন্দ করেন না (বু, মু)।

৭৬১। আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তিনি বলেন : গোত্রের মন্দ লোক। অতঃপর সে ভেতরে প্রবেশ করলে তিনি তার সাথে প্রসন্ন বদনে সাক্ষাত করেন। (পরে) আমি তাঁকে বললে তিনি বলেন : আল্লাহ অশ্লীলভাষীকে এবং অশ্লীল আচরণকারীকে পছন্দ করেন না (বু, মু)।

৭৬১। আয়েশা (রা) বলেন, সাওদা (রা) মুযদালিফার রাতে যাত্রা করার জন্য নবী (স)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। সাওদা (রা) ছিলেন মম্বর গতিসম্পন্ন স্থলদেহী মহিলা। সুতরাং তিনি (স) তাকে অনুমতি দিলেন (বু, মু, ই)।

৩২২-بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بِحِكَايَةِ الْخَبَرِ بَأْسًا

৩২২-অনুচ্ছেদ : যিনি মনে করেন, ঘটনা বা উপমা বর্ণনা দোষের নয়।

৭৬২-عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعْرَانَةِ إِزْدَحَمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمٍ فَكَذَّبُوهُ وَشَجَّوهُ فَكَانَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ جَبْهِتِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي الرُّجُلُ يَمْسَحُ عَنْ جَبْهِتِهِ .

৭৬২। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন জিরানা নামক স্থানে গনীমতের মাল বন্টন করেন তখন সেখানে লোকজনের প্রচণ্ড ভিড় হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : আল্লাহ তাঁর কোন এক বান্দাকে এক সম্প্রদায়ের নিকট পাঠান। তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং নির্যাতন করে আহত করে। তিনি তার কপাল থেকে রক্ত মুছছেন আর বলছেন : “হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে তুমি ক্ষমা করো, কেননা তারা অজ্ঞ”। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি যেন দিব্যি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি সেই কপাল মোছায় রক্ত ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করছেন (বু, মু, ই, আ, হি, আন)।

৩২৩-بَابُ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا

৩২৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ গোপন রাখে।

৭৬৩-عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ جَاءَ قَوْمٌ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَقَالُوا إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرِبُونَ وَيَفْعَلُونَ أَفْتَرَقَهُمْ إِلَى الْإِمَامِ قَالَ لَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْ مُسْلِمٍ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْتُودَةً مِنْ قَبْرِهَا .

৭৬৩। আবুল হাইসাম (র) বলেন, একদল লোক উকবা ইবনে আমের (রা)-এর নিকট এসে বললো, আমাদের কতক প্রতিবেশী আছে, যারা মদ্যপান করে এবং বদ কাজে লিপ্ত থাকে। আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে শাসকের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করবো? তিনি বলেন, না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ দেখতে পেয়ে তা গোপন রাখলো সে যেন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানকে কবর থেকে তুলে জীবন দান করলো (দা, তা)।

৩২৪-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ هَلَكَ النَّاسُ

৩২৪-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির মন্তব্য, লোক ধ্বংস হয়ে গেলো।

৭৬৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ .

৭৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে বলতে শোন, লোকজন ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে (বুঝবে) সে সর্বাধিক ধ্বংসপ্রাপ্ত (মু, দা, মা, হি, আন)।

৩২৫-بَابُ لَا يَقُلُ لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ

৩২৫-অনুচ্ছেদ : মোনাফিককে ‘সায়্যিদ’ (নেতা) বলে সম্বোধন করবে না।

৭৬৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ اسْخَطَمْتُ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ .

৭৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমরা মোনাফিককে ‘নেতা’ বলা না। কেননা সে যদি তোমাদের নেতা হয়ে যায়, তাহলে তোমরা তোমাদের মহিমাম্বিত প্রভুকে অসন্তুষ্ট করলে (দা, হা)।

৩২৬-بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا زُكِّيَ

৩২৬-অনুচ্ছেদ : কেউ অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনেলে কি বলবে?

৭৬৬- عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا زُكِّيَ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَاعْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ .

৭৬৬। আদী ইবনে আরতাত (র) বলেন, কখনো নবী (স)-এর কোন সাহাবীর পূত-পবিত্রতা বর্ণনা করা হলে তিনি বলতেন, “হে আল্লাহ! তারা যা বলে সেজন্য আমাকে অভিযুক্ত করো না এবং তারা যে ব্যাপারে জ্ঞাত নয় সে ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করো” (বা)।

৭৬৭- عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِأَبِي مَسْعُودٍ أَوْ أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ فِي زَعْمٍ قَالَ بَشَرٌ مَطِيبٌ الرَّجُلُ .

৭৬৭। আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। আবু আবদুল্লাহ (রা) আবু মাসউদ (রা)-কে বলেন অথবা আবু মাসউদ (রা) আবু আবদুল্লাহ (রা)-কে বলেন, “অলিক ধারণা-অনুমান” সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কি বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, (তা) লোকটির কতই না মন্দ বাহন (দা, আ, তবাকাত)।

৭৬৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ يَا أَبَا مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي زَعْمُوا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِنَسْ مَطِيبَةُ الرَّجُلِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ .

৭৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমের (র) বলেন, হে আবু মাসউদ! “তারা আন্দাজ-অনুমান করেছে” এরূপ কথা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কি বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তা লোকের অত্যন্ত মন্দ বাহন। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি : মুমিন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য।

৩২৭-بَابُ لَا يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُ

৩২৭-অনুচ্ছেদ : কেউ কোন বিষয়ে অজ্ঞ থাকলে যেন না বলে যে, সে তা জানে না, তা আল্লাহ জানেন।

৭৬৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِشَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُ فَذَاكَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ .

৭৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তোমাদের কেউ যেন (তার অজ্ঞাত বিষয়ে মন্তব্য করার পর) না বলে, সে তা জানে না, আল্লাহ তা জানেন। অথচ আল্লাহর জ্ঞানে হয়তো অন্যরূপ আছে। সে যেন (ভাবছে) আল্লাহ যা জানেন না তা তাঁকে জানাচ্ছে। আল্লাহর কাছে তা (অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত বিষয়ে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও উত্তর দিতে চাওয়া) গুরুতর ব্যাপার।

৩২৮-بَابُ قَوْسٍ قُرْحٍ

৩২৮-অনুচ্ছেদ : রংধনু।

৭৭০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمُجْرَةُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ وَأَمَّا قَوْسٌ قُرْحٌ فَأَمَانٌ مِنَ الْغُرُقِ بَعْدَ قَوْمِ نُوحٍ .

৭৭০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ছায়াপথ হলো আসমানের দরজাসমূহের মধ্যকার একটি দরজা এবং রংধনু হলো নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার পর নিরাপত্তার প্রতীক।

৩২৯-بَابُ الْمُجْرَةِ

৩২৯-অনুচ্ছেদ : ছায়াপথ।

৭৭১- عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ سَالَ ابْنُ الْكُوَا عَلِيًّا عَنِ الْمُجْرَةِ قَالَ هُوَ شَرْجُ السَّمَاءِ وَمِنْهَا فُتِحَتِ السَّمَاءُ بِمَاءٍ مِنْهُمْ .

৭৭১। আবুত তুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনুল কাওয়া (রা) আলী (রা)-কে ছায়াপথ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তা হলো আসমানের প্রবেশদ্বার এবং নূহের বন্যায় প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আকাশের ঐ দ্বারই খুলে দেয়া হয়েছিল (৫৪ : ১১ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত)।

৭৭২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَوْسُ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْفَرَقِ وَالْمُجْزَةُ بَابُ السَّمَاءِ الَّذِي تَنْشَقُّ مِنْهُ .

৭৭২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রংধনু হলো পৃথিবীবাসীর জন্য মহাপ্লাবনের পর নিরাপত্তার প্রতীক এবং ছায়াপথ হলো আকাশের একটি দরজা, যা থেকে আকাশ বিদীর্ণ হবে।

৩৩-بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي مُسْتَقَرٍّ رَحِمَتِكَ .

৩৩০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এভাবে বলতে অপছন্দ করে : হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রহমতের অবস্থান স্থলে রাখো।

৭৭৩- عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْكِرْمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي رَجَاءٍ أَقْرَأْ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَأَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي مُسْتَقَرٍّ رَحِمَتِهِ قَالَ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ ذَلِكَ قَالَ فَمَا مُسْتَقَرٌّ رَحِمَتِهِ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ لَمْ تُصَبِّ قَالَ فَمَا مُسْتَقَرٌّ رَحِمَتِهِ قَالَ قُلْتُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

৭৭৩। আবুল হারিস কিরমানী (র) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে আবু রাজা (র)-এর নিকট বলতে শুনেছি, আমি আপনাকে সালাম জানাচ্ছি এবং দোয়া করছি যেন আল্লাহ তাঁর স্থায়ী রহমাতের স্থানে আপনাকে ও আমাকে একত্র করেন। তিনি বলেন, সেই সামর্থ্য কি কারো আছে? তিনি জিজ্ঞেস করেন, তাঁর স্থায়ী রহমাতের স্থান কি? সে বললো, জান্নাত। আবু রাজা (র) বলেন, তুমি সঠিক বলোনি। লোকটি বললো, তবে তাঁর স্থায়ী রহমাতের স্থান কি? তিনি বলেন, আমি বললাম, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

৩৩১-بَابُ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

৩৩১-অনুচ্ছেদ : তোমরা কাল-প্রবাহকে গালি দিও না।

৭৭৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ .

৭৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ যেন না বলে, হায় সর্বনাশা কাল। কেননা কাল তো স্বয়ং আল্লাহ (সৃষ্ট) (বু, মু, দা, না)।

৭৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الدَّهْرُ أُرْسِلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا وَلَا يَقُولَنَّ لِلْعَنْبِ الْكَرَمُ فَإِنَّ الْكَرَمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ .

৭৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ যেন না বলে, হায় সর্বনাশা কাল। মহা মহিমাবিত আল্লাহ বলেন, কাল তো আমিই (সৃষ্টি করেছি)। আমিই রাত ও দিন পাঠাই। যখন আমি চাইবো তাকে কবজা করবো। আর কেউ যেন আস্থুরকে কারম না বলে। কেননা কারম হলো মুমিন ব্যক্তি (বু, মু, আ, দার, আন)।

৩৩২-بَابُ لَا يَحْدُ الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ النَّظَرَ إِذَا وَلَّى

৩৩২-অনুচ্ছেদঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্থানকালে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না তাকায়

৭৭৬- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ يَكْرَهُ أَنْ يَحْدُ الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ النَّظَرَ أَوْ يَتَّبِعَهُ بَصَرُهُ إِذَا وَلَّى أَوْ يَسْأَلُهُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ وَأَيْنَ تَذْهَبُ .

৭৭৬। মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তির প্রতি অপর ব্যক্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো অথবা তার ফিরে যাবার সময় তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকানো অথবা তাকে জিজ্ঞেস করা, তুমি কোথা থেকে এসেছো এবং কোথায় যাবে, এরূপ আচরণ আপত্তিকর।

৩৩৩-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَيْلَكَ

৩৩৩-অনুচ্ছেদঃ এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির এরূপ বলা, তোমার সর্বনাশ হোক।

৭৭৭- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فَانْهَاقَتْ فَانْهَاقَتْ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ .

৭৭৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে কোরবানীর একটি উল্ল হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন : উটের পিঠে আরোহণ করো। লোকটি বললো, এটি কোরবানীর উট। তিনি পুনরায় বলেন, এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, এটি কোরবানীর উট। তিনি বলেন : তুমি এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, এটি কোরবানীর উট। তিনি বলেন : তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এর পিঠে আরোহণ করো (বু, মু, তি, না, ই, আ, দার, খু)।

৭৭৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ فَقَالَ إِنِّي أَكَلْتُ خُبْرًا وَلَحْمًا فَهَلْ أَتَوَضَّأُ فَقَالَ وَيْحَكَ أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ .

৭৭৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে বললো, আমি রুটি ও গোশত খেয়েছি। আমাকে কি উষু করতে হবে? তিনি বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। তুমি কি পাক জিনিস আহার করে উষু করবে?

৭৭৯- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالْجِعْرَانَةِ وَالتَّبَرُّ فِي حِجْرِ بِلَالٍ وَهُوَ يَقْسِمُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اْعْدِلْ فَإِنَّكَ لَا تَعْدِلُ فَقَالَ وَيْلَكَ فَمَنْ يُعْدِلُ إِذَا لَمْ اْعْدِلْ قَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا مَعَ

أَصْحَابُ لَهُ أَوْ فِي أَصْحَابٍ لَهُ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ .

৭৭৯। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হুনাইন যুদ্ধের দিন জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি বিলালের কোলে (কাপড়ের মধ্যে রাখা) সোনা বিতরণ করছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, ইনসাফ করুন। আপনি ইনসাফ করছেন না। তিনি বলেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়। আমি যদি ইনসাফ না করি তবে ইনসাফ আর কে করবে? উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মোনাফিকের ঘাড়ে আঘাত হানি (হত্যা করি)। তিনি বলেন : সে তার সঙ্গী-সাথীসহ এখানে আছে। তারা কুরআন পড়ে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তারা ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যাওয়ার গতিতে দীন থেকে বের হয়ে যাবে (বু, মু, আন)।

৭৮০- عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَعْبِدٍ السَّدُوسِيِّ (وَكَانَ اسْمُهُ زَحْمُ بْنُ مَعْبِدٍ فَهَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ زَحْمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ قَالَ) بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ثَلَاثًا فَمَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ أَذْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثًا فَحَانَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ نَظْرَةٌ فَرَأَى رَجُلًا يَمْشِي فِي الْقُبُورِ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السَّبْتَيْنِ أَلْقِ سَبْتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَرَمَى بِهِمَا .

৭৮০। বশীর ইবনে মাবাদ আস-সাদুসী (রা) থেকে বর্ণিত। তার পূর্বনাম ছিল জাহম ইবনে মাবাদ। তিনি নবী (স)-এর নিকট হিজরত করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমার নাম কি? তিনি বলেন, জাহম (দুদর্শী)। তিনি বলেন : তুমি হচ্ছে বশীর (সুসংবাদদাতা)। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হাঁটছিলাম। তিনি মুশরিকদের কবরস্থানের নিকট পৌঁছে বলেন : এরা প্রভূত কল্যাণ হারিয়েছে। তিনি তিনবার এরূপ বলেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের কবরস্থানে পৌঁছে বলেন : এরা প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। তিনি তিনবার এরূপ বলেন। তখন নবী (স)-এর দৃষ্টি এক ব্যক্তির উপর পতিত হলো। সে জুতা পরিহিত অবস্থায় কবরস্থানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন : হে জুতাধারী! তোমার জুতা খুলে ফেলে দাও। লোকটি তাকালো। সে নবী (স)-কে দেখে তৎক্ষণাৎ তার জুতাজোড়া খুলে ফেলে দিলো (দা, না, ই, আ)।

৩৩৬-بَابُ الْبِنَاءِ

৩৩৬-অনুচ্ছেদ : দালান-কোঠা নির্মাণ।

৭৮১- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ أَنَّهُ رَأَى حُجْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جَرِيدٍ مُسْتَوْرَةٍ بِمَسُوحِ الشَّعْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ كَانَ بَابُهُ مِنْ وَجْهِهِ الشَّامِ فَقُلْتُ مِصْرَاعًا كَانَ مِصْرَاعَيْنِ قَالَ كَانَ بَابًا وَأَحَدًا قُلْتُ مِنْ أَى شَيْءٍ كَانَ قَالَ مِنْ عَرْعَرٍ أَوْ سَاجٍ .

৭৮১। মুহাম্মাদ ইবনে হেলাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি দেখেছেন যে, নবী (স)-এর স্ত্রীগণের হজরাসমূহে খেজুর পাতার ছাউনি এবং বেড়া শুষ্ক ঘাস বা খড়ের ছিল। আমি মুহাম্মাদ ইবনে হেলালকে আয়েশা (রা)-এর ঘর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তার ঘরের দরজা ছিল সিরিয়া অভিমুখী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দরজার কপাট কি একটি ছিল না দুইটি? তিনি বলেন, একটি। আমি বললাম, তা কি কাঠের ছিল? তিনি বলেন, সাইপ্রাস অথবা সেগুন কাঠের।

৭৮২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْنِيَ النَّاسُ بُيُوتًا يُوْشُوْنَهَا وَشَى الْمَرَّاحِلِ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي الثَّيَابَ الْمُخَطَّطَةَ .

৭৮২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : লোকজন নকশী কাঁথার মত কারুকার্য মণ্ডিত ঘর-বাড়ি তৈরি না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

৩৩৫-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَابِيكَ

৩৩৫-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির কথা, “না, তোমার পিতার শপথ”।

৭৮৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ أَجْرًا قَالَ أَمَّا وَابِيكَ لَتُنْبِئَنَّاهُ إِنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُنْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ .

৭৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ধরনের দান সর্বাধিক পুণ্যের? তিনি বলেন : তুমি সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় এবং দারিদ্র্যের আশংকা করছো, ধনী হওয়ার আশাও পোষণ করছো, এমতাবস্থায় যে দান করবে। আর ঐ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করো না, যখন তোমার প্রাণ হবে কণ্ঠাগত, আর তুমি বলবে, অমুককে এতা, অমুককে এতো দিলাম। তা তো তখন অপরের হয়েই গেছে (বু, মু, আ, ই, খু, হি)।

৩৩৬-بَابُ إِذَا طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ طَلَبًا يَسِيرًا وَلَا يَمْدَحْهُ

৩৩৬-অনুচ্ছেদ : কেউ কারো নিকট কিছু চাইলে সরাসরি চাইবে, তার চাটুকারিতা করবে না।

৭৮৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيرًا فَإِنَّمَا لَهُ مَا قَدَّرَ لَهُ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحْهُ فَيَقْطَعُ ظَهْرَهُ .

৭৮৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তোমাদের কেউ প্রয়োজনে কারো কাছে কিছু চাইলে যেন সহজভাবে চায় (বারংবার না চায়)। কেননা তার তাকদীরে যা নির্ধারিত আছে তা সে পাবেই।

তোমাদের কেউ যেন তার কোন সহযোগীর নিকট গিয়ে তার চাটুকারিতা না করে। তা করলে সে যেন তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলো।

৭৮৫- ৭৮৫- عَنْ أَبِي عَزَّةَ يَسَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَالِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا أَوْ فِيهَا حَاجَةً .

৭৮৫। আবু আযযা ইয়াসার ইবনে আবদুল্লাহ আল-হুযালী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দাকে নির্দিষ্ট কোন স্থানে মৃত্যুদান করতে চান, তখন সেখানে (যাওয়ার জন্য) সেই বান্দার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন (তি, আ, হা)।

৩৩৭-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَا بُلَّ شَأْنُكَ

৩৩৭-অনুচ্ছেদ : কারো মন্তব্য, তোমার শত্রু নিপাত যাক।

৭৮৬- ৭৮৬- عَنْ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَمْسَى عِنْدَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَظَرَ إِلَى نَجْمٍ عَلَى حَيْالِهِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيُودُنَّ أَقْوَامٌ وَلَوْ أَمَارَاتٍ فِي الدُّنْيَا وَأَعْمَالًا أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَعَلِّقِينَ عِنْدَ ذَلِكَ النَّجْمِ وَلَمْ يَلَوْا تِلْكَ الْأَمَارَاتِ وَلَا تِلْكَ الْأَعْمَالِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَقَالَ لَا بُلَّ شَأْنُكَ أَكُلْتَ هَذَا سَاعًا لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ فِي مَشْرِقِهِمْ قُلْتُ نَعَمْ وَاللَّهِ قَالَ لَقَدْ قَبِحَ اللَّهُ وَمَكَرَ فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيُسَوِّقُنَّهُمْ حِمْرًا غَضَابًا كَانَمَا وَجُوهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمَطْرَقَةُ حَتَّى يَلْحَقُوا ذَا الزَّرْعِ بِزَرْعِهِ وَذَا الضَّرْعِ بِضَرْعِهِ .

৭৮৬। আবু আবদুল আযযীয (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) রাতে আমাদের এখানে থাকলেন। তিনি একটি উজ্জ্বল তারকার দিকে তাকিয়ে বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! কোন কোন সম্প্রদায়ের দখলে পার্থিব শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আসলে তারা চাইবে যে, তারা যদি ঐ তারকার সাথে মিলিত হতে পারতো এবং শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের না থাকতো। অতঃপর তিনি আমার দিকে ফিরে বলেন, তোমার শত্রু নিপাত যাক। প্রাচ্যবাসীরা কি তাদের সেই প্রাচ্যের রাজত্ব-কর্তৃত্বে বিভোর হয়ে আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাদের অমঙ্গল করুন এবং বিহিত ব্যবস্থা করুন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! তাদেরকে গৌর বর্ণের প্রশস্ত চেহারা বিশিষ্ট ত্রুর স্বভাবের লোকেরা এমনভাবে হাঁকিয়ে বেড়াবে যে, কৃষকদের তাদের খামারে এবং পশু পালকদেরকে তাদের পশুপালে পৌঁছিয়ে দিবে (আ, হি)।

৩৩৮-بَابُ لَا يَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهُ وَقُلَانُ

৩৩৮-অনুচ্ছেদ : কেউ যেন এভাবে না বলে, আল্লাহ ও অমুক।

৭৮৭- ৭৮৭- عَنْ مُغِيثِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوْلَاهُ فَقَالَ اللَّهُ وَقُلَانُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا تَقُلْ كَذَلِكَ لَا تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَلَكِنْ قُلْ فَلَانُ بَعْدَ اللَّهِ .

৭৮৭। মুগীছ ইবনে উমার (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তাকে তার মনিব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আল্লাহ এবং অমুক। ইবনে উমার (রা) বলেন, এভাবে বলা না। তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শামিল করো না। বরং তুমি বলা, আল্লাহর পর অমুক।

৩৩৭-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ

৩৩৯-অনুচ্ছেদ : কারো বক্তব্য, আল্লাহর মর্জি ও আপনার মর্জি।

৭৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে বললো, আল্লাহর মর্জি এবং আপনার মর্জি। তিনি বলেন : তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করলে। বলা, একমাত্র আল্লাহর মর্জি (আ, ই, না, দার, তহা)।

৩৪-بَابُ الْغِنَاءِ وَاللَّهُوِ

৩৪০-অনুচ্ছেদ : গান-বাজনা ও তামাশা।

৭৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে বাজারে গেলাম। তিনি সঙ্গীতরত একটি বালিকাকে অতিক্রম করতে করতে বলেন, শয়তান যদি কাউকেও ত্যাগ করতো তবে একেও ত্যাগ করতো (বাজ, বা, দারাওয়ারদী)।

৭৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আমি খেল-তামাশা পছন্দ করি না এবং খেল-তামাশারও আমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ আমার সাথে বাতিলের কোন সম্পর্ক নাই।

৭৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। “এমন কতক লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দ্রষ্ট করার লক্ষ্যে অবাস্তুর কথাবার্তা সংগ্রহ করে” (সূরা লোকমান : ৬)। তা হচ্ছে গান-বাজনা ও অনুরূপ বস্তুসমূহ (তাবারী)।

৭৯২। বারাবা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমরা সালামের বহুল প্রচলন করো, শান্তিতে থাকতে পারবে। অনর্থক কথাবার্তা ক্ষতিকর (ইলা, হি, মুখতারাত)।

৭৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। “এমন কতক লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দ্রষ্ট করার লক্ষ্যে অবাস্তুর কথাবার্তা সংগ্রহ করে” (সূরা লোকমান : ৬)। তা হচ্ছে গান-বাজনা ও অনুরূপ বস্তুসমূহ (তাবারী)।

৭৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। “এমন কতক লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দ্রষ্ট করার লক্ষ্যে অবাস্তুর কথাবার্তা সংগ্রহ করে” (সূরা লোকমান : ৬)। তা হচ্ছে গান-বাজনা ও অনুরূপ বস্তুসমূহ (তাবারী)।

৭৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। “এমন কতক লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দ্রষ্ট করার লক্ষ্যে অবাস্তুর কথাবার্তা সংগ্রহ করে” (সূরা লোকমান : ৬)। তা হচ্ছে গান-বাজনা ও অনুরূপ বস্তুসমূহ (তাবারী)।

৭৯৩- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَ يَجْمَعُ مِنَ الْمَجَامِعِ قَبْلَهُ أَنْ أَقْوَامًا يَلْعَبُونَ بِالْكُوتَةِ فَقَامَ غَضَبًا يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ اللَّاعِبَ بِهَا لِيَأْكُلَ قَمَرَهَا كَأَكْلِ لَحْمِ الْخَنَزِيرِ وَمُتَوَضَّئٍ بِالدَّمِ يَعْنِي بِالْكُوتَةِ النَّرْدُ .

৭৯৩। ফাদালা ইবনে উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন এক মজলিসে বসা ছিলেন। তখন তিনি জানতে পারলেন যে, কতক লোক দাবা খেলায় মত্ত আছে। তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে তাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন, অতঃপর বললেন, সাবধান! যারা পাশা খেলে এবং তার ফল (উপার্জন) খায় তারা শূকরের গোশত ভক্ষণকারী এবং রক্ত দিয়ে উয়ুকারীর সমতুল্য।

৩৬১-بَابُ الْهُدَى وَالسَّمْتِ الْحَسَنِ

৩৪১-অনুচ্ছেদ : উত্তম চালচলন ও জীবনপ্রণালী।

৭৯৬- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ أَنْكُمْ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فَقَهَاؤُهُ قَلِيلٌ خُطْبَاؤُهُ قَلِيلٌ سَأَلُهُ كَثِيرٌ مُعْطَوُهُ الْعَمَلُ فِيهِ قَائِدٌ لِلْهَوَى وَسَيَاتِي مِنْ بَعْدِكُمْ زَمَانٌ قَلِيلٌ فَقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ خُطْبَاؤُهُ كَثِيرٌ سَأَلُهُ قَلِيلٌ مُعْطَوُهُ الْهَوَى فِيهِ قَائِدٌ لِلْعَمَلِ اعْلَمُوا أَنَّ حَسَنَ الْهُدَى فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ الْعَمَلِ .

৭৯৬। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তোমরা এমন একটি যুগে আছো যে সময় ফকীহগণের সংখ্যা অধিক, বক্তাগণের সংখ্যা কম, যাঞ্চাকারীর সংখ্যা কম, দাতার সংখ্যা অধিক এবং আমল হচ্ছে প্রবৃত্তির পরিচালক। কিন্তু তোমাদের পর অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন ফকীহগণের সংখ্যা হবে কম, বক্তার সংখ্যা হবে প্রচুর, যাঞ্চাকারীর সংখ্যা হবে অধিক, দাতার সংখ্যা হবে অল্প এবং প্রবৃত্তিই হবে আমলের পরিচালক। জেনে রাখো! আখেরী যমানায় উত্তম স্বভাব হবে কোন কোন আমলের চেয়েও উত্তম (মা)।

৭৯৫- عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الطُّفَيْلِ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَا أَعْلَمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ رَجُلًا حَيًّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ غَيْرِي قَالَ وَكَانَ أَبْيَضُ مَلِيحُ الْوَجْهِ .

৭৯৫। আল-জুরাইরী (র) থেকে বর্ণিত। আমি আবুত তুফাইল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (স)-কে দেখেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমার জানামতে যারা তাঁকে দেখেছেন আমি ছাড়া তাদের কেউ ভূপৃষ্ঠে বেঁচে নাই। তিনি ছিলেন ফর্সা ও লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী (মু ৫৮৬২)।

৭৭৬- عَنْ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ الْكِنَانِيِّ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ مَا بَقِيَ أَحَدٌ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ غَيْرِي قُلْتُ وَرَأَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصِّدًا .

৭৯৬। আল-জুরাইরী (র) বলেন, আমি ও আবুত তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসেলা আল-কানানী (রা) আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করছিলাম। তখন আবুত তুফাইল (রা) বলেন, নবী (স)-কে দেখেছেন, আমি ছাড়া এমন কেউ আর বেঁচে নাই। আমি বললাম, আপনি কি তাঁকে দেখেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, তিনি কেমন ছিলেন? তিনি বলেন, তিনি ছিলেন ফর্সা, লাবণ্যময়, মধ্যম আকৃতির (মু, দা)।^১

৭৭৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْهَدَى الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ حُمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِّنْ النَّبُوءَةِ .

৭৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : উত্তম চালচলন, উত্তম স্বভাব, উত্তম আচরণ এবং মিতাচার নবুয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ (মা, দা, আ)।

৭৭৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ أَلْهَدَى الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنْ النَّبُوءَةِ .

৭৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : উত্তম চালচলন, উত্তম আচরণ ও মিতাচার নবুয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ (দা)।

৩৬২-بَابُ وَيَاتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودْ

৩৪২-অনুচ্ছেদ : যাকে তুমি দাওনি পাথের, সে তোমার নিকট আনবে বয়ে বার্তা।

৭৭৭- عَنْ عِكْرِمَةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَمَثَّلُ شِعْرًا قَطُّ فَقَالَتْ أَحْيَانًا إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَقُولُ وَيَاتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودْ .

৭৯৯। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (স)-কে কখনো কবিতা দ্বারা উপমা দিতে শুনেছেন? তিনি বলেন, কখনো কখনো তিনি ঘরে প্রবেশকালে আবৃত্তি করতেনঃ “যাকে তুমি দাওনি তোশা, আনবে খবর সে নিশ্চয়” (তি, তহা, না)

৮০০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّهَا كَلِمَةُ نَبِيِّ وَيَاتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودْ .

৮০০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, “যাকে তুমি দাওনি তোশা, আনবে খবর সে নিশ্চয়” একজন নবীর কথা (অর্থাৎ নবী (স)-ও একথা বলেছেন)।

১. আবুত তুফাইল (রা) ১০০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। মহানবী (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সবশেষে মৃত্যুবরণ করেন (মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, হাদীস নং ৬০৭১ (৯৮)-(অনুবাদক)।

৩৪৩-بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ التَّمَنَّى

৩৪৩-অনুচ্ছেদ : অবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা ।

৮০১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُعْطَى .

৮০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমাদের কেউ যখন কিছু আকাঙ্ক্ষা করে তখন তার লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কি আকাঙ্ক্ষা করছে। কেননা সে তো জানে না যে, তাকে কি দেয়া হবে (আ, বা)?

৩৪৪-بَابُ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ

৩৪৪-অনুচ্ছেদ : তোমরা আঙ্গুরকে কারম নামকরণ করো না।

৮০২- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ الْكَرْمَ وَقُولُوا الْحَبْلَةَ يَعْنِي الْعِنَبَ .

৮০২। আলকামা ইবনে ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ যেন আঙ্গুরকে ‘কারম’ না বলে, বরং তোমরা হাবালা (আঙ্গুর) বলো (যু, দার, আন, হি)।

৩৪৫-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ وَيَحَكْ

৩৪৫- অনুচ্ছেদ : কারো এরূপ বলা, তোমার অকল্যাণ হোক।

৮০৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ وَيَحَكْ ارْكَبْهَا .

৮০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, যে তার কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন : তুমি তাতে আরোহণ করো। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কোরবানীর উট। তিনি পুনরায় বলেন : তুমি তাতে আরোহণ করো। সে বললো, তা কোরবানীর উট। তিনি তৃতীয় বা চতুর্থবারে বলেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি তাতে আরোহণ করো (বু, যু, দা, তহা)।

৩৪৬-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ يَا هَنْتَاهُ

৩৪৬-অনুচ্ছেদ : কারো কথা, হে শ্যালিকা, হে পাগলী।

৮০৪- عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هِيَ يَا هَنْتَاهُ .

৮০৪। হামনা বিনতে জাহশ (রা) বলেন, নবী (স) বললেন : হে শ্যালিকা (বা পাগলী)! এটা কি (দা, ই, তি)?

৮০৫- عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ الْأَسَدِيِّ رَأَيْتُ عَمَّارًا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ يَا هَذَا ثُمَّ قَامَ .

৮০৫। হাবীব ইবনে সাহ্বান আল-আসাদী (র) বলেন, আমি আম্মার (রা)-কে ফরয নামায পড়তে দেখলাম। অতঃপর তিনি তার পাশের লোকটিকে বলেন, হে পাগলা! অতঃপর (আবার নামাযে) দাঁড়ালেন (হা)।

৮০৬- عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أَدْفِنِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمِّئَةٍ بِنِ أَبِي الصَّلْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هَبْهِ حَتَّى أَنْشُدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ .

৮০৬। আমর ইবনুশ শারীদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাহনে পেছন দিকে আমাকে তুলে নিলেন। তিনি বলেন : তোমার স্মৃতিতে (কবি) উমাইয়া ইবনে আবুস সাল্ত-এর কবিতার কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি তাকে একটি পংক্তি আবৃত্তি করে শুনালাম। তিনি বলেন : আরও আবৃত্তি করো। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে এক শত পংক্তি আবৃত্তি করে শুনালাম (ম)।

৩৪৭-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ إِنِّي كَسَلَانٌ

৩৪৭- অনুচ্ছেদ : কারো কথা, আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত।

৮০৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَا تَدْعُ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَذَرُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسَلَ صَلَّى قَاعِدًا .

৮০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মূসা (র) বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, রাতে দাঁড়ানো (নফল নামায পড়া) কখনো ত্যাগ করো না। কেননা নবী (স) কখনো তা ত্যাগ করেননি। তিনি অসুস্থ থাকলে বা ক্লান্তি বোধ করলে বসে বসে নামায পড়তেন (দা)।

৩৪৮-بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ مِنَ الْكَسَلِ

৩৪৮-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অলসতা থেকে পানাহ চায়।

৮০৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلْعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ .

৮০৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) অধিক পরিমাণে বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখজনক অবস্থা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, ভীর্ণতা ও কৃপণতা থেকে এবং ঋণভার ও লোকের (শত্রুর) আধিপত্য থেকে” (বু, দা, না, তি)।

৩৬৭-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ نَفْسِي لَكَ الْفِدَاءُ

৩৪৯- অনুচ্ছেদ : কারো কথা, আমার জান আপনার জন্য উৎসর্গিত ।

৮০৯- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَجْشُو بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَنْثُرُ كِنَانَتَهُ وَيَقُولُ وَجْهِي لَوَجْهِكَ الرِّقَاءُ وَنَفْسِي لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ .

৮০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে হাঁটু গেড়ে বসতেন এবং তার তীরগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বলতেন, হে প্রিয় নবী! আমার মুখমণ্ডল আপনার মুখমণ্ডলের ঢালস্বরূপ। আমার জান আপনার জন্য উৎসর্গ হোক (ইবনুস সুন্নী)

৮১০- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَ الْبَقِيعِ وَأَنْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ فَاتْلَفْتُ قَرَأْنِي فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ فَقَالَ إِنَّ الْمَكْثَرِينَ هُمُ الْمُقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَمِنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا فِي حَقِّ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ هَكَذَا ثَلَاثًا ثُمَّ عَرَضَ لَنَا أَحَدٌ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ قَالَ مَا يَسْرُنِي أَنْ أَحَدًا لِأَلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا فِيمَسِي عَنْدَهُمْ دِينَارٌ أَوْ قَالَ مِثْقَالٌ ثُمَّ عَرَضَ لَنَا وَادٌ فَاسْتَنْتَلْتُ فَظَنَنْتُ أَنْ لَهُ حَاجَةٌ فَجَلَسْتُ عَلَى شَفِيرٍ وَأَبْطَأَ عَلَى قَالَ فَخَشِيتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ كَأَنَّهُ يُنَاجِي رَجُلًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ وَخَذَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كُنْتُ تُنَاجِي فَقَالَ أَوْ سَمِعْتُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَيْتُ وَإِنْ سَرَقْتُ قَالَ نَعَمْ .

৮১০। আবু যার (রা) বলেন, নবী (স) ‘আল-বাকী’ নামক কবরস্থানের দিকে গেলেন। আমিও তাঁর অনুগামী হলাম। তিনি পিছনে ফিরে আমাকে দেখতে পেয়ে বলেন : হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় দরবারে হাযির। আপনার জন্য আমি উৎসর্গিত। তিনি বলেন : সম্পদশালীরাই হবে কিয়ামতের দিন দরিদ্র, তবে যারা এরূপ এরূপ (দান-খয়রাত) করবে তারা ব্যতীত। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। তিনি এরূপ তিনবার বলেন। অতঃপর উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়লো। তিনি বলেন : হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় দরবারে হাযির। আপনার জন্য আমি উৎসর্গিত। তিনি বলেন : “এই উহুদ পাহাড় যদি মুহাম্মাদের পরিবারের জন্য সোনায পরিণত হয়, তবে রাত আসা অবধি তাদের নিকট এক দীনার বা এক মিসকাল পরিমাণ সোনা অবশিষ্ট থাকলেও তাতে আমি খুশি হবো না”। অতঃপর আমরা একটি উন্মুক্ত মাঠে উপনীত হলাম। তিনি মাঠের এক প্রান্তে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম, তিনি হয়তো প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে গেছেন। তাই আমি একপাশে বসে থাকলাম। আমার কাছে ফিরে আসতে তাঁর বিলম্ব

হলে তাঁর সম্পর্কে আমার (বিপদের) আশংকা হলো। অতঃপর আমি এক ব্যক্তির সাথে ফিস ফিস করে তাঁর কথা বলার আওয়াজ শুনে পেলাম। অতঃপর তিনি একাকী আমার নিকট ফিরে এলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কার সাথে গোপনে কথা বললেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তা শুনে পেয়েছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ তিনি জিবরাঈল (আ)। তিনি আমার নিকট এসে আমাকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক না করে মারা যাবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে যেনা করে থাকে, যদি সে চুরি করে থাকে তবুও? তিনি বলেন : হাঁ তবুও (বু, মু)।

৩৫-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي .

৩৫০-অনুচ্ছেদঃ কারো বলা, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক।

৪১১- عَنْ عَلِيٍّ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفْدِي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي .

৮১১। আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাদ (রা) ছাড়া আর কারো জন্য ‘ফিদা’ (উৎসর্গ) শব্দ ব্যবহার করতে দেখিনি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তীর নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোন (বু, মু, তি, আ)।

৪১২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَبُو مُوسَى يَقْرَأُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا بُرَيْدَةُ جَعَلْتُ فِدَاكَ قَالَ قَدْ أُعْطِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِّنْ مِّزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ .

৮১২। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) মসজিদের দিকে গেলেন। তখন আবু মূসা (রা) কুরআন মজীদ পড়ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন : এ কে? আমি বললাম, আমি বুরায়দা, আমি আপনার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলাম। তিনি বলেন : একে দাউদ (আ)-এর পরিবারের সুরসমূহের একটি সুর দান করা হয়েছে (মু)।

৩৫১-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ يَا بُنَيَّ لِمَنْ أَبُوهُ لَمْ يَدْرِكِ الْإِسْلَامَ

৩৫১-অনুচ্ছেদঃ কারো অমুসলিমদের শিশু সন্তানকে “হে বৎস” বলে সম্বোধন করা।

৪১৩- عَنْ الصُّعْبِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا ابْنَ أَخِي ثُمَّ سَأَلَنِي فَأَنْتَسَبْتُ لَهُ فَعَرَفَ أَنَّ أَبِي لَمْ يَدْرِكِ الْإِسْلَامَ فَجَعَلَ يَقُولُ يَا بُنَيَّ يَا بُنَيَّ .

৮১৩। সাব ইবনে হাকীম (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এলে তিনি বলতে লাগলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, হে ভ্রাতুষ্পুত্র!

অতঃপর তিনি আমার বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে আমার বংশপরিচয় দিলাম। তাতে তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমার পিতা ইসলামী যুগ পাননি। তিনি আমাকে 'হে বৎস' 'হে বৎস' বলে সম্বোধন করতে লাগলেন (শা, তারীখুল কবীর)।

৪১৪- عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ كُنْتُ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكُنْتُ أَدْخُلُ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ فَجِئْتُ يَوْمًا فَقَالَ كَمَا أَنْتَ يَا بُنَى فَإِنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِعَدِّكَ أَمْرٌ لَا تَدْخُلُنِ إِلَّا بِإِذْنٍ .

৮১৪। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর খাদেম ছিলাম। আমি অনুমতি না নিয়েই ঘরে প্রবেশ করতাম। এক দিন আমি এলে তিনি বলেন : বৎস! থেমে যাও। তোমার অনুপস্থিতিতে একটি ব্যাপার ঘটেছে। এখন থেকে বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করো না (তি, তহা)।

৪১৫- عَنْ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ يَا بُنَى .

৮১৫। আবু সাসাআ (রা) বলেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাকে 'হে বৎস' বলে সম্বোধন করেছেন (বু, না, কু)।

৩৫২-بَابُ لَا يَقُلْ خُبْتُ نَفْسِي

৩৫২-অনুচ্ছেদ : কেউ যেন না বলে, আমার আত্মা নাপাক হয়ে গেছে।

৪১৬- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خُبْتُ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لِقِسْتِ نَفْسِي .

৮১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন না বলে, আমার আত্মা নাপাক হয়ে গেছে। বরং সে বলতে পারে, আমার আত্মা নাফরমানি করেছে (বু, যু)।

৪১৭- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ابْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خُبْتُ نَفْسِي وَلِيَقُلْ لِقِسْتِ نَفْسِي .

৮১৭। সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে, আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। (বলতেই যদি হয় তাহলে) যেন বলে, আমার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে (বু, যু, দা)।

৩৮৩-بَابُ كُنْيَةِ أَبِي الْحَكَمِ

৩৮৩-অনুচ্ছেদ : আবুল হাকাম উপনাম।

৪১৮- عَنْ هَانِيءِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ لَمَّا وَقَدَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ يُكْنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تَكْنِيْتُ بِأَبِي الْحَكَمِ قَالَ لَا وَلَكِنْ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ

فَرَضِيَ كِلَا الْقَرِيقَيْنِ قَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قُلْتُ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ بَنُو هَانِيٍّ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرَهُمْ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ وَدَعَا لَهُ وَلَوْلَاكَ وَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْمُونَ رَجُلًا مِنْهُمْ عَبْدُ الْحَجَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا اسْمُكَ قَالَ عَبْدُ الْحَجَرِ قَالَ لَا أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَإِنْ هَانِيًّا لَمَّا حَضَرَ رَجُوعَهُ إِلَى بِلَادِهِ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِأَيِّ شَيْءٍ يُوجِبُ لِي الْجَنَّةَ قَالَ عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ وَبَذَلِ الطَّعَامَ .

৮১৮। হানী ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে নবী (স)-এর নিকট গেলেন। নবী (স) তাদের কাছে শুনলেন যে, তারা তাকে “আবুল হিকাম” ডাকনাম দিয়েছে। নবী (স) তাকে ডেকে এনে বলেন : আব্বাহুই হলেন হিকাম (হুকুমের মালিক) এবং তিনিই কেবল হুকুম দিতে পারেন। অতএব তুমি নিজের জন্য আবুল হিকাম উপনাম রাখলে কী করে? তিনি বলেন, ব্যাপারটি তা নয়, বরং আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতানৈক্য হলে তারা আমার কাছে আসে এবং আমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেই। উভয় পক্ষই আমার মীমাংসা মেনে নেয়। তিনি বলেন : তা তো খুবই উত্তম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন : তোমার কি কোন সন্তান আছে? আমি বললাম, শুরায়হ, আবদুল্লাহ ও মুসলিম নামে আমার তিন সন্তান আছে। তিনি বলেন : তাদের মধ্যে বয়জ্যেষ্ঠ কে? আমি বললাম, শুরায়হ। তিনি বলেন : তাহলে তুমি আবু শুরায়হ। অতঃপর তিনি তার জন্য এবং তার সন্তানদের জন্য দোয়া করলেন। নবী (স) শুনতে পেলেন যে, প্রতিনিধি দল তাদের একজনকে “আবদুল হাজার” (পাথরের দাস) নামে ডাকে। নবী (স) জিজ্ঞেস করেন : তোমার নাম কি? সে বললো, আবদুল হাজার। তিনি বলেন : না, তোমার নাম আবদুল্লাহ। শুরায়হ (রা) বলেন, স্বদেশে ফেরার সময় হলে হানী (রা) নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে বলুন, কোন জিনিস আমার জন্য জন্মাত অবধারিত করবে। তিনি বলেন : তুমি সর্বদা উত্তম কথা বলবে এবং আহায্য দান করবে (দা, তি, হি, হা)।

৩৫৬-بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْأِسْمُ الْحَسَنُ

৩৫৪-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর পছন্দনীয় নাম “হাসান”।

৮১৯- عَنْ أَبِي حَذْرَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَسُوقُ إِلَيْنَا هَذِهِ أَوْ قَالَ مَنْ يُبَلِّغُ إِلَيْنَا هَذِهِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ فَلَانَ قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ فَلَانَ فَقَالَ اجْلِسْ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ نَاجِيَةَ قَالَ أَنْتَ لَهَا فَسَفُهَا .

৮১৯। আবু হাদরাদ (রা) বলেন, নবী (স) বললেন : আমাদের এই উটগুলোকে কে চরাতে নিয়ে যাবে বা (চারণভূমিতে) পৌঁছিয়ে দিবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমার নাম কি? সে বললো, অমুক। তিনি বলেন : তুমি বসো। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালে তিনি বলেন : তোমার নাম কি? সে বললো, অমুক। তিনি বলেন : তুমিও বসো। অতঃপর আরেক

ব্যক্তি দাঁড়ালে তিনি বলেন : তোমার নাম কি? সে বললো, নাজিয়া (মুক্তিপ্রাপ্ত)। তিনি বলেন : তুমিই তার যোগ্য। তুমি তা (চরাতে) নিয়ে যাও (হা)।

৩৫৫-بَابُ السَّرْعَةِ فِي الْمَشْيِ

৩৫৫-অনুচ্ছেদ : তাড়াহুড়া করে হাঁটা।

৮২০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مُسْرِعًا وَنَحْنُ قُعُودٌ حَتَّى أَفْرَعْنَا سُرْعَتَهُ الْيَنَّا فَلَمَّا انْتَهَى الْيَنَّا سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَقْبَلْتُ إِلَيْكُمْ مُسْرِعًا لِأَخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَسَيِّتُهَا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْوَاخِرِ .

৮২০। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) দ্রুত গতিতে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা তখন বসা অবস্থায় ছিলাম। আমাদের দিকে তাঁর দ্রুত আসায় আমরা শংকিত হলাম। তিনি আমাদের কাছে পৌঁছে সালাম দিলেন, অতঃপর বলেন : আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তোমাদের দিকে দ্রুতপদে এসেছি, কিন্তু তোমাদের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে তা ভুলে গিয়েছি। অতএব তোমরা তা রমযানের শেষ দশকে খোঁজ করো (আ)।

৩৫৬-بَابُ أَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৫৬-অনুচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নামসমূহ।

৮২১- عَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجُسَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُسَمُّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَامْرَأَةٌ .

৮২১। আবু ওয়াহ্ব আল-জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন সাহাবী। নবী (স) বলেন : তোমরা নবীগণের নামানুসারে নাম রাখো। নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট প্রিয়তর হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। যথার্থ নাম হচ্ছে হারিস (চাষী) ও হাম্বাম (দাতা) এবং সবচেয়ে নিকট নাম হচ্ছে হারব ও মুররা (না, দা, আ)।

৮২২- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَلَدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا تَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كِرَامَةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سَمَّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ .

৮২২। জাবের (রা) বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মিলে হলো। সে তার নাম রাখলো কাসেম। আমরা বললাম, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা) ডাকনাম দিয়ে গৌরবান্বিত করবো না। নবী (স)-কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন : তোমার ছেলের নাম রাখো আবদুর রহমান (রু, মু)।

৩৫৭-بَابُ تَحْوِيلِ الْأِسْمِ إِلَى الْأِسْمِ

৩৫৭- অনুচ্ছেদ : নাম পরিবর্তন করা ।

৪২৩- عَنْ سَهْلٍ قَالَ أَتَى بِالْمُنْذِرِ ابْنَ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَلَدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهُى النَّبِيُّ ﷺ بِشَىءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ فَخْذِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قُلُوبَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ لَا لَكِنَّ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرُ .

৮২৩। সাহল (রা) বলেন, মুনির ইবনে আবু উসাইদ জন্মগ্রহণ করলে তাকে নবী (স)-এর খেদমতে আনা হলো। তিনি তাকে তার উরুর উপর রাখলেন। আর আবু উসাইদ (রা) তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী (স) তাঁর সামনের কোন একটি জিনিসে মনোযোগী হয়ে রইলেন। তখন আবু উসাইদ (রা) তার পুত্রকে নবী (স)-এর উরু থেকে তুলে নিতে বললে তাকে তুলে নেয়া হলো। উক্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ শেষ হলে নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : বাচ্চাটি কোথায়? আবু উসাইদ (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন : তার নাম কি? তিনি বলেন, অমুক। নবী (স) বলেন : না, বরং তার নাম মুনির। ঐ দিন থেকে তার নাম হলো মুনির (বু, যু, ই)।

৩৫৮-بَابُ ابْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৫৮- অনুচ্ছেদ : মহামহিম আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় নামসমূহ।

৪২৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْتَى الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكُ الْأَمْلاَكِ .

৮২৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে লোকের নাম মালেকুল আমলাক (রাজাধিরাজ) রাখা হয়েছে, আল্লাহর কাছে সেটি সর্বনিকৃষ্ট নাম (বু, যু, দা, তি)।

৩৫৯-بَابُ مَنْ دَعَا آخَرَ بِتَصْغِيرِ اسْمِهِ

৩৫৯-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অপরকে তার ক্ষুদ্রত্বাচক নামে ডাকে।

৪৬৫- عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ مُطَرِّقًا قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ فَقُلْتُ مَنْزِلُ يَنْزِلُهُ الْإِ وَهُوَ يَنْشُدُنِي شِعْرًا وَقَالَ إِنْ فِي الْمَعَارِضِ لَمَنْدُوحَةٌ عَنِ الْكِذْبِ .

৮২৫। তলক ইবনে হাবীব (র) বলেন, আমি শাফাআতের বিষয়টিকে কঠোরভাবে অস্বীকার করতাম। আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে তুলায়ক! আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : একদল লোক দোযখে যাওয়ার পর (শাফাআতখন্য হয়ে) সেখান থেকে বের হয়ে আসবে। তুমি যা পড়ো আমরাও তাই পড়ি (বু, মু, আ)।

৩৬-بَابُ يُدْعَى الرَّجُلُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ .

৩৬০-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তিকে তার প্রিয় নামে ডাকা।

৮২৬- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذِّيمٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ وَأَحَبُّ كُنَاهُ .

৮২৬। হানযালা ইবনে হিয়াম (রা) বলেন, নবী (স) কোন ব্যক্তিকে তার নামসমূহের মধ্যে তাঁর নিকট অপেক্ষাকৃত প্রিয় নামে বা উপনামে ডাকতেই পছন্দ করতেন (তাহযীবুল কামাল)।

৩৬১-بَابُ تَحْوِيلِ اسْمِ عَاصِيَةٍ

৩৬১-অনুচ্ছেদ : আছিয়া নাম পরিবর্তন করা।

৮২৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةٍ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيلَةٌ .

৮২৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) “আসিয়া” (পাপিষ্ঠা) নাম পরিবর্তন করেন এবং বলেন : তুমি জামীলা (সুন্দরী) (মু, দা, তি, আন, হি)।

৮২৮- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ اسْمِ أُخْتٍ لَهُ عِنْدَهُ قَالَ فَقُلْتُ اسْمُهَا بَرَّةٌ قَالَتْ غَيْرَ اسْمِهَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةٌ فَغَيَّرَ اسْمَهَا إِلَى زَيْنَبَ وَدَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ حِينَ تَزَوَّجَهَا وَاسْمُ بَرَّةَ فَسَمِعَهَا تَدْعُونِي بَرَّةَ فَقَالَ لَا تَزْكُرُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْبَرَّةِ مِنْكُمْ وَالْفَاجِرَةُ سَمِيهَا زَيْنَبَ فَقَالَتْ فَهِيَ زَيْنَبُ فَقُلْتُ لَهَا اسْمِي فَقَالَتْ غَيْرَ إِلَى مَا غَيَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَهَا زَيْنَبَ .

৮২৮। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যয়নব বিনতে আবু সালামার নিকট প্রবেশ করলেন। যয়নব তাকে তার সংগী বোনটির নাম জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, তার নাম বাররা (পুণ্যবতী)। তিনি বলেন, তার নাম পরিবর্তন করো। কেননা নবী (স) যয়নব বিনতে জাহ্শকে বিবাহ করেন এবং তার নাম ছিল বাররা। তিনি তা পরিবর্তন করে তার নাম রাখেন যয়নব। বিবাহ করার পর তিনি তার ঘরে গেলেন। তখন আমার নাম ছিল বাররা। তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে আমাকে এই নামে ডাকতে শুনলেন। তখন তিনি বলেন : তোমরা নিজেদেরকে পবিত্রতায় আখ্যায়িত করো না। কেননা কে পুণ্যবতী আর কে পাপিষ্ঠা তা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

তুমি তার নাম রাখো যয়নব। তিনি বলেন, সে যয়নবই। আমি তাকে বললাম, আমার নাম? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যে নামে পরিবর্তন করেছেন সেই নাম রেখে দাও। অতএব তিনি তার নাম রাখলেন যয়নব (যু, দার, আন, আ, হি)।

৩৬২-بَابُ الصَّرْمِ

৩৬২-অনুচ্ছেদ : সারম নাম পরিবর্তন করা।

৮২৯- عَنْ سَعِيدِ الْمَخْزُومِيِّ وَكَانَ اسْمُهُ الصَّرْمُ فَمَسَّمَاهُ النَّبِيُّ ﷺ سَعِيدًا قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ مُتَكِنًا فِي الْمَسْجِدِ .

৮২৯। সাঈদ আল-মাখযুমী (রা) থেকে বর্ণিত। তার পূর্বনাম ছিল সারম (কর্তনকারী, ছিন্নকারী)। নবী (স) তার নাম রাখেন সাঈদ (ভাগ্যবান)। (অধস্তন রাবী আবদুর রহমান (র) বলেন) আমি উসমান (রা)-কে মসজিদে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় দেখেছি (হা)।

৮৩০- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا وَلِدَ الْحَسَنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْنَا حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وَلِدَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْنَا حَرْبًا فَلَمَّا وَلِدَ الثَّالِثُ سَمَّيْتُهُ حَرْبًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ قُلْنَا حَرْبًا قَالَ بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءٍ وَلِدَ هَارُونُ شَبِيرٌ وَشَبِيرٌ وَمُشَبَّرٌ .

৮৩০। আলী (রা) বলেন, হাসান ভূমিষ্ঠ হলে আমি তার নাম রাখলাম হারব (যুদ্ধ)। নবী (স) এসে বলেন : আমার নাতি আমাকে দেখাও, তোমরা তার কি নাম রেখেছো? আমরা বললাম, হারব। তিনি বলেন : বরং তার নাম হাসান। পরে হুসাইন ভূমিষ্ঠ হলে আমি তার নাম রাখলাম হারব। নবী (স) এসে বলেন : আমার নাতি আমাকে দেখাও, তোমরা তার কি নাম রেখেছো? আমরা বললাম, হারব। তিনি বলেন : বরং তার নাম হুসাইন। অতঃপর তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আমি তার নামও রাখলাম হারব। অতঃপর নবী (স) এসে বলেন : আমার নাতি আমাকে দেখাও, তোমরা তার কি নাম রেখেছো? আমরা বললাম, হারব। তিনি বলেন : বরং তার নাম মুহসিন। অতঃপর তিনি বলেনঃ আমি হারুন (আ)-এর সন্তান শিবর, শুবায়র ও মুশাক্বির-এর নাম অনুসারে এদের নাম রাখলাম (ইসতীআব, আ, হা)।

৩৬৩-بَابُ غُرَابٍ

৩৬৩-অনুচ্ছেদ : গুরাব (কাক) নামের পরিবর্তন।

৮৩১- عَنْ رَائِظَةَ بِنْتِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهَا قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حُنَيْنًا فَقَالَ لِي مَا اسْمُكَ قُلْتُ غُرَابٌ قَالَ لَا بَلْ اسْمُكَ مُسْلِمٌ .

৮৩১। রায়েতা বিনতে মুসলিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে হুনায়ন যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন : তোমার নাম কি? আমি বললাম, গুরাব (কাক)। তিনি বলেন : না, বরং তোমার নাম মুসলিম (দা, তারীখ কবীর)।

৩৬৪-بَابُ شِهَابٍ

৩৬৪-অনুচ্ছেদ : শিহাব নামের পরিবর্তন।

৮৩২- عَنْ عَائِشَةَ ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ شِهَابٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ أَنْتَ هِشَامٌ .

৮৩২। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে শিহাব নামক এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠলো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : বরং তুমি হিশাম (দানশীল) (দা)।

৩৬৫-بَابُ الْعَاصِ

৩৬৫-অনুচ্ছেদ : আস (অবাধ্য) নাম পরিবর্তন করা।

৮৩৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطِيعًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ أَحَدٌ مِّنْ عِصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيعٍ كَانَ اسْمُهُ الْعَاصُ فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ مُطِيعًا .

৮৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে মুতী (র) বলেন, আমি মুতী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : আজকের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোন কুরাইশ বংশীয় লোককে (চাঁদমারির) লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হত্যা করা যাবে না। কুরাইশের 'আস' নামীয়দের মধ্যে মুতী ছাড়া আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। তার নামও ছিল আস (অবাধ্য)। নবী (স) তার নাম রাখেন মুতী (বাধ্য) (মু, দার, তহা)।

৩৬৬-بَابُ مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَيَخْتَصِرُ وَيَنْقُصُ مِنْ اسْمِهِ شَيْئًا

৩৬৬-অনুচ্ছেদ : কেউ নিজ সংগীকে তার নাম সংক্ষিপ্ত করে ডাকতে পারে।

৮৩৪- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشُ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكَ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى .

৮৩৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন : হে আইশ! ইনি হচ্ছেন জিবরীল (আ)। তিনি তোমাকে সালাম বলেছেন। তিনি বলেন, তার প্রতিও সালাম এবং আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হোক। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি দেখতে পান যা আমি দেখি না (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

৪৩৫- عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ ثُمَامَةَ أَنَّهَا قَدِمَتْ حَاجَةً فَإِنَّ أَخَاهَا الْمُخَارِقَ بْنَ ثُمَامَةَ قَالَ ادْخُلِي عَلَى عَائِشَةَ وَسَلِّبِيهَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا فِيهِ عِنْدَنَا قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ بَعْضُ بَنِيكَ يُفْرِكُ السَّلَامَ وَيَسْأَلُكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى أَنِّي رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي لَيْلَةٍ قَائِظَةٍ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَجِبْرِيلُ يُوحِي إِلَيْهِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَضْرِبُ كَفًّا أَوْ كَتِفَ ابْنِ عَفَّانٍ بِيَدِهِ أَكْثَبَ عُثْمٌ فَمَا كَانَ اللَّهُ يَنْزِلُ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ مِنْ نَبِيِّ ﷺ إِلَّا رَجُلًا عَلَيْهِ كَرِيمًا فَمَنْ سَبَّ ابْنَ عَفَّانٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ .

৮৩৫। উম্মে কুলসুম বিনতে ছুমামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জ উপলক্ষে (বসরা থেকে মদীনা) আসেন। তার ভাই মুখারিক ইবনে ছুমামা (র) বলেন, আপনি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে উসমান ইবনে আফফান (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। কেননা বহু লোক তার সম্পর্কে আমাদের কাছে নানা কথা বলে। উম্মে কুলসুম (র) বলেন, আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনার কোন এক সন্তান আপনাকে সালাম জানিয়েছে এবং উসমান ইবনে আফফান (রা) সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে। তিনি বলেন, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ (তার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হোক)। তিনি বলেন, শোনো! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি উসমান (রা) এবং আল্লাহর নবী (স)-কে এই ঘরের মধ্যেই এই গরমের রাতে একত্রে দেখেছি। জিবরাঈল (আ) তখন নবী (স)-এর উপর ওহী নাযিল করেন। পরে নবী (স) উসমান (রা)-এর হাতে অথবা কাঁধের উপর চপেটাঘাত করে বলেন : লিখে নাও হে উসম! আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি সদয় না হলে তার নবীর পক্ষ থেকে এমন মর্যাদা তাকে দেন না। সুতরাং যে উসমান (রা)-কে গালি দেয় তার প্রতি আল্লাহর গমব (আ)।

৩৬৭-بَابُ زَحْمٍ

৩৬৭-অনুচ্ছেদ : জাহম নাম রাখা।

৪৩৬- عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ زَحْمٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ فَبَيْنَمَا أَنَا أَمَاشِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقُمُ عَلَى اللَّهِ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا أَنْقَمَ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا كُلُّ خَيْرٍ قَدْ أَصَبْتُ فَأَتَى عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثُمَّ أَتَى عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا فَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ سَبْتَانِ يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السَّبْتَيْنِ أَلَمْ يَسْبِتْكَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ

৮৩৬। বশীর ইবনে নাহীক (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট নীত হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমার নাম কি? তিনি বলেন, জাহ্ম। তিনি বলেন : বরং তোমার নাম বশীর। একদা আমি নবী (স)-এর সাথে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন : হে খাসাসিয়ার পুত্র! তোমার কি হলো যে, তুমি আল্লাহর কাজে দোষ খুঁজে বেড়াও? আর সেজন্যই তুমি কি আল্লাহর রাসূলের পিছনে লেগেছো? আমি বললাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক। আমি আল্লাহর কাজে দোষ খুঁজি না। আমি সর্বপ্রকার কল্যাণ লাভ করেছি। অতঃপর তিনি মুশরিকদের কবরস্থানে পৌঁছে বলেন : এরা প্রভূত কল্যাণ হারিয়েছে। অতঃপর তিনি মুসলমানদের কবরস্থানে পৌঁছে বলেন : এরা প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। এই সময় চপ্পল পরিহিত এক ব্যক্তি কবরস্থানের উপর দিয়ে যাচ্ছিলো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন: হে চপ্পল পরিহিত! তোমার চপ্পলজোড়া খুলে ফেলে দাও। অতএব সে তার চপ্পলজোড়া খুলে ফেলে দিলো (দা, না, ই, আ, ৭৮০ নং-ও দ্র.)।

৮৩৭। বশীর ইবনুল খাসাসিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তার নাম ছিল যাহ্ম। নবী (স) তার নাম রাখেন বশীর।

৩৬৮-বَابُ بَرَّةَ

৩৬৮-অনুচ্ছেদ : “বাররা” নাম।

৮৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া (রা)-এর নাম ছিল বাররা। নবী (স) তার নাম রাখেন জুয়াইরিয়া (যু, দা, আ, আন, হি)।

৮৩৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মায়মূনা (রা)-এর নাম ছিল বাররা। নবী (স) তার নাম রাখেন মায়মূনা।

৩৬৯-بَابُ أَفْلَحَ

৩৬৯-অনুচ্ছেদ : আফলাহ নাম।

৮৪০। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আমি যদি জীবিত থাকি তবে ইনশাআল্লাহ আমার উম্মাতকে নিষেধ করবো যে, তাদের কেউ যেন বরকত, নাফে, আফলাহ ইত্যাদি নাম না রাখে। রাবী বলেন, তিনি রাফে নামের কথাও বলেছেন কিনা তা আমার স্মরণ নাই। হয় তো বলা

হবে, এখানে বরকত আছে কি? জবাবে বলা হবে, না, এখানে নাই। নবী (স) ইত্তিকাল করেন, কিন্তু এসব নাম রাখতে নিষেধ করেননি (দা)।

১৪১- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِعَلَى وَبِرَكَّةٍ وَنَافِعٍ وَبِسَارٍ وَأَفْلَحٍ وَتَحْوُ ذَلِكَ ثُمَّ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا .

৮৪১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) ইয়ালা, বরকত, নাফে, ইয়াসার, আফলাহ প্রভৃতি নাম রাখতে নিষেধ করতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি এ ব্যাপারে নীরব থাকেন এবং আর কিছু বলেননি (মু, দা)।

৩৭-بَابُ رِبَاحٍ .

৩৭০-অনুচ্ছেদ : রাবাহ নাম।

১৪২- عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فَإِذَا أَنَا بِرِبَاحٍ غُلَامٌ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَادَيْتُ يَا رِبَاحُ اسْتَأْذِنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৮৪২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, নবী (স) যখন তাঁর স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ছিলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোলাম রাবাহ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি ডাক দিয়ে বললাম, হে রাবাহ! রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে আমার প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করো (বু, মু)।

৩৭১-بَابُ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

৩৭১-অনুচ্ছেদ : নবীগণের নাম।

১৪৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَسْمَوُا بِإِسْمِي وَلَا تَكْنُؤُوا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ .

৮৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা আমার নামানুসারে নাম রাখতে পারো, কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না। কেননা আমিই আবুল কাসিম (বু, মু)।

১৪৪- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَتْ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسْمَوُا بِإِسْمِي وَلَا تَكْنُؤُوا بِكُنْيَتِي .

৮৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি ডাক দিলো, হে আবুল কাসেম! নবী (স) তার দিকে তাকালে সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ঐ ব্যক্তিকে ডেকেছি। তখন নবী (স) বলেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পারো, কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না (বু, মু, তহা)।

৪৮৫- عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ سَمَانِي النَّبِيُّ ﷺ يُونُسَ وَأَقْعَدَنِي عَلَى حِجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي .

৮৪৫। ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, নবী (স) আমার নাম রাখেন ইউসুফ। তিনি আমাকে তাঁর কোলে বসান এবং আমার মথায় হাত বুলিয়ে দেন (আ, শামাইল)।

৪৮৬- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ وَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثٍ مَّنْصُورٍ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي حَدِيثٍ سُلَيْمَانَ وَلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادُوا أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ تَسْمَوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤُوا بِكُنْيَتِي فَأَنَّى إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حِصْنٌ بَعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ .

৮৪৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমাদের আনসারদের এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। সে তার নাম রাখতে চাইলো মুহাম্মাদ। আমি তাকে কাঁধে তুলে নিলাম এবং তাকে নিয়ে নবী (স)-এর নিকট এলাম। তিনি বলেনঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পারো, তবে আমার ডাকনামে নাম রেখো না। কেননা আমাকে কাসেম (বিতরণকারী) বানানো হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করি (বু, মু)।

৪৮৭- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وَلِدَ لِيْ غُلَامٌ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَكُهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبِرْكََةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِي مُوسَى .

৮৪৭। আবু মুসা (রা) বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর নিকট এলাম। তিনি তার নাম রাখেন ইবরাহীম। তিনি খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দেন এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করেন। অতঃপর তাকে আমার কোলে ফিরিয়ে দেন। সে ছিলো আবু মুসা (রা)-এর বড়ো ছেলে (বু, মু)।

৩৭২-بَابُ حُزْنٍ

৩৭২-অনুচ্ছেদ : হুযন (দুঃখ) নাম।

৪৮৮- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ حُزْنٌ قَالَ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَانِيَهُ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ .

৮৪৮। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর নিকট এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমার নাম কি? তিনি বলেন, হুযন (দুঃখ)। তিনি

বলেনঃ তুমি সাহল (সহজ)। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি পরিবর্তন করবো না। ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, ফলে সে অনবরত আমাদের মধ্যে চিন্তাযুক্ত থাকতো।

৪৬৭- عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حُزْنَأً قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حُزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيَّرٍ اسْمًا سَمَانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُرُوتَةُ .

৮৪৯। আবদুল হামীদ ইবনে জুবাইর ইবনে শায়বা (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-এর পাশে বসা ছিলাম। তিনি আমাকে বর্ণনা করলেন যে, তার দাদা হুযন (রা) নবী (স)-এর নিকট গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কি? তিনি বলেন, আমার নাম হুযন। তিনি বলেনঃ বরং তোমার নাম সাহল। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি পরিবর্তন করবো না। ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, সেই অবধি আমাদের পরিবারে দুঃখ লেগেই আছে (বু, মু, দা)।

৩৭৩-بَابُ اسْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتِهِ

৩৭৩-অনুচ্ছেদ : নবী (স)-এর নাম ও উপনাম।

৪৫০- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَلَدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نُكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نَنْعِمُكَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنْتِ الْأَنْصَارُ تُسَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُتُوْا بِكُنْيَتِي أَنَا قَاسِمٌ .

৮৫০। জাবের (রা) বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সে তার নাম রাখে কাসেম। আনসারগণ বলেন, আমরা তোমাকে না আবুল কাসেম নামে ডাকবো আর না তোমার চোখ জুড়াবো। সে নবী (স)-এর নিকট এসে আনসারগণ যা বলেছে তা তাঁকে জানায়। নবী (স) বলেনঃ আনসারগণ উত্তম কাজই করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না। আমিই হলাম কাসেম (বট্টনকারী) (বু, মু, দা, তি, ই)।

৪৫১- عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ يَقُولُ كَانَتْ رُحْصَةً لَّعَلِيٍّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَدَّ لِي بَعْدَكَ أَسْمِيهِ بِاسْمِكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ .

৮৫১। ইবনুল হানাফিয়া (র) বলেন, আলী (রা)-এর জন্য (একটি ব্যাপারে) অনুমোদন ছিল। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনার পরে আমার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি কি আপনার নামে তার নাম এবং আপনার ডাকনামে তার ডাকনাম রাখতে পারবো? তিনি বলেনঃ হাঁ (দা, তি, ই, তহা, হা, আ)।

৪৫২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَقَالَ أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ وَاللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا أُقْسِمُ .

৮৫২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে তাঁর নাম ও ডাকনাম একত্রে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি হলাম আবুল কাসেম। আল্লাহ আমাকে দান করেন এবং আমি বিতরণ করি (তি, হি, ইলা)।

৪৫৩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ سَمُوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤْا بِكُنْيَتِي .

৮৫৩। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি ডেকে বললো, হে আবুল কাসেম। নবী (স) তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে বললো, আমি এই ব্যক্তিকে ডেকেছি। তখন নবী (স) বলেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার ডাকনামে ডাকনাম রেখো না (বু, যু, তি, ই)।

৩৭৬-بَابُ هَلْ يُكْنَى الْمُشْرِكُ

৩৭৬-অনুচ্ছেদ : মুশরিক (পৌত্তলিক) কি উপনাম গ্রহণ করতে পারে।

৪৫৬- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَنٍ سَلُولَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَقَالَ لَا تُؤْذِنَا فِي مَجْلِسِنَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي بْنِ سَلُولَ .

৮৫৬। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক মজলিসে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে (মোনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলও উপস্থিত ছিল। এটা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ইসলাম গ্রহণের পূর্বকার ঘটনা। তখন সে বললো, তুমি আমাদের মজলিসে আমাদের কষ্ট দিও না। অতঃপর নবী (স) সাদ ইবনে উবাদা (রা)-এর নিকট গিয়ে বলেনঃ হে সাদ! তুমি কি শোনো নাই, আবু হুবাব কি বলে? এখানে আবু হুবাব (সাপের পিতা) দ্বারা তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বুঝিয়েছেন (বু, যু, আ)।

৩৭৭-بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ

৩৭৭-অনুচ্ছেদ : বালকের উপনাম।

৪৫৭- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَلِيَّ أَخٍ صَغِيرٍ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نَعْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَرَاهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُهُ قِيلَ لَهُ مَاتَ نَعْرُهُ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .

৮৫৫। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের এখানে আসতেন। আবু উমাইর ডাকনামে আমার একটি ছোট ভাই ছিল। তার একটি বুলবুলি ছিল। সে তা নিয়ে খেলা করতো। সেটি মারা গেলো। নবী (স) আমাদের এখানে এসে তাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তার কি হয়েছে? তাঁকে বলা হলো, তার বুলবুলিটি মারা গেছে। তিনি (কৌতুক করে) বলেন : ওহে আবু উমাইর! কি করলো তোমার নুগায়ের (বু, মু, তি, ই)।

৩৭৬-بَابُ الْكُنْيَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤَكَّدَ لَهُ

৩৭৬-অনুচ্ছেদ : শিশুর জন্মের পূর্বেই কারো উপনাম গ্রহণ।

৮৫৬। عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كُنِيَ عَلْقَمَةَ أَبَا شَيْلٍ وَلَمْ يُؤَكَّدَ لَهُ .

৮৫৬। ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (রা) আলকামা (র)-এর ডাকনাম রাখেন “আবু শিবল”। অথচ তখনও তার কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি।

৮৫৭। عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَانِي عَبْدُ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَكَّدَ لِي .

৮৫৭। আলকামা (র) বলেন, আমার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ না হতেই আবদুল্লাহ (রা) আমার ডাকনাম রাখেন।

৩৭৭-بَابُ كُنْيَةِ النِّسَاءِ

৩৭৭-অনুচ্ছেদ : নারীদের উপনাম।

৮৫৮। عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَيْتَ نِسَاءَكَ فَكُنَيْتَنِي فَقَالَ تَكْنِي بِابْنِ أُخْتِكَ عَبْدُ اللَّهِ .

৮৫৮। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আপনার স্ত্রীগণের ডাকনাম রেখেছেন। অতএব আমারও একটি ডাকনাম রাখুন। তিনি বলেন : তুমি তোমার বোনপুত্র আবদুল্লাহর নামে ডাকনাম গ্রহণ করো (দা)।

৮৫৯। عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تُكْنِيَنِي فَقَالَ اكْتْنِي بِابْنِكَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَكَأَنْتُ تُكْنِي أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ .

৮৫৯। আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি আমার ডাকনাম রাখবেন না? তিনি বলেন : তুমি তোমার পুত্রের অর্থাৎ যুবাইরের পুত্র আবদুল্লাহর নামে ডাকনাম গ্রহণ করো। অতএব তাকে আবদুল্লাহর মা নামে ডাকা হতো (দা)।

৩৭৮-بَابُ مَنْ كَتَى رَجُلًا بِشَيْءٍ هُوَ فِيهِ بِأَحَدِهِمْ

৩৭৮-অনুচ্ছেদ : কেউ কারো এমন কিছু দ্বারা উপনাম রাখলো যা তার বা তাদের কারো মধ্যে আছে।

৮৬০- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءٍ عَلَيَّ لِأَبُو تُرَابٍ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا وَمَا سَمَاءُ أَبِي تُرَابٍ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ غَاضِبٌ يَوْمًا فَاطِمَةُ فَخَرَجَ فَاضْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّبِعُهُ فَقَالَ هُوَذَا مُضْطَجِعٌ فِي الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ امْتَلَأَ ظَهْرُهُ تُرَابًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ اجْلِسْ أَبِي تُرَابٍ .

৮৬০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট তার নামগুলোর মধ্যে “আবু তুরাব” নামটি ছিল সর্বাধিক প্রিয় এবং তাকে এই নামে ডাকা হলে তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত হতেন। আবু তুরাব ডাকনাম তাকে নবী (স)-ই দিয়েছেন। এক দিন তিনি ফাতেমা (রা)-এর উপর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে মসজিদে গিয়ে তার দেয়াল ঘেষে শুয়ে পড়লেন। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে নবী (স) সেখানে আসলে এক লোক বলে যে, তিনি দেয়াল ঘেষে শুয়ে আছেন। নবী (স) তার কাছে যান। আলী (রা)-এর পিঠে ধূলাবালি লেগে ছিল। নবী (স) তার পিঠের ধূলাবালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন : হে আবু তুরাব! উঠে বসো (বু, যু)।

৩৭৯-بَابُ كَيْفَ الْمَشْيُ مَعَ الْكِبَرَاءِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ

৩৭৯-অনুচ্ছেদ : প্রবীণ ও মর্যাদাশালী লোকদের সাথে কিভাবে হাঁটবে?

৮৬১- عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نَحْلٍ لَنَا نَحْلُ لِأَبِي طَلْحَةَ تَبَرَّرَ لِحَاجَتِهِ وَبِلَالٌ يَمْشِي إِلَى جَنْبِهِ فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرِ فَقَامَ حَتَّى تَمَّ إِلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا بِلَالُ هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ قَالَ مَا أَسْمَعُ شَيْئًا فَقَالَ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ يُعَذِّبُ فَوَجَدَ يَهُودِيًّا .

৮৬১। আনাস (রা) বলেন, একদা নবী (স) আমাদের খেজুর বাগানে অর্থাৎ আবু তালহা (রা)-এর খেজুর বাগানে ছিলেন। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়তে গেলেন এবং বিলাল (রা)-ও তাঁর পাশে পাশে গেলেন। নবী (স) একটি কবরের নিকট পৌঁছলেন এবং বিলাল (রা) তাঁর নিকট না আসা পর্যন্ত দাঁড়ালেন। তিনি বলেন : হে বিলাল! তোমার জন্য দুঃখ হয়। আমি যা শুনেছি তুমি কি তা শুনেছো? তিনি বলেন, আমি কিছুই শুনতে পাইনি। তিনি বলেন : এই কবরবাসীর শাস্তি হচ্ছে। কবরটি ছিল এক ইহুদীর (আহমাদ ১২৫৫৮)।

৩৮-বَابُ .

৩৮০-অনুচ্ছেদ : (শিরোনাম বিহীন) ।

৮৬২- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ لِأَخٍ لَهُ صَغِيرٍ ارْدَبِ الْعُلَامَ فَأَبَى فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بئسَ مَا أَدْبَتَ قَالَ قَيْسٌ فَسَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَقُولُ دَعُ عَنْكَ أَخَاكَ .

৮৬২। কায়েস (র) বলেন, আমি মুয়াবিয়া (রা)-কে তার ছোট ভাইকে বলতে শুনেছি, তুমি গোলামটিকে তোমার বাহনের পেছন দিকে তুলে নাও। কিন্তু সে তা অস্বীকার করলো। মুয়াবিয়া (রা) তাকে বলেন, তুমি চরম অশিষ্ট। কায়েস (র) বলেন, আমি আবু সুফিয়ান (রা)-কে বলতে শুনলাম, তোমার ভাইকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও।

৮৬৩- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِذَا كَثُرَ الْأَخْلَاءُ كَثُرَ الْغُرَمَاءُ قُلْتُ لِمَوْسَى وَمَا الْغُرَمَاءُ قَالَ الْحُقُوقُ .

৮৬৩। আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, বন্ধুর সংখ্যা যতো বাড়বে, দাবিদারের সংখ্যাও ততো বাড়বে। অধস্তন রাবী বলেন, আমি মুসা ইবনে আলী (র)-কে বললাম, ‘গুরামা’ অর্থ কি? তিনি বলেন, প্রাপক বা দাবিদার।

৩৮১-بَابُ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةٌ

৩৮১-অনুচ্ছেদ : কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞা নিহিত আছে।

৮৬৪- عَنْ خَالِدِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِيَّاسُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالَ أَلَا أَنْشُدُ مِنْ شِعْرِي يَا ابْنَ الْفَارُوقِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَا تَنْشُدْنِي إِلَّا حُسْنًا فَأَنْشُدْهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ شَيْئًا كَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ لَهُ أَمْسِكْ .

৮৬৪। খালিদ ইবনে কায়সান (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন ইয়াস ইবনে খায়ছামা (র) তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, হে ফারুক তনয়! আমার কিছু কবিতা কি আপনাকে আবৃত্তি করে শুনাবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তবে কেবল উত্তম কবিতাই শুনাবে। তিনি তাকে তা আবৃত্তি করে শুনাতে থাকেন। পরে কবিতায় ইবনে উমার (রা)-এর অপছন্দনীয় কিছু এলে তিনি বলেন, এবার থামো।

৮৬৫- عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ مُطَرِّفًا قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ فَقُلْتُ مَنَزِلٌ يَنْزِلُهُ الْإِ وَهُوَ يَنْشُدْنِي شِعْرًا وَقَالَ إِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكِذْبِ .

৮৬৫। কাতাদা (র) বলেন, আমি মুতাররিফ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এর সাথে কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত সফর করেছি। খুব কম মনযিলই এমন ছিল যেখানে তিনি যাত্রাবিরতি করেছেন, অথচ আমাকে কবিতা পড়ে শুনাননি। তিনি বলেন, পরোক্ষ বচন মিথ্যাকে এড়ানোর নিরাপদ উপায়।

৮৬৬। ৮৬৬- عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ الشَّعْرِ حِكْمَةً .

৮৬৬। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় জ্ঞানের কথাও থাকে।

৮৬৭। ৮৬৭- عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَدَحْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَامِدٍ قَالَ أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ .

৮৬৭। আল-আসওয়াদ ইবনে সারী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি (স্বরচিত কবিতায়) নানাভাবে মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা করেছি। তিনি বলেন : শোনো! তোমার প্রভু তাঁর প্রশংসা অত্যন্ত পছন্দ করেন। তিনি এর বেশী আর কিছু বলেননি।

৮৬৮। ৮৬৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يُمْتَلِيَءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَبِيحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُمْتَلِيَءَ شِعْرًا .

৮৬৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : নিজের পেট কবিতা দ্বারা ভর্তি করার তুলনায় পুঁজ দ্বারা ভর্তি করা যে কোন ব্যক্তির জন্য উত্তম (বু, মু, তি, দা, ই)।

৮৬৯। ৮৬৯- عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ كُنْتُ شَاعِرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أَلَا أُنْشِدُكَ مَحَامِدَ حَمِدَتْ بِهَا رَبِّي قَالَ إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْمَحَامِدَ وَلَمْ يَزِدْنِي عَلَيْهِ .

৮৬৯। আল-আসওয়াদ ইবনে সারী (রা) বলেন, আমি ছিলাম কবি। অতএব আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, আমি যে কবিতার মাধ্যমে আমার প্রভুর প্রশংসা করেছি তা দ্বারা কি আপনার প্রশংসা করতে পারি না? তিনি বলেন : নিশ্চয় তোমার প্রভু প্রশংসা পছন্দ করেন। তিনি আমাকে এর অতিরিক্ত কিছু বলেননি।

৮৭০। ৮৭০- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هَجَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَيْفَ بِنِسْبَتِي فَقَالَ لَأَسْلُوكَ مِنْهُمْ كَمَا تَسَلُّ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجِينِ .

৮৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইবনে ছাবিত (রা) (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের নিন্দা প্রচার করার জন্য নবী (স)-এর নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি বলেন : আমার বংশকে কি করবে? হাসসান (রা) বলেন, আট্টার খামীর থেকে চুলকে যেভাবে টেনে বের করা হয় সেভাবে আমি আপনাকে তাদের থেকে আলাদা করে নিবো (বু, মু)।

৪৭১- وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبَتْ أَسْبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسْبُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِعُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৮৭১। হিশাম (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সামনে হাসসান (রা)-কে ভর্ৎসনা করতে উদ্যত হলাম। তিনি বলেন, তাকে ভর্ৎসনা করো না। কেননা সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে) দুশমনদেরকে প্রতিহত করেছে (বু, মু)।

৩৪২-بَابُ الشَّعْرِ حُسْنُ الْكَلَامِ وَمِنْهُ قَبِيحُ

৩৮২-অনুচ্ছেদ : উত্তম কথার ন্যায় উত্তম কবিতাও আছে, নিকৃষ্ট কবিতাও আছে।

৪৭২- عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةٌ .

৮৭২। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় জ্ঞানের কথাও থাকে (বু, দা, ই)।

৪৭৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ حُسْنُهُ كَحُسْنِ الْكَلَامِ وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ .

৮৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কবিতাও কথারই মত (কথার সমষ্টি)। রুচি সম্বত কবিতা উত্তম কথাতুল্য এবং কুরুচিপূর্ণ কবিতা কুরুচিপূর্ণ কথাতুল্য (দার)।

৪৭৪- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ الشَّعْرُ مِنْهُ حَسَنٌ وَمِنْهُ قَبِيحٌ خُذْ بِالْحَسَنِ وَدَعْ الْقَبِيحَ وَلَقَدْ رَوَيْتُ مِنْ شِعْرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَشْعَارًا مِنْهَا الْقَصِيدَةُ فِيهَا أَرْبَعُونَ بَيْتًا وَدُونَ ذَلِكَ .

৮৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কবিতার মধ্যে কতক ভালো এবং কতক নিকৃষ্ট। তুমি তার ভালোটা গ্রহণ করো এবং নিকৃষ্টটা পরিহার করো। আমার কাছে কাব ইবনে মালেক (রা)-এর এমন কবিতাও বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যকার একটি কাসীদায় চল্লিশ বা তার কিছু কম সংখ্যক চরণ ছিলো।

৪৭৫- عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتِمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِّنَ الشَّعْرِ فَقَالَتْ كَانَ يَتِمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِّنْ شِعْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَيَتِمَثَّلُ وَيَقُولُ وَيَاتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودِ .

৮৭৫। মিকদাম ইবনে শুরায়হ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ (স) কি উপমা দেয়ার জন্য কবিতা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার এ কবিতা আবৃত্তি করে উপমা দিতেন : “যাকে তুমি দাওনি তোশা, খবর আনবে সে নিশ্চয়” (তি, না, আ, তহা)।

৪৭৬- عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ شَاعِرًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْتَدَحْتُ رَبِّي فَقَالَ أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ وَمَا اسْتَزَادَنِي عَلَى ذَلِكَ .

৮৭৬। আল-আসওয়াদ ইবনে সারী (রা) বলেন, আমি ছিলাম কবি। অতএব আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, আমি যে কবিতার মাধ্যমে আমার প্রভুর প্রশংসা করেছি তা দ্বারা কি আপনার প্রশংসা করতে পারি না? তিনি বলেন : “নিশ্চয় তোমার প্রভু প্রশংসা পছন্দ করেন।” তিনি আমাকে এর অধিক কিছু বলেননি (তাহাবীর কিতাবুল কারাহিয়া)।

৩৪৩-بَابُ مَنْ اسْتَنْشَدَ الشَّعْرَ

৩৮৩-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তির আবদার করে।

৪৭৭- عَنْ الشَّرِيدِ قَالَ اسْتَنْشَدَنِي النَّبِيُّ ﷺ شِعْرَ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ وَأَنْشَدْتُهُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ هِبْ هِبْ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ فَقَالَ إِنْ كَادَ لَيُسْلِمَ .

৮৭৭। আশ-শারীদ (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে কবি উমাইয়া ইবনে আবুস সাল্তের কবিতা আবৃত্তি করে তাঁকে শুনাতে বলেন। আমি তাঁকে তা আবৃত্তি করে শুনালাম। নবী (স) বলতে থাকলেন : চালাতে থাকো, চালাতে থাকো। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে এক শত চরণ আবৃত্তি করে শুনালাম। তিনি বলেন : সে তো প্রায় মুসলামান হয়েই গিয়েছিলো (মু, ই, দার, খু, আ, তহা)।

৩৪৪-بَابُ مَنْ كَرِهَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ

৩৮৪-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকা নিন্দনীয় মনে করে।

৪৭৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يُمْتَلَىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُمْتَلَىءَ شِعْرًا .

৮৭৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : নিজের পেট কবিতা দ্বারা ভর্তি করার তুলনায় পুঁজ দ্বারা ভর্তি করা যে কোন ব্যক্তির জন্য উত্তম (বু, মু, তি, দা, ই)।

৩৪৫-بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

৩৮৫-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : “কবিগণ, কেবল পথভ্রষ্টরাই তাদের অনুগামী হয়” (২৬ঃ২২৪)।

৪৭৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَنْنَى فَقَالَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى قَوْلِهِ يَنْقَلِبُونَ .

৮৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। “বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখো না যে, তারা প্রতিটি ময়দানে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এমন কথা বলে যা তারা করে না” (সূরা শুআরা : ২২৪-২২৫)? উপরোক্ত অংশ (মহামহিম আল্লাহ) মানসূখ (রহিত) করেছেন এবং নিম্নোক্ত অংশ ব্যতিক্রম করেছেন, মহান আল্লাহ বলেন : “তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা ঈমান এনেছে, সংকাজ করেছে, আল্লাহকে পর্যাণ্ড স্বরণ করে এবং নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নির্যাতনকারী অচিরেই জানতে পারবে তাদের গন্তব্য কিরূপ” (সূরা শুআরা : ২২৭) (দা)।

৩৮৬-বَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

৩৮৬-অনুচ্ছেদ : যে বলে, কথায়ও যাদুকরী প্রভাব থাকে।

৮৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বা এক বেদুইন নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় কথাবার্তা বললো। নবী (স) বলেন : কথায়ও যাদুকরী প্রভাব থাকে এবং কবিতাও প্রজ্ঞাপূর্ণ হতে পারে (দা, তি, ই, আ, হি, তহা)।

৮৮১। উমার ইবনে সালাম (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার সন্তানদের আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার জন্য শাবী (র)-এর নিকট সোপর্দ করেন। তিনি বলেন, এদের কবিতা শিক্ষা দিন, তাতে তারা উচ্চাভিলাসী ও নির্ভীক হবে, এদের গোশত খাওয়ান, তাতে তাদের হৃদয়ের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এদের মস্তক মুগুন করান, তাতে তাদের ঘাড় শক্ত হবে এবং এদের নিয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সমাবেশে বসুন। তাতে তাদের সাথে বাক্য বিনিময়ে তারা কথা বলার কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে (তারীখুল কবীর, আবু হাতেম, ইবনে হিব্বান)।

৩৮৭-بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّعْرِ

৩৮৭-অনুচ্ছেদ : নিন্দনীয় কবিতা।

৮৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : মানুষের মধ্যে মারাত্মক অপরাধী হলো সেই কবি যে সমগ্র গোত্রের নিন্দা করে এবং যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে অস্বীকার করে (ই ৩৭৬১)।

৮৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : মানুষের মধ্যে মারাত্মক অপরাধী হলো সেই কবি যে সমগ্র গোত্রের নিন্দা করে এবং যে ব্যক্তি নিজ পিতাকে অস্বীকার করে (ই ৩৭৬১)।

৩৮৮-বাবُ كَثْرَةِ الْكَلَامِ

৩৮৮-অনুচ্ছেদ : বাচালতা ।

৮৮৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَا فَتَكَلَّمَا ثُمَّ قَعَدَا وَقَامَ ثَابِتُ ابْنِ قَيْسٍ خَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا قَوْلَكُمْ فَإِنَّمَا تَشْفِقُ الْكَلَامَ مِنَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا .

৮৮৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে প্রাচ্য থেকে দুই বাগ্মী পুরুষ (মদীনায়) আসে। তারা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলো, অতঃপর বসলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তা সারিহত ইবনে কায়েস (রা) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। কিন্তু লোকজন পূর্বের দুই বক্তার বক্তৃতায়ই অভিভূত হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন : হে জনগণ! নিজেদের কথা বলো। কেননা মারপ্যাচের কথা বলা শয়তানের অভ্যাস। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : কোন কোন বক্তৃতায় যাদুকরী প্রভাব থাকে (বু, দা, তি, হি)।

৮৮৪- عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ خُطِبَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ فَأَكْثَرَ الْكَلَامَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبِ مِنْ شَفَاتِ الشَّيْطَانِ .

৮৮৪। আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি উমার (রা)-র সামনে দীর্ঘ বক্তৃতা করলো। উমার (রা) বলেন, বক্তৃতায় লম্বা-চওড়া কথা বলা শয়তানের কাজ।

৮৮৫- عَنْ أَبِي يَزِيدَ أَوْ مَعْنٍ بَنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اجْتَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمْ وَكُلَّمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَلْيُؤْذِنُونِي فَأَتَانَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى فَجَلَسَ فَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمًا مِّنَّا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُونُهُ مُقْصِدٌ وَلَا رَأْيٌ مِّنْقَذٌ فَغَضِبَ فَقَامَ فَتَلَاوَمْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا أَتَانَا أَوَّلُ مَنْ أَتَى فَذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ فَجَلَسَ فِيهِ فَأَتَيْنَاهُ فَكَلَّمْنَاهُ فَجَاءَ مَعَنَا فَقَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ أَوْ قَرِيبًا مِّنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَا شَاءَ جَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا شَاءَ جَعَلَ خَلْفَهُ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا ثُمَّ أَمَرْنَا وَعَلَّمْنَا .

৮৮৫। আবু ইয়াযীদ অথবা মান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলে পাঠান : তোমরা তোমাদের মসজিদসমূহে একত্র হও। লোকজন একত্র হলে তারা যেন আমাকে খবর দেয়। অতঃপর আগমনকারী প্রথমে আমাদের মসজিদে আসেন এবং বসেন। তখন আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলেন। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার প্রশংসা দ্বারা একমাত্র তাঁর সত্তা ছাড়া আর কিছুই কাম্য নয়। আর তিনি ছাড়া পালিয়ে যাবার অন্য কোন ঠাই নাই। এতে নবী (স) অসন্তুষ্ট হন এবং উঠে চলে যান। আমরা এজন্য পরস্পরকে দোষারোপ করে বললাম, আগন্তুক তো

প্রথমেই আমাদের মসজিদে আসেন (আর আমরা তাঁকে অসন্তুষ্ট করলাম)। অতঃপর তিনি অন্য এক মসজিদে গিয়ে সেখানে বসেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট (ক্ষমা চাইলাম)। অতএব তিনি আমাদের সাথে ফিরে এলেন এবং তাঁর আগের জায়গায় বা তার সন্নিহিত বসেন, অতঃপর বলেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি যা ইচ্ছা তাঁর সম্মুখে করেন এবং যা ইচ্ছা তাঁর পশ্চাতে করেন। আর কোন কোন বক্তৃতায় যাদুকরী প্রভাব থাকে। অতঃপর তিনি আমাদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসীহত করেন এবং জ্ঞান দান করেন (আ ১৫৯৫৫)।

৩৮৯-বَابُ التَّمَنَّى

৩৮৯-অনুচ্ছেদ : আশা-আকাঙ্ক্ষা।

৮৮৬- ۸۸۶- قَالَتْ عَائِشَةُ أَرْقَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِّنْ أَصْحَابِي يَجِئُنِي فَيَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السَّلَاحِ فَقَالَ مَنْ هَذَا قِيلَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ .

৮৮৬। আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে নবী (স)-এর ঘুম আসছিলো না। তিনি বলেন, আহা! আমার সাহাবীদের মধ্যকার কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি এসে এই রাতটুকু যদি আমাকে পাহারা দিতো। তৎক্ষণাৎ আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন : কে এই লোক? বলা হলো, সা'দ। ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। অতঃপর নবী (স) ঘুমিয়ে গেলেন, এমনকি আমরা তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম (বু, মু, তি, দা)।

৩৯০-بَابُ يَقَالُ لِلرَّجُلِ وَالشَّيْءِ وَالْفَرَسِ هُوَ بَحْرٌ

৩৯০-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘোড়াকে 'সমুদ্র' অভিহিত করা।

৮৮৭- ۸۸۷- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ فَرَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يَقَالُ لَهُ الْمَدْنُوبُ فَرَكِبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا .

৮৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, একদা মদীনায় (বিকট শব্দ হলে) ভীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। নবী (স) আবু তালহা (রা)-র মানদুব নামের ঘোড়াটি ধার নিয়ে তাতে চড়ে সেদিকে গেলেন। অতঃপর ফিরে এসে বলেন : তেমন কিছু তো দেখলাম না। আর ঘোড়াটি তো দেখছি সমুদ্রবৎ (দ্রুতগামী) (বু, মু, দা, তি, ই)।

৩৯১-بَابُ الضَّرْبِ عَلَى اللَّحْنِ

৩৯১-অনুচ্ছেদ : ভাষাগত ভুলের জন্য প্রহার করা।

৮৮৮- ۸۸۸- عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ بَنُ عُمَرَ يَضْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ .

৮৮৮। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) তার ছেলেকে উচ্চারণের ভুলের জন্য প্রহার করতেন (দা)।

৪৪৭- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجَلَانَ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلَيْنِ يَرْمِيَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَسَبَبْتَ فَقَالَ عُمَرُ سَوَاءُ اللَّحْنِ أَشَدُّ مِنْ سَوَاءِ الرَّمْيِ .

৮৮৯। আবদুর রহমান ইবনে আজলান (র) বলেন, উমার (রা) দুই ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন তীর নিক্ষেপ করছিল। তাদের একজন অপরজনকে বললো, أَصَبْتَ (ওদ্ধ অসবত) অর্থাৎ তুমি নির্ভুল তীর ছুঁড়েছো। উমার (রা) বলেন, উচ্চারণের ভুল তীর নিক্ষেপে ভুল করার চেয়েও মারাত্মক (ইবনে আদী)।

৩৭২-بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ

৩৯২-অনুচ্ছেদ : কেউ বলে, এটা কিছুই না অর্থাৎ এটা সঠিক বা যথার্থ কিছু নয়।

৪৭০- قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ سَأَلَ نَاسُ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْكُفَّانِ فَقَالَ لَهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ يَخْطُفُهَا الشَّيْطَانُ فَيُفَرِّقُهَا بِأَذْنِيَّ وَلَيْسَ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلُطُونَ فِيهَا بِكَثَرٍ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ .

৮৯০। নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, লোকজন নবী (স)-এর নিকট গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি তাদের বলেন : তারা কিছুই না। লোকজন আবার বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা এমন কিছুও বলে যা সঠিক হতে দেখা যায়। নবী (স) বলেন : সেটা শয়তানের লুফে নেয়া কথা (আসমানবাসী থেকে)। সে তার বন্ধুদের দুই কানে মুরগীর ডাকের মত তা পৌঁছে দেয়। অতঃপর সেই গণক তার সাথে শত মিথ্যা যোগ করে (বু, মু)।

৩৭৩-بَابُ الْمَعَارِضِ

৩৯৩-অনুচ্ছেদ : বিপরীতার্থক উপমা।

৪৭১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَّثَ الْحَادِيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُرْفِقْ يَا أَنْجَشَةُ وَتَحَكَّ بِالْفَوَارِيزِ .

৮৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর এক সফরে ছিলেন। চালক হুদী গান গেয়ে (জতুয়ান হাঁকিয়ে নিয়ে) যাচ্ছিল। নবী (স) বলেন : হে আনজাশা! তোমার জন্য আফসোস, সদয় হও কাঁচপাত্রগুলোর ব্যাপারে (বু, মু)।

৪৭২- عَنْ عُمَرَ فِيمَا أَرَى شَكَ أَبِي أَنَّهُ قَالَ حَسْبُ أَمْرِي مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ قَالَ وَفِيمَا أَرَى قَالَ قَالَ عُمَرُ أَمَا فِي الْمَعَارِضِ مَا يَكْفِي الْمُسْلِمَ الْكَذِبَ .

৮৯২। উমার (রা) বলেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতোটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই নির্বিচারে বলে বেড়ায়। উমার (রা) আরো বলেন, পরোক্ষ বচন মুসলমানের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট (হা)।

৮৯৩- عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ حُصَيْنٍ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَا أَتَى عَلَيْنَا يَوْمَ إِلَّا أَنْشَدَنَا فِيهِ الشَّعْرَ وَقَالَ إِنَّ فِي مَعَارِضِ الْكَلَامِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ .

৮৯৩। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুস শিখরীর (র) বলেন, বসরা যেতে আমি ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা)-র সফরসংগী হলাম। সফরে প্রতি দিনই তিনি আমাদের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, পরোক্ষ বচন মিথ্যাকে এড়ানোর নিরাপদ উপায়।

৩৯৬-بَابُ افْتِشَاءِ السَّرِّ

৩৯৬-অনুচ্ছেদ : গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দেয়া।

৮৯৬- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَفِرُّ مِنَ الْقَدَرِ وَهُوَ مُوَاقِعُهُ وَيَرَى الْقُدَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَدْعُ الْجَذَعَ فِي عَيْنِهِ وَيَخْرُجُ الضَّغْنَ مِنْ نَفْسِ أَخِيهِ وَيَدْعُ الضَّغْنَ فِي نَفْسِهِ وَمَا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ فَلَمْتُهُ عَلَى افْتِشَائِهِ وَكَيْفَ الْوَمُوهُ وَقَدْ ضُفَّتْ بِهِ ذُرْعًا .

৮৯৬। আমার ইবনুল আস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি তাকদীর থেকে পলায়ন করে তার সম্পর্কে আমার অবাধ লাগে। কারণ তাকদীরের সাথে তার সাক্ষাত ঘটবেই। সে তার (অপর মুসলিম) ভাইয়ের চোখে পতিত সামান্য ময়লাটুকুও দেখতে পায় কিন্তু নিজ চোখে পতিত গাছের গুঁড়িও দেখে না। সে তার ভাইয়ের অন্তর থেকে ঘৃণা-বিদ্বেষ বের করার প্রয়াস পায়, অথচ নিজের অন্তরের বিদ্বেষ ত্যাগ করে না। আমি কারো কাছে আমার গোপনীয় বিষয় বলবো, আর তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য তাকে তিরস্কার করবো, এটা হতে পারে না। যে গোপনীয়তা চেপে রাখতে আমি সমর্থ হয়নি, তার (ফাঁস হয়ে যাওয়ার) জন্য অপরকে কিভাবে তিরস্কার করতে পারি (হি)?

৩৯৫-بَابُ السُّخْرِيَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ

৩৯৫-অনুচ্ছেদ : ঠাট্টা-বিদ্রূপ। মহামহিম আল্লাহর বাণী : “একদল অপর দলকে যেন ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে” (৪৯ : ১১)।

৮৯৫- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ رَجُلٌ مُّصَابٌ عَلَى نِسْوَةٍ فِتَضَّاحِكْنَ بِهِ يَسْخَرْنَ فَأُصِيبَ بَعْضُهُنَّ .

৮৯৫। আয়েশা (রা) বলেন, এক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কতক নারীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তাকে দেখে তারা বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসলো। ফলে তাদের কেউ কেউ বিপদগ্রস্ত হলো (তাবারী, তাবারানী, ইবনে আদী, বায়হাকীর শুআব)।

৩৯৬-بَابُ التُّؤَدَةِ فِي الْأُمُورِ

৩৯৬-অনুচ্ছেদ : কাজকর্মে ধীরস্থিরতা ।

৮৯৬- عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَلَىٰ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِي فَنَجَّيْتُ أَبِي دُونِي قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ لَكَ قَالَ إِذَا أَرَدْتُ أَمْرًا فَعَلَيْكَ بِالتُّؤَدَةِ حَتَّىٰ يُرِيكَ اللَّهُ مِنْهُ الْمَخْرَجَ أَوْ حَتَّىٰ يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ مَخْرَجًا.

৮৯৬। যুহরী (র) থেকে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এলাম। আমার পিতা আমাকে বাদ দিয়ে (মহানবীর সাথে) একান্তে আলাপ করলেন। রাবী বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, তিনি আপনাকে কি বলেছেন? তিনি বলেছেন : “তুমি কোন কাজ করার মনস্থ করলে ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হবে, যাবত না আল্লাহ তোমাকে তা থেকে নির্গমনের পথ দেখান অথবা আল্লাহ তোমার জন্য নির্গমনের ব্যবস্থা করেন।

৮৯৭- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ لَيْسَ بِحَكِيمٍ مَنْ لَا يَعَاشِرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْ مُعَاشِرَتِهِ بَدَأٌ حَتَّىٰ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا أَوْ مَخْرَجًا .

৮৯৭। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) বলেন, সেই ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান নয় যে সদ্ভাবে বসবাস করতে পারে না, যে তার সমাজের কাছে পরিত্রাণের পথ পায় না, যাবত না আল্লাহ তার জন্য মুক্তির উপায় বা পথ করে দেন।

৩৯৭-بَابُ مَنْ هَدَىٰ زُقَاقًا أَوْ طَرِيقًا

৩৯৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পথভোলা লোককে রাস্তা বলে দেয়।

৮৯৮- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَنَعَ مَنِحَةً أَوْ هَدَىٰ زُقَاقًا أَوْ قَالَ طَرِيقًا كَانَ لَهُ عِدْلُ عِتَاقٍ نَسَمَةٍ .

৮৯৮। বারআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি দুধ পান করার জন্য পশু ধার (মনীহা) দেয় অথবা পথহারা ব্যক্তিকে পথ বলে দেয়, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব রয়েছে (আ ১৮-৭০৯, তি ১৯০৭)।

৮৯৯- عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَرْفَعُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ أَفْرَاغَكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَهْيِئَكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشُّوْكَ وَالْعِظَمَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ وَهَدَايَتُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّالَّةِ صَدَقَةٌ .

৮৯৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ভর্তি করে দেয়া একটি সদাকা (দান)। সৎকাজের জন্য তোমার আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তোমার নির্দেশ একটি সদাকা (দান)। তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাত করা একটি সদাকা। জনপথ থেকে তোমার পাথর, কাঁটা ও হাড় অপসারণ করা তোমার পক্ষ থেকে একটি সদাকা। পথহারা পথিককে তোমার রাস্তা বাতলে দেয়াও একটি সদাকা (তি, হি)।

৮৯৮-بَابُ مَنْ كَمَهُ أَعْمَى

৩৯৮-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অন্ধকে পথহারা করে।

৯০০-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَهُ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ.
৯০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি অন্ধকে পথহারা করে, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেন (হা, হি)।

৩৯৯-بَابُ الْبَغْيِ

৩৯৯-অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহ।

৯০১- حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَنَاءُ بَيْنَهُ بِمَكَّةَ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ فَكَشَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تَجْلِسُ قَالَ بَلَى فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُ إِذْ شَخَصَ النَّبِيُّ ﷺ بَبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ أَنِفًا وَأَنْتَ جَالِسٌ قَالَ فَمَا قَالَ لَكَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قَالَ عُثْمَانُ فَذَلِكَ حِينَ اسْتَفَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا ﷺ.

৯০১। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা নবী (স) তাঁর মক্কার বাড়ির আঙ্গিনায় বসা ছিলেন। তখন উসমান ইবনে মাযউন (রা) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নবী (স)-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন। নবী (স) তাকে বলেন : তুমি কি বসবে না? তিনি বলেন, হ্যাঁ। নবী (স) তার দিকে মুখ করে বসলেন। তিনি তার সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় নবী (স) আসমানের দিকে তাকিয়ে বলেন : এইমাত্র আল্লাহর দূত আমার নিকট আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তিনি আপনাকে কি বলেছেন? তিনি বলেনঃ “নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার ও নিকট আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করার এবং বারণ করেন অশ্লীলতা, গর্হিত কর্ম ও বিদ্রোহ। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে” (সূরা নাহল : ৯০)। উসমান (রা) বলেন, এটা তখনকার কথা যখন ঈমান আমার অন্তরে ঠাঁই করে নিয়েছে এবং মুহাম্মাদ (স)-কে আমি ভালোবাসতে শুরু করেছি (আ)।

৬০০-بابُ عُقُوبَةِ الْبَغْيِ

৪০০-অনুচ্ছেদ : বিদ্রোহের শাস্তি ।

৯০২- عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ عَالَ جَارَيْتَيْنِ حَتَّى تَذَرِكَا دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى .

৯০২। আবু বাকর ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আনাস (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি দুইটি কন্যা সন্তানকে বালগ হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, আমি এবং সে এই দু'টির মতো পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করবো। হাদীস বর্ণনাকালে রাবী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল আযীয (র) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

৯০৩- وَبَابَانِ يُعْجَلَانِ فِي الدُّنْيَا الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ .

৯০৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : দু'টি অপরাধের শাস্তি সত্ত্বর দুনিয়াতেই দেয়া হয় (১) বিদ্রোহ এবং (২) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।

৬০১-بابُ الْحَسَبِ

৪০১-অনুচ্ছেদ : বংশমর্যাদা।

৯০৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ .

৯০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : নিশ্চয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র অর্থাৎ ইউসুফ (আ) হলেন ইয়াকুব (আ)-এর পুত্র, তিনি ইসহাক (আ)-এর পুত্র এবং তিনি ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র (বু, মু)।

৯০৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَوَّلِيَّائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُونَ وَإِنْ كَانَ نَسَبُ أَقْرَبُ مِنْ نَسَبٍ فَلَا يَأْتِيَنِي النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ وَتَأْتُونَ بِالْدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ فَتَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ هَكَذَا وَهَكَذَا لَا وَأَعْرَضُ فِي كَلَا عَظْفِهِ .

৯০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : কিয়ামতের দিন আমার বন্ধু হবে মোস্তাকী পরহেজগারগণ। বংশগত সম্পর্ক অপরের তুলনায় অধিক নিকটতর হলেও তা উপকারে আসবে না। লোকজন আমার নিকট আসবে তাদের আমল নিয়ে, আর তোমরা আসবে দুনিয়াকে তোমাদের কাঁধে তুলে নিয়ে। তোমরা ডেকে বলবে, হে মুহাম্মাদ, হে মুহাম্মাদ! আর আমি এরূপ এরূপ বলবো : আমি কোন কাজে আসবো না। আমি সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবো।

৯.৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَرَى أَحَدًا يُعْمَلُ بِهِذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ حَتَّىٰ بَلَغَ إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ . فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِنَّا أَكْرَمُ مِنْكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ أَكْرَمُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِتَقْوَى اللَّهِ .

৯০৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার মতে কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী আচরণ করে না (অনুবাদ) : “হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারীর সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছি..... নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট সবচাইতে সম্ভ্রান্ত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী আল্লাহ্‌ভীরু” (সূরা হুজুরাত : ১৩)। আল্লাহর এই বাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলবে, আমি তোমার চেয়ে অধিক সম্ভ্রান্ত। অথচ তাকওয়া বাতীত কেউ কারো চেয়ে অধিক সম্ভ্রান্ত হতে পারে না।

৯.৭- عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا تَعْدُونَ الْكَرَمَ قَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ الْكَرَمَ فَآكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ مَا تَعْدُونَ الْحَسَبَ أَفْضَلُكُمْ حَسَبًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا .

৯০৭। ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা কাদের সম্ভ্রান্ত গণ্য করো? আল্লাহ অবশ্যই সম্ভ্রান্ত কে তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন : “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচাইতে সম্ভ্রান্ত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী আল্লাহ্‌ভীরু” (৪৯ : ১৩)। তোমরা কাকে মর্যাদাবান গণ্য করো? যার স্বভাব-চরিত্র সর্বোত্তম সে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান।

৪.২-بَابُ الْأَرْوَاحِ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ

৪০২-অনুচ্ছেদ : মানবাত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদল।

৯.৮- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ .

৯০৮। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : মানবাত্মাসমূহ যেন সমবেত সৈন্যদল। (সৃষ্টির সেই আদিতে) যারা পরস্পর পরিচিত হয়েছে, এখানেও তারা পরস্পর পরিচিত হবে। আর সেখানে যারা পরস্পর অপরিচিত ছিল, এখানে তাদের মধ্যে অনৈক্য থাকবে (বু, মু, দা, ইলা)।

৯.৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ .

৯০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : মানবাত্মাসমূহ যেন সমবেত সৈন্যদল। (আদিতে) যারা পরস্পর পরিচিত হয়েছে, এখানেও (দুনিয়ায়) তারা পরস্পর পরিচিত হবে। আর সেখানে যারা পরস্পর অপরিচিত ছিল, এখানে তাদের মধ্যে অনৈক্য হবে (মু, দা)।

৩. ৪-بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ سُبْحَانَ اللَّهِ

৪০৩-অনুচ্ছেদ : বিস্মিত হয়ে কারো ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা ।

৯১০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا رَأَى فِي غَنَمِهِ عَدَا الذَّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذَّنْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أُوْمِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .

৯১০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : একদা এক রাখাল ছাগল চরাচ্ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ ছাগলের পালের উপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং একটি ছাগী ধরে নিয়ে গেলো। তখন রাখাল তার পিছু ধাওয়া করলো। নেকড়েটি তাকে লক্ষ্য করে বললো, যেদিন হিংস্র স্থাপদের রাজত্ব হবে সেদিন আমি ছাড়া আর কে তার রক্ষক হবে? উপস্থিত লোকজন বললো, সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমি, আবু বাকর ও উমার তা বিশ্বাস করি (বু, মু)।

৯১১- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ أَقْدَ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَكَلَّمُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ قَالَ اْعْمَلُوا فِكُلُّ مُسِيرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ قَالَ أَمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيِّسُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيِّسُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى .

৯১১। আলী (রা) বলেন, নবী (স) এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি একটি জিনিস হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটিতে রেখা টানতে লাগলেন। তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার ঠিকানা দোষ অথবা বেহেশত লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আমাদের ভাগ্যলিপির উপর নির্ভর করে কাজকর্ম ত্যাগ করবো না? তিনি বলেন : তোমরা কাজকর্ম করতে থাকো। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সেটি সহজসাধ্য করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন : যে ব্যক্তি ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে তার জন্য সৌভাগ্যজনক কাজ সহজসাধ্য করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি হতভাগ্য হবে তার জন্য দুর্ভাগ্যজনক কাজ সহজসাধ্য করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন : “অনন্তর যে দান করে, তাকওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বাণীর সত্যতা ঘোষণা করে ...” (সূরা লাইল : ৫-৭)।

৪. ৪-بَابُ مَسْحِ الْأَرْضِ بِالْيَدِ

৪০৪-অনুচ্ছেদ : হাতে মাটি স্পর্শ করা।

৯১২- عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ قُلْتُ لِأَبِي قَتَادَةَ مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ النَّاسُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ فَلْيُسْهَلْ لِحَبْنِهِ مَضْجَعًا مِّنَ النَّارِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَمْسَحُ الْأَرْضَ بِيَدِهِ .

৯১২। উসাইদ ইবনে আবু উসাইদ (র) থেকে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু কাতাদা (রা)-কে বললাম, আপনার কি হলো যে, লোকে যেরূপ রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেন, আপনি তেমনটি করেন না? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তার পার্শ্বদেশকে জাহান্নামের বিছানার জন্য সমতল করে নেয়। (একথা বলে) রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর হাত দ্বারা মাটি স্পর্শ করেন (শাফিঈ)।

৫. ৪-بَابُ الْخَذَفِ

৪০৫-অনুচ্ছেদ : নুড়ি পাথর।

৯১৩-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَغْفَلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَذَفِ وَقَالَ أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكِي الْعَدُوَّ وَأَنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ .

৯১৩। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল-মুযানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) নুড়িপাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : তা না পারে শিকার হত্যা করতে, আর না পারে শত্রুকে কাবু করতে। বরং তা চক্ষু নষ্ট করে অথবা দাঁত ভেঙ্গে দেয় (বু,মু,না)।

৬. ৪-بَابُ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ

৪০৬-অনুচ্ছেদ : তোমরা বায়ুকে গালি দিও না।

৯১৪-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَتِ النَّاسَ الرِّيحُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَعُمَرُ حَاجٌ فَاسْتَدْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ مَا الرِّيحُ فَلَمْ يَرْجِعُوا بِشَيْءٍ فَاسْتَحْثْتُ رَاحِلَتِي فَأَدْرَكْتُهُ فَقُلْتُ بَلِّغْنِي أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرِّيحُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُّوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَعُوذُوا مِنْ شَرِّهَا .

৯১৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মক্কায় যাবার পথে লোকজন প্রবল বায়ু তাড়িত হলো। উমার (রা)-ও (তাদের সাথে) হজ্জের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। উমার (রা) তার চারপাশের লোকদের বলেন, এই বায়ু কী? তারা কিছুই উত্তর দিলো না। তখন আমি আমার বাহনটিকে তার দিকে ধাবিত করে তার নিকটে গিয়ে বললাম, আমি জানতে পারলাম যে, আপনি বায়ু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : “বাতাস হলো আল্লাহর রহমাতের অন্তর্ভুক্ত। তা রহমাতও বয়ে আনে, আবার আযাবও বয়ে আনে। অতএব তোমরা তাকে গালি দিও না, বরং তোমরা আল্লাহর কাছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করো এবং তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো” (দা,না,ই,আ)।

৬. ৪-بابُ قولِ الرَّجُلِ مُطَرَّنًا بَنَوْهُ كَذَا وَكَذَا

৪০৭-অনুচ্ছেদ : কারো বক্তব্য, অমুক অমুক গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে।

৯১৫- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ عَلَى أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرَّنًا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بَنَوْهُ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ .

৯১৫। য়ায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হুদায়বিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। ঐ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। নামাযান্তে নবী (স) লোকদের দিকে ফিরে বলেন : তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সমধিক জ্ঞাত। আল্লাহ বলেন, “আমার বান্দারা আমার প্রতি মুমিন ও কাফেররূপে প্রভাবে উপনীত হয়। যে বলে, আল্লাহর করুণা ও দয়ায় বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি মুমিন এবং নক্ষত্রসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী” (বু, মু, দা, না)।

৬. ৪-بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى غَيْمًا

৪০৮-অনুচ্ছেদ : লোকজন মেঘ দেখলে যা বলবে।

৯১৬- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَحِيلَةً دَخَلَ وَخَرَجَ وَأَقْبَلَ وَآذَرَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَإِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ سَرَى فَعَرَفْتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا أَدْرَى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ .

৯১৬। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখলে (চিন্তিত হয়ে) ঘরে ঢোকতেন, আবার বের হতেন, সামনে যেতেন আবার পেছনে ফিরে আসতেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। বৃষ্টি হলে পর তাঁর মুখে হাসি ফোটতো। আয়েশা (রা) তাঁর এরূপ অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সাথে আলাপ করলে তিনি বলেন : কি জানি এমনও তো হতে পারে যে রূপ আল্লাহ বলেছেন, “অতঃপর তারা যখন মেঘমালাকে তাদের উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখলো তখন বললো, এতো সেই মেঘমালা যা আমাদের বৃষ্টি দিবে.....” (বু, মু, তি, না)।

৯১৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الطَّيْرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

৯১৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : ‘কুলক্ষণে’ বিশ্বাস শেরেকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মধ্যে অনুরূপ ধারণা আসে না। তবে আল্লাহর উপর ভরসা করার কারণে তিনি তা দূর করে দেন (তি, দা, ই)।

৬. ৪-بَابُ الطَّيْرِ

৪০৯-অনুচ্ছেদ : অশুভ লক্ষণ।

৯১৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الطَّيْرَةُ وَخَيْرُهَا الْفَالُ قَالُوا وَمَا الْفَالُ قَالَ كَلِمَةٌ صَالِحَةٌ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ .

৯১৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : অশুভ লক্ষণ (বলতে কিছু নেই)। তার মধ্যে ফালই উত্তম। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ‘ফাল’ কি? তিনি বলেন : তোমাদের কেউ (অদৃশ্য থেকে) যে উত্তম কথা শোনতে পায় তা (বু, মু, আ, হি, তহা)।

৬. ৫-بَابُ فَضْلِ مَنْ لَمْ يَتَطَيَّرْ

৪১০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ মানে না তার মর্যাদা।

৯১৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمِ بِالْمَوْسِمِ أَيَّامُ الْحَجِّ فَأَعْجَبَنِي كَثْرَةُ أُمَّتِي قَدْ مَلَأُوا السَّهْلَ وَالْجَبَلَ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ أَرْضَيْتَ قَالَ نَعَمْ أَيْ رَبِّ قَالَ فَإِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَهُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتُونُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قَالَ عَكَاشَةُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَ مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَ مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةُ .

৯১৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : একদা হজ্জের মৌসুমে আমার উম্মাতকে আমার সামনে পেশ করা হলো। আমার উম্মাতের সংখ্যাধিক্যে আমি অভিভূত হলাম। সমভূমি ও পাহাড়-পর্বত তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ। আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি সন্তুষ্ট? আমি বললাম : হ্যাঁ, হে প্রভু। তিনি বলেন, “উপরন্তু এদের সাথে রয়েছে আরো সত্তর হাজার যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা হচ্ছে সেইসব লোক যারা ঝাড়ফুক করায় না, শরীরে দাগ দেয় না এবং অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না। তারা তাদের প্রভুর উপরই ভরসা করে।” তখন উকাশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দোয়া করলেন : “হে আল্লাহ! উকাশাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো।” অপর এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্যও দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলেন : এ ব্যাপারে উকাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে (বু, আ, মু)।

৬১১-بَابُ الطَّيْرِ مِنَ الْجِنِّ

৪১১-অনুচ্ছেদ : জিনের আছর থেকে বাঁচার নিখল তদবীর ।

৯১- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتِي بِالصَّبْيَانِ إِذَا وَلِدُوا فَتَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ فَاتَيْتَ بِصَبِيٍّ فَذَهَبَتْ تَضَعُ وَسَادَتَهُ فَإِذَا تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَى فَسَأَلَتْهُمْ عَنْ الْمَوْسَى فَقَالُوا نَجَعَلَهَا مِنَ الْجِنِّ فَأَخَذَتِ الْمَوْسَى فَرَمَتْ بِهَا وَنَهَتْهُمْ عَنْهَا وَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ الطَّيْرَةَ وَيُبْغِضُهَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى عَنْهَا .

৯২০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নবজাতকদের আয়েশা (রা)-র নিকট আনা হতো। তিনি তাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন। আমি (আলকামার মা) একটি নবজাতককে নিয়ে আয়েশা (রা)-র নিকট এলাম। তিনি নবজাতকের বালিশ সরাতেই দেখা গেলো, একটি ক্ষুর তার শিয়রের নিচে। তিনি ক্ষুর সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, আমরা জিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তা রেখেছি। তিনি ক্ষুরটি ধরে তা দূরে নিক্ষেপ করেন এবং তাদেরকে একরূপ করতে নিষেধ করেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস অপছন্দ করতেন এবং তাতে অসন্তুষ্ট হতেন। অতএব আয়েশা (রা)-ও একরূপ করতে বারণ করেন।

৬১২-بَابُ الْفَالِ

৪১২-অনুচ্ছেদ : শুভ লক্ষণ।

৯২১- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ .

৯২১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : রোগ সংক্রমণ বলতে কিছু নেই বা অশুভ লক্ষণেরও কোন বাস্তবতা নেই। আর শুভ ফাল অর্থাৎ (অদৃশ্য থেকে শ্রুত) উৎকৃষ্ট কথা আমার পছন্দনীয় (বু,মু,দা,তি,না)।

৯২২- حَدَّثَنِي حَبَّةُ التَّمِيمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا شَيْءَ فِي الْهُوَامِّ وَأَصْدَقُ الطَّيْرِ الْفَالُ وَالْعَيْنُ حَقٌّ .

৯২২। হাব্বা (তিরমিযীতে হায়্যা) ইবনে হাবিস আত-তামীমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : পেঁচার ডাকে অশুভ কিছু নেই। ফাল-ই হলো অধিক নির্ভরযোগ্য শুভ লক্ষণ এবং বদনজর সত্য বা বাস্তব (তি)।

৬১৩-بَابُ التَّبَرُّكِ بِالْأَسْمِ الْحَسَنِ

৪১৩-অনুচ্ছেদ : উত্তম নামকে বরকতময় মনে করা।

৯২৩-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ حِينَ ذَكَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنَّ سُهَيْلًا قَدْ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ قَوْمُهُ صَالِحُوهُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُمْ هَذَا الْعَامَ وَيَخْلُوهَا لَهُمْ قَابِلَ ثَلَاثَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَتَى فَقِيلَ أَتَى سُهَيْلٌ سَهْلَ اللَّهِ أَمْرُكُمْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ .

৯২৩। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর যখন উসমান ইবনে আফফান (রা) বললেন, সুহাইলকে তার সম্প্রদায় সন্ধির এই প্রস্তাবসহ পাঠিয়েছে যে, মুসলমানগণ এই বছর ফিরে যাবে এবং আগামী বছর কুরাইশগণ তিন দিনের জন্য (মক্কা নগরী মুসলমানদের জন্য) খালি করে দিবে। সুহাইল এসে পৌছলে নবী (স) বলেন : সুহাইল এসেছে। আল্লাহ তোমাদের বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) নবী (স)-এর সাহচর্য লাভ করেন।

৬১৪-بَابُ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ

৪১৪-অনুচ্ছেদ : ঘোড়ায় কুলক্ষণ।

৯২৪-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ .

৯২৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : কুলক্ষণ (বলতে কিছু থাকলে তা) ঘরবাড়ি, স্ত্রীলোক ও ঘোড়ায় (বু, মু, দা, না, তহা)।

৯২৫-عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ

৯২৫। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : যদি কিছুতে কুলক্ষণ থাকতো তবে তা স্ত্রীলোক, ঘোড়া ও বাসস্থানে থাকতো (বু, মু, ই, তহা)।

৯২৬-عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدَدْنَا وَكَثُرَتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُدَّهَا أَوْ دَعَوْهَا وَهِيَ ذَمِيمَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرُ

৯২৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এক বাড়িতে বসবাস করতাম। সেখানে আমাদের জনসংখ্যা ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতঃপর

আমরা অপর একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সেখানে আমাদের জনসংখ্যা ও ধন-সম্পদ হ্রাস পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমরা আগের বাড়িতে ফিরে যাও অথবা তিনি বলেন : তোমরা এই বাড়ি ত্যাগ করো। কেননা এটি নিন্দনীয় বাড়ি। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এ হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে।

৬১৫-بَابُ الْعَطَاسِ

৪১৫-অনুচ্ছেদ : হাঁচি দেয়া।

৯২৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْعَطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمَّتَهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَاهُ ضَحِكٌ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৯২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন কিন্তু হাই তোলা অপছন্দ করেন। অতএব কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয়ার পর আল্লাহর প্রশংসা করলে এবং যে কোন মুসলমান তা শোনতে পেলে হাঁচির জবাব দেয়া তার কর্তব্য। আর হাই উঠে শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব কেউ তা যেন যথাসাধ্য প্রতিহত করে। কোন ব্যক্তি হাই তুলে 'হা' (মুখ গহব্বর ফাঁক) করলে তাতে শয়তান (আনন্দে) অট্টহাসি দেয় (বু, মু, তি, দা, না, আ, হা, হি, খু)।

৬১৬-بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ

৪১৬-অনুচ্ছেদ : কেউ হাঁচি দিয়ে যা বলবে।

৯২৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ الْمَلِكُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَإِذَا قَالَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ الْمَلِكُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ .

৯২৮। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে শুধু 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে একজন ফেরেশতা বলেন, 'রকিব আলামীন'। আর সে 'আলহামদু লিল্লাহি রকিব আলামীন' বললে ফেরেশতা বলেন, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন) (তাবারানী)।

৯২৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِذَا قَالَ فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكَ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِأَلَاكَ .

৯২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কেউ হাঁচি দিয়ে যেন 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে। সে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার অপর (মুসলমান) ভাই বা সংগী যেন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে। সে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললে (শুকরিয়াস্বরূপ) সে যেন বলে, 'ইয়াহ্দিেকাল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকা' (আল্লাহ তোমায় সৎপথে চালিত করুন এবং তোমার অবস্থার সংশোধন করুন) (বু, দা)। ইমাম বুখারী (র) এই বিষয়বস্তু সংক্রান্ত হাদীসমূহের মধ্যে উক্ত হাদীসকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

৬১৭-بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ

৪১৭-অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতার জবাব দেয়া ।

৯৩. - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَنْعُمٍ الْفَرِيقِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُمْ كَانُوا غَزَاةً فِي الْبَحْرِ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ فَانْضَمَّ مَرْكَبُنَا إِلَى مَرْكَبِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا حَضَرَ غَدَاؤُنَا أُرْسِلْنَا إِلَيْهِ فَاتَانَا فَقَالَ دَعَوْتُمُونِي وَأَنَا صَائِمٌ فَلَمْ يَكُنْ لِي بِدٍّ مَنْ أَنْ أُجِيبَكُمْ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتٌّ خِصَالٍ وَاجِبَةٌ إِنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لِأَخِيهِ عَلَيْهِ يَسْلَمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوذُهُ إِذَا مَرَضَ وَيَحْضُرُهُ إِذَا مَاتَ وَيَنْصَحُهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ قَالَ وَكَانَ مَعَنَا رَجُلٌ مَزَّاحٌ يَقُولُ لِرَجُلٍ أَصَابَ طَعَامُنَا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَبَرًّا فَغَضِبَ عَلَيْهِ حِينَ أَكْثَرَ عَلَيْهِ فَقَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ إِذَا قُلْتُ لَهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَبَرًّا غَضِبَ وَشَتَمَنِي فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ إِنَّا كُنَّا نَقُولُ إِنْ مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ أَصْلَحْهُ الشَّرُّ فَأَقْلَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ حِينَ آتَاهُ جَزَاكَ اللَّهُ شَرًّا وَعَرًّا فَضَحِكَ وَرَضِيَ وَقَالَ مَا تَدْعُ مَزَّاحَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ جَزَى اللَّهُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ خَيْرًا .

৯৩০। আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনউম আল-ইফরীকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তারা মুআবিয়া (রা)-এর আমলে নৌ-যুদ্ধে যোগদান করেন। পথিমধ্যে আমাদের জাহাজ আবু আইউব আনসারী (রা)-র জাহাজের নিকটবর্তী হলে এবং আমাদের সকালের খাবার উপস্থিত হলে আমরা তার নিকট লোক পাঠালাম। তিনি এসে বলেন, তোমরা আমাকে দাওয়াত দিয়েছো। কিন্তু আমি রোযাদার। তবুও আমি তোমাদের দাওয়াত কবুল করেছি। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : এক মুসলমানের উপর তার অপর মুসলমান ভাইয়ের ছয়টি অনিবার্য দাবি রয়েছে। যদি কেউ তার একটিও লংঘন করে তবে সে তার ভাইয়ের প্রতি একটি অপরিহার্য কর্তব্য পালন করলো না। (১) তার সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম দিবে। (২) সে তাকে দাওয়াত দিলে তা কবুল করবে। (৩) সে হাঁচি দিলে (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) তার জবাব দিবে। (৪) সে রোগগ্রস্ত হলে তাকে দেখতে যাবে। (৫) সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে এবং (৬) সে পরামর্শ চাইলে তাকে উত্তম পরামর্শ দিবে। রাবী বলেন, আমাদের সাথে (ঐ অভিযানে) একজন রসিক লোকও ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে আহাররত এক ব্যক্তিকে বলেন, আল্লাহ তোমাকে অতিশয় উত্তম প্রতিদান দিন। তাকে বারবার এরূপ বললে সে ক্ষেপে যেতো। রসিক ব্যক্তি আবু আইউব (রা)-কে বলেন, এই লোকটি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, আমি তাকে ‘জাযাকাল্লাহ খায়রান ওয়া বাররান’ বললে সে ক্ষেপে যায় এবং আমাকে গালি দেয়। আবু আইউব (রা) বলেন, আমরা বলতাম, কল্যাণ যার জন্য বাঞ্ছনীয় নয় অমঙ্গলই তার জন্য বাঞ্ছনীয়। অতএব তাকে এর উল্টা

বলো। ঐ লোকটি তার নিকট এলে রসিক ব্যক্তি তাকে বলেন, জাযাকাল্লাহু শাররান ওয়া আররান (আল্লাহ তোমাকে অমঙ্গল ও কঠোর প্রতিদান দিন)। লোকটি হেসে দিলো এবং প্রসন্ন হলো আর বললো, তুমি বুঝি তোমার রসিকতা ত্যাগ করতে পারো না। তিনি বলেন, আল্লাহ আবু আইউব আনসারী (রা)-কে উত্তম প্রতিদান দিন (তাহযীবুল কামাল)।

৯৩১- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ بَعُودُهُ إِذَا مَرَضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشْمِتُهُ إِذَا عَطَسَ .

৯৩১। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের চারটি কর্তব্য রয়েছে। (১) সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে। (২) সে মারা গেলে তার জানাযায় শামিল হবে। (৩) সে তাকে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করবে। (৪) সে হাঁচি দিলে তার হাঁচির জবাব দিবে (ই, আ, হা, হি)।

৯৩২- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِبَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَأَفْشَاءِ السَّلَامِ وَاجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ أُنْيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَّائِرِ وَالْقَسِيَةِ وَالْأَسْتَبْرَقِ وَالذِّيْبَاجِ وَالْحَرِيرِ .

৯৩২। বারাবা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন : (১) অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতে, (২) জানাযায় শরীক হতে, (৩) হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দিতে, (৪) প্রতিজ্ঞা পালন করতে, (৫) উৎপীড়িতের সাহায্য করতে, (৬) সালামের বহুল প্রচলন করতে এবং (৭) দাওয়াত দানকারীর দাওয়াত কবুল করতে। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন : (১) সোনার আংটি পরতে, (২) রূপার বাসনপত্র ব্যবহার করতে এবং (৩) নরম তুলতুলে রেশমী বস্ত্র, (৪) (তৎকালে মিসরে উৎপাদিত) এক প্রকার রেশমী বস্ত্র, (৫) মোটা রেশমী বস্ত্র, (৬) রেশম ও সূতা মিশ্রিত রেশমী বস্ত্র ও (৭) মিহি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে (বু, যু, তি, না, ই)।

৯৩৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمَّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبَعْهُ .

৯৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি কর্তব্য রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই কর্তব্যগুলো কি কি? তিনি বলেনঃ (১) তার সাথে তোমার সাক্ষাত হলে সালাম দিবে। (২) সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত কবুল করবে। (৩) সে তোমার কাছে পরামর্শ চাইলে তুমি তাকে পরামর্শ দিবে। (৪) সে হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলে তুমি তার জবাব দিবে। (৫) সে অসুস্থ হলে তুমি তাকে দেখতে যাবে। (৬) সে মারা গেলে তুমি তার জানাযায় ও দাফনে শরীক হবে (বু, যু, না আন, হি)।

৬১৮-بَابُ مَنْ سَمِعَ الْعَطْسَةَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ

৪১৮-অনুচ্ছেদ : যে হাঁচি দিতে শোনবে সে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ।

৯৩৪- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ قَالَ عِنْدَ عَطْسَةٍ سَمِعَهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ لَمْ يَجِدْ وَجَعَ الضَّرْسِ وَلَا الْأَذْنَ أَبَدًا .

৯৩৪। আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে হাঁচি দিতে শোনে বলে, “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন আলা কুল্লি হালিন মাকানা” (সর্বাবস্থায় বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য প্রশংসা), কখনো তার দাঁতের ও কানের অসুখ হবে না (আ, তা, শা)।

৬১৯-بَابُ كَيْفَ تَشْمِيتُ مَنْ سَمِعَ الْعَطْسَةَ

৪১৯-অনুচ্ছেদ : কেউ হাঁচি দিতে শোনলে কিভাবে জবাব দিবে?

৯৩৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِأَلْسِنَتِهِ .

৯৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে যেন বলে, আলহামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)। সে আলহামদু লিল্লাহ বললে তার অপর ভাই বা সাথী যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন)। আবার হাঁচিদাতা যেন বলে, ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম (আল্লাহ তোমাকে সংপথে চালিত করুন এবং তোমাকে স্বাচ্ছন্দ প্রদান করুন) (বু, দা)।

৯৩৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ أَلَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّشَاؤُبَ وَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهُ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَأَمَّا التَّشَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرْدِهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَشَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৯৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলে (আলহামদু লিল্লাহ বললে) এবং অপর মুসলমান ব্যক্তি তা শোনতে পেলে ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন) বলা তার কর্তব্য হয়ে যায়। আর হাই উঠে শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব তোমাদের কারো হাই উঠলে সে যেন তা যথাসাধ্য চেপে রাখে। কারণ তোমাদের কোন ব্যক্তি হাই তুললে তাতে শয়তান আনন্দের হাসি দেয় (বু, দা, তি, না)।

৯৩৭- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا شَمَّتْ عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ يَرْحَمَكُمُ اللَّهُ .

৯৩৭। আবু জামরা (রা) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে হাঁচির জবাবে বলতে শুনেছি, “আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের দোষ থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হোন” (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

৯৩৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمَكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ آخَرُ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَدَدْتُ عَلَى الْآخَرِ وَلَمْ تَقُلْ لِي شَيْئًا قَالَ إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَسَكَتَ .

৯৩৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলে রাসূলুল্লাহ (স) তার জবাবে বলেন : ইয়ারহামুকাল্লাহ। অতঃপর আরেক ব্যক্তি হাঁচি দিলো কিন্তু তার জবাবে তিনি কিছুই বলেননি। সে ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ঐ লোকটির হাঁচির জবাব দিলেন, অথচ আমার জন্য কিছুই বলেননি। তিনি বলেন : সে তো আল্লাহর প্রশংসা করেছে কিন্তু তুমি তো কিছুই বলানি।

৬২-بَابُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ لَا يُشَمَّتْ

৪২০-অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা আল্লাহর প্রশংসা না করলে হাঁচির জবাব দিবে না।

৯৩৯- عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمَّتِ الْآخَرَ فَقَالَ شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّنِي قَالَ إِنْ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَلَمْ تَحْمَدْهُ .

৯৩৯। আনাস (রা) বলেন, দুই ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে হাঁচি দিলো। নবী (স) তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন এবং অপরজনের হাঁচির জবাব দেননি। সে বললো, আপনি ঐ ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, অথচ আমার হাঁচির জবাব দেননি। তিনি বলেন : সে তো আল্লাহর প্রশংসা করেছে কিন্তু তুমি আল্লাহর প্রশংসা করেনি (বু, মু)।

৯৪০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَلَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا أَشْرَفُ مِنَ الْآخَرِ فَعَطَسَ الشَّرِيفُ مِنْهُمَا فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُشَمِّتْهُ وَعَطَسَ الْآخَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ الشَّرِيفُ عَطَسْتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّنِي وَعَطَسَ هَذَا الْآخَرُ فَشَمَّمَهُ فَقَالَ إِنْ هَذَا ذَكَرَ اللَّهَ فَذَكَرْتَهُ وَأَنْتَ نَسِيتَ اللَّهَ فَنَسَيْتَكَ .

৯৪০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, দুই ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট বসলো। তাদের একজন ছিল অপরজনের চেয়ে অধিক সম্মানী। তাদের মধ্যকার সম্মানী ব্যক্তিটি হাঁচি দিলো কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা

করলো না। নবী (স)-ও তার হাঁচির জবাব দেননি। অতঃপর অপর ব্যক্তি হাঁচি দিলো এবং আল্লাহর প্রশংসা করলো। নবী (স) তার হাঁচির জবাব দিলেন। তখন শরীফ ব্যক্তি বললো, আমি আপনার সামনে হাঁচি দিয়েছি, কিন্তু আপনি আমার কোন জবাব দেননি। অথচ এই ব্যক্তি হাঁচি দিলে আপনি তার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন : ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করেছে, তাই আমিও তাঁকে স্মরণ করেছি। অপরদিকে তুমি আল্লাহকে ভুলে রয়েছো, তাই আমিও তোমাকে ভুলে রয়েছি (মু, দা, তি, ই, আ, হা, হি)।

৬২১-بَابُ كَيْفَ يَبْدَأُ الْعَاطِسُ

৪২১-অনুচ্ছেদ : হাঁচিদাতা প্রথমে কি বলবে?

৯৪১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَطَسَ فَقِيلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَقَالَ يَرْحَمُنَا وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ .

৯৪১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাঁচি দিলে তার জবাবে যখন বলা হতো, ইয়ারহামুকাল্লাহ, তখন তিনি প্রত্যুত্তরে বলতেন, “আল্লাহ আমাকে ও তোমাদেরকে দয়া করুন এবং আমাকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন” (হা, বায)।

৯৪২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلْ مَنْ يُرَدُّ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ .

৯৪২। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি হাঁচি দিলে যেন বলে, “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন”। আর জবাবদাতা বলবে, ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’। প্রত্যুত্তরে প্রথম ব্যক্তি যেন বলে, “ইয়াগফিরল্লাহ লী ওয়ালাকুম” (আল্লাহ আমাকে ও তোমাদের ক্ষমা করুন) (না, হা, তা)।

৯৪৩- حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا مَزْكُومٌ .

৯৪৩। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে হাঁচি দিলে তিনি বলেন : ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমায় দয়া করুন)। সে পুনরায় হাঁচি দিলে তিনি বলেন : সে সর্দিতে আক্রান্ত (মু, দা, তি, ই)।

৬২২-بَابُ مَنْ قَالَ يَرْحَمُكَ أَنْ كُنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ

৪২২-অনুচ্ছেদ : যিনি বলেন, তুমি আল্লাহর প্রশংসা করে থাকলে তিনি তোমাকে দয়া করুন।

৯৪৪- حَدَّثَنَا مَكْحُورٌ الْأَزْدِيُّ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِّنْ نَّاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنْ كُنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ .

৯৪৪। মাকহুল আল-আযদী (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর পাশে উপস্থিত ছিলাম। মসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে ইবনে উমার (রা) বলেন, তুমি আল্লাহর প্রশংসা করে থাকলে আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন।

৬২৩-بَابُ لَا يَقُلُ أَبُ

৪২৩-অনুচ্ছেদ : কেউ যেন হাঁচি দিয়ে 'আ-ব' না বলে।

৯৪৫- عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ عَطَسَ ابْنُ لَعْبَدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِمَّا أَبُو بَكْرٍ وَإِمَّا عُمَرُ فَقَالَ أَبُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَمَا أَبُ إِنْ أَبَ اسْمُ شَيْطَانٍ مِّنَ الشَّيَاطِينِ جَعَلَهَا بَيْنَ الْعَطَسَةِ وَالْحَمْدِ .

৯৪৫। মুজাহিদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর এক পুত্র আবু বাক্র অথবা উমার হাঁচি দিয়ে 'আ-ব' শব্দ করলো। ইবনে উমার (রা) বলেন, আ-ব আবার কি? আ-ব তো শয়তানদের মধ্যকার এক শয়তানের নাম। সে এটিকে হাঁচি ও আলহামদু লিল্লাহর মাঝখানে রেখে দিয়েছে (শা)।

৬২৪-بَابُ إِذَا عَطَسَ مَرَارًا

৪২৪-অনুচ্ছেদ : কেউ বারবার হাঁচি দিলে।

৯৪৬- حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا مَرْكُومٌ .

৯৪৬। ইয়াস ইবনে সালামা (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে নবী (স) বলেন : ইয়ারহামুকাল্লাহ। সে পুনরায় হাঁচি দিলে নবী (স) বলেন : এতো সর্দিতে আক্রান্ত (মু,দা,তি,না,ই,আ,দার)।

৯৪৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَمَّتُهُ وَاحِدَةً وَثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا فَمَا كَانَ بَعْدَ هَذَا فَهُوَ زَكَامٌ .

৯৪৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হাঁচিদাতার জবাব দাও, একবার, দুইবার, তিনবার, এরপর যা তা সর্দি (দা)।

৬২৫-بَابُ إِذَا عَطَسَ الْيَهُودِيُّ

৪২৫-অনুচ্ছেদ : কোন ইহুদী হাঁচি দিলে।

৯৪৮- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطِسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَاءً أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحَ بِأَلْسِنَتِكُمْ .

৯৪৮। আবু মুসা (রা) বলেন, ইহুদীরা নবী (স)-এর সামনে হাঁদি দিতো এই আশায় যে, তিনি তাদের জবাবে “ইয়ারহামুকুমুল্লাহ” বলবেন। কিন্তু তিনি বলতেন : ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম” (আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন করুন) (দা,তি,আ,হা,তহা)।

৬২৬-بَابُ تَشْمِيتِ الرَّجُلِ الْمَرَّةَ

৪২৬-অনুচ্ছেদ : পুরুষ লোকের নারীর হাঁচির জবাব দেয়া।

৯৪৭- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الْفَضْلِ ابْنِ الْعَبَّاسِ فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي وَعَطَسْتُ فَشَمَّتَهَا فَأَخْبَرْتُ أُمِّي فَلَمَّا أَنْ آتَاهَا وَقَعَتْ بِهِ وَقَالَتْ عَطَسَ ابْنِي فَلَمْ تُشَمِّتْهُ وَعَطَسْتُ فَشَمَّتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ وَإِنْ ابْنِي عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَمْ أَشَمِّتْهُ وَعَطَسْتُ فَحَمِدَتِ اللَّهَ فَشَمَّتَهَا فَقَالَتْ أَحْسَنْتُ .

৯৪৯। আবু বুরদা (র) বলেন, আমি আবু মুসা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর মাতা উম্মুল ফাদল (রা)-এর ঘরে ছিলেন। আমি হাঁচি দিলাম কিন্তু তিনি তার জবাব দেননি। অথচ উম্মুল ফাদল (রা) হাঁচি দিলে তিনি তার জবাব দিলেন। আমি (ফিরে এসে) আমার মাতাকে এই কথা জানালাম। অতঃপর আবু মুসা (রা) আমার মায়ের কাছে এলে তিনি অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলে হাঁচি দিয়েছিল, কিন্তু আপনি তার জবাব দেননি। অথচ উম্মুল ফাদল (রা) হাঁচি দিলে আপনি তার জবাব দিয়েছেন। আবু মুসা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : “তোমাদের কোন ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলে তোমরা তার জবাব দিও। আর যদি সে আল্লাহর প্রশংসা না করে তবে তোমরা তার জবাব দিও না”। আমার ছেলেটি (অর্থাৎ আপনার ছেলেটি) হাঁচি দিয়েছে, কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ বলেনি, তাই আমিও তার জবাব দেইনি। উম্মুল ফাদল (রা) হাঁচি দিয়েছেন এবং আলহামদু লিল্লাহ বলেছেন। তাই আমিও তার জবাব দিয়েছি। আমার মা বলেন, আপনি ঠিক করেছেন (মু, দা, তি)।

৬২৭-بَابُ التَّشَاؤُبِ

৪২৭-অনুচ্ছেদ : হাই তোলা।

৯৫০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ .

৯৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন যথাসাধ্য তা চেপে রাখে (বু, মু)।

৬২৮-بَابُ مَنْ يَقُولُ لَبَّيْكَ عِنْدَ الْجَوَابِ

৪২৮-অনুচ্ছেদ : কাউকে ডাকলে জবাবে লাঙ্ঘায়েক বলা ।

৯৫১- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلُهُ ثَلَاثًا هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ .

৯৫১। মুআয (রা) বলেন, আমি জন্তুয়ানে নবী (স)-এর পিছনে আরোহিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন : হে মুআয! আমি বললাম, লাঙ্ঘায়েক ওয়া সাদায়েক (আমি হাযির আছি)। তিনি পরপর তিনবার এভাবে ডাকলেন, তুমি কি জানো, বান্দার কাছে আল্লাহর কি দাবি আছে? “তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অপর কিছু শরীক করবে না”। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ পথ চলার পর আবার ডাকলেন : হে মুআয! আমি জবাব দিলাম, লাঙ্ঘায়েক ওয়া সাদায়েক। তিনি বলেন : তুমি কি জানো, তারা যদি তাই করে তবে মহামহিম আল্লাহর কাছে তাদের কি দাবি আছে? তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না (বু,মু,দা,তি)।

৬২৯-بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ

৪২৯-অনুচ্ছেদ : ভাইয়ের সম্মানার্থে কোন ব্যক্তির দাঁড়ানো ।

৯৫২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدُ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَذَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ لَتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ يُهْرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَانِي وَاللَّهُ مَا قَامَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ لَا أَنْسَاهَا لَطْلَحَةً .

৯৫২। আবদুল্লাহ ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। কাব (রা) অন্ধ হয়ে গেলে তার পুত্রদের মধ্যে তিনি তার পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি বলেন, কাব ইবনে মালেক (রা) তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, অতঃপর আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের নামায পড়ার পর আল্লাহ কর্তৃক আমাদের তওবা কবুল করার কথা ঘোষণা করলেন। তাতে দলে দলে লোক এসে আমার তওবা কবুল হওয়ার জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। তারা বলেন, আপনার তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ায় আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাই। এমতাবস্থায় আমি গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ

(স) লোক পরিবেষ্টিত অবস্থায় সমাসীন। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) উঠে দৌড়ে এসে আমার সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানান। আল্লাহর শপথ! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কেউ আমার দিকে উঠে আসেননি। আমি তালহার এ ব্যবহার কখনও ভুলতে পারবো না (বু, মু, দা, তি, না)।

৯৫৩- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِّنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْتُوا خَيْرَكُمْ أَوْ سَيِّدَكُمْ فَقَالَ يَا سَعْدُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ سَعْدُ أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسَبَّى ذُرِّيَّتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ أَوْ قَالَ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ .

৯৫৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা (ইহুদীরা) সাদ ইবনে মুআয (রা)-এর ফয়সালা মেনে নেয়ার ব্যাপারে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করলে তার জন্য লোক পাঠানো হলো। তিনি একটি গাধায় চড়ে আসলেন। তিনি মসজিদের নিকটে এসে পৌছলে নবী (স) বলেন : তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে বা তোমাদের নেতাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করো। তিনি বলেন : হে সাদ! তারা তোমার ফয়সালা মেনে নেয়ার সম্মতি প্রকাশ করেছে। সাদ (রা) বলেন, তাদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা এই যে, তাদের মধ্যকার যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিদের হত্যা করা হবে এবং তাদের শিশুদের বন্দী করা হবে। নবী (স) বলেন : তুমি আল্লাহর বা মহান মালিকের ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা করেছে (বু, মু, দা, না)।

৯৫৪- عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ ذَلِكَ .

৯৫৪। আনাস (রা) বলেন, সাহাবীগণের নিকট নবী (স)-এর দর্শন যতো প্রিয় ছিল, আর কারো দর্শন তাদের নিকট এতো প্রিয় ছিলো না। অথচ তারা তাঁকে (আসতে) দেখে তাঁর (সম্মানার্থে) কখনো উঠে দাঁড়াতে না। কেননা তারা জানতেন যে, তা তাঁর অপছন্দীয় (তি, আ)।

৯৫৫- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِّنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ كَلَامًا وَلَا حَدِيثًا وَلَا جِلْسَةً مِّنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَاهَا قَدُ أَقْبَلَتْ رَحَبَ بِهَا ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتَّى يُجْلِسَهَا فِي مَكَانِهِ وَكَانَتْ إِذَا آتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ رَحِبَتْ بِهِ ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَنَّهَُا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَرَحِبَ وَقَبَّلَهَا وَأَسْرَ إِلَيْهَا فَبَكَتْ ثُمَّ أَسْرَ إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ لِلنِّسَاءِ إِنْ كُنْتُ لَا أَرَى أَنَّ لِهَذِهِ الْمَرَأَةَ فَضْلًا عَلَى النِّسَاءِ فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ بَيْنَمَا هِيَ تَبْكِي إِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَسَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكَ قَالَتْ إِنِّي

إِذَا لَبَذِرَةً فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَتْ أَسْرَ إِلَى فَقَالَ إِنِّي مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَسْرَ إِلَى فَقَالَ إِنَّكَ أَوَّلُ أَهْلِي بِي لِحَوْقًا فَسَرَرْتُ بِذَلِكَ وَأَعَجَبَنِي .

৯৫৫। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, কথাবার্তায়, উঠাবসায় ফাতেমার চাইতে নবী (স)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। তিনি আরও বলেন, নবী (স) তাকে দেখলেই অভ্যর্থনা জানাতেন, তার জন্য উঠে দাঁড়াতেন এবং তাকে চুমা দিতেন, অতঃপর তার হাত ধরে তাকে এনে নিজের বসার স্থানে বসাতেন। অপরদিকে নবী (স)-ও তার নিকট গেলে তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং উঠে গিয়ে তাঁকে চুমা দিতেন। নবী (স)-এর অন্তিম রোগের সময় তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানালেন, তাকে চুমা দিলেন এবং তার সাথে গোপনে কথা বললেন। ফাতেমা (রা) তাতে কঁদে দিলেন। তিনি পুনরায় তাকে গোপনে কিছু বললে এবার তিনি (ফাতেমা) হাসেন। আমি উপস্থিত মহিলাগণকে বললাম, আমি মনে করি নারী জাতির মধ্যে এই মহিলা মর্যাদায় অনন্য। তবুও ইনি একজন নারীই, কখনো কাঁদেন আবার কখনও হাসেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি আপনাকে কী বলেছেন? তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি এখন গোপন রহস্যের সংরক্ষক। নবী (স) ইত্তিকাল করার পর তিন বলেন, প্রথমা তিনি গোপনে বলেন : “আমার মৃত্যু আসন্ন”। তাই আমি কঁদেছি। অতঃপর তিনি গোপনে আমাকে বলেন : “আমার পরিজনদের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই (মৃত্যুবরণ করে) আমার সাথে মিলিত হবে”। এতে আমি খুশি হই এবং তা আমাকে আনন্দিত করে (বু ৩৩৫৪, তি ৩৮০৯, মু, দা, হা, হি)।

৬৩-بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْقَاعِدِ .

৪৩০-অনুচ্ছেদ : উপবিষ্ট ব্যক্তির জন্য কারো দাঁড়ানো।

৯৫৬- عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يَسْمَعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَاتَّفَقَتِ الْيَنَّا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَشَارَ الْيَنَّا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ فَعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ لَتَفْعَلُوا فَعَلَ فَارِسٌ وَالرُّومُ يَقُومُونَ عَلَى مَلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا انْتُمُورَ بِأَيْمَتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا .

৯৫৬। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তাঁর পেছনে নামায পড়লাম। তিনি বসা অবস্থায় ইমামতি করেন। আর আবু বাক্র (রা) তাঁর মুকাব্বির হন। তিনি আমাদের দিকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেন। তিনি আমাদেরকে বসবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তাই আমরা বসে পড়লাম এবং বসা অবস্থায় তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরানোর পর বলেন : তোমরা তো প্রায় পারস্যবাসী ও রোমবাসীদের মত আচরণ করলে। তারা তাদের রাজা-বাদশাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, অথচ রাজা-বাদশাগণ থাকে বসা অবস্থায়। তোমরা একরূপ করো না। তোমরা তোমাদের ইমামগণের অনুসরণ করো। ইমাম যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়েন তবে তোমরাও দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়ো। আর যদি তারা বসা অবস্থায় নামায পড়েন তবে তোমরাও বসা অবস্থায় নামায পড়ো (মু)।

৬৩১-بَابُ إِذَا تَشَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

৪৩১-অনুচ্ছেদ : কারো হাই উঠলে যেন নিজ মুখে হাত দেয়।

৯৫৭- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهِ .

৯৫৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কারো হাই উঠলে সে যেন তার হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে। কেননা শয়তান মুখে প্রবেশ করে (মু, দা, আ, আন)।

৯৫৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا تَشَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ .

৯৫৮। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কারো হাই আসলে সে যেন তার হাত তার মুখের উপর রাখে। কেননা তা শয়তানের পক্ষ থেকে।

৯৫৯- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ .

৯৫৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন তার মুখ চেপে ধরে। অন্যথায় শয়তান তাতে প্রবেশ করে (মু, দা)।

৯৬০- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ فَمَهْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُهُ .

৯৬০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কারো হাই উঠলে সে যেন তার হাত দ্বারা তার মুখ চেপে ধরে। অন্যথায় শয়তান তাতে ঢুকে পড়ে (মু, দা, আ, আন)।

৬৩২-بَابُ هَلْ يَفْلِي أَحَدُ رَأْسَ غَيْرِهِ

৪৩২-অনুচ্ছেদ : একজন অপরজনের মথার উকুন বেছে দিবে কি?

৯৬১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطْعَمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَإِنَّمَا تُمْ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ .

৯৬১। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) মিলহন-কন্যা উম্মু হারাম (রা)-এর বাড়িতে যাতায়াত করতেন এবং তিনি তাঁকে আহার করাতেন। তিনি ছিলেন উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর স্ত্রী। একদা উম্মু হারাম (রা) তাঁকে আহার করানোর পর তাঁর মাথার উকুন বাছতে লাগলেন। নবী (স) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং ক্ষণিক পর হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন (বু, মু, দা, তি, না, ই, আ, মা)।

৯৬২- عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ السَّعْدِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَالُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ تَبِعَةٌ مِنْ طَالِبٍ وَلَا مِنْ ضَيْفٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعَمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ وَالْكَثْرَةُ سِتُّونَ وَوَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِثْنِ إِلَّا مَنْ أَعْطَى الْكَرِّمَةَ وَمَنَعَ الْغَزِيرَةَ وَتَحَرَّ السَّمِينَةَ فَكَأَكْلٍ وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْرَمَ هَذِهِ الْأَخْلَاقُ لَا يُحِلُّ بَوَادٍ أَنَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةٍ نَعْمِي فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْعَطِيَّةِ قُلْتُ أَعْطِي الْبِكْرَ وَأَعْطِي النَّابَ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَنِيحَةِ قَالَ أَنِّي لَا مَنَحَ الْمَائَةِ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الطَّرِيقَةِ قَالَ يَغْدُو النَّاسُ بِحِبَالِهِمْ وَلَا يُوزَعُ رَجُلٌ مِنْ جَمَلٍ يَخْتَطِمُهُ فَيُمْسِكُ مَا بَدَأَ لَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ بِرَدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا لَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالٌ مَوَالِيكَ قَالَ مَالِي قَالَ فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَقْنَيْتَ أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ وَسَائِرُهُ لِمَوَالِيكَ فَقُلْتُ لَا جَرَمَ لَنِي رَجَعْتُ لِأَقِلَّنَّ عِدَدَهَا فَلَمَّا حَضَرَ الْمَوْتُ جَمَعَ بَيْنَهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ خُذُوا عَنِّي فَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْخُذُوا عَنْ أَحَدٍ هُوَ أَنْصَحُ لَكُمْ مَنِّي لَا تَتَوَحُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّيَاحَةِ وَكَفُّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أَصْلَى فِيهَا وَسَوِّدُوا أَكَابِرَكُمْ فَإِنَّكُمْ إِذَا سَوَّدْتُمْ أَكَابِرَكُمْ لَمْ يَزَلْ لَابَيْنَكُمْ فَبَيْنَكُمْ خَلِيفَةٌ وَإِذَا سَوَّدْتُمْ أَصَاغِرَكُمْ هَانَ أَكَابِرَكُمْ النَّاسُ وَزَهَّدُوا فِيكُمْ وَأَصْلَحُوا عَيْشَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ غِنًى عَنْ طَلَبِ النَّاسِ وَأَيَّامِكُمْ وَالْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ وَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسَوُّوا عَلَيَّ قَبْرِي فَإِنَّهُ كَانَ يَكُونُ شَيْءٌ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ خُمَاشَاتٍ فَلَا أَمِنْ سَفِينَهَا أَنْ يَأْتِيَ أَمْرًا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ عَيْبًا فِي دِينِكُمْ .

৯৬২। কায়েস ইবনে আসেম আস-সাদী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন : সে হলো তাঁবুবাসীদের নেতা। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কি পরিমাণ মাল থাকলে আমার উপর যাক্ষকারী বা মেহমানের কোন দায়দায়িত্ব থাকে না? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : চল্লিশটি (পশু সংখ্যা) উত্তম, আর উর্ধ্বতন সংখ্যা ষাট। আর দুই শতের মালিকদের তো বিপদ। তবে যে ব্যক্তি উঠতি বয়সের উট দান করে, দুধ পানের জন্য কাউকে উষ্ট্রী ধার দেয় এবং মোটাতাজা উট যবেহ করে নিজেও আহার করে এবং অভাবী ভদ্রলোক ও যাক্ষকারীদেরও আহার করায় (তার ভয়ের কোন কারণ নাই)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা তো অতি উত্তম স্বভাব। কিন্তু আমি যে উপত্যকায় বাস করি সেখানে আমার পশুর প্রাচুর্যের বিচারে এটা তো মামুলি ব্যাপার। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তুমি কিরূপ দান-খয়রাত করো? আমি বললাম, উঠতি বয়সের উষ্ট্রী ও দান

করে থাকি। তিনি বলেন : তুমি কিভাবে দুধ পানের জন্য উষ্ট্রী ধার দিয়ে থাকো? আমি বললাম, আমি শত সংখ্যক দান করি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন : প্রজননের ব্যাপারে তুমি কি করো? আমি বললাম, লোকজন তাদের গর্ভ গ্রহণকারিনী উষ্ট্রী নিয়ে আসে এবং আমার উট পালের মধ্যকার যে উটটিকে প্ররোচিত করতে পারে, তা সাথে নিয়ে যায় এবং তার প্রয়োজন মাফিক তা তার কাছে রেখে দেয়। প্রয়োজন শেষে সে তা ফেরত দিয়ে যায়। নবী (স) বলেন : তোমার নিজের মাল তোমার অধিক প্রিয় নাকি তোমার ওয়ারিসদের মাল? রাবী বলেন, আমার মাল। তিনি বলেন : তোমার মাল তাই যা তুমি নিজে পানাহার করে শেষ করেছে অথবা কাউকে (আল্লাহর পথে) দান করেছে। তাছাড়া অবশিষ্টটুকু তোমার ওয়ারিসদের মাল।

আমি বললাম, এবার ফিরে গিয়ে অবশ্যই উটের সংখ্যা কমিয়ে ফেলবো। অতঃপর তার মৃত্যুর সময় আসন্ন হলে তিনি তার পুত্রদের ডেকে একত্র করেন এবং বলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা আমার উপদেশ শোনো। কেননা তোমাদের জন্য আমার উপদেশের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী উপদেশদাতা আর কাউকে পাবে না। আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য বিলাপ করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইতিকালের পর তাঁর জন্য বিলাপ করা হয়নি। আমি নবী (স)-কে “বিলাপ করতে নিষেধ করতে শুনেছি”। আর আমার নামায পড়ার বস্ত্র দ্বারা আমার কাফন দিবে। তোমরা তোমাদের মধ্যকার প্রবীণদের নেতা নির্বাচিত করবে। কেননা যাবৎ তোমরা তোমাদের প্রবীণদের নেতা বানাবে তোমাদের পিতৃপুরুষের প্রতিনিধিত্ব তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। আর যখন তোমরা তোমাদের মধ্যকার যুবকদের তোমাদের নেতা নির্বাচিত করবে, তখন লোক সমক্ষে তোমাদের পিতৃপুরুষের অবমাননা হবে। তোমাদের মধ্যে কৃষ্ণসাধনার প্রেরণা যোগাবে। তোমাদের জীবনযাত্রাকে সমুন্নত করো। কেননা তাতে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয় না। তোমরা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কেননা তা হচ্ছে সর্বশেষ নিকৃষ্টতর পেশা। যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে তখন আমার কবর মাটির সাথে সমান করে দিবে। কেননা আমার এবং ঐ পার্শ্ববর্তী জনপদে বসবাসরত বাকর ইবনে ওয়াইল গোত্রের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হতো। পাছে তাদের মধ্যকার কোন নির্বোধ ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে বসে যার প্রতিশোধ গ্রহণ তোমাদের বেলায় তোমাদের দীন-ধর্মের জন্য অনিষ্টকর হবে (হা, হি, আ, তা, ইস্তীআব)।

৬৩৩-بابُ تَحْرِيكِ الرَّأْسِ وَغَضُّ الشَّفَتَيْنِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ

৪৩৩-অনুচ্ছেদ : অবাক-বিস্ময়ে মাথা দোলানো এবং দাঁত দিয়ে চোঁট চেপে ধরা।

৯৬৩- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَوْضُوءٍ فَحَرَّكَ رَأْسَهُ وَغَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ قُلْتُ يَا أَبِیْ أَنْتَ وَأُمِّیْ أَذِیْتُكَ قَالَ لَا وَلَكِنَّكَ تُدْرِكُ أَمْرَاءَ أَوْ أَيْمَةً یُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبْتُهَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِی قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبْتُهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُولَنَّ صَلَّيْتُ فَلَا أَصَلَّى .

৯৬৩। আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর উযুর পানি নিয়ে আসলাম। তিনি তাঁর মাথা মললেন এবং দাঁত দ্বারা দুই চোঁট চেপে ধরলেন। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি? তিনি বলেন : না। তুমি এমন অনেক আমীর ও ইমামের সাক্ষাত পাবে যারা ওয়াক্তমত নামায পরবে না, নামাযে বিলম্ব করবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? তিনি বলেন :
তুমি ওয়াস্তমত নামায পড়বে, তারপর তাদের সাথে মিলিত হলে তাদের সাথেও নামায পড়বে।
কিন্তু তুমি বলবে না, আমি নামায পড়েছি, পুনরায় আর পড়বো না (বু, দা, তি)।

৬৩৬-بَابُ ضَرْبِ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ أَوْ الشَّيْءِ

৪৩৪-অনুচ্ছেদ : হতবাক হয়ে বা অন্য কারণে কারো নিজ উরুতে চপেটাঘাত করা।

৯৬৬- عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَفَهُ وَقَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تُصَلُّونَ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا عِنْدَ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَاَنْصَرَفَ
النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى شَيْئٍ ثُمَّ سَمِعْتُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخْذَهُ يَقُولُ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جِدْلًا .

৯৬৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ (স) তার এবং ফাতেমার নিকট এসে
বলেনঃ তোমরা কি (রাতে নফল) নামায পড়ো না? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের প্রাণ
তো আল্লাহর হাতে, যখন তাঁর মর্জি হয় আমরা উঠি। নবী (স) আমার কথার কোন প্রতিউত্তর না
করে চলে গেলেন। আমি শুনে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে তাঁর উরুতে চপেটাঘাত
করে বলছেন : “মানুষ অতিশয় বিতর্কপ্রিয়” (সূরা কাহফ : ৫৪)।

৯৬৫- عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ
الْعِرَاقِ أَتَرْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْكُونُ لَكُمْ الْمَهْنُا وَعَلَى الْمَائِمْ
أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلِهِ
الْأُخْرَى حَتَّى يَصْلَحَهُ .

৯৬৫। আবু রযীন (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি তার
কপালে চপেটাঘাত করে বলছেন, হে ইরাকবাসীরা! তোমরা কি মনে করো যে, আমি রাসূলুল্লাহ
(স)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করি? তোমরা সওয়াবের ভাগী হবে আর আমি হবো গুনাহর
ভাগী? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কারো এক
জুতার ফিতা ছিড়ে গেলে সে যেন অপর জুতাটি পায়ে দিয়ে না হাঁটে, যাবৎ না তা মেরামত করে
নেয় (মু, ই, না, আ, আন)।

৯৬৬- عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ بِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ
كُرْسِيًّا فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ زِيَادٍ قَدْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ فَمَا تَأْمُرُ فَضْرَبَ فَخْذِي
ضَرْبَةً أَحْسَبُهُ قَالَ حَتَّى أَثَرُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضْرَبَ فَخْذِي
كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ فَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَتْهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ
قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أَصَلِّي .

৯৬৬। আবুল আলিয়া আল-বারাআ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত (র) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তার জন্য একটি চেয়ার রেখে দিলাম। তিনি তাতে বসলে আমি তাকে বললাম, ইবনে যিয়াদ দেরীতে নামায পড়ে। আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি আমার উরুতে সজোরে চপেটাঘাত করেন এবং ফলে তাতে দাগ পড়ে যায়। তারপর তিনি বলেন, তুমি আমাকে যা জিজ্ঞেস করলে হুবহু এই প্রশ্নটি আমি আবু যার (রা)-কে করেছিলাম। তিনি আমার উরুতে চপেটাঘাত করেন, যেমন আমি তোমার উরুতে চপেটাঘাত করলাম। তিনি বলেন, তুমি ওয়াক্তমত নামায পড়ে নাও। যদি পরে তাদের সাথে নামায পাও তবে পুনরায় তাদের সাথে নামায পড়ে নিও এবং বলো না, আমি তো নামায পড়েছি, এখন আর পড়বো না (বু, মু)।

৯৬৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فِي أَطْمِ بْنِ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ اتَّشَهَّدْ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ فَتَشَهَّدْتُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَضَهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ مَاذَا تَرَى فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَا تَبِئِنِّي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي خَبَاتُ لَكَ خَبِيثًا قَالَ هُوَ الدُّخُ قَالَ اخْسَأْ فَلَمْ تَعُدْ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ يَكُ هُوَ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ قَالَ سَالِمٌ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ وَأَبِي بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمًا إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ طَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّقَى بِجُدُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَسْمَعُ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقَى بِجُدُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَيُّ صَافٍ وَهُوَ اسْمُهُ هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكْتَهُ لَبِئْنَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدُّجَالَ فَقَالَ إِنِّي أَنْذَرُكُمْ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ بِهِ قَوْمَهُ لَقَدْ أَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلَكِنْ سَاقِبُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ .

৯৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) নবী (স)-এর সাথে একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইবনে সাইয়াদ-এর নিকট গেলেন। তারা তাকে (ইবনে সাইয়াদকে) বনু মাগালা দুর্গের পাশে অন্যান্য বালকের সাথে খেলাধুলারত পেলেন। তখন ইবনে সাইয়াদ বালগ প্রায়। সে নবী (স)-এর আগমন অনুভব করার আগেই নবী (স) তার হাত ধরে ফেলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমি আল্লাহর রাসূল? ইবনে সাইয়াদ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। এরপর সে নবী (স)-কে বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন নবী (স) তাকে ছেড়ে দিয়ে বলেনঃ আমি আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছি। তারপর তিনি ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কী দেখে থাকো? ইবনে সাইয়াদ বললো, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমন করে থাকে। নবী (স) বলেন : ব্যাপারটি তোমার কাছে বিভ্রান্তিকর করা হয়েছে। এরপর নবী (স) বলেন : আমি একটি বিষয়ে তোমার থেকে (আমার মনের মধ্যে) গোপন রেখেছি। বলতো, সেটি কি? ইবনে সাইয়াদ বললো, তা হচ্ছে ‘আদ-দুখ্ব’। তিনি বলেন : তুমি লাঞ্ছিত হও। তুমি কখনো তোমার (জন্য নির্ধারিত) সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। উমার (রা) বলেন, আমাকে অনুমতি দিন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী (স) বলেনঃ যদি সে সেই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তাহলে তাকে কাবু করার সামর্থ্য তোমাকে দেয়া হয়নি। আর যদি সে সেই দাজ্জাল না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করার মধ্যে তোমার কোন কল্যাণ নেই।

রাবী সালেম (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, এরপর রাসূলুল্লাহ (স) এবং উবাই ইবনে কাব (রা) ঐ খেজুর বাগানের দিকে গেলেন যেখানে ইবনে সাইয়াদ ছিল। ইবনে সাইয়াদ তাঁকে দেখে ফেলার আগেই ইবনে সাইয়াদের কিছু কথা তিনি শুনে নিতে চাচ্ছিলেন। নবী (স) তাকে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন, যার ভেতর থেকে তার গুনগুন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ইবনে সাইয়াদের মা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখতে পেলো যে, তিনি খেজুর গাছের কাণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে অগ্রসর হচ্ছেন। সে তখন ইবনে সাইয়াদকে ডেকে বললো, ও সাফ! (এটি ইবনে সাইয়াদের ডাকনাম) এই যে মুহাম্মাদ! তখন ইবনে সাইয়াদ লাফিয়ে উঠলো। নবী (স) বলেন : সে (ইবন সাইয়াদের মা) তাকে স্ব-অবস্থায় থাকতে দিলে (ব্যাপারটি) স্পষ্ট হয়ে যেতো।

সালেম (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) জনসমাবেশে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন, অতঃপর দাজ্জালের প্রসংগ উত্থাপন করলেন। তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে তার ব্যাপারে সতর্ক করছি এবং এমন কোন নবী আসেননি যিনি তাঁর উম্মাতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেননি। নূহ (আ)-ও তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। তবে আমি তার ব্যাপারে এমন একটি কথা বলবো যা পূর্ববর্তী নবীগণ বলেননি। জেনে রাখো! সে হবে কানা। আর আল্লাহ কখনও অন্ধ নন (বু, যু)।

৯৬৮- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ شَعْرِي أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَضَرَبَ جَابِرٌ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الْحَسَنِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبُ .

৯৬৮। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) নাপাক হলে (অর্থাৎ তাঁর উপর গোসল ফরজ হলে) তিন অঞ্জলী পানি তাঁর মাথায় ঢালতেন। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ! আমার মাথার চুল যে অনেক বেশী ঘন। রাবী বলেন, জাবের (রা) হাসানের উরুতে চপেটাঘাত করে বলেন, ত্রাতুপ্পুত্র! নবী (স)-এর মাথার চুল তোমার মাথার চুলের চাইতে বেশী ঘন ও সরস ছিল (বু, মু, না)।

৬৩৬-বَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْعُدَ وَيَقُومَ لَهُ النَّاسُ

৪৩৬-অনুচ্ছেদ : যে উপবিষ্ট ব্যক্তি তার সম্মানে অপরের দণ্ডায়মান হওয়াকে অপছন্দ করে।

৯৬৯- عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ بِالْمَدِينَةِ عَلَى جَذَعٍ نَخْلَةٍ فَأَنْفَكْتَ قَدَمَهُ فَكُنَّا نَعُودُهُ فِي مَشْرِئِهِ لِعَانِشَةٍ فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قِيَامًا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ قِيَامًا فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنْ أَقْعُدُوا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعُودًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَقُومُوا وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ كَمَا تَفْعَلُ فَارِسُ بَعْظَمَائِهِمْ .

৯৬৯। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) মদীনায ঘোড়ার পিঠ থেকে একটি খেজুর গাছের গোড়ার উপর পড়ে যান এবং তাঁর পায়ে আঘাত পান। আমরা আয়েশা (রা)-এর ঘরে তাঁকে দেখতে যেতাম। একবার আমরা তাঁর নিকট এসে দেখি যে, তিনি বসে নামায পড়ছেন। আমরা তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আরেকবার আমরা তাঁর নিকট এসে দেখি যে, তিনি বসা অবস্থায় ফরজ নামায পড়ছেন। আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়লাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে বসতে বলেন। নামায শেষ করে তিনি বলেন : ইমাম বসা অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও বসে নামায পড়বে। আর ইমাম দাঁড়ানো অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইমাম বসা অবস্থায় থাকলে তোমরা (তার সম্মানে) দাঁড়িও না, যেমন পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের বেলায় দাঁড়ায় (আ ১৪২৫৪)।

৯৭০- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَوُلِدَ لَغُلَامٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نُكْنِيكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَعَدْنَا فِي الطَّرِيقِ نَسْأَلُهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ جِئْتُمُونِي تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ مَّنْقُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ قُلْنَا وَوُلِدَ لَغُلَامٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لَا نُكْنِيكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ سَمُومًا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي .

৯৭০। জাবের (রা) বলেন, আনসারদের মধ্যকার এক যুবকের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম রাখে মুহাম্মাদ। আনসারগণ বলেন, আমরা আব্দুল্লাহর রাসূলের নামে তোমাকে ডাকবো না। শেষে আমরা তাঁর নিকট কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য রাস্তার উপর বসলাম। তিনি

বলেন : তোমরা কি আমার কাছে কিয়াতম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমার নিকট এসেছো? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : শত বছর বাঁচবে এমন লোক খুব কমই আছে। আমরা বললাম, আনসারদের মধ্যকার এক যুবকের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। সে তার নাম রেখেছে মুহাম্মাদ। আনসারগণ তাকে বলেছেন, আমরা আল্লাহর রাসুলের নামে তোমাকে ডাকবো না। তিনি বলেন : আনসারগণ উত্তম কাজ করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার ডাকনামে কাউকে অভিহিত করো না (বু, মু, দা, আন, হি)।

৬৩৭-বَابُ

৪৩৭- অনুচ্ছেদ : (দুনিয়া কতই না তুচ্ছ)।

৯৭১- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ فِي السُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفِيهِ فَمَرَّ بِجَدِّي أَسْكُ مَيِّتٌ فَتَنَّاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بِدَرَاهِمٍ فَقَالُوا مَا نَحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بَشَىءٌ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ قَالُوا لَا قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ عَيْبًا فِيهِ أَنَّهُ أَسْكُ وَالْأَسْكُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَذْنَانِ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ قَوْلَ اللَّهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ .

৯৭১। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর উভয় পাশে লোক পরিবেষ্টিত অবস্থায় কোন এক উচ্চভূমি দিয়ে একটি বাজার অতিক্রম করছিলেন। পশ্চিমধ্যে তাঁর সামনে ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট একটি মৃত ছাগলছানা পড়লো। তিনি সেটির কান ধরে বলেন : তোমাদের কেউ এক দিরহামের বিনিময়ে এটি পেতে আগ্রহী হবে কি? তারা বলেন, কোন কিছু বিনিময়ে এটি পেতে আমরা আগ্রহী নই। আমরা এটি দিয়ে কি করবো? তিনি বলেন : তোমরা কি (বিনামূল্যে) এটি নিতে আগ্রহী হবে? তারা বলেন, না। তিনি তাদেরকে তিনবার একথা জিজ্ঞেস করেন। তারা বলেন, আল্লাহর শপথ! না। জীবিত হলেও তো তা ক্রটিপূর্ণ হতো। কারণ তা কানবিহীন। (রাবী বলেন) “দুই কানবিহীন পশুকে ‘আসাক্ক’ বলে” (ইমাম নববী অর্থ করেছেন “ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট”)। অতএব মৃত হওয়াতে তা তো আরো মূল্যহীন। তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ! এটি তোমাদের নিকট যতোখানি তুচ্ছ, দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ (মু, দা, আ)।

৯৭২- عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي رَجُلًا تَعَزَّى بِعِزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعَضَّهُ أَبِي وَكَمْ يَكُنْهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ قَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكُرْتُمُوهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَهَابُ فِي هَذَا أَحَدًا أَبَدًا إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَعَزَّى بِعِزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعَضَّوهُ وَلَا تَكُنُّوهُ .

৯৭২। উতাই ইবনে দামরা (র) বলেন, আমি দেখলাম যে, আমার পিতার নিকট এক ব্যক্তি জাহিলী যুগের মত বিলাপ করছে। আমার পিতা পরোক্ষভাবে না বলে সরাসরি তাকে কঠোর ভাষায়

ভর্ৎসনা করলেন। এজন্য তার সাথীরা তার দিকে তাকালে তিনি বলেন, তাকে এভাবে বলা হয়তো তোমরা অপছন্দ করছো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কখনও কাউকে সমীহ করবো না। নিশ্চয় আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : “যে ব্যক্তি জাহিলী যুগের মতো বিলাপ করবে, তোমরা তাকে পরোক্ষে না বলে তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করবে”।

৬৩৮-বَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَدِرَتْ رَجُلُهُ

৬৩৮-অনুবাদ : কারো পায়ে ঝিমঝিম ধরলে যা বলবে।

৯৭৩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَدِرَتْ رِجْلُ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَذْكَرُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ .

৯৭৩। আবদুর রহমান ইবনে সাদ (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-এর পা ঝিমঝিম ধরে অবশ হলে এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনার প্রিয়মত ব্যক্তিকে স্মরণ করুন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (স) (ইবনুস সুলী)।

৬৩৯-بَابُ

৬৩৯-অনুবাদ : (প্রথম তিন খলীফাকে জান্নাতের সুসংবাদ)।

৯৭৪- عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطٍ مِّنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ عُوْدٌ يُضْرَبُ بِهِ مِنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَذَهَبَتْ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَفَتَحَتْ لَهُ وَبَشَّرَتْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ فَفَتَحَتْ لَهُ وَبَشَّرَتْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ وَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبَتْ فَإِذَا عُثْمَانُ فَفَتَحَتْ لَهُ فَأَخْبَرَتْهُ بِالَّذِي قَالَ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .

৯৭৪। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর সাথে মদীনার বাগানসমূহের মধ্যকার এক বাগানে ছিলেন। নবী (স)-এর হাতে ছিল একটি লাঠি। তিনি তা দ্বারা পানি ও কাদা মাটিতে আঘাত করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে (বাগানের প্রবেশদ্বার) খোলার আবেদন করলেন। নবী (স) বলেন : তার জন্য (প্রবেশদ্বার) খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দাও। আমি গিয়ে দেখি আবু বাকর (রা)। আমি তার জন্য দ্বার খুলে দিলাম এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর আরেক ব্যক্তি প্রবেশদ্বার খোলার আবেদন করলেন। তিনি বলেন : দ্বার খুলে দিয়ে তাকেও বেহেশতের সুসংবাদ দাও। তিনি ছিলেন উমার (রা)। আমি দ্বার খুলে দিয়ে তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর আরেক ব্যক্তি দ্বার খোলার আবেদন করলেন। নবী (স) তখন হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন : তাকেও ফটক খুলে দাও এবং তাকেও

বিপদাপদের শিকার হওয়াসহ বেহেশতের সুসংবাদ দাও। আমি গিয়ে দেখি তিনি উসমান (রা)। আমি তাকে দ্বার খুলে দিলাম এবং নবী (স) যা বলেছেন তা তাকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন, আল্লাহ্ই আমার সাহায্যকারী (বু, মু, তি)।

৬৬-بَابُ مُصَافَحَةِ الصَّبِيَّانِ

৪৪০-অনুচ্ছেদ : শিশুদের সাথে মোসাফাহা করা।

৯৭৫- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَافِحُ النَّاسَ فَسَأَلَنِي مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ مَوْلَى لِبْنِي لَيْثٍ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ .

৯৭৫। সালামা ইবনে ওয়ারদান (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে লোকজনের সাথে মোসাফাহা করতে দেখলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি লাইস গোত্রের মুক্তদাস। তিনি তিনবার আমার মাথায় হাত বুলাল এবং বলেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন।

৬৭-بَابُ الْمُصَافَحَةِ

৪৪১-অনুচ্ছেদ : মোসাফাহা (করমর্দন)।

৯৭৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَقْبَلَ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَرْقُ قُلُوبًا مِنْكُمْ فَهُمْ أَوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ .

৯৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, যখন ইয়ামনবাসীগণ এসে উপস্থিত হন তখন নবী (স) বলেন : “ইয়ামনবাসীগণ এসেছে। তাদের অন্তর তোমাদের তুলনায় অধিক কোমল” (রাবী বলেন,) তারাই সর্বপ্রথম মোসাফাহা করেন (দা)।

৯৭৭- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ أَنْ تُصَافِحَ أَخَاكَ .

৯৭৭। বারআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার মোসাফাহা (করমর্দন) সালামকে পূর্ণতা দান করে (দা, তি, ই)।

৬৮-بَابُ مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسِ الصَّبِيِّ

৪৪২-অনুচ্ছেদ : শিশুর মাথায় কোন মহিলার হাত বুলানো।

৯৭৮- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الشُّقْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَذَهُ الْحَجَّاجُ مِنْهُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَعَثَنِي إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَخْبَرَهَا بِمَا يُعَامِلُهُمْ حَجَّاجٌ وَتَدْعُو لِي وَتَمْسَحُ رَأْسِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ وَصِيفُ

৯৭৮। ইবরাহীম ইবনে মারযূক আছ-ছাকাফী (র) বলেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-র সমর্থক ছিলেন এবং পরে হায্জাজ তাকে তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) আমাকে তার মা আসমা বিনতে আবু বাক্বর (রা)-এর কাছে পাঠাতেন এবং আমি তাকে তাদের প্রতি হায্জাজের দুর্ব্যবহারের কথা অবগত করতাম। তিনি আমার জন্য দোয়া করতেন এবং আমার মাথায় হাত বুলাতেন। আমি ছিলাম তখন বালক বয়সী।

৬৬৩-بَابُ الْمَعَانِقَةِ

৪৪৩-অনুচ্ছেদ : মুয়ানাকা (আলিঙ্গন)।

৯৭৯- عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْتَعْتُ بَعِيرًا فَشَدَدْتُ إِلَيْهِ رَحْلِي شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُتَيْسٍ فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَخَرَجَ فَأَعْتَنَقَنِي قُلْتُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي لَمْ أَسْمَعُهُ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ أَوْ تَمُوتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ أَوْ النَّاسَ عُرَاةً غُرُلًا بُهْمًا قُلْنَا مَا بُهْمًا قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدَ أَحْسَبِهِ قَالَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قُرْبَ أَنَا الْمَلِكُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَاحِدٌ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلِمَةٍ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ وَاحِدٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلِمَةٍ قُلْتُ وَكَيْفَ وَأَنَا نَائِي اللَّهُ عُرَاةً بُهْمًا قَالَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ .

৯৭৯। ইবনে আকীল (র) থেকে বর্ণিত। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ (স)-এর এক সাহাবীর বরাতে একটি হাদীস সম্পর্কে অবহিত হন। আমি (জাবের) একটি উট ক্রয় করে তাতে আরোহণ করে এক মাসের পথ অতিক্রম করে সিরিয়ায় গিয়ে তার নিকট উপস্থিত হই। সেই সাহাবী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা)। আমি তাকে খবর পাঠালাম যে, জাবের তোমার দ্বারে অপেক্ষমাণ। দূত ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনার নাম কি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি বাইরে বের হয়ে এসে আমাকে আলিঙ্গন করেন। আমি বললাম, এমন একটি হাদীস আমার নিকট পৌঁছেছে যা আমি ইতিপূর্বে শুনিনি। আমার আশংকা হলো হয়তো আমি মারা যাবো অথবা আপনি মারা যাবেন। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তাআলা বান্দাগণকে বা মানবজাতিকে হাশরের মাঠে উঠাবেন বস্ত্রহীন ও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়। আমরা বললাম, সহায়-সম্বলহীন কি? তিনি বলেন : তাদের কোন সহায়-সম্বল থাকবে না। তিনি তাদেরকে সশব্দে ডাকবেন, দূরবর্তীগণও তা শুনতে পাবে, যেমন শুনতে পাবে নিকটবর্তীরা, “আমিই রাজাধিরাজ”। কোন বেহেশতবাসী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ তার উপর কোন দোষখবাসীর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকবে। আর কোন

দোষখবাসীও দোষখে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ তার উপর কোন বেহেশতবাসীর কোন দাবি অবশিষ্ট থাকবে। আমি বললাম, সে দাবি কিভাবে মিটমাট করবে, যেখানে আমরা সকলে উথিত হবো আল্লাহর সমীপে সহায়-সম্মলহীনভাবে? তিনি বলেন : নেকী এবং গোনাহ দ্বারা (বু,আ,ইলা,তা,হা)।

৬৬৬-بَابُ الرَّجُلِ يُقْبَلُ ابْنَتَهُ

৪৪৪-অনুচ্ছেদ : নিজ কন্যাকে চুমা দেয়া।

৯৮০- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ حَدِيثًا وَكَلَامًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَاطِمَةٍ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا وَاجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَرَحَّبَتْ وَقَبَّلَتْهُ وَاجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تَوَفَّى فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا .

৯৮০। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, কথার্বার্থ্য ফাতেমার চাইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। ফাতেমা (রা) তার নিকট এলে তিনি উঠে তার নিকট যেতেন, তাকে স্বাগত জানাতেন, তাকে চুমা দিতেন এবং তাকে নিজের জায়গায় বসাতেন। আর রাসূলুল্লাহ (স)-ও তার নিকট গেলে ফাতেমা (রা)-ও তাঁর নিকট উঠে যেতেন, তাঁর হাত ধরে তাঁকে স্বাগত জানাতেন এবং তাঁকে নিজের জায়গায় বসাতেন। নবী (স) অস্তিমরোগে আক্রান্ত অবস্থায় ফাতেমা (রা) আসলে তিনি তাকে স্বাগত জানান এবং চুমা দেন (বু, মু, দা, তি)।

৬৬৫-بَابُ تَقْبِيلِ الْيَدِ

৪৪৫-অনুচ্ছেদ : হাতে চুমা দেয়া।

৯৮১- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي غَزْوَةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً قُلْنَا كَيْفَ نَلْقَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ فَرَرْنَا فَتَنَزَّلَ الْإِ مَّتَحَرِّقًا لِقَتَالِ فَقُلْنَا لَا نَقْدُمُ الْمَدِينَةَ فَلَا يَرَانَا أَحَدٌ فَقُلْنَا لَوْ قَدِمْنَا فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قُلْنَا نَحْنُ الْفَرَارُونَ قَالَ أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ قَالَ أَنَا فَتَكْتُمُ .

৯৮১। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা একটি যুদ্ধে যোগদান করলাম। (যুদ্ধের ভয়াবহতায়) লোকজন পলায়ন করলো। আমরা বলাবলি করলাম, আমরা কেমন করে নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাত করবো, অথচ আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছি। তখন নাযিল হলো, “অবশ্য যুদ্ধকৌশল অবলম্বনের জন্য পশ্চাৎপদ হলে স্বতন্ত্র কথা” (সূরা আনফাল : ১৬)। আমরা বলাবলি করলাম, আমরা মদীনায ফিরে যাবো না। তাহলে লোকজন আমাদেরকে দেখবে না। আমরা আরও বললাম, যদি আমরা মদীনায ফিরে যাই! নবী (স) ফজরের নামায পড়ে কেবল বের হয়েছেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো পলাতকের দল। তিনি বলেন : তোমরা তো পাল্টা আক্রমণকারী দল। তাঁর একথায় আমরা তাঁর হাতে চুমা দিলাম। তিনি বলেন : আমি তোমাদের দলভুক্ত (দা, তি, ই, আ)।

৯৮২- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينَ قَالَ مَرَرْنَا بِالرَّيْذَةِ فَقِيلَ لَنَا هُنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَاتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ فَقَالَ بَايَعْتُ بِهِاتَيْنِ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَ كَفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَأَنَّهَا كَفُّ بَعِيرٍ فَقُمْنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلْنَاهَا .

৯৮২। আবদুর রহমান ইবনে রাজীন (র) বলেন, আমরা একদা রাবাযা নামক স্থান দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের বলা হলো, সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) এখানে আছেন। আমরা তার নিকট এসে তাকে সালাম দিলাম। তিনি তার দুই হাত বের করে বলেন, এই দুই হাতে আমি আল্লাহর নবীর হাতে বায়আত হয়েছি। তিনি তার হস্তপুষ্টি এক হাতের তালু বের করলেন, যা ছিল উটের পাঞ্জার মত। আমরা উঠে তার নিকট গিয়ে তাতে চুমা দিলাম।

৯৮৩- عَنْ ابْنِ جُدْعَانَ قَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ أَمَسِسْتَ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَبَّلَهَا .

৯৮৩। ইবনে জুদআন (র) থেকে বর্ণিত। সাবিত (র) আনাস (রা)-কে বলেন, আপনি কি নবী (স)-কে নিজ হাতে স্পর্শ করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি তার হাতে চুমা দিলেন।

৬৬-بابُ تَقْبِيلِ الرَّجُلِ

৪৪৬-অনুচ্ছেদ : পায়ে চুমা দেয়া (কদমবুচি)।

৯৮৪- عَنْ الْوَازِعِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَدِمْنَا فَقِيلَ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ نُقَبِّلُهَا .

৯৮৪। ওয়াজে ইবনে আমের (রা) বলেন, আমরা (আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল মদীনায়ে) পৌছলে বলা হলো, ইনিই আল্লাহর রাসূল (স)। আমরা তাঁর হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধরে তাতে চুমা দিলাম (দা)।

৯৮৫- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يَقْبَلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرَجْلَيْهِ .

৯৮৫। সুহাইব (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে আব্বাস (রা)-এর হাত ও উভয় পায়ে চুমা দিতে দেখেছি।

৬৭-بابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ تَعْظِيمًا

৪৪৭-অনুচ্ছেদ : একজনের সম্মানার্থে অপরজনের দাঁড়ানো।

৯৮৬- عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ يَقُولُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ خَرَجَ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قُعُودٌ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَقَعَدَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ أَرْزَنْهُمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَهُ أَنْ يُمَثَّلَ لَهُ عِبَادُ اللَّهِ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا بَيْتًا مِّنَ النَّارِ .

৯৮৬। আবু মিজলায (র) বলেন, মুয়াবিয়া (রা) বের হলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আমের ও আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বসা ছিলেন। ইবনে আমের উঠে দাঁড়ালেন এবং ইবনুয যুবাইর (রা) বসে থাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) ছিলেন তাদের উভয়ের চেয়ে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। মুয়াবিয়া (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার সম্মানে আল্লাহর বান্দাগণ দাঁড়ালে আনন্দিত হয় সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নেয় (দা, তি, আ, তা, হা)।

৬৬৮-بَابُ بَدْءِ السَّلَامِ

৪৪৮-অনুচ্ছেদ : সালামের সূচনা।

৯৮৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ﷺ وَطَوَّلَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا قَالَ إِذْ هَبَ فَسَلَّمَ عَلَى أَوْلَئِكَ نَفَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٍ فَاسْتَمَعَ مَا يُجِيبُونَكَ فَاتَّيَبَتْ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَتِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَنْقُصُ الْخَلْقُ حَتَّى الْآنَ .

৯৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেন, যাও, উপবিষ্ট ঐ ফেরেশতার দলকে সালাম দাও এবং তারা তোমার সালামের কি জবাব দেয় তা মনোযোগ সহকারে শোনো। কেননা এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালাম (সম্বাষণ)। আদম (আ) গিয়ে বলেন, আসসালামু আলাইকুম (আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ (আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ “ওয়া রহমাতুল্লাহি” বাড়িয়ে বলেন। যে ব্যক্তি বেহেশতে যাবে সেই হবে আদম (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট। তখন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষের দেহাবয়ব (উচ্চতা) ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে (বু, মু)।

৬৬৯-بَابُ أَفْشَاءِ السَّلَامِ

৪৪৯-অনুচ্ছেদ : সালামের প্রসার।

৯৮৮- عَنْ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا .

৯৮৮। বারাবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা সালামের বহুল প্রসার করো, তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে (আ, হি)।

৯৮৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا تَحَابُّونَ بِهِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

৯৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন জিনিস জ্ঞাত করবো না, যাতে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হয়? সাহাবাগণ বলেন, নিশ্চয় ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে সালামের বহুল প্রসার ঘটাই (মু)।

৯৯০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطِعُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ .

৯৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমরা দয়াময় রহমানের ইবাদত করো, মানুষকে আহার করাও এবং সালামের বহুল প্রচলন করো, তাহলে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করতে পারবে (তি, ই, দার, আ, হি)।

৪৫-بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ .

৪৫০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয়।

৯৯১- عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ يَبْدَأُ أَوْ يَبْدُرُ ابْنَ عُمَرَ بِالسَّلَامِ .

৯৯১। বশীর ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে তার আগে কেউ সালাম দিতে পারতো না (আন, হি)।

৯৯২- عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ يُسَلِّمُ الرَّكِيبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ .

৯৯২। জাবের (রা) বলেন, আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে গমনকারীকে সালাম দিবে এবং পদব্রজে গমনকারী বসা ব্যক্তিকে সালাম দিবে। আর দুই পথচারীর মধ্যে যে প্রথম সালাম দিবে সে অধিক উত্তম।

৯৯৩- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْأَعْرَ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ مُّزَيْنَةَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مَّعَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ لَهُ أَوْسَقُ مِّنْ تَمَرٍ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَ إِلَيْهِ مِرَارًا قَالَ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ مَعِيَ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ لَقِينَا سَلَّمُوا عَلَيْنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَلَا تَرَى النَّاسَ يَبْدَأُونَكَ بِالسَّلَامِ فَيَكُونُونَ لَهُمُ الْأَجْرُ إِنْ دَاهَمَ بِالسَّلَامِ يَكُنْ لَكَ الْأَجْرُ يُحَدِّثُ هَذَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَفْسِهِ .

৯৯৩। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তাকে অবহিত করেন যে, মুয়াযনা গোত্রের আল-আগারর (রা) নবী (স)-এর সাহাবী ছিলেন। আমার ইবনে আওফ গোত্রের এক ব্যক্তির নিকট তার কয়েক ওয়াসাক খেজুর পাওনা ছিল। তিনি এজন্য বেশ কয়েক বার তাকে তাগাদাও দেন।

তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট গেলে তিনি আমার সাথে আবু বাকর সিদ্দীক (রা)-কে পাঠান। তিনি বলেন, (পশ্চিমধ্যে যার সাথেই) আমাদের সাক্ষাত হয়েছে তারাই আগে আমাদের সালাম দিয়েছে। আবু বাকর (রা) বলেন, তুমি কি লক্ষ্য করছো না যে, লোকজন তোমাকে আগে সালাম দিচ্ছে এবং তাদের সওয়াব হচ্ছে? তুমি আগে তাদেরকে সালাম দাও, তোমার সওয়াব হবে। ইবনে উমার (রা) এটাকে নিজের ঘটনা বলেছেন (তা)।

৯৯৬- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَيَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

৯৯৪। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা হালাল নয়। অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তাদের দু'জনের সাক্ষাত হলে একজন এদিকে এবং অপরজন ঐদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে আগে সালাম দেয় (বু, মু, দা, তি)।

৬০১-بَابُ فَضْلِ السَّلَامِ

৪৫১-অনুচ্ছেদ : সালাম বিনিময়ের ফযীলাত।

৯৯৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ عَشْرُونَ حَسَنَةً فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَوْشَكَ مَا نَسَى صَاحِبُكُمْ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُجْلِسَ فَلْيُجْلِسْ وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ مَا الْأَوَّلَى بِأَحَقُّ مِنَ الْآخِرَةِ .

৯৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন এক মজলিসে ছিলেন। সে বললো, আসসালামু আলাইকুম। নবী (স) বলেন : দশটি নেকী। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি ঐ পথে যেতে বললো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। নবী (স) বলেন : বিশ নেকী। আরেক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যেতে বললো, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ। নবী (স) বলেন : তিরিশ নেকী। অতঃপর এক ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে চলে গেলো, কিন্তু সালাম দিলো না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : হয়তো তোমাদের সাথী (সালামের মর্যাদা) বিস্মৃত হয়েছে। তোমাদের কেউ মজলিসে এসে পৌঁছলে যেন সালাম দেয়। তারপর মজলিসে বসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে সে বসবে। আবার সে যখন চলে যাবে তখনও যেন সালাম দেয়। কেননা পরের সালাম পূর্বের সালামের চেয়ে কম মর্যাদাপূর্ণ নয় (তি,না,হি,আ,দা)।

৯৯৬- عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ رَدِيفُ أَبِي بَكْرٍ فَيَمُرُّ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَيَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَضَلْنَا النَّاسَ الْيَوْمَ بِزِيَادَةِ كَثِيرَةٍ .

৯৯৬। উমার (রা) বলেন, আমি বাহনের পেছন দিকে আবু বাকর (রা)-এর সফরসংগী ছিলাম। তিনি যে কোন জনসমষ্টিকে অতিক্রম করেন তাদেরকে আসসালামু আলাইকুম বলেন। তারা বললো, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আর তিনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বললে তারা বলে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আবু বাকর (রা) বলেন, লোকজন আজ আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সওয়াবের অধিকারী হলো।

৯৯৭- عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا حَسَدَكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَوْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّامِينَ .

৯৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : ইহুদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এতো বেশী ঈর্ষান্বিত নয় যতোটা তারা তোমাদের সালাম ও আমীনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত (ই ৮৫৬)।

৬৫২-بَابُ السَّلَامِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৪৫২-অনুচ্ছেদ : সালাম হলো মহামহিম আল্লাহর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি নাম।

৯৯৮- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

৯৯৮। আনাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন : সালাম হলো আল্লাহ তাআলার নামসমূহের একটি। তিনি দুনিয়াবাসীদের জন্য তা দান করেছেন। অতএব তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের বহুল প্রচলন করো (তা, বায)।

৯৯৯- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْقَائِلُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ مَنْ الْقَائِلُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَقَدْ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَهَا كَمَا يَتَعَلَّمُ أَحَدُكُمْ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ .

৯৯৯। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, লোকজন নবী (স)-এর পেছনে নামায পড়ছিলো। এক ব্যক্তি বললো, আসসালামু আলাল্লাহ (আল্লাহর প্রতি সালাম)। নবী (স) নামাযশেষে জিজ্ঞেস করেন :

আসসালামু আলাল্লাহ কে বলেছে? নিশ্চয় আল্লাহ হলেন সালাম (শান্তিদাতা)। বরং তোমরা বলো, 'আন্তাহিয়াতু লিল্লাহি..... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'। "সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা এবং পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রহমাত এবং প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল"। রাবী বলেন, সাহাবীগণ তা এতো গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা করতেন, যেমন তোমাদের কেউ কুরআনের সূরা শিক্ষা করে (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

৬৫৩-بَابُ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ

৪৫৩-অনুচ্ছেদ : দুই মুসলমানের সাক্ষাতকালে সালাম প্রদানকারী মুসলমানের অধিকার।

১০০০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ قِيلَ وَمَا هِيَ قَالَ إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمَّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاصْنَبْهُ .

১০০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি কর্তব্য রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কি কি? তিনি বলেন : (১) তুমি তার সাথে সাক্ষাত করলে তাকে সালাম দিবে। (২) সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তুমি তার দাওয়াত কবুল করবে। (৩) সে তোমার কাছে পরামর্শ বা উপদেশ চাইলে তুমি তাকে সৎ পরামর্শ বা সদুপদেশ দিবে। (৪) সে হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বললে তুমি তার হাঁচির জবাব দিবে। (৫) সে মারা গেলে তুমি তার সংগী হবে (জানাযা পড়বে ও দাফন করবে) (বু, মু)।

৬৫৪-بَابُ يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ

৪৫৪-অনুচ্ছেদ : পথচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে।

১০০১- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِيُسَلِّمِ الرَّكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ وَلِيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ وَلِيُسَلِّمِ الْأَقْلُ عَلَى الْأَكْثَرِ فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ .

১০০১। আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : আরোহী যেন পদচারীকে সালাম দেয়। পদচারী যেন উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দেয়, অল্প সংখ্যক যেন বেশি সংখ্যককে সালাম দেয়। যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিলো তার সওয়াব তাদের জন্য আর যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিলো না তার জন্য কিছুই নাই (আ)।

১০০২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدُ عَلَى الْكَثِيرِ .

১০০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : আরোহী পদচারীকে সালাম দিবে, পদচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (বু, মু)।

১০০৩- عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ الْمَاشِيَانِ إِذَا اجْتَمَعَا فَأَيُّهُمَا بَدَأَ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ .

১০০৩। জাবের (রা) বলেন, দুইজন পদচারী একত্র হলে তাদের মধ্যে যে আগে সালাম দেয় সে অধিক উত্তম।

৪৫৫-بَابُ تَسْلِيمِ الرَّكَّابِ عَلَى الْقَاعِدِ

৪৫৫-অনুচ্ছেদ : আরোহী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে।

১০০৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدُ عَلَى الْكَثِيرِ .

১০০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : আরোহী পদচারীকে সালাম দিবে, পদচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (বু, মু)।

১০০৫- عَنْ قُضَالَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدُ عَلَى الْكَثِيرِ .

১০০৫। ফাদালা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : অশ্বারোহী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দিবে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (তি, না, দার, হি)।

৪৫৬-بَابُ هَلْ يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الرَّكَّابِ

৪৫৬-অনুচ্ছেদ : পদচারী কি আরোহীকে সালাম দিবে?

১০০৬- عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ لَقِيَ فَارِسًا فَبَدَأَ بِالسَّلَامِ فَقُلْتُ تَبْدَأُ بِالسَّلَامِ قَالَ رَأَيْتُ شَرِيحًا مَاشِيًا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ .

১০০৬। হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। এক অশ্বারোহীর সাথে শাবী (র)-এর সাক্ষাত হলে তিনি তাকে প্রথমে সালাম দেন। আমি বললাম, আপনি তাকে প্রথমে সালাম দিলেন? তিনি বলেন, আমি গুরায়হ (রা)-কে পদব্রজে যেতে প্রথমে সালাম দিতে দেখেছি।

৬৫৭-بَابُ يُسَلِّمُ الْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

৪৫৭-অনুচ্ছেদ : ক্ষুদ্র দল বড়ো দলকে সালাম দিবে।

১০০৭- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّكِيبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .

১০০৭। ফাদালা ইবনে উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (তি, না, আ, দার, হি)।

১০০৮- عَنْ فَضَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .

১০০৮। ফাদালা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : অশ্বরোহী পদচারীকে, পদচারী দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (হি)।

৬৫৮-بَابُ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ

৪৫৮-অনুচ্ছেদ : ছোটরা বড়োদের সালাম দিবে।

১০০৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّكِيبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .

১০০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : আরোহী পদচারীকে, পদচারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (বু, মু, দা, তি, আ, আন)।

১০১০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .

১০১০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ছোট বড়োকে, পদচারী উপবিষ্টকে এবং কম সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে (তি)।

৬৫৯-بَابُ مُنْتَهَى السَّلَامِ

৪৫৯-অনুচ্ছেদ : সালামের সমাপ্তি।

১০১১- عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ كَانَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ بَنِ ثَابِتٍ يَكْتُبُ عَلَى كِتَابِ زَيْدٍ إِذَا سَلَّمَ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَطَيْبَ صَلَوَاتِهِ .

১০১১। আবু যিনাদ (র) বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর পুত্র খারিজা (র) যায়েদ (রা)-এর পত্রে সালাম লিখতেন : “আপনার প্রতি সালাম, হে আমীরুল মুমিনীন এবং আল্লাহর রহমাত, বরকত, তাঁর ক্ষমা ও সর্বোৎকৃষ্ট করুণারশি বর্ষিত হোক”।

৬৬-بَابُ مَنْ سَلَّمَ إِشَارَةً

৪৬০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ইশারায় সালাম দিলো।

১০১২- حَدَّثَنَا هِشَاجُ بْنُ بِسَامٍ أَبُو قُرَّةَ الْخُرَّاسَانِيُّ رَأَيْتُهُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسًا يَمُرُّ عَلَيْنَا فَيَوْمِيءُ بِيَدِهِ إِلَيْنَا فَيُسَلِّمُ وَكَانَ بِهِ وَضْعٌ وَرَأَيْتُ الْحَسَنَ يَخْضِبُ بِالْصُّفْرَةِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ أَلْوَى النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ .

১০১২। হাইয়ায ইবনে বিসাম আবু কুররা আল-খুরাসানী (র) বলেন, আমি দেখেছি যে, আনাস (রা) আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তার হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে আমাদের সালাম দিতেন। তাতে স্বেতরোগের দাগ ছিল। আমি হাসান (র)-কে দেখেছি যে, তিনি হলুদ রঙ্গের খেজাব ব্যবহার করতেন এবং তার মাথায় থাকতো কালো পাগড়ী। আসমা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর হাতের ইশারায় নারীদের সালাম দেন (দার,আ,আন)।

১০১৩- عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَعَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى إِذَا نَزَلَا سَرِفًا مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِالسَّلَامِ قَرْدًا عَلَيْهِ .

১০১৩। সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ও কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র)-এর সাথে সফরে রওয়ানা হন। তারা সারিফ নামক স্থানে উপনীত হলে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) সেই পথে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে ইঙ্গিতে সালাম দেন এবং তারা দু'জনে তার জবাবও দেন।

১০১৪- عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّسْلِيمَ بِالْيَدِ أَوْ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ التَّسْلِيمَ بِالْيَدِ .

১০১৪। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) বলেন, সাহাবীগণ হাতের ইশারায় সালামের আদান-প্রদান অপছন্দ করতেন।

৬৭-بَابُ يُسْمَعُ إِذَا سَلَّمَ

৪৬১-অনুচ্ছেদ : প্রতিপক্ষকে শুনিয়ে সালাম দিবে।

১০১৫- عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا سَلَّمْتَ فَاسْمَعْ فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ .

১০১৫। সাবিত ইবনে উবাইদ (র) বলেন, আমি এক মজলিসে আসলাম। সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও ছিলেন। তিনি বলেন, তুমি সালাম দিলে তা (প্রতিপক্ষের) কর্ণগোচর করে। কেননা তা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র বাক্য।

৬২-بَابُ مَنْ خَرَجَ يُسَلِّمُ وَيُسَلَّمُ عَلَيْهِ

৪৬২-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালাম আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে বের হয়।

১০১৬-عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَعْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَلَى سُقَاطٍ وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مَسْكِينٍ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتَبَعَنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السَّلْعِ وَلَا تَسُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ فَاجْلِسْ بِنَا هُنَا نَتَحَدَّثُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ يَا أَبَا بَطْنٍ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ إِنَّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ لَقِينَا .

১০১৬। তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর নিকট যাতায়াত করতেন এবং তার সাথে বাজারে যেতেন। রাবী বলেন, আমরা বাজারে যাওয়ার পথে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে সর্বসাধারণ, দোকানদার, ফকীর-মিসকীন বা অন্য যে কোন লোকের সাক্ষাত হতো তিনি তাকে সালাম দিতেন। তুফাইল (র) বলেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি আমাকে নিয়ে বাজারে যেতে চাইলেন। আমি বললাম, আপনি বাজারে গিয়ে কি করবেন? না আপনি কেনাকাটা করেন, না কোন পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, না দরদাম করেন, আর না বাজারের কোন মজলিসে বসেন। বরং আমাদের নিয়ে এখানেই বসুন, কিছু আলাপ-আলোচনা করি। আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বলেন, হে ভুরিওয়ালা (তার পেট মোটা ছিল)! আমরা তো বাজারে যাই যাকে সামনে পাই তাকে সালাম দেয়ার জন্য (মা, বা, সা)।

৬৩-بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا جَاءَ الْمَجْلِسَ

৪৬৩-অনুচ্ছেদ : মজলিসে পৌঁছে কারো সালাম দেয়া।

১০১৭-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ رَجَعَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّ الْأُخْرَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الْأُولَى .

১০১৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি মজলিসে গিয়ে পৌঁছেলে সে যেন সালাম দেয়। সে ফিরে যেতেও সালাম দিবে। কেননা, পরের সালাম আগের সালাম থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় (তি, না, তা, তহা, আ, হা, হি)।

৬৬৬-بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

৪৬৪-অনুচ্ছেদ : মজলিস থেকে বিদায়কালে সালাম দেয়া ।

১০১৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ جَلَسَ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَى .

১০১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন ব্যক্তি মজলিসে এসে পৌছে যেন সালাম দেয়। সে মজলিসে বসার পর মজলিস শেষ হওয়ার পূর্বে উঠে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করলে যেন পুনরায় সালাম দেয়। কেননা আগের সালাম কোন অংশেই শেষের সালামের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয় (দা,না,তহা)।

৬৬৭-بَابُ حَقِّ مَنْ سَلَّمَ إِذَا قَامَ

৪৬৫-অনুচ্ছেদ : মজলিস থেকে বিদায়কালে সালাম প্রদানকারীর অধিকার।

১০১৯- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا بُنَى إِنْ كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ تَرَجُّوْ خَيْرَهُ فَعَجَلْتَ بِكَ حَاجَةً فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَإِنَّكَ تُشْرِكُهُمْ فِيمَا أَصَابُوا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُونَ مَجْلِسًا فَيَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ .

১০১৯। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (র) বলেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, হে বৎস! তুমি যদি কোন মজলিসে তার কল্যাণ লাভের আশায় অংশগ্রহণ করো, অতঃপর কোন প্রয়োজনে তোমাকে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি উঠে যেতে হয় তবে তুমি বলবে, সালামুন আলাইকুম! তাহলে সেই মজলিসে অংশগ্রহণকারীগণ তাতে যে কল্যাণ লাভ করবে, তুমিও তাতে শরীক থাকবে। আর যারা কোন মজলিসে অংশগ্রহণের পর আল্লাহকে স্মরণ না করে মজলিস ভঙ্গ করে উঠে যায়, তারা যেন একটি মৃত গাধা (খেতে একত্র হওয়ার পর) উঠে গেলো (তা)।

১০২০- عَنْ أَبِي مَرْثَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ حَانِطٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ .

১০২০। আবু মরিয়ম (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করলে সে যেন তাকে সালাম দেয়। যদি তাদের মধ্যে কোন গাছ বা প্রাচীর অন্তরায় হয়, অতঃপর পুনরায় তাদের সাক্ষাত হয়, তখনও যেন তাকে সালাম দেয় (দা)।

১০২১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَكُونُونَ مُجْتَمِعِينَ فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الشَّجَرَةُ فَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْ يَمِينِهَا وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا فَإِذَا التَّفُّؤُا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

১০২১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর সাহাবাগণ একত্র থাকা অবস্থায় তাদের সামনে কোন গাছ প্রতিবন্ধক হওয়ায় তাদের কতক তার ডান পাশ দিয়ে এবং কতক বাম পাশ দিয়ে যেতে তাদের পুনরায় সাক্ষাত হতেই পরস্পর সালাম করতেন (তা)।

৬৬-بَابُ مَنْ دَهَنَ يَدَهُ لِلْمَصَافَحَةِ

৪৬৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে হাতে তৈল মাশিশ করে।

১০২২- عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَنَسًا كَانَ إِذَا أَصْبَحَ دَهَنَ يَدَهُ بِدُهْنٍ طَيِّبٍ لِمَصَافَحَةِ إِخْوَانِهِ .

১০২২। সাবিত আল-বুনানী (র) বলেন, আনাস (রা) সকালবেলা বন্ধু-বান্ধবের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করার জন্য তার হাতে সুগন্ধি তৈল মাখতেন।

৬৭-بَابُ التَّسْلِيمِ بِالْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِهَا

৪৬৭-অনুচ্ছেদ : পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।

১০২৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

১০২৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসুল্লাহ! কোন ইসলাম সর্বোত্তম? তিনি বলেন : তুমি আহার করাবে এবং সালাম দিবে পরিচিত-অপরিচিত সকলকে (বু, মু, দা, ই, আন, হি)।

৬৮-بَابُ

৪৬৮-অনুচ্ছেদ : (রাস্তার অধিকার)।

১০২৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْأَقْنِيَةِ وَالصُّعْدَاتِ أَنْ يُجْلَسَ فِيهَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ لَا نَسْتَطِيعُهُ لَا نَطِيقُهُ قَالَ أَمَا لَا فَأَعْطُوا حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّهَا قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَارْشَادُ ابْنِ السَّبِيلِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ وَرَدَّ التَّحِيَّةَ .

১০২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বাড়ির আঙ্গিনায় এবং উঁচু স্থানসমূহের ঢালে বসতে নিষেধ করলেন। মুসলমানগণ বলেন, তা তো আমাদের সাধ্যাতীত। তিনি বলেন : যদি তাই হয় তবে তোমরা তার দাবি পূরণ করো। তারা বলেন, রাস্তার দাবি কি? তিনি বলেন : দৃষ্টিশক্তি সংযত রাখা, পথিককে পথ বলে দেয়া, হাঁচিদাতা আলহামদু লিল্লাহ বললে তার জবাব দেয়া এবং সালামের উত্তর দেয়া (দা)।

১০২৫ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخْبَلُ النَّاسَ مِنْ بُخْلِ بِالسَّلَامِ وَالْمَغْبُوءُ مَنْ لَمْ يَرُدَّهُ وَأَنْ حَالَتْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخِيكَ شَجَرَةٌ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّلَامِ لَا يَبْدَأُكَ فَافْعَلْ.

১০২৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে সে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কৃপণ এবং যে ব্যক্তি সালামের উত্তর দেয় না সে প্রতারক। যদি তোমার ও তোমার অপর ভাইয়ের মাঝখানে কোন গাছ প্রতিবন্ধক হয় তবে যথাসাধ্য তুমিই তাকে আগে সালাম দিতে তৎপর হবে। সে যেন তোমার আগে তোমাকে সালাম দিতে না পারে।

১০২৬ - عَنْ سَالِمِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ زَادَ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَطَيَّبُ صَلَوَاتِهِ .

১০২৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মুক্তদাস সালাম (র) বলেন, কেউ ইবনে উমার (রা)-কে সালাম দিলে তিনি বর্ধিত শব্দযোগে তার উত্তর দিতেন। আমি তার নিকট আসলাম এবং তিনি তখন বসা ছিলেন। আমি বললাম, আসসালামু আলাইকুম। তিনি উত্তর দেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আমি পুনরায় তার নিকট এসে বললাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। তিনি উত্তর দেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি পুনরায় তার নিকট এসে বললাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তিনি এবার জবাব দিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া তাইয়্যিবু সালাওয়াতিহি।

৬৭-بَابُ لَا يُسَلِّمُ عَلَى فَاسِقٍ

৪৬৯-অনুচ্ছেদ : পাপাচারীকে সালাম দিবে না।

১০২৭ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَّابِ الْخَمْرِ .

১০২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, তোমরা মদ্যপায়ীকে সালাম দিও না (বু)।

১০২৮ - عَنْ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ حُرْمَةٌ .

১০২৮। হাসান (র) বলেন, তোমার ও পাপাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে সন্ধানের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

১০২৯- حَدَّثَنِي أَبُو زُرَيْقٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَكْرَهُ الْإِشْتِرَاجَ وَيَقُولُ لَا تُسَلِّمُوا عَلَى مَنْ لَعِبَ بِهَا وَهِيَ مِنَ الْمَيْسِرِ .

১০২৯। আবু জুরাইক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী ইবনে আবদুল্লাহ (র) সম্পর্কে শুনেছেন যে, তিনি দাবা খেলা অপছন্দ করতেন এবং বলতেন, যারা এই খেলায় অভ্যস্ত তোমরা তাদেরকে সালাম দিও না। কেননা তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

৬৭-بَابُ مَنْ تَرَكَ السَّلَامَ عَلَى الْمُتَخَلِّقِ وَأَصْحَابِ الْمَعَاصِي

৪৭০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি খালুক (যাফরান মিশ্রিত খোশবু) ব্যবহারকারী ও পাপাচারীকে সালাম দেয় না।

১০৩০- عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مُتَخَلِّقٌ بِخُلُقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَأَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْرَضْتَ عَنِّي قَالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ جَمْرَةٌ .

১০৩০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, নবী (স) এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে খালুক প্রসাধনী মাখা এক ব্যক্তিও ছিল। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের সালাম দিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করলেন। সে বললো, আপনি যে আমাকে উপেক্ষা করলেন? তিনি বলেন : তার দুই চোখের মাঝখানে জ্বলন্ত কয়লা রয়েছে।

১০৩১- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ كَرَاهِيَتَهُ ذَهَبَ فَأَلْقَى الْخَاتَمَ وَآخَذَ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ فَلَبِسَهُ وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هَذَا شَرٌّ هَذَا حُلِيَّةُ أَهْلِ النَّارِ فَرَجَعَ فَطَرَحَهُ وَكَبَسَ خَاتَمًا مِّنْ وَرَقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ .

১০৩১। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সোনার আংটি পরে নবী (স)-এর নিকট আসলো। নবী (স) তাকে অবজ্ঞা করলেন। সে তাঁর অবজ্ঞা অনুভব করতে পেরে চলে গিয়ে ঐ আংটি ফেলে দিলো এবং একটি লোহার আংটি পরিধান করলো, অতঃপর নবী (স)-এর নিকট এলো। তিনি বলেন : এটা মন্দ, এটা দোষখবাসীদের অলংকার। সে ফিরে গেলো এবং তাও ফেলে দিয়ে একটি রূপার আংটি পরিধান করলো। নবী (স) এবার তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি (তহা)।

১০৩২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ حَرِيرٌ فَأَنْطَلَقَ الرَّجُلُ مَحْزُونًا فَشَكَا إِلَى

امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَبَّتْكَ وَخَاتَمَكَ فَأَلْقَهُمَا ثُمَّ عَدَا فَفَعَلَ فَرَدَّ السَّلَامَ فَقَالَ جِئْتُكَ أَنْفًا فَأَعْرَضْتَ عَنِّي قَالَ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرٌ مِنْ نَارٍ فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُ إِذَا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ قَالَ إِنْ مَا جِئْتُ بِهِ لَيْسَ بِأَحَدٍ أَغْنَى مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ فِيمَاذَا اتَّخِذْتُمْ قَالَ بِحِلْقَةٍ مِنْ وَرَقٍ أَوْ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ .

১০৩২। আবু সাঈদ (রা) বলেন, বাহরাইন থেকে এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এলো। সে তাকে সালাম দিলো কিন্তু জবাব তিনি দেননি। তার হাতে ছিল সোনার আংটি এবং তার পরনে ছিল একটি রেশমী জুব্বা। লোকটি বিষন্ন মনে ফিরে গিয়ে ঘটনাটি তার স্ত্রীকে জানালো। তার স্ত্রী বললো, হয়তো তোমার এই জুব্বা ও সোনার আংটির কারণে রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ করে থাকবেন। সে এই দু'টি ফেলে দিয়ে পুনরায় ফিরে এসে তাকে সালাম দিলো। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। সে বললো, কিছুক্ষণ আগে আমি আপনার নিকট এসেছিলাম। তখন আপনি আমাকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি বললে : তখন তোমার হাতে দোষখের জ্বলন্ত অঙ্গার ছিল। সে বললো, তাহলে তো আমি অনেক অঙ্গারই সঞ্চয় করেছি। তিনি বলেন : তুমি তো তাই নিয়ে এসেছিলে। কারো কাছে হাররা প্রান্তরের পাথরের চেয়ে অধিক পরিমাণ সম্পদ থাকলেও তা তো পৃথিবী জীবনের সম্পদই। সে বললো, তাহলে আমি কিসের আংটি বানাবো? তিনি বলেন : রূপা, পিতল বা লোহা দ্বারা (না, আ)।

৬৭১-بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْأَمِيرِ

৪৭১-অনুচ্ছেদ : আমীরকে সালাম দেয়া।

১০৩৩- عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ لِمَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَكْتُبُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ بَعْدَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَلِيفَةَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَوَّلِ مَنْ كَتَبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ حَدَّثْتَنِي جَدَّتِي الشَّافَاءُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا هُوَ دَخَلَ السُّوقَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِ الْعِرَاقِيِّنَ أَنْ ابْعَثَ إِلَى بَرَجَلَيْنِ جَلْدَيْنِ نَبِيلَيْنِ أَسْأَلُهُمَا عَنِ الْعِرَاقِ وَآهْلِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ صَاحِبَ الْعِرَاقِيِّنَ بَلْبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ فَأَنَاخَا رَاغِلَتَيْهِمَا بِفَنَاءِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَا الْمَسْجِدَ فَوَجَدَا عُمَرُ بْنُ الْعَاصِ فَقَالَا لَهُ يَا عُمَرُ اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ قَوْتَبَ عُمَرُ فَوَجَدَا عُمَرَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا بَدَأَ لَكَ فِي هَذَا الْأِسْمِ يَا ابْنَ الْعَاصِ لَتُخْرِجَنِي مِمَّا قُلْتَ قَالَ نَعَمْ قَدِمَ لِبَيْدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ فَقَالَا لِي اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى أَمِيرِ

الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ أَنتُمَا وَاللَّهِ أَصَبْتُمَا اسْمَهُ وَأَنَّهُ الْأَمِيرُ وَتَحْنُ الْمُؤْمِنِينَ
فَجَرَى الْكِتَابَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ .

১০৩৩। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আবু বাকর ইবনে সুলায়মান ইবনে আবু হাসমাকে জিজ্ঞেস করেন, কেনো আবু বাকর (রা) পত্রের শিরোনামে লিখতেনঃ আবু বাকর, রাসূলুল্লাহ (স)-এর খলীফার পক্ষ থেকে। অতঃপর উমার (রা) লিখতেন, উমার ইবনুল খাত্তাব, আবু বাকরের খলীফার (প্রতিনিধির) পক্ষ থেকে। সর্বপ্রথম কে “আমীরুল মুমিনীন” শব্দটি লেখার প্রচলন করেন? তিনি বলেন, আমার পিতামহী শিফা (রা) আমাকে বলেছেন, তিনি প্রথম যুগের মুহাজির মহিলাদের একজন এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বাজারে গেলে তার সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করতেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইরাকের শাসনকর্তাকে লিখে পাঠান, আমার নিকট দুইজন বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত লোক পাঠাও যাদেরকে আমি ইরাক ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবো। ইরাকের শাসনকর্তা লবীদ ইবনে রবীয়া এবং আদী ইবনে হাতেম (রা)-কে তার নিকট পাঠান। তারা মদীনায় পৌঁছে তাদের বাহনদ্বয় মসজিদের চত্বরে বাঁধেন। অতঃপর তারা মসজিদে প্রবেশ করে আমার ইবনুল আস (রা)-এর সাক্ষাত পান। তারা তাকে বলেন, হে আমর! “আমীরুল মুমিনীন” উমার (রা)-এর সাথে আমাদের সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে দিন। আমর (রা) উমার (রা)-এর কাছে দ্রুত ছুটে গেলেন এবং বলেন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আমীরুল মুমিনীন। উমার (রা) তাকে বলেন, হে আসের পুত্র! এই পদবী তুমি কোথায় পেলে? তুমি যা বলেছো তা প্রত্যাহার করো। তিনি বলেন, হাঁ, লবীদ ইবনে রবীয়া এবং আদী ইবনে হাতেম (রা) এসেছেন। তারা আমাকে বলেছেন, আমীরুল মুমিনীনের নিকট থেকে আমাদের জন্য সাক্ষাতের অনুমতি এনে দিন। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! তোমরা দু’জনে তার যথার্থ নামকরণ করেছো। নিশ্চয় তিনি আমীর এবং আমরা মুমিন। সেদিন থেকে তা লেখার প্রচলন হয় (ইসতীআব)।

১০৩৪- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا حَجَّتَهُ الْأُولَى وَهُوَ خَلِيفَةُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ ابْنُ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَانْكَرَهَا أَهْلُ الشَّامِ وَقَالُوا مَنْ هَذَا الْمُنَافِقُ الَّذِي يَقْصُرُ بِتَحِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَبَرَكَ عُثْمَانُ عَلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَنْكَرُوا عَلَى أَمْرٍ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ حَيَّيْتُ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَمَا أَنْكَرَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِمَنْ تَكَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى رِسْلِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ بَعْضُ مَا يَقُولُ وَلَكِنْ أَهْلُ الشَّامِ لَمَّا حَدَّثَتْ هَذِهِ الْفِتْنُ قَالُوا لَا تُقْصِرْ عِنْدَنَا تَحِيَّةَ خَلِيفَتِنَا فَإِنِّي أَخَالِكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ تَقُولُونَ لِعَامِلِ الصَّدَقَةِ أَيُّهَا الْأَمِيرُ .

১০৩৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) যখন খলীফারূপে প্রথমবার হজ্জ করতে আসেন তখন উসমান ইবনে হুনাইফ আনসারী (রা) তার নিকট আসেন এবং বলেন, আসসালামু আলাইকুম আয়্যুহাল আমীর ওয়া রহমাতুল্লাহ (হে আমীর! আপনাকে সালাম ও আল্লাহর

রহমাত বর্ষিত হোক)। সিরিয়াবাসীদের তা অপছন্দ হলো। তারা বললো, কে এই মোনাফিক যে আমীরুল মুমিনীনের প্রতি অভিবাদনটাকে খাটো করেছে? তখন উসমান (রা) তার হাটুতে ভর দিয়ে বসে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এরা এমন একটি ব্যাপারকে অপছন্দ করছে যা তাদের চাইতে আপনি অধিক জ্ঞাত। আল্লাহর শপথ! আমি আবু বাকর, উমার ও উসমান (রা)-কে এভাবে অভিবাদন করেছি। তাদের কেউই তা অপছন্দ করেননি। মুআবিয়া (রা) সিরিয়াবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ কথা বলেছে তাকে বলেন, ওহে! চুপ করো। তিনি যা বলেছেন ব্যাপার অনেকটা তাই। কিন্তু সিরিয়াবাসীরা গোলযোগ ঘটে যাবার পর বলে, আমাদের খলীফার প্রতি অভিবাদনকে সংক্ষিপ্ত করবো না। হে মদীনাবাসীগণ! আমি তোমাদের স্বরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তোমরা যাকাত আদায়কারীদেরকেও “আমীর” বলে সম্বোধন করে থাকো (মুসান্নাফ আবদুর রায়যাক)।

১০৩৫ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَمَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ .

১০৩৫। জাবের (রা) বলেন, আমি হাজ্জাজের নিকট গিয়েছি কিন্তু তাকে সালাম দেইনি (হা)।

১০৩৬ - عَنْ تَمِيمِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ أَتَيْتُ لَأَذْكُرُ أَوَّلَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ بِالْكُوفَةِ خَرَجَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ بَابِ الرَّحْبَةِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ أَبُو قُرَّةَ الْكِنْدِيُّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحِمَهُ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَكَرِهَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحِمَهُ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَلْ أَنَا إِلَّا مِنْهُمْ أَمْ لَا قَالَ سَمَّاكَ ثُمَّ أَقْرَبَ بِهَا بَعْدُ .

১০৩৬। তামীম ইবনে হাযলাম (র) বলেন, কুফাতে সর্বপ্রথম কাকে আমীর সম্বোধন করে সালাম দেয়া হয়েছিল তা আমার অবশ্যই স্বরণ আছে। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) কুফার রাহুবা ফটক দিয়ে বের হলে কিনদার এক ব্যক্তি তার নিকট আসেন। লোকের ধারণা যে, তিনি ছিলেন আবু কুররা আল-কিন্দী। তিনি তাকে সালাম দিয়ে বলেন, আসসালামু আলাইকা আয্যুহাল আমীর ওয়া রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম। মুগীরা (রা) তা অপছন্দ করেন এবং বলেন, আসসালামু আলাইকুম আয্যুহাল আমীর ওয়া রহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম, এটা কি? আমি তাদেরই একজন কিনা? সিমাক (র) বলেন, অতঃপর মুগীরা (রা) এই আমীর উপাধি গ্রহণ করেন।

১০৩৭ - حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عُبَيْدٍ الرَّعِينِيُّ بَطْنُ مَنْ حَمِيرَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رُوَيْفِعٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى أَنْطَابُلَسَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَى الْأَمِيرِ وَعَنْ عُبَيْدَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ فَقَالَ لَهُ رُوَيْفِعٌ لَوْ سَلَّمْتَ عَلَيْنَا لَرَدَدْنَا عَلَيْكَ السَّلَامَ وَلَكِنْ إِنَّمَا سَلَّمْتَ عَلَى مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ وَكَانَ مَسْلَمَةُ عَلَى مِصْرَ إِذْ هَبَ إِلَيْهِ فَلْيَرُدُّ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَ زِيَادُ وَكُنَّا إِذَا جِئْنَا فَسَلَّمْنَا وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ فَلَنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

১০৩৭। হিম্মারের এক শাখার সদস্য যিয়াদ ইবনে উবায়দেদ আর-রুয়াইনী (র) বলেন, আমরা রুয়াইফে (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন আনতাবুলসের আমীর (শাসক)। এক ব্যক্তি এসে তাকে সালাম দিয়ে বললো, আসসালামু আলাল আমীর। আবদা (র)-এর বর্ণনায় আছে, সে বললো, আসসালামু আলাইকা আয্যাহাল আমীর। রুয়াইফে (রা) তাকে বলেন, তুমি যদি আমাকেই সালাম দিতে তবে অবশ্যই আমি তোমার সালামের জবাব দিতাম। তুমি তো মিসরের শাসক মাসলামা ইবনে মুখাল্লিদকে সালাম দিয়েছো। তুমি তার নিকট যাও, তিনিই তোমার সালামের জবাব দিবেন। রাবী যিয়াদ (র) বলেন, আমরা তার ওখানে গেলে এবং তিনি মজলিসে উপস্থিত থাকলে আসসালামু আলাইকুম বলতাম।

৬৭২-بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّائِمِ

৪৭২-অনুচ্ছেদ : নিদ্রিত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া।

১০৩৮-عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ .

১০৩৮। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) বলেন, নবী (স) রাতের বেলা এসে এমনভাবে সালাম দিতেন যে, ঘুমন্ত লোক জাগ্রত হতো না, অথচ জাগ্রত লোক তা শুনে পেতো (যু, তি, আ)।

৬৭৩-بَابُ حَيَّكَ اللَّهُ

৪৭৩-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তোমায় দীর্ঘজীবী করুন।

১০৩৯-عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ حَيَّكَ اللَّهُ مِنْ مَعْرِفَةٍ .

১০৩৯। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রা)-কে বলেন, সুনাম সহকারে আল্লাহ তোমায় দীর্ঘজীবী করুন।

৬৭৪-بَابُ مَرْحَبًا

৪৭৪-অনুচ্ছেদ : মারহাবা (স্বাগতম)।

১০৪০-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلْتُ فَاطِمَةَ تَمْشِي كَانَ مَشْيُهَا مَشْيَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ اجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ .

১০৪০। আয়েশা (রা) বলেন, ফাতেমা (রা) পদব্রজে আসলেন। আর তার হাঁটার ভংগি ছিল নবী (স)-এর হাঁটার অনুরূপ। নবী (স) বলেন : মারহাবা (স্বাগতম), কন্যা আমার, অতঃপর তাকে নিজের ডান অথবা বামপাশে বসান (যু, যু)।

১০৪১-عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَمَّارُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَفَ صَوْتَهُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطِيبِ .

১০৪১। আলী (র) বলেন, আশ্বার (রা) নবী (স)-এর সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে বলেন : এই পাক-পবিত্র ব্যক্তিকে স্বাগতম (তি, ই, বুখারীর তারীখ)।

৬৭৫-بَابُ كَيْفَ رَدُّ السَّلَامِ

৪৭৫-অনুচ্ছেদ : কিভাবে সালামের উত্তর দিবে?

১০৪২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِّنْ أَجْلَفِ النَّاسِ وَأَشَدَّهُمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا وَعَلَيْكُمْ .

১০৪২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, একদা আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানে একটি গাছের ছায়ায় নবী (স)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক কর্কশ ও কঠোর প্রকৃতির বেদুইন এসে বললো, আসসালামু আলাইকুম। লোকজন বললো, ওয়া আলাইকুম।

১০৪৩- عَنْ أَبِي حَمْزَةَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ يَقُولُ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .
১০৪৩। আবু হামযা (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে সালাম দেয়া হলে তার জবাবে আমি তাকে “ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ” বলতে শুনেছি।

১০৪৪- وَقَالَتْ قَبِيلُهُ قَالَ رَجُلٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

১০৪৪। কাইলা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বলেনঃ ওয়া আলাইকাস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ (ইবনে মানদা)।

১০৪৫- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ فَرَّغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ غِفَارٍ .

১০৪৫। আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি সবেমাত্র নামায পড়ে অবসর হয়েছেন। আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাকে ইসলামী রীতিতে সালাম দিয়েছে। তিনি বলেন : ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ। তুমি কোন গোত্রের লোক? আমি বললাম, গিফার গোত্রের (মু)।

১০৪৬- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشُ هَذَا جِبْرِيلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى تَرِيدُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

১০৪৬। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বললেন : হে আয়েশ! ইনি জিবরাঈল (আ), তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি

ওয়া বারাকাতুহ্। আমি যা দেখতে পাই না আপনি তা দেখতে পান। আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে একথা বলেন (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

১০৪৭- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ قَالَ لِي أَبِي يَا بُنَيُّ إِذَا مَرَّ بِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَلَا تَقُلْ وَعَلَيْكَ كَأَنَّكَ تَخْصُهُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ وَحْدَهُ وَلَكِنْ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

১০৪৭। মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (র) বলেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, হে বৎস! কোন ব্যক্তি তোমাকে অতিক্রমকালে তোমাকে আসসালামু আলাইকুম বললে তুমি শুধু ‘ওয়া আলাইকা’ (এবং তোমার উপরও) বোলা না। কেননা তাতে কেবল তাকেই সালাম দিচ্ছে, অথচ সে একা নয়। বরং তুমি বলবে, আসসালামু আলাইকুম।

৬৭৭-بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدِّ السَّلَامَ

৪৭৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালামের জবাব দেয়নি।

১০৪৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ فَسَلَّمْتُ فَمَا رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي مَا يَكُونُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ رَدَّ عَلَيْكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ مَلَكٌ عَنْ يَمِينِهِ .

১০৪৮। আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত (র) বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে বললাম, আমি উম্মুল হাকামের পুত্র আবদুর রহমানের নিকট দিয়ে যেতে তাকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে কোন উত্তরই দেননি। তিনি বলেন, হে ভাইপো! তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। তার চেয়েও উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ ডান পাশের ফেরেশতা তোমার সালামের উত্তর দিয়েছেন।

১০৪৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنْ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ فَأَفْسُوهُ بَيْنَكُمْ إِنْ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ دَرَجَةٍ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُمُ السَّلَامُ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَطْيَبُ .

১০৪৯। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সালাম হলো আল্লাহর নামসমূহের মধ্যকার একটি নাম। তিনি তা পৃথিবীতে রেখেছেন। অতএব তোমরা পরস্পরের মধ্যে তার ব্যাপক প্রসার করো। কোন ব্যক্তি কোন লোকসমষ্টিকে সালাম দিলে এবং তারা তার জবাব দিলে তাদের চেয়ে তার একটি মর্যাদা বেশী হয়। কেননা সে তাদের আস-সালামকে (শান্তিদাতাকে) স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যদি তারা তার সালামের উত্তর নাও দেয় তবে এমন একজন তার উত্তর দেন যিনি তার বা তাদের চেয়ে অধিক উত্তম ও পবিত্র (বা, বায়, তা, শা)।

১০৫০- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَلْتَسْلِيمُ تَطَوُّعٌ وَالرَّدُّ فَرِيضَةٌ .

১০৫০। হাসান (র) বলেন, সালাম দেয়া হলো নফল (ঐচ্ছিক)। কিন্তু তার উত্তর দেয়া ফরয (বাধ্যতামূলক)।

৬৭৭-বَابُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ

৪৭৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে।

১০৫১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ الْكَذُوبُ مَنْ كَذَبَ عَلَى يَمِينِهِ وَالْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ وَالسَّرُوقُ مَنْ سَرَقَ الصَّلَاةَ .

১০৫১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি শপথ করে মিথ্যা বলে সে সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে সে মারাত্মক কৃপণ। যে ব্যক্তি নামায চুরি করে সে বড়ো চোর।

১০৫২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْخَلُ النَّاسِ الَّذِي يَبْخُلُ بِالسَّلَامِ وَإِنْ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ أَعْجَزَ بِالْدُّعَاءِ .

১০৫২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সালাম দিতে কার্পণ্য করে, সে সবচাইতে বড়ো কৃপণ। যে ব্যক্তি দোয়া করার ব্যাপারে অক্ষম, সে সবচেয়ে বড়ো অক্ষম।

৬৭৮-بَابُ السَّلَامِ عَلَى الصَّبْيَانِ

৪৭৮-অনুচ্ছেদ : শিশুদের সালাম দেয়া।

১০৫৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ بِهِمْ .

১০৫৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বালকদের নিকট দিয়ে যেতে তাদেরকে সালাম দেন এবং বলেন, নবী (স) তাদের সাথে তাই করতেন (বু, মু, দা, ই, তি)।

১০৫৪- عَنْ عُنَيْسَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسَلِّمُ عَلَى الصَّبْيَانِ فِي الْكِتَابِ .

১০৫৪। আনবাসা (রা) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে মক্তবের বালকদের সালাম দিতে দেখেছি।

৬৭৯-بَابُ تَسْلِيمِ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

৪৭৯-অনুচ্ছেদ : স্ত্রীলোকদের পুরুষ লোককে সালাম দেয়া।

১০৫৫- عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ أُمُّ هَانِيٍّ قَالَ مَرْحَبًا .

১০৫৫। উম্মু হানী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন গোসল করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জিজ্ঞেস করেন : কে এই মহিলা? আমি বললাম, উম্মু হানী। তিনি বলেন : মারহাবা-স্বাগতম (বু, মু)।

১০৫৬- حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ كُنَّ النِّسَاءُ يُسَلِّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ .

১০৫৬। মুবারক (র) বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে বলতে শুনেছি : নারীরা পুরুষদেরকে সালাম দিতেন।

৪৮-بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ .

৪৮০-অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সালাম দেয়া।

১০৫৭- عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَعَصْبَةُ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ قَالَ بِيَدِهِ الْيَهْنَ بِالسَّلَامِ فَقَالَ إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانُ الْمُتَعَمِّينَ إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانُ الْمُتَعَمِّينَ قَالَتْ أَحَدَاهُنَّ نَعُودُ بِاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ كُفْرَانِ نَعَمِ اللَّهِ قَالَ بَلَى إِنْ أَحَدَاكُنَّ تَطَوَّلُ أَيْمَتُهَا ثُمَّ تَغْضِبُ الْغَضْبَةَ فَتَقُولُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ سَاعَةً خَيْرًا قَطُّ فَذَلِكَ كُفْرَانُ نَعَمِ اللَّهِ وَذَلِكَ كُفْرَانُ الْمُتَعَمِّينَ .

১০৫৭। আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মসজিদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একদল মহিলা তথায় বসা ছিলেন। তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন : তোমরা নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও, তোমরা নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহর নবী! আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর দেয়া নিয়ামতরাজির প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। তিনি বলেন : হাঁ, তোমাদের কোন নারীর স্বামীর বিরহ-যন্ত্রনা দীর্ঘায়িত হলে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো সামান্য সময়ের জন্যও তার থেকে কোন ভালো ব্যবহার পাইনি। এটাই হলো আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং এটাই হলো নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা (দা,তি,আ ২৮১৪১)।

১০৫৮- عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ مَرْبَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي جَوَارِ أَثْرَابٍ لِي فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانُ الْمُتَعَمِّينَ وَكُنْتُ مِنْ أَجْرَاهُنَّ عَلَى أَسَالَتِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا كُفْرُ الْمُتَعَمِّينَ قَالَ لَعَلَّ أَحَدَاكُنَّ تَطَوَّلُ أَيْمَتُهَا مِنْ أَبَوَيْهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللَّهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضِبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

১০৫৮। আসমা বিনতে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাকে অতিক্রম করলেন। আমি তখন আমাদের মহিলাদের সাথে বসা ছিলাম। তিনি আমাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন : নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। নারীদের মধ্যে আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতে খুবই নির্ভীক ছিলাম। অতএব আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিয়ামতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা কি? তিনি বলেন : হয়তো তোমাদের কারো পিতা-মাতার ঘরে অবিবাহিত অবস্থায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বামী দান করেন এবং তার ঔরসে তাকে সন্তানাদি দান

করেন। তারপরও সে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বলে, আমি তোমার নিকট কখনো ভালো ব্যবহার পেলাম না (আ ২৮১১৩)।

৬৮১-بَابُ مَنْ كَرِهَ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ

৪৮১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি (অনেকের মধ্যে) কাউকে নির্দিষ্ট করে সালাম দেয়া অপছন্দ করে।

১০৫৭- عَنْ طَارِقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ جُلُوسًا فَجَاءَ أَذُنُهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدِّمِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَمَشَيْنَا وَفَعَلْنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فَمَرَّ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَغَ رَسُولُهُ فَلَمَّا صَلَّيْنَا رَجَعَ فَوَلَّجَ عَلَى أَهْلِهِ وَجَلَسْنَا فِي مَكَانِنَا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ قَالَ طَارِقٌ أَنَا أَسْأَلُهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ وَقُشُوُ التَّجَارَةِ حَتَّى تُعَيِّنَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التَّجَارَةِ وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ وَقُشُوُ الْعِلْمِ وَظُهُورُ الشَّهَادَةِ بِالزُّورِ وَكَيْتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ .

১০৫৯। তারিক ইবনে শিহাব (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তার সংবাদ বাহক এসে বললো যে, নামাযের জামাআত শুরু হয়ে গেছে। অতএব তিনিও উঠলেন এবং আমরাও তার সাথে উঠে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তিনি লোকদেরকে মসজিদে সম্মুখভাগে রুকু অবস্থায় দেখলেন। তিনি তাকবীর(তাহরীমা) বলে রুকু করলেন। আমরাও সামনে অগ্রসর হয়ে তার অনুরূপ করলাম। এক ব্যক্তি দ্রুতবেগে যেতে যেতে বললো, হে আবদুর রহমানের পিতা! আস্‌সালামু আলাইকুম। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসূল (স) পূর্ণরূপে পৌছে দিয়েছেন। আমরা নামায শেষ করলে তিনি ফিরে গিয়ে তার অন্দরমহলে চলে গেলেন এবং আমরা তার (ফিরে আসার) অপেক্ষায় স্বস্থানে বসে থাকলাম। শেষে তিনি বের হয়ে এলেন। আমাদের কতক কতককে বললো, তোমাদের কে তাকে জিজ্ঞেস করবে? তারিক (র) বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো। অতএব তিনি জিজ্ঞেস করলে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেনঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী কালে লোকবিশেষকে নির্দিষ্ট করে সালাম দেয়ার প্রচলন হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, ফলে স্বামীর ব্যবসায়ে স্ত্রীও সহযোগিতা করবে। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করা হবে। জ্ঞান- বিজ্ঞানের প্রসার ঘটবে, মিথ্যা সাক্ষ্যদানের প্রচলন হবে এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হবে (আহমদ ৩৮৭০)।

১০৬০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

১০৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বলেন : তোমার পরিচিত ও অপরিচিতজনকে তোমার আহার করানো এবং সালাম দেয়া (বু, মু, না)।

৬৮২-بَابُ كَيْفَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ

৪৮২-অনুচ্ছেদ : পর্দা সংক্রান্ত আয়াত কিভাবে নাযিল হয়েছে?

১০৬১- أَخْبَرَنِي أَنَسُ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشَرَ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَكَانَ أُمُّهُ تَأْتِي يُوْطُونِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَخِدْمَتُهُ عَشَرَ سِنِينَ وَتَوَفَّى وَأَنَا ابْنُ عَشْرَيْنِ فَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ فَكَانَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مَا ابْتَنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِئَتِ بِنْتُ جَحْشٍ أَصْبَحَ بِهَا عُرُوسًا فَدَعَى الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاطَالُوا الْمَكْثَ فَقَامَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنُّوا أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَهُ السِّتْرَ وَأَنْزَلَ الْحِجَابَ .

১০৬১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায়ে আসেন তখন আনাস (রা) দশ বছরের বালক। আমার মা-খালা তাঁর খেদমত করার জন্য আমাকে তাগিদ দিতেন। অতএব আমি দশ বছর যাবত তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকি। তিনি যখন ইনতিকাল করেন তখন আমার বয়স বিশ বছর। তাই আমি পর্দার বিধান সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। অতএব রাসূলুল্লাহ (স) যখন বিনতে জাহ্শ (রা)-কে বিবাহ করলে পর সর্বপ্রথম পর্দার বিধান সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়। নববধূর সাথে রাত যাপনের পর তিনি ভোরে উপনীত হয়ে লোকজনকে আহারের দাওয়াত করেন। (ঐ দিন রাতে) তারা আহার সেড়ে চলে গেলো এবং কতক লোক মহানবী (স)-এর নিকট থেকে গেলো। তারা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলো। তাই তিনি একবার বাইরে যান আবার ভেতরে আসেন। আমিও তাঁর সাথে বাইরে গেলাম যাতে তারা চলে যায়। তিনি পায়চারি করতে থাকলেন, আমিও তাঁর সাথে পায়চারি করতে থাকলাম। এভাবে তিনি আয়েশা (রা)-র ঘরের দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি ধারণা করলেন যে, হয়তো তারা চলে গেছে। তাই তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও ফিরে এলাম। তিনি যখন (রা)-র ঘরে পৌঁছে দেখলেন যে, তারা বসেই আছে। অতএব তিনি আবার ফিরে এলেন এবং আমিও ফিরে এলাম। তিনি আয়েশা (রা)-র ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছলেন। তিনি মনে করলেন যে, এবার তারা হয়তো চলে গেছে। তাই তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও ফিরে এলাম। দেখা গেলো যে, তারা চলে গেছে। মহানবী (স) তাঁর ও আমার মাঝখানে পর্দা টানিয়ে দিলেন এবং পর্দা সংক্রান্ত বিধান নাযিল করা হলো (বু, মু, তি)।

৪৮৩-بَابُ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ

৪৮৩-অনুচ্ছেদ : পর্দার তিন সময় ।

১০৬২- عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرْظِيِّ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَقَالَ مَا تُرِيدُ فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ فَقَالَ إِذَا وَضَعْتَ ثِيَابِي مِنَ الظَّهِيرَةِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِي بَلَّغِ الْحِلْمَ الْإِذَاذَنِي إِلَّا أَنْ أَدْعُوهُ فَذَلِكَ إِذْنُهُ وَلَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَعَرَفَ النَّاسُ حَتَّى تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ وَلَا إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتُ ثِيَابِي حَتَّى أَنَامَ .

১০৬২। সালাবা ইবনে আবু মালেক আল-কুরাযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি “পর্দার তিন সময়” সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য জল্পুয়ানে আরোহণ করে বনু হারিসা ইবনুল হারিস-এর সদস্য আবদুল্লাহ ইবনে সুয়াইদ (রা)-র নিকট গেলেন। কারণ তিনি এই তিন সময়ের নিয়ম মেনে চলতেন। তিনি বলেন, তুমি কী জানতে চাও? আমি বললাম, আমি ঐ তিন সময়ের বিধান মেনে চলতে চাই। তিনি বলেন, দুপুরের সময় যখন আমি আমার পোশাকাঙ্গি খুলে রাখি তখন আমার পরিবারের কোন বালেক সদস্য আমার অনুমতি ব্যতীত আমার নিকট প্রবেশ করতে পারে না। অবশ্য আমি যদি তাকে ডাকি, তবে এটাও তার জন্য অনুমতি। আর যখন ফজরের ওয়াক্ত হয় এবং লোকজনকে চেনা যায়, তখন থেকে ফজরের নামায পড়া পর্যন্ত সময়ও (কেউ অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করতে পারে না)। আর যখন আমি এশার নামায পড়ার পর পোশাক খুলে রেখে ঘুমালো পর্যন্ত (অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করে না) (ইসতীআব ও উসদুল গাবা)।

৪৮৪-بَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

৪৮৪-অনুচ্ছেদ : স্ত্রীর সাথে স্বামীর আহার গ্রহণ।

১০৬৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَكُلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَيْسًا فَمَرُّ عُمَرُ فَدَعَاهُ فَآكَلَ فَأَصَابَتْ يَدَهُ اصْبَعِي فَقَالَ حِسْ لَوْ أَطَاعُ فَيَكُنْ مَا رَأَيْتُكَ عَيْنُ فَنَزَلَ الْحِجَابُ .

১০৬৩। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে হায়স (এক প্রকার মিষ্টি খাদ্য) খাচ্ছিলাম। তখন উমার (রা) এলে তিনি তাকে ডাকলেন এবং তিনিও আহার করলেন। তার হাত আমার আঙ্গুল স্পর্শ করলে তিনি বলেন, তোমাদের ব্যাপারে বোধশক্তি কাজ করলে কোন চোখ তোমাদের দেখতে পেতো না। তখন পর্দার বিধান নাযিল হয় (না)।

১০৬৪- عَنْ سَالِمِ بْنِ سَرْجٍ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَهِيَ حَوْلُهُ وَهِيَ جَدَّةُ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ اخْتَلَفْتُ بَدَنِي وَبَدَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِيَّائِي وَأَحَدٍ .

১০৬৪। সালেম ইবনে সারজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু হাবীবা বিনতে কায়েস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, একই পায়ে (আহারের সময়) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাত আমার হাতে লেগে যায় (দা, ই, আ, শা, তা)।

৬৪৫-بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا غَيْرَ مَسْكُونٍ

৪৮৫-অনুচ্ছেদ : কেউ বসতিহীন ঘরে প্রবেশ করলে।

১. ৬৫- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْكُونِ فَلْيَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ .

১০৬৫। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, কেউ বসতিহীন ঘরে প্রবেশ করলে যেনো বলে, “আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবদিলাহিস সালিহীন” (আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) (শা)।

১. ৬৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا وَاسْتَنْتَنِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ [لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ] .

১০৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (মহান আল্লাহর বাণী) : “তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ করো এবং ঘরবাসীদের সালাম দাও” (সূরা নূর : ২৭)। মহান আল্লাহর বাণী : “বসতিহীন যে ঘরে তোমাদের জিনিসপত্র রয়েছে তাতে তোমাদের প্রবেশ করায় কোন আপত্তি নাই। তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো তা আল্লাহ জানেন” (সূরা নূর : ২৯)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই শেষোক্ত আয়াতের নির্দেশ পূর্বোক্ত আয়াতের নির্দেশের ব্যতিক্রম (তাবারী)।

৬৪৬-لَيْسْتَ أَذِنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

৪৮৬-অনুচ্ছেদ : “তোমাদের ক্রীতদাসেরা যেন তোমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে” (২৪ : ৫৮)।

১. ৬৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ [لَيْسْتَ أَذِنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ] قَالَ هِيَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .

১০৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। (আল্লাহর বাণী) : “তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তারা যেন তোমাদের অনুমতি প্রার্থনা করে” (সূরা নূর : ৫৮)। তিনি বলেন, এই নির্দেশ পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়।

৪৮৭-بَابُ قَوْلِ اللَّهِ [وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ]

৪৮৭-অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণী, “যখন তোমাদের শিশুরা বালগ হয়” (২৪ : ৫৯)।

১০৬৮-عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحُلُمَ عَزَلَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنٍ .

১০৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তার কোন সন্তান বালগ হলেই তিনি তাকে পৃথক (বিছানা) করে দিতেন। সে অনুমতি ব্যতীত তার নিকট প্রবেশ করতে পারতো না।

৪৮৮-بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ

৪৮৮-অনুচ্ছেদঃ মায়ের (ঘরে প্রবেশ করতেও) অনুমতি প্রার্থনা করবে।

১০৬৯-عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي فَقَالَ مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا .

১০৬৯। আলকামা (র) বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আমার মায়ের নিকট (প্রবেশ করতেও) অনুমতি চাইবো? তিনি বলেন, প্রতিটি মুহূর্তে তুমি তাকে দেখতে পছন্দ করবে না।

১০৭০-عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ نَذِيرٍ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ حَذِيفَةَ فَقَالَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي فَقَالَ إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا رَأَيْتَ مَا تَكْرَهُ .

১০৭০। মুসলিম ইবনে নাযীর (র) বলেন, এক ব্যক্তি হুযায়ফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বললো, আমি কি আমার মায়ের নিকটও অনুমতি প্রার্থনা করবো? তিনি বলেন, তুমি তার অনুমতি না চাইলে তাকে এমন অবস্থায় দেখে ফেলবে যা তুমি পছন্দ করো না।

৪৮৯-بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ

৪৮৯-অনুচ্ছেদঃ পিতার নিকটও (প্রবেশের) অনুমতি চাইবে।

১০৭১-عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أُمِّي فَدَخَلَ فَاتَّبَعْتُهُ فَالْتَفَتَ فَدَفَعَ فِي صَدْرِي حَتَّى أَقْعَدَنِي عَلَى اسْتِئْذَنِ ثُمَّ قَالَ أَدْخُلْ بِغَيْرِ إِذْنٍ .

১০৭১। মুসা ইবনে তালহা (র) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে আমার মায়ের ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলে আমিও তার অনুসরণ করলাম। তিনি পেছনে ফিরে আমার বুকে সজোরে আঘাত করে আমাকে আমার নিতম্বের উপর বসিয়ে দিলেন, অতঃপর বলেন, অনুমতি না নিয়েই তুমি প্রবেশ করলে?

৬৭-بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ وَوَلَدِهِ .

৪৯০-অনুচ্ছেদ : পিতা ও সন্তানের নিকটও (প্রবেশের) অনুমতি চাইবে।

১০৭২- عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ وَأُمِّهِ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَأَبِيهِ .

১০৭২। জাবের (রা) বলেন, যে কোন ব্যক্তি তার সন্তানের নিকট এবং মায়ের নিকট অনুমতি চাইবে, তিনি বৃদ্ধা হলেও, ভাই, বোন ও পিতার নিকটও প্রবেশানুমতি চাইবে।

৬৭-بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِهِ

৪৯১-অনুচ্ছেদ : নিজের বোনের নিকটও প্রবেশানুমতি চাইবে।

১০৭৩- عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِي فَقَالَ نَعَمْ فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ أُخْتَانِ فِي حُجْرِي وَأَنَا أَمُونَهُمَا وَأَنْفِقُ عَلَيْهِمَا اسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ ثُمَّ قَرَأَ [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ] قَالَ فَلَمْ يَوْمَرْ هَؤُلَاءِ بِالْأَذْنِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ قَالَ [وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا أَذْنَ وَاجِبٌ زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ .

১০৭৩। আতা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আমি কি আমার বোনের নিকটও প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করে বললাম, আমার প্রতিপালনাধীনে আমার দু'টি বোন আছে, আমিই তাদের পৃষ্ঠপোষক (নিরাপত্তা দানকারী) এবং আমিই তাদের ভরণপোষণ করি, আমি কি তাদের নিকটও প্রবেশানুমতি চাইবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তুমি কি তাদেরকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে? অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন (অনুবাদ) : “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী এবং তোমাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানেরা তিনটি সময়ে যেন তোমাদের নিকট প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করে : ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরের সময় যখন তোমরা পোশাক খুলে রেখে দাও এবং এশার নামাযের পর। তোমাদের তিনটি পর্দা করার সময়” (সূরা নূর : ৫৮)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পর্দার এই তিন সময়ই তাদেরকে অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, “তোমাদের শিশুরা প্রাপ্তবয়সে পৌঁছলে অবশ্যই (সব সময়) অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে, যেমন তাদের প্রবীণরা অনুমতি নিয়ে আসে” (সূরা নূর : ৫৯)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতএব অনুমতি প্রার্থনা করা বাধ্যতামূলক। ইবনে জুরাইজের বর্ণনায় আরো আছে, সকল লোকের জন্য (তাফসীর ইবনে কাছীর)।

৬৭২-بَابُ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَخِيهِ

৪৯২-অনুচ্ছেদ : নিজের ভাইয়ের কাছেও অনুমতি প্রার্থনা করবে।

১০৭৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ وَأَخْتِهِ .

১০৭৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মানুষ তার পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের নিকট প্রবেশানুমতি চাইবে (তাবারী)।

৬৭৩-بَابُ الْأَسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

৪৯৩-অনুচ্ছেদ : তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে।

১০৭৫- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَرَعَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ تَوَلَّاهُ قِيلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤَمِّرُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَأْتِينِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيْتَةِ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ عُمَرُ أَخْفَى عَلَى مَنْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التَّجَارَةِ .

১০৭৫। উবাইদ ইবনে উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আশআরী (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। উমার (রা) হয়তো কোন কাজে মশগুল ছিলেন। তাই আবু মূসা (রা) ফিরে এলেন। উমার (রা) অবসর হয়ে বলেন, আমি কি আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা)-র আওয়াজ শুনিনি? তোমরা তাকে আমার অনুমতি দাও। বলা হলো, তিনি ফিরে গেছেন। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। আবু মূসা (রা) বললেন, আমাদেরকে এরূপই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উমার (রা) বলেন, আপনি আমার সামনে এর অনুকূলে প্রমাণ পেশ করুন। অতএব তিনি আনসারদের মজলিসে এসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন। তারা বলেন, আমাদের মধ্যকার কনিষ্ঠতর আবু সাঈদ আল-খুদরীই এর অনুকূলে সাক্ষ্য দিবে। অতএব তিনি আবু সাঈদ (রা)-কে নিয়ে গেলেন। উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি নির্দেশ আমার অজ্ঞাত থেকে গেলো? বাজারে ব্যবসাই আমাকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে অর্থাৎ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বাইরের যাতায়াত (বু, মু, দু, তি, ই)।

৬৭৬-بَابُ الْأَسْتِئْذَانِ غَيْرَ السَّلَامِ

৪৯৪-অনুচ্ছেদ : সালাম না দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলে।

১০৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَنْ يَسْتَأْذِنُ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْذَنُ لَهُ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ .

১০৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি সালাম না দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে তিনি তার সম্পর্কে বলেন, সে সালাম না দেয়া পর্যন্ত তাকে প্রবেশানুমতি দেয়া যাবে না।

১০৭৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কেউ সালাম না দিয়ে প্রবেশ করলে তুমি বলো, সে চাবি নিয়ে না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ সালাম না দেয়া পর্যন্ত (খোলা যাবে না)।

৬৭৫-بَابُ إِذَا نَظَرَ بِغَيْرِ إِذْنٍ تَفَقَّأَ عَيْنُهُ

৪৯৫-অনুচ্ছেদ : বিনা অনুমতিতে কেউ ভেতর বাড়িতে তাকালে তার চোখ ফুটো করে দেয়া হবে।

১০৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যদি কোন লোক তোমার ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে এবং তুমি তার প্রতি কংকর নিষ্ক্ষেপ করো, তা তার চোখে বিদ্ধ হলে তাতে তোমার কোন দোষ হবে না (বু, মু, দা, না, কু, আ)।

১০৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যদি কোন লোক তোমার ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে এবং তুমি তার প্রতি কংকর নিষ্ক্ষেপ করো, তা তার চোখে বিদ্ধ হলে তাতে তোমার কোন দোষ হবে না (বু, মু, দা, না, কু, আ)।

১০৮০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো। নবী (স) তখন লোহার একটি চিরুনি দিয়ে তাঁর মাথা আচড়াচ্ছিলেন। নবী (স) তাকে দেখে বলেন : আমি যদি জানতে পারতাম যে, তুমি (উঁকি মেরে) আমাকে দেখছো, তাহলে আমি এই চিরুনি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম (বু, মু, তি, না)।

৬৭৬-بَابُ الْأَسْتِئْذَانِ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ

৪৯৬-অনুচ্ছেদ : চোখের কারণেই অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়।

১০৮০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো। নবী (স) তখন লোহার একটি চিরুনি দিয়ে তাঁর মাথা আচড়াচ্ছিলেন। নবী (স) তাকে দেখে বলেন : আমি যদি জানতে পারতাম যে, তুমি (উঁকি মেরে) আমাকে দেখছো, তাহলে আমি এই চিরুনি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম (বু, মু, তি, না)।

১০৮০। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো। নবী (স) তখন লোহার একটি চিরুনি দিয়ে তাঁর মাথা আচড়াচ্ছিলেন। নবী (স) তাকে দেখে বলেন : আমি যদি জানতে পারতাম যে, তুমি (উঁকি মেরে) আমাকে দেখছো, তাহলে আমি এই চিরুনি দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম (বু, মু, তি, না)।

১০৮১- وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَذُنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ .

১০৮১। মহানবী (স) বলেন : চোখের কারণেই অনুমতি প্রার্থনার বিধান দেয়া হয়েছে (দা)।

১০৮২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ خُلَلٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ .

১০৮২। আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারে। রাসূলুল্লাহ (স) তীরের ফলা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। লোকটি তার মাথা টেনে বের করে নেয়।

৬৭৭-بَابُ إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ

৪৯৭-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার ঘরে সালাম করলে।

১০৮৩- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ثَلَاثًا فَادْبَرْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى قَالٍ يَا عَبْدَ اللَّهِ اسْتَدْ عَلِيكَ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيَّ بِأَبِي أَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ كَذَلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحْتَسِبُوا عَلَيَّ بِأَبِي فَقُلْتُ بَلْ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْكَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَارْجَعْتُ وَكُنَّا نُوْمِرُ بِذَلِكَ فَقَالَ مِمَّنْ سَمِعْتُ هَذَا فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ لَنْ لَمْ تَأْتِنِي عَلَى هَذَا بَيِّنَةٍ لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ نَفَرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا أَوْشِكُ فِي هَذَا فَأَخْبَرْتُهُمْ مَا قَالَ عُمَرُ فَقَالُوا لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا فَقَامَ مَعِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَوْ أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَتَّى آتَاهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ سَعْدُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَلَّمْتُ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أَسْمَعُ وَآرُدُ عَلَيْكَ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُكْثِرَ مِنِ السَّلَامِ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَمِينًا عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَجَلٌ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ اسْتَثْبِتَ .

১০৮৩। আবু মুসা (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-র নিকট তিনবার প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে এলাম। তিনি আমার নিকট লোক পাঠিয়ে বলেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার কতো কষ্ট হলো যে, তুমি আমার ঘরের দরজায় অবরুদ্ধ হলে। বুঝে নাও! তোমার ঘরের দরজায়ও লোকজন এভাবে অবরুদ্ধ হয়ে কষ্ট ভোগ করে। আমি বললাম,

আমি আপনার নিকট তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেছি, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে এসেছি। আর আমাদেরকে অনুরূপ নির্দেশই দেয়া হয়েছে। উমার (রা) বলেন, আপনি তা কার নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি তা নবী (স)-এর নিকট শুনেছি। উমার (রা) বলেন, সত্যিই কি আপনি নবী (স)-এর কাছে শুনেছেন, যা আমি শুনিনি? আপনি যদি একথার প্রমাণ নিয়ে আসতে ব্যর্থ হন তবে আমি আপনাকে উচিত শাস্তি দিবো। অতএব আমি রওয়ানা হয়ে মসজিদে (নববীতে) উপবিষ্ট একদল আনসারীর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম এবং তাদের নিকট প্রমাণ প্রার্থনা করলাম। তারা বলেন, এই বিষয়ে কি কেউ সন্দেহ করতে পারে? অতএব উমার (রা) যা বলেছেন আমি তাদেরকে তা অবহিত করলাম। তারা বলেন, আমাদের মধ্যকার কনিষ্ঠতর ব্যক্তিই তোমার সাথে দাঁড়াবে। অতএব আবু সাদ্দ খুদরী (রা) অথবা আবু মাসউদ (রা) আমার সাথে উমার (রা)-র নিকট যেতে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে দেখতে যাওয়ার মনস্থ করলেন। তিনি তার বাড়িতে পৌঁছে সালাম দিলেন, কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো না। এভাবে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সালাম দিলেন, কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো না। তিনি বলেন : আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করেছি। অতঃপর তিনি ফিরে চললেন। ইতিমধ্যে সাদ (রা) (বের হয়ে এসে) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! আপনি যতবারই সালাম দিয়েছেন তা আমি শুনতে পেয়েছি এবং আপনার সালামের উত্তর দিয়েছি। কিন্তু আমার প্রতি ও আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনার অধিক সালাম আশা করছিলাম (তাই সাড়া দেইনি)। আবু মূসা (রা) এবার উমার (রা)-কে বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই আমি বিশ্বস্ত আমানতদার। তিনি বলেন, অবশ্যই, কিন্তু আমি এর অনুকূলে আরো প্রমাণ আশা করছিলাম (বু, মু)।

৬৭৮-بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ اِذْنَهُ

৪৯৮-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির ডাকাও অনুমতি হিসাবে গণ্য।

১০৮৪- ১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَقَدْ اِذْنٌ لَهُ .

১০৮৪। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কোন ব্যক্তিকে ডাকা হলে তাকে অনুমতি দেওয়া হলো (শা)।

১০৮৫- ১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَهُوَ اِذْنُهُ .

১০৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কাউকে ডাকা হলে এবং সে বার্তাবাহকের সাথে আগমন করলে সেটাই তার জন্য অনুমতি (বু, দা, বা, হি)।

১০৮৬- ১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ اِذْنُهُ .

১০৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন ব্যক্তির নিকট অপর ব্যক্তির বার্তাবাহক পাঠানোই তার অনুমতি গণ্য হবে (দা)।

১০৮৭- ১- عَنْ أَبِي الْعَلَانِيَةِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ثُمَّ سَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ثُمَّ سَلَّمْتُ الثَّلَاثَةَ فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ

الدَّارِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَتَنَحَّيْتُ نَاحِيَةً فَقَعَدْتُ فَخَرَجَ إِلَيَّ غُلَامٌ فَقَالَ أَدْخُلْ فَدَخَلْتُ
فَقَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ أَمَا إِنَّكَ لَوْ زِدْتَ لَمْ يُؤْذَنْ لَكَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَلَمْ أَسْأَلْهُ
عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ حَرَامٌ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَفِّ فَقَالَ حَرَامٌ فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَتَّخِذُ عَلَى
رَأْسِهِ أَدَمَ فَيُؤْكَلُ .

১০৮৭। আবুল আলানিয়া (র) বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র বাড়িতে এসে সালাম দিলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আমি পুনরায় সালাম দিলাম, কিন্তু অনুমতি প্রাপ্ত হলাম না। আমি তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বললাম, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহ্লাদ দার। এবারও আমি অনুমতি প্রাপ্ত হলাম না। অতএব আমি একপাশে সরে গিয়ে বসে থাকলাম। আমার নিকট একটি গোলাম বের হয়ে এসে বললো, প্রবেশ করুন। আমি প্রবেশ করলে আবু সাঈদ (রা) আমাকে বলেন, তুমি আরো অধিকবার অনুমতি প্রার্থনা করলে তোমাকে অনুমতি দেয়া হতো না। আমি তার নিকট বিভিন্ন পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আর আমি যে জিনিস সম্পর্কেই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বলেন, হারাম। শেষে আমি তাকে চামড়ার পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হারাম। মুহাম্মাদ (র) বলেন, 'জাফ' অর্থ মাথায় চামড়া জড়িয়ে দেহে জ্বর উঠানো (নাসাঈর ওলীমা)।

৬৭৭-بَابُ كَيْفَ يَقُومُ عِنْدَ الْبَابِ

৪৯৯-অনুচ্ছেদ : দরজার সামনে কিভাবে দাঁড়াবে।

১০৮৮- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَتَى بَابًا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ جَاءَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَالْأُتْرَفَ .

১০৮৮। মহানবী (স)-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বলেন, কেউ প্রবেশানুমতি প্রার্থনার অভিপ্রায়ে আগমন করলে সে যেন দরজার মুখামুখি না দাঁড়ায়, বরং একটু ডানে বা বাঁয়ে সরে দাঁড়াবে। তাকে অনুমতি দেয়া হলে তো ভালো, অন্যথায় সে ফিরে যাবে (দা, আ)।

৫০০-بَابُ إِذَا اسْتَأْذَنَ فَقَالَ حَتَّى أَخْرَجَ أَيْنَ يَقْعُدُ

৫০০-অনুচ্ছেদ : কেউ অনুমতি চাইলে (ভেতর থেকে) বললো, আমি যতক্ষণ না বের হয়ে আসি। সাক্ষাতপ্রার্থী কোথায় বসবে?

১০৮৯- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لِي مَكَانَكَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْكَ فَقَعَدْتُ قَرِيبًا مِّنْ بَابِهِ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيَّ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمِنَ الْبَوْلُ هَذَا قَالَ قَالَ مِنَ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ .

১০৮৯। আবদুর রহমান ইবনে মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট এসে তার সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। লোকজন আমাকে বললো, তিনি বের হয়ে না আসা পর্যন্ত স্বস্থানে অপেক্ষা করুন। আমি তার ঘরের দরজার কাছাকাছি বসে থাকলাম। রাবী বলেন, তিনি আমার নিকট বের হয়ে এসে পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি উয়ু করলেন, অতঃপর তার মোজাধয়ের উপর মাসেহ করলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! পেশাবের পর এই উয়ু? তিনি বলেন, পেশাব ইত্যাদির পর এই উয়ু (করা ভালো)।

৫.১-بَابُ قَرْعِ الْبَابِ

৫০১-অনুচ্ছেদ : দরজা খটখট করা।

১.৯০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَوَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُقْرَعُ بِالْأَظْفِيرِ .

১০৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর দরজাসমূহ (অনুমতি চেয়ে) নখ দ্বারা খটখট করা হতো (আবু নাসিমের তারীখ ইসবাহান)।

৫.২-بَابُ إِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ

৫০২-অনুচ্ছেদ : কেউ অনুমতি না নিয়েই প্রবেশ করলে।

১.৯১. عَنْ كِلْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفَتْحِ بِلَبْنٍ وَجَدَايَةَ وَضَفَابَيْسٍ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي الْبَقْلَ وَالنَّبِيَّ ﷺ بِأَعْلَى الْوَادِي وَلَمْ أَسْلَمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ .

১০৯১। কালদা ইবনে হাম্বল (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের পর নবী (স) মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থান করছিলেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা (রা) আমাকে দুধ, ছাগলের বাচ্চা ও তরকারীসহ তাঁর নিকট পাঠান। আমি (তথায় পৌঁছে) সালামও দেইনি, অনুমতিও প্রার্থনা করিনি। নবী (স) বলেন : তুমি ফিরে যাও এবং বলো, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? এটা সাফওয়ান (রা)-র ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা (দা, তি)।

১.৯২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ الْبَصَرَ فَلَا أَذْنَ لَهُ .

১০৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : কারো দৃষ্টি (ভেতরে) চলে গেলে তার জন্য অনুমতি নাই (দা, তি, আ)।

৩. ৫-بَابُ إِذَا قَالَ أَدْخُلْ وَلَمْ يُسَلِّمْ

৫০৩-অনুচ্ছেদ : কেউ সালাম না দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলে ।

১. ৯৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِذَا قَالَ أَدْخُلْ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَقُلْ لَا حَتَّى تَأْتِيَ بِالْمِفْتَاحِ قُلْتُ السَّلَامُ قَالَ نَعَمْ .

১০৯৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কেউ সালাম না দিয়ে যদি বলে, “প্রবেশ করতে পারি কি”, তবে তুমি বলো, “না, যতক্ষণ না তুমি চাবি নিয়ে আসো”। আমি বললাম, সালাম? তিনি বলেন, হ্যাঁ।

১. ৯৪- عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَلَيْحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْجَارِيَةِ أَخْرِجِي فَقُولِي لَهُ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْسِنِ الْإِسْتِئْذَانَ قَالَ فَسَمِعَتْهَا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْجَارِيَةِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ فَقَالَ وَعَلَيْكَ أَدْخُلْ قَالَ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ فَقَالَ لَمْ أَتِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ أَتَيْتُكُمْ لَتَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَتَدْعُوا عِبَادَةَ اللَّاتِ وَالْعُزَّى وَتُصَلُّوا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَتَصُومُوا فِي السَّنَةِ شَهْرًا وَتَحْجُوا هَذَا الْبَيْتَ وَتَأْخُذُوا مِنْ مَّالِ أَغْنِيَانِكُمْ فَتَرُدُّوهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ مِنْ الْعِلْمِ شَيْءٌ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ لَقَدْ عِلِمَ اللَّهُ خَيْرًا وَأَنْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ الْخَمْسُ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ .

১০৯৪। রিবঈ ইবনে হিরাশ (র) বলেন, আমের গোত্রের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, যিনি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি কি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? নবী (স) বাঁদীকে বলেন : তুমি বাইরে গিয়ে তাকে বলো, “তুমি বলো, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি”? কারণ সে সুন্দরভাবে প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করতে পারেনি। রাবী বলেন, বাঁদী বের হয়ে আসার পূর্বেই আমি ঐকথা শুনে ফেললাম এবং বললাম, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? তিনি বলেন : তোমাকেও (সালাম), প্রবেশ করো। রাবী বলেন, আমি প্রবেশ করে বললাম, আপনি কি জিনিস নিয়ে এসেছেন? তিনি বলেন : আমি তোমাদের নিকট কল্যাণকর জিনিস নিয়েই এসেছি। আমি তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছি তা হলো, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করবে যাঁর কোন শরীক নাই এবং লাভ ও উষ্যার ইবাদত ত্যাগ করবে, প্রতি দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, বছরে এক মাস রোযা রাখবে এবং এই ঘরের হজ্জ করবে। তোমরা তোমাদের ধনীদেব মাল থেকে (যাকাত) গ্রহণ করে তা তোমাদের মধ্যকার দরিদ্রজনদের মধ্যে বিতরণ করবে। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, এমন কিছু জ্ঞানও আছে কি যা আপনি জ্ঞাত নন? তিনি বলেন : আল্লাহ সব কিছু জানেন। তবে এমন পাঁচটি জ্ঞান আছে যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। “কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ুতে

যা আছে তা তিনিই জানেন। কেউই জানে না যে, সে আগামী কাল কি উপার্জন করবে। কেউ জানে না যে, সে কোন স্থানে মারা যাবে” (সূরা লোকমান : ৩৪) (দা, আ, শা, সুন্নী)।

৫. ৪-بَابُ كَيْفَ اسْتِئْذَانٍ

৫০৪-অনুচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনার পদ্ধতি।

১০৯৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ عُمَرُ .

১০৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা) নবী (স)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে বলেন, আসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম, উমার কি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে?

৫. ৫-بَابُ مَنْ قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا

৫০৫-অনুচ্ছেদ : একজন বললো, কে? অপরজন বললো, আমি।

১০৯৬- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي دِينٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَقُلْتُ الْبَابُ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا قَالَ أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهُ .

১০৯৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) বলেন, আমি জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমার পিতার রেখে যাওয়া কিছু ঋণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমি নবী (স)-এর নিকট এলাম। আমি দরজায় করাঘাত করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন : কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বলেন : আমি, আমি। তিনি যেন জবাবটি অপছন্দ করলেন (বু, মু)।

১০৯৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَبُو مُوسَى يَقْرَأُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا بُرَيْدَةُ جُعِلَتْ فِدَاكَ فَقَالَ قَدْ أُعْطِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِّنْ مِّزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ .

১০৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মসজিদের উদ্দেশে বের হলেন। তখন আবু মুসা (রা) কুরআন পড়ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কে? আমি বললাম, আমি বুরায়দা, আপনার জন্য উৎসর্গপ্রাণ। তিনি বলেন : তাকে দাউদ (আ) পরিবারের সুমধুর কণ্ঠস্বর থেকে একটি কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে (মু, হা)।

৫. ৬-بَابُ إِذَا اسْتَأْذَنَ فَقَالَ أُدْخِلْ بِسَلَامٍ

৫০৬-অনুচ্ছেদ : কেউ অনুমতি চাইলো এবং অপরজন বললো, নিরাপদে প্রবেশ করুন।

১০৯৮- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقِيلَ أُدْخِلْ بِسَلَامٍ فَأَبَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِمْ .

১০৯৮। আবদুর রহমান ইবনে জুদআন (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি এক পরিবারের নিকট প্রবেশানুমতি চাইলেন। বলা হলো, নিরাপদে প্রবেশ করুন। কিন্তু তিনি তাদের ঘরে প্রবেশে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

৫.৭-بَابُ النَّظَرِ فِي الدُّورِ

৫০৭-অনুচ্ছেদ : ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করা।

১.৯৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْبَصْرُ فَلَا أَذْنَ .

১০৯৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : কারো দৃষ্টি ভেতরে চলে গেলে তার জন্য অনুমতি নাই (দা, তি, আ)।

১১.০- عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى حُذَيْفَةَ فَاطْلَعَ وَقَالَ أَدْخُلْ قَالَ حُذَيْفَةُ أَمَا عَيْنُكَ فَقَدْ دَخَلَتْ وَأَمَّا اسْتُكْ فَلَمْ تَدْخُلْ وَقَالَ رَجُلٌ اسْتَأْذَنَ عَلَى أُمِّیْ قَالَ إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنْ رَأَيْتَ مَا يَسُوؤُكَ .

১১০০। মুসলিম ইবনে নাযীর (র) বলেন, এক ব্যক্তি হুযায়ফা (রা)-র নিকট প্রবেশানুমতি চেয়ে ভেতর বাড়িতে উঁকি মারলো এবং বললো, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? হুযায়ফা (রা) বলেন, তোমার চোখ তো প্রবেশ করেছে, বাকি আছে তোমার (দেহের) নিম্নাংশ। অতএব তুমি প্রবেশ করো না। এক ব্যক্তি বললো, আমাকে কি আমার মায়ের অনুমতি নিতে হবে? হুযায়ফা (রা) বলেন, তুমি যদি অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করো তবে হয়তো অবাস্তিত্ব কিছু দেখবে।

১১.১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَيْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خِصَاصَ الْبَابِ فَأَخَذَ سَهْمًا أَوْ عُودًا مُحَدَّدًا فَتَوَخَّى الْأَعْرَابِيَّ لِيَفْقَأَ عَيْنَ الْأَعْرَابِيَّ فَذَهَبَ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبِتَ لَفَقَأْتَ عَيْنَكَ .

১১০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাড়িতে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলো। তিনি একটি তীর বা সুচালো কাঠ তুলে নিলেন এবং বেদুইনের চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য তা তার দিকে তাক করলেন। অতএব সে চলে গেলো। তিনি বলেন : তুমি যদি স্থির থাকতে তবে আমি তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম (না, তাহা)।

১১.২- عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ التَّجِيبِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ .

১১০২। আম্মার ইবনে সাদ আত-তুজীবী (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তার চক্ষুদ্বয় ঘরের কামরায় প্রবেশ করালে সে পাপাচারে লিপ্ত হলো।

১১.৩- عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْتَظِرَ إِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَوْمَ قَوْمًا فَيُخْصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَلَا يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ .

১১০৩। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন মুসলমান ব্যক্তির জন্য অনুমতি না নিয়ে কারো ঘরের অভ্যন্তরে তাকানো হালাল নয়। তাই করলে সে যেন ঘরে প্রবেশ করলো। যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে, তার জন্য তাদেরকে বাদ দিয়ে বিশেষভাবে শুধু নিজের জন্য দোয়া করে শেষ করা সমীচীন নয়। কোন ব্যক্তির জন্য প্রাকৃতিক প্রয়োজন চেপে রেখে এবং তা থেকে মুক্ত না হয়ে নামায পড়া হালাল নয় (দা, তি, আ)।

৪. ৫- بَابُ فَضْلِ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ

-৫০৮-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজ ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে তার ফযীলাত।

১১.৪- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ إِنْ عَاشَ كُفِيَ وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ .

১১০৪। আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তিন ব্যক্তির প্রত্যেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর যিম্মায় থাকে। সে বেঁচে থাকলে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট এবং মারা গেলে বেহেশতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি নিজের ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে তার জন্য মহামহিম আল্লাহ যামিন হন। যে ব্যক্তি মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো তার জন্যও আল্লাহ যামিন হন। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) রওয়ানা হলো তার জন্যও আল্লাহ যামিন হন (দা, হা, হি)।

১১.৫- أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً قَالَ مَا رَأَيْتُهُ إِلَّا تَوَجَّيْتُهُ قَوْلَهُ [وَإِذَا حُبِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا] .

১১০৫। আবু যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তুমি তোমার ঘরে প্রবেশকালে তোমার পরিজনদের সালাম দিও। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ কামনার দোয়া, যা খুবই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র। রাবী বলেন, আমার মতে এটা আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যা : “আর যখন তোমাদেরকে সাদর সন্মোষণ জ্ঞাপন করা হয় তখন তোমরা তদপেক্ষা উত্তম বাক্যে সাদর সন্মোষণ জ্ঞাপন করো অথবা অন্তত তদনুরূপ উত্তর দাও” (সূরা নিসা : ৮৬)।

৫০৯-বَابُ إِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْبَيْتَ يَبَيِّنُ فِيهِ الشَّيْطَانُ

৫০৯-অনুচ্ছেদ : ঘরে প্রবেশকালে কেউ আল্লাহকে স্মরণ না করলে সেই ঘরে শয়তান রাত যাপন করে।

১১০৬- عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ .

১১০৬। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : কোন লোক তার ঘরে প্রবেশকালে এবং তার আহার গ্রহণকালে মহামহিম আল্লাহকে স্মরণ করলে, শয়তান (তার সাস্তপাস্তকে) বলে, তোমরা রাত যাপনের স্থান ও রাতের আহার থেকে বঞ্চিত হলে। সে তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাত কাটানোর জায়গা পেয়ে গেলো। সে তার আহার গ্রহণকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাত কাটানোর জায়গা এবং রাতের আহার উভয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলো (মু, হা, হি, আন)।

৫১০-بَابُ مَا لَا يُسْتَأْذَنُ فِيهِ

৫১০-অনুচ্ছেদ : যেখানে প্রবেশানুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নাই।

১১০৭- حَدَّثَنَا أَعِينُ الْخَوَارِزْمِيُّ قَالَ أَتَيْتَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي دَهْلِيْزِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَاحِبِيْ وَقَالَ أَدْخُلْ فَقَالَ أَنَسُ أَدْخُلْ هَذَا مَكَانٌ لَا يَسْتَأْذَنُ فِيهِ أَحَدٌ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامًا فَكَلْنَا فَجَاءَ بَعْسٌ نَبِيذٍ حَلْوٍ فَشَرِبَ وَسَقَانَا .

১১০৭। আইয়ান আল-খাওয়ারিয়মী (র) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি নিঃসঙ্গভাবে তার দহলিজে বসা ছিলেন। আমার সঙ্গী তাকে সালাম দিয়ে বলেন, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? আনাস (রা) বলেন, প্রবেশ করো। এটা এমন জায়গা যেখানে কারো প্রবেশানুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করা হলে আমরা তা আহার করলাম। পরিবেশক মিষ্টি নবীঘের (খেজুরের শরবত) বিরাট পাত্র নিয়ে এলো। তিনি তা পান করলেন এবং আমাদেরও পান করালেন।

৫১১-بَابُ الْأَسْتِئْذَانِ فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ

৫১১-অনুচ্ছেদ : বাজারের বিপণী বিতানে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা।

১১০৮- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَى بُيُوتِ السُّوقِ .

১১০৮। মুজাহিদ (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বিপণী বিতানে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইতেন না।

১১০৭- عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ فِي ظُلَّةِ الْبِرَّازِ .

১১০৯। আতা (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বস্ত্র ব্যবসায়ীদের শামিয়ানায় প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইতেন।

৫১২-بَابُ كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى الْفُرْسِ

৫১২-অনুচ্ছেদ : পারস্যবাসীদের নিকট কিভাবে অনুমতি প্রার্থনা করবে?

১১১০- عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ مَوْلَى أُمِّ مَسْكِينٍ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَرْسَلْتَنِي مَوْلَاتِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَ مَعِيَ فَلَمَّا قَامَ بِالْبَابِ قَالَ أَنْدَرَايِمُ قَالَتْ أَنْدَرُونَ فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يَأْتِينِي الزُّورُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَاتَّحَدَّثُ قَالَ تَحَدَّثِي مَا لَمْ تُوتِرِي فَإِذَا أُوتِرْتَ فَلَا حَدِيثَ بَعْدَ الْوِتْرِ .

১১১০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র পুত্র আসেম (র)-এর নাতনি উম্মু মিসকীন বিনতে উমার (র)-এর মুক্তদাস আবু আবদুল মালেক (র) বলেন, আমার মনিব আমাকে আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট পাঠান। তিনি আমার সাথেই চলে আসেন। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন, ভেতরে প্রবেশ করতে পারি কি? উম্মু মিসকীন (র) বলেন, প্রবেশ করুন। তিনি বলেন, হে আবু হুরায়রা! সে রাতের আহারশেষে আমার নিকট কাঁচাপাকা কথা নিয়ে আসে, আমি কি তার সাথে (তখন) কথাবার্তা বলতে পারি? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, বেতেরের নামায না পড়া পর্যন্ত কথাবার্তা বলতে পারে। কিন্তু তুমি বেতের পড়ার পর আর কথাবার্তা বলো না।

৫১৩-بَابُ إِذَا كَتَبَ الذَّمُّ فُسْلَمَ يُرَدُّ عَلَيْهِ

৫১৩-অনুচ্ছেদ : যিশী পত্র মারফত সালাম দিলে তার উত্তর দিতে হবে।

১১১১- عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى رَهْبَانٍ يُسْلَمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ فَقِيلَ لَهُ أَسْلَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَافِرٌ قَالَ إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ فُسْلَمَ عَلَيَّ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ .

১১১১। আবু উসমান আন-নাহ্‌দী (র) বলেন, আবু মুসা (রা) রাহ্বানকে চিঠি লিখলেন এবং তাকে সালাম জানালেন। তাকে বলা হলো, সে তো কাফের, তাকে আপনি সালাম দিলেন? তিনি বলেন, সে আমাকে চিঠি লিখেছে এবং আমাকে সালাম দিয়েছে। আমি এর জবাব দিয়েছি।

৫১৪-بَابُ لَا يُبْدَأُ أَهْلُ الذَّمَّةِ بِالسَّلَامِ

৫১৪-অনুচ্ছেদ : যিশীকে প্রথমে সালাম দিবে না।

১১১২- عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ .

১১১২। আবু বাসরা আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আমি আগামী কাল সকালে ইহুদীদের এলাকায় যাচ্ছি। অতএব তোমরা তাদেরকে প্রথমে সালাম দিবে না। তারা তোমাদের সালাম দিলে তোমরা বলবে, তোমাদের প্রতিও (না, ই, আ, তাহা)।

১১১৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَا تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَأَضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَاقِ الطَّرِيقِ .

১১১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে তোমরা আগে সালাম দিবে না। তোমরা তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ দিকে পথ চলতে বাধ্য করো (মু, তি, দা, আন, তাহা, হি)।

৫১৫-بَابُ مَنْ سَلَّمَ عَلَى الذِّمِّيِّ إِشَارَةً

৫১৫-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ইংগিতে যিম্মীকে সালাম দেয়।

১১১৪- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى الدُّهَاقِينَ إِشَارَةً .

১১১৪। আলকামা (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) গ্রামবাসী কৃষকদেরকে ইশারায় সালাম দেন।

১১১৫- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ مَرْ يَهُودِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَسَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ أَصْحَابُهُ السَّلَامَ فَقَالَ قَالَ أَسَامُ عَلَيْكُمْ فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ قَالَ رُدُّوا عَلَيْهِ مَا قَالَ .

১১১৫। আনাস (রা) বলেন, এক ইহুদী নবী (স)-এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলে, আসসামু আলাইকুম (তোদের মরণ হোক)। তাঁর সাহাবীগণ সালামের উত্তর দিলে তিনি বলেন : সে তো বলেছে, তোদের মরণ হোক। ইহুদীকে গ্রেপ্তার করা হলে সে স্বীকারোক্তি করে। তিনি বলেন : সে যেভাবে বলেছে তোমরা তদনুরূপ উত্তর দাও (মু, দা, না, আন)।

৫১৬-بَابُ كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

৫১৬-অনুচ্ছেদ : যিম্মীদের সালামের উত্তর কিভাবে দিবে?

১১১৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَسَامُ عَلَيْكَ فَقُولُوا وَعَلَيْكَ .

১১১৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ইহুদী সম্প্রদায়ের কেউ তোমাদের কখনো সালাম দিলে অবশ্যই সে বলে, তোর মরণ হোক। অতএব তোমরাও বলো, তোরই মরণ হোক (বু, মু, দা, না)।

১১১৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدُّوا السَّلَامَ عَلَى مَنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها .

১১১৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নিউপাসকদের সালামের উত্তর দিও। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমাদের যখন অভিবাদন বাক্যে স্বাগত জানানো হয় তখন তোমরাও তদপেক্ষা উত্তম বাক্যে স্বাগত জানাও অথবা (অন্তত) তাই প্রত্যর্পণ করো” (সূরা নিসা : ৮৬)।

৫১৭-بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُ

৫১৭-অনুচ্ছেদ : মুসলমান ও মুশরিকদের সম্মিলিত সভায় সালাম দেয়া।

১১১৮- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى أَكْافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَذَكِيَّةٌ وَارْدَفَ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ وَرَأَاهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلُولٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَعَبْدَةُ الْأَوْثَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

১১১৮। উসামা ইবনে য়ায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) জিনপোষের উপর ফাদাকের তৈরী চাদর বিছানো গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে এবং উসামা ইবনে য়ায়েদ (রা)-কে তার পেছনে বসিয়ে অসুস্থ সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে দেখতে গেলেন। তিনি এক জনসমাবেশের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল ও উপস্থিত ছিল। এটা আল্লাহর এই দূশমনের ইসলাম গ্রহণের আগেকার ঘটনা। উক্ত জনসভায় মুসলমান, মুশরিক ও মূর্তিপূজক সকলেই উপস্থিত ছিল। তিনি তাদের সালাম দেন (বু, মু, তি)।

৫১৮-بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ

৫১৮-অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে কিভাবে চিঠিপত্র লিখবে?

১১১৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ هِرْقُلُ مَلِكُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي مَعَ دَحِيَّةِ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيمٍ بَصْرِيٍّ فَدَقَّعَهُ إِلَى هِرْقُلٍ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقُلٍ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَاِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ تَسْلَمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنْ عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .

১১১৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রোমের বাদশা হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের নিকট লোক পাঠান। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চিঠি নিয়ে ডাকেন

যা নিয়ে তিনি দিহিয়া আল-কালবী (রা)-কে বুসরার শাসকের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি চিঠিখানি হিরাকলের নিকট অর্পণ করেন। তিনি তা পাঠ করেন। তাতে ছিল : “বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের শাসক হিরাকলকে। যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর, আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদ থাকুন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। যদি আপনি পশ্চাতে ফিরে যান তাহলে প্রজাদের সমস্ত পাপের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে”। “হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় আসো যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সামান। তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান” (সূরা আল ইমরান : ৬৪) (বু, মু, দা)।

৫১৭-بَابُ إِذَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ السَّامُ عَلَيْكُمْ

৫১৭-অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাব সম্প্রদায় “তোদের মরণ হোক” বললে।

১১২০- عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ سَلَّمَ نَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ (وَعُظِبَتْ) أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ بَلَى قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ نَجَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجَابُونَ فِينَا .

১১২০। জাবের (রা) বলেন, ইহুদীদের একদল লোক নবী (স)-কে সালাম দিতে গিয়ে বলে, তোমার মরণ হোক। তিনি বলেন : তোমাদেরও। আয়েশা (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, আপনি কি শুনতে পাননি, তারা কি বলেছে? তিনি বলেন : হাঁ, অবশ্যই। আমি তাদের বাক্য তাদের ফেরত দিয়েছি। তাদের বিরুদ্ধে আমার দোয়া কবুল করা হবে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে তাদের দোয়া কবুল হবে না (মু)।

৫২-بَابُ يُضْطَرُّ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى أَضْيَقِهَا

৫২০-অনুচ্ছেদ : আহলে কিতাবদের রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা।

১১২১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا .

১১২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : চলার পথে মুশরিকদের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হলে তোমরা আগে তাদেরকে সালাম দিবে না এবং তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ পথে চলতে বাধ্য করো (মু, তি, দা, তহা, আন, হি)।

৫২১-بَابُ كَيْفَ يَدْعُو لِلذَّمِّ

৫২১-অনুচ্ছেদ : যিস্মীর জন্য কিভাবে দোয়া করবে?

১১২২- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ هَيْئَتُهُ هَيْئَةُ مُسْلِمٍ فَسَلَّمَ قَرَدٌ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ إِنَّهُ نَصْرَانِي فَقَامَ عُقْبَةُ فَتَبِعَهُ

حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ فَقَالَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَكِنِ أَطَالَ اللَّهُ حَيَاتَكَ
وَكَثُرَ مَالُكَ وَكَذَلِكَ .

১১২২। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুসলমানদের বেশভূষাধারী এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যেতে সে তাকে সালাম দিলো এবং তিনিও উত্তরে বলেন, তোমার প্রতিও এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও প্রাচুর্যও। সাথে যুবক তাকে বললো, সে তো খৃষ্টান। উকবা (রা) দৌড়ালেন, অতঃপর লোকটির পিছে পিছে অগ্রসর হয়ে তাকে পেয়ে গেলেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর রহমাত ও তাঁর প্রাচুর্য মুমিনদের উপর বর্ষিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তোমার ধন-সম্পত্তি ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দিন।

১১২৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ قَالَ لِي فِرْعَوْنُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ قُلْتُ وَفِيكَ
وَفِرْعَوْنُ قَدْ مَاتَ .

১১২৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ফিরাউনও যদি আমাকে বলতো, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, তবে আমিও বলতাম, তোমাকেও, যদিও ফেরাউন ধ্বংস হয়েছে।

১১২৪- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَاءً أَنْ
يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمَكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحَ بِأَلْسِنَتِهِمْ .

১১২৪। আবু মুসা (রা) বলেন, ইহুদীরা নবী (স)-এর সামনে হাঁচি দিয়ে আশা করতো যে, তিনি তাদের (হাঁচির জবাবে) বলবেন, ‘আল্লাহ তোমাদের প্রতি সদয় হোন’। কিন্তু তিনি বলতেন : আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করুন (দা, তি, আ, হা, তহা)।

৫২২-بَابُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ

৫২২-অনুচ্ছেদ : অজ্ঞাতে কোন খৃষ্টানকে সালাম দিলে।

১১২৫- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَصْرَانِيٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَ
أَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَلَمَّا عَلِمَ رَجَعَ فَقَالَ رُدُّ عَلَى سَلَامِي .

১১২৫। আবদুর রহমান (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) এক খৃষ্টান ব্যক্তির নিকট দিয়ে যেতে তাকে সালাম দেন। সেও তার সালামের জবাব দেয়। পরে তাকে অবহিত করা হলো যে, সে খৃষ্টান। তিনি তা জানতে পেরে ফিরে গিয়ে বলেন, আমার সালাম ফেরত দাও।

৫২৩-بَابُ إِذَا قَالَ فُلَانٌ يَقْرَأُ السَّلَامَ

৫২৩-অনুচ্ছেদ : যখন কেউ বলে, অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছে।

১১২৬- عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَتْ
وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

১১২৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাকে বলেন, জিবরীল (আ) তোমাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাকেও সালাম এবং আল্লাহর রহমাত (রু, মু)।

৫২৬-بَابُ جَوَابِ الْكِتَابِ

৫২৪-অনুচ্ছেদ : চিঠিপত্রের উত্তর দেয়া।

১১২৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنِّي لَأَرَى لَجَوَابِ الْكِتَابِ حَقًّا كَرَدَ السَّلَامُ .

১১২৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার মতে চিঠিপত্রের উত্তর দেয়া সালামের উত্তর দেয়ার মতই বাধ্যকর (শা, বা, সা)।

৫২৫-بَابُ الْكِتَابَةِ إِلَى النِّسَاءِ وَجَوَابِهِنَّ

৫২৫-অনুচ্ছেদ : মহিলাদের নিকট চিঠিপত্র লেখা এবং তাদের জবাবী পত্র।

১১২৮- حَدَّثَنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا فِي حِجْرِهَا وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهَا مِنْ كُلِّ مِصْرٍ فَكَانَ الشُّيُوخُ يَنْتَابُونِي لِمَكَانِي مِنْهَا وَكَانَ الشَّبَابُ يَتَاخُونِي فَيَهْدُونَنِي إِلَى وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْصَارِ فَأَقُولُ لِعَائِشَةَ يَا خَالَهْ هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ وَهَدَيْتُهُ فَتَقُولُ لِي عَائِشَةُ أَى بِنْتِ فُأَجِيبِيهِ وَأَتِيبِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ ثَوَابُ أَعْطَيْتُكَ فَقَالَتْ فَتَعْطِينِي .

১১২৮। আয়েশা বিনতে তালহা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র তত্ত্বাবধানাধীন থাকাকালে বিভিন্ন শহর থেকে লোকজন তার কাছে আসতো। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কারণে প্রবীণগণ আমাকে কন্যা বলে সম্বোধন করতো এবং যুবকরা আমাকে বোন বলতো। তারা আমাকে উপহারাদিও দিতো এবং বিভিন্ন শহর থেকে আমাকে চিঠিপত্রও লিখতো। আমি আয়েশা (রা)-কে বলতাম, হে খালা! এটা অমুকের চিঠি এবং তার উপহার। আয়েশা (রা) আমাকে বলতেন, হে বেটি! তার চিঠির উত্তর দাও এবং তাকেও উপহারাদি পাঠাও। তোমার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকলে আমি তোমাকে দিবে। আয়েশা (র) বলেন, অতএব আয়েশা (রা) আমাকে সেই ব্যবস্থা করে দিতেন।

৫২৬-بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ صَدْرُ الْكِتَابِ

৫২৬-অনুচ্ছেদ : চিঠিপত্রের শিরোনাম কিভাবে লিখতে হবে।

১১২৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَقْرَبُ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ فِيمَا اسْتَطَعْتُ .

১১২৯। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নিকট বায়আত হওয়ার জন্য তাকে পত্র লিখেন। তিনি তাকে লিখেন, “বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আবদুল্লাহ ইবনে উমারের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেককে। আপনাকে সালাম। আমি আপনার নিকট আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং আমি যথাসাধ্য আপনার (নির্দেশ) শোনা ও মানার স্বীকারোক্তি করছি—আল্লাহর বিধান ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক (বু, মা)।

৫২৭-بَابُ أَمَّا بَعْدُ

৫২৭-অনুচ্ছেদ : অতঃপর।

১১৩০-عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَأَيْتُهُ يَكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ .

১১৩০। য়ায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, “আমার পিতা আমাকে (আমার দাদা) ইবনে উমার (রা)-র নিকট পাঠান। আমি তাকে লিখতে দেখলাম, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। অতঃপর.... (বু, মা)।

১১৩১-عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسَائِلَ مِنْ رَسَائِلِ النَّبِيِّ ﷺ كُلَّمَا انْقَضَتْ قِصَّةٌ قَالَ أَمَّا بَعْدُ .

১১৩১। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) বলেন, আমি নবী (স)-এর কতগুলো চিঠি দেখলাম। যেখানেই কোন বক্তব্য শেষ হয়েছে সেখানে তিনি বলেছেন : অতঃপর।

৫২৮-بَابُ صَدْرِ الرِّسَائِلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৫২৮-অনুচ্ছেদ : চিঠিপত্রের শিরোনামে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

১১৩২-عَنْ كُبْرَاءِ أَلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ .

১১৩২। য়ায়েদ (রা)-র পরিবারের প্রবীণদের সূত্রে বর্ণিত। য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) নিম্নোক্ত চিঠি লিখেন : বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। য়ায়েদ ইবনে সাবিতের পক্ষ থেকে আমীরুল মুমিনীন আল্লাহর বান্দা মুআবিয়াকে। আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে সালাম এবং আল্লাহর রহমাত। আমি আপনার সমীপে আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। অতঃপর..... (বা)।

১১৩৩-حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجَرِيرِيُّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْحَسَنَ عَنْ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ تِلْكَ صُدُورُ الرِّسَائِلِ .

১১৩৩। আবু মাসউদ আল-জুরায়রী (র) বলেন, এক ব্যক্তি হাসান বসরী (র)-এর নিকট বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তা চিঠিপত্রের শিরোনাম।

৫২৭-بَابُ بِمَنْ يَبْدَأُ فِي الْكِتَابِ

৫২৯-অনুচ্ছেদ : চিঠির সূচনায় যা লিখবে।

১১৩৪- عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ حَاجَةٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ فَقَالُوا ابْدَأْ بِهِ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى مُعَاوِيَةَ .

১১৩৪। নাকে (র) বলেন, মুআবিয়া (রা)-র নিকট ইবনে উমার (রা)-র একটি প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি তাকে চিঠি লিখতে মনস্থ করলেন। লোকজন বললো, শুরুতে তার নাম লিখুন এবং তারা একথাই বলতে থাকলো। তিনি লিখেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, মুআবিয়াকে।

১১৩৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَتَبْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمْ بَعْدُ إِلَى فُلَانٍ .

১১৩৫। আনাস ইবনে সীরীন (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র চিঠি লিখে দিতাম। তিনি বলেন, তুমি লিখো : বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, অতঃপর অমুককে।

১১৩৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِفُلَانٍ فَتَنَاهَا ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ هُوَ لَهُ .

১১৩৬। আনাস ইবনে সীরীন (র) বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-র সামনে চিঠি লিখলো, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, অমুককে। ইবনে উমার (রা) তাকে এভাবে লিখতে নিষেধ করেন এবং বলেন, বেলো, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, এটি তাকে লিখিত।

১১৩৭- عَنْ كُبْرَاءِ أَلِ زَيْدٍ أَنْ زَيْدًا كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّهِ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمْ بَعْدُ .

১১৩৭। য়েদ (রা)-র পরিবারের প্রবীণদের থেকে বর্ণিত। য়েদ ইবনে সাবিত (রা) এই চিঠি লিখেন : য়েদ ইবনে সাবিতের তরফ থেকে আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়াকে। আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে সালাম ও আল্লাহর রহমাত কামনা করি। আমি আপনার সমীপে আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, অতঃপর (বা)।

১১৩৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ .

১১৩৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : নবী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি..... অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার প্রতিপক্ষ তাকে লিখলো, অমুকের তরফ থেকে অমুককে (বুখারীতে কিতাবুল কাফালার প্রথম অনুচ্ছেদ শিরোনামের অধীন হাদীসটি সবিস্তারে উক্ত হয়েছে)।

৫৩-بَابُ كَيْفَ أَصْبَحَتْ

৫৩০-অনুচ্ছেদ : আপনার রাত কেমন কাটলো?

১১৩৯- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَيْبِدٍ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ أَكْجَلُ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَتُقِلَّ حَوْلَهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا رَقِيدَةٌ وَكَانَتْ تَدَاوَى الْجَرْحَى فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بِهِ يَقُولُ كَيْفَ أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَصْبَحَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ فَيُخْبِرُهُ .

১১৩৯। মাহমুদ ইবনে লাবীদ (র) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন সাদ (রা)-র চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হলে এবং তার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে রাফীদা নামী এক মহিলার নিকট পৌঁছে দেয়া হলো। তিনি আহতের চিকিৎসা করতেন। নবী (স) সকাল-সন্ধ্যায় সাদ (রা)-র নিকট দিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করতেন : তোমার দিন কেমন কাটলো, তোমার রাত কেমন কাটলো? তিনি তাঁকে (নিজ অবস্থা) অবহিত করতেন (বুখারীর তারীখ)।

১১৪০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارئًا قَالَ فَآخَذَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَكَ فَأَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عَشْرِ عَصَاً وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَوْفَ يَتَوَفَّى فِي مَرَضِهِ هَذَا إِنِّي أَعْرِفُ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَنَسْأَلَهُ فَيَمْنُنَ هَذَا الْأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فَيُنَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ فَأَوْضَى بِنَا فَقَالَ عَلِيُّ إِنَّا وَاللَّهِ إِنْ سَأَلْنَاهُ فَمَنَعْنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبَدًا .

১১৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যুব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় আলী (রা) তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে আসলে লোকজন জিজ্ঞেস করে, হে আবুল হাসান! রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাত কেমন কাটলো? তিনি বলেন, আলহামদু লিল্লাহ! তিনি সুস্থ অবস্থায় রাত কাটিয়েছেন। রাবী বলেন, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করেন, আমি তো দেখছি তুমি তিন দিন পর লাঠির দাস হবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি তো দেখছি তিনি তাঁর এই রোগেই মৃত্যুবরণ করবেন। মৃত্যুর পূর্বে আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকের চেহারা কেমন হয়ে যায় তা আমি জানি। অতএব চলো, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাই এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করি তাঁর পরে কে তাঁর

স্থলাভিষিক্ত হবে? যদি তা আমাদের মধ্যে থাকে তবে তো আমরা তা জেনে গেলাম। আর যদি তা আমাদের বহির্ভূত লোকদের মধ্যে চলে যায় তবে আমরা তাঁর সাথে কথা বলবো, (যাতে) তিনি আমাদের সম্পর্কে ওসিয়াত করে যান। আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি এবং তিনি আমাদেরকে (ঐ পদে সমাসীন হতে) নিষেধ করেন, তবে তাঁর পরে লোকেরা আর কখনো আমাদেরকে ঐ পদ দিবে না। অতএব আল্লাহ্র শপথ! আমি এই বিষয়ে কখনো রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করবো না (বুখারী ৪০৯৪; আহমাদ)।

৫৩১-بَابُ مَنْ كَتَبَ آخِرَ الْكِتَابِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَكَتَبَ

فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِعَشْرِ بَقِيَّتٍ مِنَ الشَّهْرِ

৫৩১-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পত্রের সমাপ্তিতে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ লিখে এবং তার সাথে প্রেরকের নাম-ঠিকানা ও পত্র প্রেরণের তারিখও লিখে।

১১৬১- عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةِ ابْنِ زَيْدٍ وَمِنْ كُتُبَاءِ آلِ زَيْدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْأَخْوَةِ فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ وَتَسَأَلَ اللَّهُ الْهُدَى وَالْحِفْظَ وَالتَّثَبُّتَ فِي أَمْرِنَا كُلِّهِ وَتَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تَضِلَّ أَوْ تَجْهَلَ أَوْ تُكَلِّفَ مَا لَيْسَ لَنَا بِعِلْمٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَكَتَبَ وَهَبُ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِثَنَتَيْ عَشْرَةَ بَقِيَّتٍ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ .

১১৪১। ইবনে আবুয যিনাদ (র) বলেন, আমার পিতা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিম্নোক্ত পত্রটি খারিজা ইবনে যায়েদ (র) ও যায়েদ পরিবারের প্রবীণদের নিকট থেকে পেয়েছেন : বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। যায়েদ ইবনে সাবিতের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র বান্দা ও মুমিনদের নেতা মুআবিয়াকে। আমীরুল মুমিনীন! আপনাকে সালাম ও আল্লাহ্র রহমাত। আমি আপনার সমীপে আল্লাহ্র প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। অতঃপর আপনি আমাকে দাদা বা নানা ও বোনদের ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন (অতঃপর চিঠির বিষয়বস্তু উক্ত হয়েছে)। আমরা আল্লাহ্র নিকট সৎপথ প্রাপ্তি, সুস্থ স্বরণশক্তি ও আমাদের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে বুঝবার তৌফীক কামনা করি। অপরদিকে আমরা আল্লাহ্র কাছে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে, মূর্থতা প্রসূত আচরণ করা থেকে এবং আমাদের জ্ঞান বহির্ভূত দায়িত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহ্র রহমাত বর্ষিত হোক এবং তিনি আপনাকে ক্ষমা করুন। উহাইব (র) এই পত্রখানা বিয়াল্লিশ হিজরীর রমযান মাসের বারো দিন অবশিষ্ট থাকতে বৃহস্পতিবার লিপিবদ্ধ করেন (বা)।

৫৩২-بَابُ كَيْفَ أَنْتَ

৫৩২-অনুচ্ছেদ : আপনি কেমন আছেন?

১১৪২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ سَأَلَ عُمَرَ الرَّجُلَ كَيْفَ أَنْتَ فَقَالَ أَحْمَدُ اللَّهُ إِلَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ هَذَا الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ .

১১৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে এক ব্যক্তি সালাম দিলো। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কেমন আছো? সে বললো, আমি আপনার সমীপে আল্লাহর প্রশংসা করছি। উমার (রা) বলেন, আমি তোমার নিকট এটাই আশা করছিলাম (মা)।

৫৩৩-بَابُ كَيْفَ يُجِيبُ إِذَا قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَصَبَحْتَ

৫৩৩-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার রাত কেমন গেলো? সে কিভাবে এর জবাব দিবে?

১১৪৩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ أَصَبَحْتَ قَالَ بِخَيْرٍ مِّنْ قَوْمٍ لَّمْ يَشْهَدُوا جَنَازَةً وَلَمْ يَعُودُوا مَرِيضًا .

১১৪৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার রাত কেমন কাটলো? তিনি বলেন : ভালোভাবেই কেটেছে, এমন জনগোষ্ঠীর তুলনায় যারা কোন জানাযায় উপস্থিত হয়নি এবং রুগ্ন ব্যক্তিকেও দেখতে যায়নি (ই ৩৭১০)।

১১৪৪- عَنْ مُهَاجِرٍ هُوَ الصَّائِغُ قَالَ كُنْتُ أَجْلِسُ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ضَخَمٌ مِّنَ الْحَضَرَمِيِّينَ فَكَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَصَبَحْتَ قَالَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ .

১১৪৪। মুহাজির (র) বলেন, আমি নবী (স)-এর হাদারামাওতবাসী এক স্থলকায় সাহাবীর মজলিসে বসতাম। তাকে যখন বলা হতো, আপনার রাত কেমন কেটেছে, তখন তিনি বলতেন, আমরা আল্লাহর সাথে শরীক করি না।

১১৪৫- حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الطُّفَيْلِ كَمْ أَتَى عَلَيْكَ قُلْتُ أَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ قَالَ أَفَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ إِنَّ رَجُلًا مِّنْ مُحَارِبٍ خِصْفَةٌ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَكَانَ بِسِنِّي يَوْمَئِذٍ وَأَنَا بِسِنِّكَ الْيَوْمَ آتَيْنَا حُذَيْفَةَ فِي مَسْجِدٍ فَقَعَدْتُ فِي آخِرِ الْقَوْمِ فَانْطَلَقَ عَمْرُو حَتَّى قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ كَيْفَ أَصَبَحْتَ أَوْ كَيْفَ أَمْسَيْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ أَحْمَدُ اللَّهُ قَالِمًا

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَأْتِيْنَا عَنْكَ قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي يَا عَمْرُو قَالَ أَحَادِيثُ لَمْ أَسْمَعْهَا قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أُحَدِّثُكُمْ بِمَا أَسْمَعُ مَا أَنْتَظَرْتُمْ بِي جَنَحَ هَذَا اللَّيْلِ وَلَكِنْ يَا عَمْرُو بْنُ صُلَيْعٍ إِذَا رَأَيْتَ قَيْسًا تَوَالَتْ بِالشَّامِ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ فَوَاللَّهِ لَا تَدْعُ قَيْسُ عَبْدًا لِلَّهِ مُؤْمِنًا إِلَّا أَخَافَتْهُ أَوْ قَتَلَتْهُ وَاللَّهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِمْ زَمَانٌ لَا يَمْنَعُونَ فِيهِ ذَنْبَ تَلْعَةٍ قَالَ مَا نَصْرُكَ عَلَى قَوْمِكَ يَرْحُمُكَ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَيَّ ثُمَّ قَعَدَ .

১১৪৫। সাইফ ইবনে ওয়াহ্ব (র) বলেন, আবু তুফাইল (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার বয়স কতো? আমি বললাম, তেত্রিশ বছর। তিনি বলেন, আমি কি তোমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করবো না, যা আমি হুযায়ফা (রা)-এর নিকট শুনেছি? আমার ইবনে সুলাই (রা) নামক মুহারিব খাসফার এক ব্যক্তি, যিনি সাহাবী ছিলেন এবং যিনি ছিলেন তখন আমার বয়সী এবং আমি ছিলাম তোমার বয়সী। আমরা এক মসজিদে হুযায়ফা (রা)- নিকট আসলাম। আমি সমাবেশের একেবারে শেষ প্রান্তে বসলাম। আমার (রা) উঠে গিয়ে হুযায়ফা (রা)-র সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! আপনার রাত কেমন কেটেছে বা আপনার দিন কেমন কেটেছে? তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এসব কী কথা যা আপনার বরাতে আমাদের নিকট পৌছে? হুযায়ফা (রা) বলেন, হে আমার! আমার বরাতে তোমার নিকট কি পৌছেছে? তিনি বলেন, এমন কতক হাদীস যা আমি কখনো শুনিনি। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি তোমার নিকট সেইসব হাদীস বর্ণনা করি যা আমি শুনি, তাহলে তোমরা এই রাতের কিয়দংশ-ও তুমি আমার সাথে অপেক্ষা করবে না। কিন্তু হে আমার ইবনে সুলাই! যখন তুমি দেখবে যে, কায়েস গোত্র সিরিয়ার কর্তৃত্ব লাভ করেছে তখন সাবধান, আত্মরক্ষা করো। আল্লাহ্র শপথ! কায়েস গোত্র আল্লাহ্র কোনও মুমিন বান্দাকে ভীত-সন্ত্রস্ত অথবা হত্যা না করে ক্ষান্ত হবে না। আল্লাহ্র শপথ! তাদের সামনে এমন এক যুগ আসবে যখন তারা যে কোন গুনাহের কাজ না করে ছাড়বে না। আমার (রা) বলেন, আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন, আপনি আপনার জনগোষ্ঠীকে কিভাবে বশীভূত করবেন? তিনি বলেন, এটা তো আমারও দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়। আতঃপর তিনি বসে পড়লেন (হা)।

৫৩৬-بَابُ خَيْرِ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا

৫৩৬-অনুচ্ছেদ : প্রশস্ত স্থানে বৈঠক অনুষ্ঠান উত্তম।

১১৪৬- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أُوذِنَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ بِجَنَازَةٍ قَالَ فَكَانَتْ تَخْلَفُ حَتَّى أَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالِسَهُمْ ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ تَسْرَعُوا عَنْهُ وَقَامَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ لِيَجْلِسَ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا ثُمَّ تَنَحَّى فَجَلَسَ فِي مَجْلِسٍ وَاسِعٍ .

১১৪৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু আমরা আল-আনসারী (র) বলেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে একটি জানাযার খবর দেয়া হলো। তিনি বিলম্ব করলেন। লোকজন এসে নিজ নিজ

জায়গায় বসে গেলো। অতঃপর তিনি এলেন। তারা তাকে আসতে দেখেই তাড়াহুড়া করলো এবং কতক লোক দাঁড়িয়ে গেলো, যাতে তিনি তাদের স্থানে বসেন। তিনি বলেন, না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : প্রশস্ত স্থানের বৈঠক উত্তম। অতঃপর তিনি একটু অগ্রসর হয়ে এক প্রশস্ত স্থানে বসলেন (দা, তি)।

৫৩৫-بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

৫৩৫-অনুচ্ছেদ : কিবলামুখী হয়ে বসা।

১১৪৭- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ مُنْقِذٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ جُلُوسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقَرَأَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ سَجْدَةً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَلَّ عَبْدُ اللَّهِ حُبُوتَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَقَالَ أَلَمْ تَرَ سَجْدَةَ أَصْحَابِكَ أَنَّهُمْ سَجَدُوا فِي غَيْرِ حِينَ صَلَاةٍ .

১১৪৭। সুফিয়ান ইবনে মুনকিয় (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) প্রায়ই কিবলামুখী হয়ে বসতেন। সূর্যোদয়ের পর ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুসাইত (র) সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ব্যতীত তিনি এবং উপস্থিত সকলে সিজদা করলেন। তিনি বলেন, তুমি কি তোমার সংগীদের সিজদা লক্ষ্য করোনি? তারা নামায পড়া যায় না এমন সময় সিজদা করেছে।

৫৩৬-بَابُ إِذَا قَامَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ

৫৩৬-অনুচ্ছেদ : কেউ মজলিস থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলে।

১১৪৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

১১৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমাদের কেউ মজলিস থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় তথায় ফিরে এলে সে তার পূর্বোক্ত স্থানে বসার অধিক হকদার (যু, দা, ই)।

৫৩৭-بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ

৫৩৭-অনুচ্ছেদ : রাস্তায় বসা।

১১৪৯- عَنْ أَنَسٍ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَحْنُ صَبِيَّانُ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَارْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ وَجَلَسَ فِي الطَّرِيقِ يَنْتَظِرُنِي حَتَّى رَجَعْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّ سَلِيمٍ فَقَالَتْ مَا حَبَسَكَ فَقُلْتُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ قَالَتْ مَا هِيَ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ قَالَتْ فَاحْفَظْ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট এলেন। আমরা ছিলাম একদল বালক। তিনি আমাদের সালাম দিলেন। তিনি আমাদের তাঁর এক প্রয়োজনে পাঠালেন এবং আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত রাস্তায় বসে আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। এতে উম্মু সুলাইম (রা)-র নিকট আমার (বাড়িতে) ফিরে আসতে বিলম্ব হলো। তিনি বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, নবী (স) তাঁর এক প্রয়োজনে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, সেটা গোপনীয় বিষয়। তিনি বলেন, তাহলে তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোপনীয় বিষয়ের হেফাজত করো (যু, বু, দা, তি, ই, আ, দার, খু)।

৫৩৮-بَابُ التَّوَسُّعِ فِي الْمَجْلِسِ

৫৩৮-অনুচ্ছেদ : সভা-সমিতিতে বসার জায়গা প্রশস্ত করা।

১১৫০- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنَ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا .

১১৫০। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন অপর ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে। বরং তোমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জায়গা প্রশস্ত করে বসো (বু, যু, দার, আন, হি)।

৫৩৯-بَابُ يَجْلِسُ الرَّجُلُ حَيْثُ انْتَهَى

৫৩৯-অনুচ্ছেদ : পরে আসা ব্যক্তি মজলিসের শেষ প্রান্তে বসবে।

১১৫১- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ انْتَهَى .

১১৫১। জাবের ইবনে সামুরা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর মজলিসে এসে যেখানে জায়গা (খালি) পাওয়া যেতো, আমাদের যে কেউ সেখানে বসে যেতো (দা, তি, না)।

৫৪০-بَابُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ

৫৪০-অনুচ্ছেদ : কেউ যেন দুইজনের মাঝখানে ফাঁক করে না বসে।

১১৫২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا .

১১৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন ব্যক্তির জন্য দুইজনের মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া ফাঁক করে বসা হালাল নয় (দা, তি, আ)।

৫৬১-بَابُ يَتَخَطَّى إِلَى صَاحِبِ الْمَجْلِسِ

৫৪১-অনুচ্ছেদ : মজলিসে লোকজনের ঘাড় টপকিয়ে সভাপতির নিকট গমন।

১১৫৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا طَعِنَ عُمَرُ كُنْتُ فِيمَنْ حَمَلَهُ حَتَّى ادْخَلْنَاهُ الدَّارَ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ أَخِي اذْهَبْ فَإِنِّي أَصَابَنِي وَمَنْ أَصَابَ مَعِيَ فَذَهَبْتُ فَجِئْتُ لِأُخْبِرَهُ فَإِذَا الْبَيْتُ مَلَأَنُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَخَطَّى رِقَابَهُمْ وَكُنْتُ حَدِيثُ السَّنِّ فَجَلَسْتُ وَكَانَ يَأْمُرُ إِذَا أُرْسِلَ أَحَدًا بِالْحَاجَةِ أَنْ يُخْبِرَهُ بِهَا وَإِذَا هُوَ مُسَجِّى وَجَاءَ كَعْبٌ فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ دَعَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لِيَبْقِيَنَّهُ اللَّهُ وَلَيَرْفَعَنَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ حَتَّى يَفْعَلَ فِيهَا كَذَا وَكَذَا حَتَّى ذَكَرَ الْمُنَافِقِينَ فَسَمَى وَكُنَى قُلْتُ أُبَلِّغُهُ مَا تَقُولُ قَالَ مَا قُلْتُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تَبْلُغَهُ فَتَشْجَعْتُ فَقُمْتُ فَتَخَطَّاتُ رِقَابَهُمْ حَتَّى جَلَسْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ قُلْتُ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي بِكَذَا وَأَصَابَ مَعَكَ كَذَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَأَصَابَ كُلِّسَبَا الْجَزَارُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمِهْرَاسِ وَإِنَّ كَعْبًا يَحْلِفُ بِاللَّهِ بِكَذَا فَقَالَ ادْعُو كَعْبًا فَدَعَى فَقَالَ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا ادْعُو وَلَكِنْ شَقَى عُمَرُ إِنْ لَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ.

১১৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা) সত্ত্বাসী কর্তৃক আহত হলে যারা তাকে ধরে তার ঘরে নিয়ে আসেন, আমিও তাদের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! বাইরে গিয়ে দেখো, কে আমাকে হামলা করেছে এবং আমার সাথে আর কে আহত হয়েছে? আমি বাইরে গিয়ে তাকে খবর দেয়ার জন্য ফিরে এলাম। দেখি যে, ঘর লোকে লোকারণ্য। তাই আমি তাদের ঘার ডিঙ্গিয়ে সামনে যেতে পছন্দ করলাম না। আমি ছিলাম উঠতি বয়সের যুবক। অতএব আমি বসে পড়লাম। আর তিনি কাউকে কোন কাজে পাঠালে নির্দেশ দিতেন, সে যেন ফিরে এসে তাকে তা অবহিত করে। তখন তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। ইত্যবসরে কাব (রা) এসে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমীরুল মুমিনীনের দোয়া করা উচিত যাতে আল্লাহ তাকে এই উম্মাতের জন্য জীবিত রাখেন। অন্যথায় তিনি তাকে তুলে নিলে এই এই (অনিষ্ট) ঘটতে পারে। এমনকি কাব (রা) মোনাফিকদের নাম-উপনাম ও তাদের সংখ্যা পর্যন্ত উল্লেখ করেন। আমি বললাম, আপনি যা বললেন তা আমি তার নিকট পৌছাবো। কাব (রা) বলেন, তুমি তার কাছে পৌছাবে এই উদ্দেশ্যেই তো আমি বলেছি। এবার আমি (ইবনে আব্বাস) সাহস সঞ্চার করে উঠে দাঁড়িলাম এবং লোকজনের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে তার শিয়রে গিয়ে বসলাম। আমি বললাম, আপনি আমাকে এজন্য পাঠিয়েছিলেন। আপনার সাথে আরো তেরোজন আহত হয়েছেন। কুলাইব আল-জায্বারও আহত হয়েছেন, তখন তিনি উখলির (পানির চৌবাচ্চা) নিকট উষু করছিলেন। আর কাব (রা) আল্লাহর শপথ করে এই এই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কাবকে ডাকো। তিনি কাব (রা)-কে ডাকলেন। উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি বলেছেন? তিনি বলেন, আমি এই এই কথা বলেছি। উমার (রা) বলেন, না, আল্লাহর শপথ! আমি দোয়া করবো না। আল্লাহ যদি উমারকে ক্ষমা না করেন তবে সে তো হতভাগ্য।

১১৫৪- عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ الْقَوْمُ جُلُوسٌ يَتَخَطَّى إِلَيْهِ فَمَنْعُوهُ فَقَالَ أُرْتُكُوا الرَّجُلَ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ .

১১৫৪। শাবী (র) বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র নিকট এলো। তার নিকট একদল লোক বসা ছিল। সে তাদের ডিসিয়ে তার নিকট যেতে থাকলে তারা তাকে বাধা দেয়। তিনি বলেন, তোমরা তাকে বাধা দিও না। সে এসে তার নিকট বসার পর বলে, আপনি আমাকে এমন কিছু অবহিত করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : “যার হাত ও মুখের অনিষ্ট থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে সে-ই হলো প্রকৃত মুসলমান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করে সে-ই হলো প্রকৃত মুহাজির” (বু, মু, দা, না, দার, হি, আ)।

৫৪২-بَابُ أَكْرَمِ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ جَلِيسُهُ

৫৪২-অনুচ্ছেদ : সহযোগী অধিক সম্মানের পাত্র।

১১৫৫- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى جَلِيسِي ۝ ১১৫৫। মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জাফর (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন : লোকজনের মধ্যে আমার সহযোগীরাই আমার নিকট অধিক সম্মানের পাত্র (নব, হি)।

১১৫৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى جَلِيسِي أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ حَتَّى يَجْلِسَ إِلَيَّ .

১১৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার সঙ্গীরাই অন্যদের চেয়ে আমার নিকট অধিক সম্মানের পাত্র, যদিও তারা লোকজনের ঘাড় টপকিয়ে এসে আমার নিকট বসে (পূর্বোক্ত বরাত)।

৫৪৩-بَابُ هَلْ يُقَدَّمُ الرَّجُلُ رِجْلُهُ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسِهِ

৫৪৩-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি কি বৈঠকে উপস্থিত লোকদের দিকে তার পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতে পারে?

১১৫৭- حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مَرْةٍ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَوَجَدْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ جَالِسًا فِي حُلَقَةٍ مَدَّ رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَبْضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي تَذَرِي لِأَيِّ شَيْءٍ مَدَدْتُ رِجْلِي لِيَجِيءَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَيَجْلِسُ .

১১৫৭। কাছীর ইবনে মুররা (র) বলেন, আমি জুমুআর দিন মসজিদে প্রবেশ করে আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা)-কে একটি সভায় জনগণের দিকে তার দুই পা প্রসারিত করে দিয়ে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি আমাকে দেখামাত্র তার পদদ্বয় গুটিয়ে নিয়ে আমাকে বলেন, তুমি কি জানো, কি কারণে আমি আমার পদদ্বয় প্রসারিত করে রেখেছিলাম? যাতে কোন সৎকর্মশীল লোক এসে (আমার নিকটে) বসতে পারে।

৫৪৬-بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَيَبْزُقُ

৫৪৬-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি জনসমাবেশের মধ্যে কিভাবে থুথু ফেলবে?

১১৫৮-عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو السَّهْمِيِّ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِمَنْى أَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ وَبَجِيءُ الْأَعْرَابِ فَإِذَا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا فِدْرْتُ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا فَذَهَبَ بِيَدِهِ بَرَأَقُهُ وَمَسَحَ بِهِ نَعْلَهُ كَرِهَ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ حَوْلِهِ .

১১৫৮। হারিস ইবনে আমর আস-সাহ্মী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি মিনা অথবা আরাফাতে ছিলেন। লোকজন তাঁর চারপাশে ঘোরাফেরা করছিল। বেদুইনরা এসে যখন তাঁর চেহারা দেখতো তখন বলতো, এতো বরকতময় চেহারা। আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বলে : হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। আমি পুনরায় ঘুরে এসে বললাম, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন : হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। তাঁর মুখে থুথু এলে তিনি তা নিজ হাতে নিয়ে তাঁর জুতায় মুছে ফেলেন এই আশংকায় যে, তা লোকজনের গায়ে না পড়ে (দা, না, হা)।

৫৪৭-بَابُ مَجَالِسِ الصُّعَدَاتِ

৫৪৭-অনুচ্ছেদ : বহিরাস্থিনার বৈঠক।

১১৫৯-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَجَالِسِ بِالصُّعَدَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْشْتَقُ عَلَيْنَا الْجُلُوسُ فِي بُيُوتِنَا قَالَ فَإِنْ جَلَسْتُمْ فَأَعْطُوا الْمَجَالِسَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدْلَالُ السَّائِلِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَغَضُّ الْأَبْصَارِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

১১৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বহিরাস্থিনায় (বা রাস্তায়) সভা অনুষ্ঠান বা বৈঠকাদি করতে নিষেধ করেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! ঘরে বসে থাকা তো আমাদের জন্য কষ্টকর। তিনি বলেন : যদি তোমরা বহিরাস্থানে (বা রাস্তায়) বসো তবে বৈঠকের দাবি পূরণ করো (বা কর্তব্য পালন করো)। তারা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! বৈঠকের দাবি কি? তিনি বলেন : পথভোলা লোককে তার গন্তব্য পথ বলে দেয়া, (পথচারীদের) সালামের জবাব দেয়া, চোখের দৃষ্টি সংযত রাখা, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়া (দা, হি)।

১১৬- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بِذُنُوبٍ مِّنْ مَّجَالِسِهَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

১১৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : রাস্তায় বসার ব্যাপারে তোমরা সাবধান হও। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তায় না বসে তো আমাদের উপায় নাই, তথায় আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমরা যখন অসম্মত হচ্ছে, তাহলে রাস্তার দাবি পূরণ করো। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাস্তার দাবি কি? তিনি বলেন : চোখের দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ (বু, যু, দা)।

৫৬- بَابُ مَنْ أَدْلَى رَجُلِيهِ إِلَى الْبِئْرِ إِذَا جَلَسَ وَكَشَفَ عَنِ سَاقَيْهِ

৫৪৬-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজের পায়ের নলা উদলা করে কূপের পাশে বসে পদদ্বয় কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়।

১১৬১- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ مِّنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ وَخَرَجَتْ فِي إِثَرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطُ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لَأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بِوَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَأْمُرْنِي فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قَفِّ الْبِئْرِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَبَاءَ أَبُو بَكْرٍ لِيَسْتَأْذِنَ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذِنَ لَكَ فَوَقَّفَ وَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ عُمَرُ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَامْتَلَأَ الْقَفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءٌ يُصِيبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مَقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَعَلْتُ أَتَمْنِي أَنْ يَأْتِيَ أَخٌ لِي

وَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يُاتِيَهُ بِهِ فَلَمْ يَأْتِ حَتَّى قَامُوا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَوَلَتْ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ
اجْتَمَعَتْ هُنَا وَانْفَرَدَ عُمَانُ .

১১৬১। আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, একদিন নবী (স) তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়ার জন্য মদীনার এক বাগানে প্রবেশ করেন। আমিও তাঁর পিছে পিছে গেলাম। তিনি বাগানের ভেতর প্রবেশ করলে আমি এর ফটকে বসে থাকলাম এবং মনে মনে বললাম, আমি আজ অবশ্যই নবী (স)-এর দ্বাররক্ষী হবো, যদিও তিনি আমাকে আদেশ করেননি। নবী (স) গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়ার পর একটি কূপের কিনারায় বসেন এবং তাঁর পায়ের নলা উদলা করে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। তখন আবু বাকর (রা) এসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রবেশানুমতি প্রার্থনা করেন। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ না আপনার জন্য অনুমতি চাই। তিনি অপেক্ষা করলেন। আমি গিয়ে নবী (স)-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বাকর (রা) আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী। তিনি বলেন : তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি প্রবেশ করে নবী (স)-এর ডান দিক দিয়ে এসে নিজ পায়ের নলা উদলা করে কূপের মধ্যে তা ঝুলিয়ে দিয়ে বসলেন। অতঃপর উমার (রা) এলে আমি বললাম, আমি আপনার জন্য অনুমতি না আনা পর্যন্ত স্বস্থানে অপেক্ষা করুন। নবী (স) বলেন : তাকেও অনুমতি দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও। উমার (রা) নবী (স)-এর বাম পাশ দিয়ে এসে নিজ পদদ্বয়ের নলা উদলা করে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়ে বসলেন। ফলে কূপের বেটনী দেয়াল ভরে গেলো এবং তাতে আর বসার জায়গা থাকলো না। অতঃপর উসমান (রা) এলে আমি বললাম, আমি আপনার জন্য অনুমতি না আনা পর্যন্ত স্বস্থানে অপেক্ষা করুন। নবী (স) বলেন : তাকেও আসার অনুমতি দাও এবং তার উপর বিপদ আপতিত হওয়াসহ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি প্রবেশ করে তথায় তাদের সাথে বসার খালি জায়গা পেলেন না। তাই তিনি ঘুরে গিয়ে তাদের সম্মুখভাগে কূপের কিনারে এলেন। তিনিও নিজ পদদ্বয়ের নলা উন্মুক্ত করে দিয়ে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। আমি তখন আকাঙ্ক্ষা করতে থাকলাম, আমার ভাইটি যদি এসে পৌছতো এবং আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকলাম যে, তিনি যেন তাকে নিয়ে আসেন। তাঁরা উঠে যাওয়া পর্যন্ত সে এসে পৌছেন। ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, আমি উক্ত হাদীসের এই ব্যাখ্যা করেছি যে, সেটা তাদের তিনজনের কবর যা এখানে এক স্থানে অবস্থিত, আর উসমান (রা)-র কবর পৃথক স্থানে অবস্থিত (বু, যু, তি)।

১১৬২ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ لَا يَكْلُمُنِي وَلَا أَكْلُمُهُ
حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بَيْنَاءَ بَيْتٍ قَاطِمَةً فَقَالَ ائِمُّ لَكُمْ ائِمُّ لَكُمْ
فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَلْبَسُهُ سَخَابًا أَوْ تَفْسَلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ
وَقَالَ اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ .

১১৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দিনের কোন এক অংশে বের হলেন। (পথিমধ্যে) তিনিও আমার সাথে কোন কথা বলেননি এবং আমিও তাঁর সাথে কোন কথা বলিনি। এমতাবস্থায় তিনি কায়নূকা গোত্রের বাজারে এলেন। (ফেরার পথে) তিনি ফাতেমা (রা)-র বাড়ির আঙ্গিনায় বসে ডেকে বলেন : খোকা (হাসান) কি এখানে আছে, খোকা কি এখানে আছে? ফাতেমা (রা) শিশুকে আসতে দিতে খানিক বিলম্ব করলেন। আমি ভাবলাম, হয়তো তিনি তাকে পোশাক

পরাজ্জেন অথবা গোসল করাচ্ছেন। সে দ্রুতবেগে বের হয়ে আসলে নবী (স) তাকে বুকে চেপে ধরে চুমা দিলেন এবং বললেন : “হে আব্বাহ! তুমি তাকে মহব্বত করো এবং যারা তাকে ভালোবাসে তাদেরকেও মহব্বত করো (বু, মু, আ, আন, হি)।

৫৪৭-بَابُ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَّجْلِسِهِ لَمْ يَقْعُدْ فِيهِ

৫৪৭-অনুচ্ছেদ : কেউ কারো সম্মানে স্বস্থান থেকে উঠে দাঁড়ালে সে যেন সেখানে না বসে।

১১৬৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ مَّجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ .

১১৬৩। ইবনে উমার (রা) বলেন, কোন ব্যক্তিকে স্বস্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে অপর ব্যক্তিকে সেখানে বসতে নবী (স) নিষেধ করেছেন (বু, মু, দা, তি, আ)। ইবনে উমার (রা)-র সম্মানে কেউ স্বস্থান থেকে উঠে দাঁড়ালে তিনি তার সেই জায়গায় বসতেন না (মু)।

৫৪৮-بَابُ الْأَمَانَةِ

৫৪৮-অনুচ্ছেদ : আমানত (বিশ্বস্ততা)।

১১৬৪- عَنْ أَنَسٍ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ فَرَعْتُ مِنْ خِدْمَتِهِ قُلْتُ يُقْبَلُ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَإِذَا غِلْمَةٌ يُلْعَبُونَ فَقُمْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ إِلَى لَعِبِهِمْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ دَعَانِي فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ فَكَانَ فِي فِيءٍ حَتَّى آتَيْتُهُ وَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي فَقَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى حَاجَةٍ قَالَتْ مَا هِيَ قُلْتُ أَنَّهُ سِرٌّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ احْفَظْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِرَّهُ فَمَا حَدَّثْتُ بِتِلْكَ الْحَاجَةِ أَحَدًا مِّنَ الْخَلْقِ فَلَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا حَدَّثْتُكَ بِهَا .

১১৬৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক দিন আমি নবী (স)-এর খেদমত করলাম। শেষে আমি যখন দেখলাম যে, আমি তাঁর খেদমত থেকে অবসর হয়েছি, আমি ভবলাম, নবী (স) হয়তো দুপুরের বিশ্রাম নিবেন। তাই আমি তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে চলে গেলাম। পশ্চিমধ্যে শিশুরা খেলছিল। আমি তাদের খেলা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। নবী (স) এসে তাদের নিকট পৌছে তাদের সালাম দিলেন। অতঃপর আমাকে ডেকে একটি প্রয়োজনে পাঠালেন। আমি তার প্রয়োজন সেড়ে তাঁর নিকট ফিরে এলাম এবং মায়ের নিকট ফিরে যেতে আমার বিলম্ব হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিলম্বের কারণ কি? আমি বললাম, নবী (স) একটি প্রয়োজনে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, তা নবী (স)-এর গোপনীয় বিষয়।

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোপনীয় বিষয়ের হেফাজত করো। সৃষ্টিকুলের কারো সাথে আমি সে বিষয়ে আলোচনা করিনি। আমি যদি তা কারো কাছে বলতাম, তবে তা আপনার কাছে বলতাম (বু, মু, আ, আন)।

৫৬৭-بَابُ إِذَا التَّفَتَ التَّفَتَ جَمِيعًا

৫৪৯-অনুচ্ছেদ : নবী (স) কারো দিকে ফিরলে পূর্ণদেহে ফিরতেন।

১১৬৫- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَصِفُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ رِيعَةً وَهُوَ إِلَى الطُّوْلِ أَقْرَبُ شَدِيدُ الْبَيَاضِ أَسْوَدُ شَعْرِ اللَّحْيَةِ حُسْنُ الشَّغْرِ أَهْدَبُ أَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ مَفَاضُ الْخَدَّيْنِ يَطَأُ بِقَدَمِهِ جَمِيعًا لَيْسَ لَهَا أَحْمَصُ يُقْبَلُ جَمِيعًا وَيَذِيرُ جَمِيعًا لَمْ أَرْ مِثْلَهُ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ .

১১৬৫। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৈহিক গঠন বর্ণনা করতে শুনেছেন। তাঁর দেহের গড়ন ছিল মধ্যম আকৃতির, প্রায় দীর্ঘকায়, অত্যন্ত গৌরবর্ণের, দাড়ির চুল কালো, সুন্দর মুখাবয়ব, লম্বা দ্রুগল, বাহুদ্বয় চওড়া, প্রশস্ত গণ্ডদেশ, পদদ্বয় সম্পূর্ণ সমতল, তার তালুতে গর্ত ছিলো না। কারো প্রতি তাকালে সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে তাকাতেন এবং সমস্ত শরীরে পশ্চাদমুখী হতেন। আমি তাঁর আগে কিংবা পরে আর কাউকে তাঁর অনুরূপ দেখিনি।

৫৫০-بَابُ إِذَا أَرْسَلَ رَجُلًا إِلَى رَجُلٍ فِي حَاجَةٍ فَلَا يُخْبِرُهُ

৫৫০-অনুচ্ছেদ : কেউ কোন প্রয়োজনে একজনকে অপরাধজনের নিকট পাঠালে সে যেন (কাউকে) তা অবহিত না করে।

১১৬৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ إِذَا أَرْسَلْتَ إِلَى رَجُلٍ فَلَا تُخْبِرُهُ بِمَا أَرْسَلْتَكَ إِلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْدُو لَهُ كَذِبُهُ عِنْدَ ذَلِكَ .

১১৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে কারো নিকট পাঠালে তুমি (অপরাধকে) অবহিত করো না যে, কেন আমি তোমাকে তার নিকট পাঠিয়েছি। অন্যথায় শয়তান ঐ সময় তার জন্য মিথ্যা রচনা করবে।

৫৫১-بَابُ هَلْ يَقُولُ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ

৫৫১-অনুচ্ছেদ : কেউ কি জিজ্ঞেস করতে পারে, তুমি কোথা থেকে এসেছো?

১১৬৭- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أَخِيهِ أَوْ يَتَّبِعَهُ بَصَرَهُ إِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَسْأَلُهُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ وَأَيْنَ تَذْهَبُ .

১১৬৭। মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তির দিকে তীর্থক দৃষ্টিতে তাকানো অথবা সে উঠে চলে গেলে তার দিকে নজরদারি করা অথবা তাকে জিজ্ঞেস করা, ভূমি কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে ইত্যাকার আচরণ দৃশ্যীয়।

১১৬৮- عَنْ مَالِكِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرِّيْذَةِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ قُلْنَا مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ هَذَا عَمَلُكُمْ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا مَعَهُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ قُلْنَا لَا قَالَ اسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ .

১১৬৮। মালেক ইবনে যুবাইদ (র) বলেন, আমরা রাবায়্য নামক স্থানে আবু যার (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোথা থেকে আগমন করেছো? আমরা বললাম, মক্কা থেকে অথবা বাইতুল আতীক (কাবা) থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এটাই কি তোমাদের কাজ ছিল? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এর সাথে কি ব্যবসা-বাণিজ্য ছিলো না? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন, তোমাদের কাজ অব্যাহত রাখো।

৫৫২-بَابُ مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

৫৫২-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান লাগিয়ে শোনে, অথচ তারা তা অপছন্দ করে।

১১৬৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلَّفَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ وَعُذْبٌ وَلَنْ يُنْفَخَ فِيهِ وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلَّفَ أَنْ يُعْقَدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَعُذْبٌ وَلَنْ يُعْقَدَ بَيْنَهُمَا وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفْرُونَ مِنْهُ صَبٌّ فِي أَذْنِهِ الْأُنْكَ .

১১৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি (বিচরণশীল প্রাণীর) প্রতিকৃতি নির্মাণ করে তাকে তাতে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য বাধ্য করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে, যদিও সে কখনো তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। যে ব্যক্তি মনগড়া স্বপ্ন বলবে তাকে দু'টি গমের দানার মধ্যে গিঠ দিতে বাধ্য করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে, যদিও সে কখনো তাতে গিঠ দিতে পারবে না। যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান লাগিয়ে শোনে, অথচ তারা তার শ্রবণ অপছন্দ করে, তার দুই কানের মধ্যে উত্তপ্ত তরল সীসা ঢেলে দেয়া হবে (বু, যু, না, দার, আ, হি)।

৫৫৩-بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى السَّرِيرِ

৫৫৩-অনুচ্ছেদ : সোফা জাতীয় গদিতে বসা।

১১৭০- عَنْ الْعُرَيْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ قَالَ وَقَدْ أَبِي إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَنَا غُلَامٌ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا مَرْحَبًا وَرَجُلٌ قَاعِدٌ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ هَذَا الَّذِي تَرْحَبُ بِهِ قَالَ هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ هَذَا الْهَيْثَمُ بْنُ الْأَسْوَدِ قُلْتُ مَنْ هَذَا

قَالُوا هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ لَهُ يَا أَبَا فَلَانٍ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَالُ
قَالَ مَا رَأَيْتُ أَهْلَ بَلَدٍ أَسْأَلَ عَنْ بَعِيدٍ وَلَا أَتْرَكَ لِلْقَرِيبِ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ أَنْتَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ
يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ ذَاتَ شَجَرٍ وَتُخَلِّ .

১১৭০। উরুয়ান ইবনুল হায়ছাম (র) বলেন, আমার পিতা প্রতিনিধি হিসাবে মুআবিয়া (রা)-র নিকট গেলেন। আমি তখন তরুণ। তিনি তার নিকট প্রবেশ করলে তিনি বলেন, মারহাবা মারহাবা। তার নিকটেই এক ব্যক্তি সোফায় বসা ছিল। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এই ব্যক্তি কে যাকে আপনি মারহাবা বলে স্বাগত জানানেন? তিনি বলেন, ইনি প্রাচ্যবাসীর নেতা। ইনি হায়ছাম ইবনুল আসওয়াদ (রা)। আমি বললাম, ইনি কে? লোকজন বললো, ইনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা)। আমি তাকে বললাম, হে অমুকের পিতা! দাজ্জাল কোথা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে? তিনি বলেন, তুমি যে এলাকার বাসিন্দা সেই এলাকার লোকদের চেয়ে দূরবর্তী বিষয় সম্পর্কে অধিক জিজ্ঞাসাকারী এবং নিকটবর্তী বিষয় অধিক ত্যাগকারী আমি আর কোন এলাকার লোককে পাইনি। অতঃপর তিনি বলেন, গাছপালা ও খেজুর বৃক্ষ সমৃদ্ধ ইরাক থেকে সে আত্মপ্রকাশ করবে (তা)।

১১৭১ - عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى سَرِيرٍ .

১১৭১। আবুল আলিয়া (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র সাথে গদিতে বসেছি।

১১৭২ - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَانَ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ
فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقِمْتُ عِنْدَهُ شَهْرَيْنِ .

১১৭২। আবু জামরা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র সাথে উঠা-বসা করতাম। তিনি আমাকে তার গদিতে বসাতেন। তিনি আমাকে বলেন, তুমি আমার নিকট অবস্থান করো যাবত না আমি তোমাকে আমার মালের একটি অংশ দান করি। অতএব আমি তার নিকট দুই মাস অবস্থান করলাম (বু, যু)।

১১৭৩ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو خُلْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مَعَ الْحَكَمِ
أَمِيرُ بِالْبَصْرَةِ عَلَى السَّرِيرِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا
كَانَ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ .

১১৭৩। খালিদ ইবনে দীনার আবু খালদা (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বসরার শাসক আল-হাকামের সাথে গদিতে বসা অবস্থায় বলতে শুনেছি, নবী (স) গরমের মৌসুমে বিলম্বে এবং শীতের মৌসুমে ত্বরায় (ওয়াস্তের প্রারম্ভে) নামায পড়তেন (বু, না)।

১১৭৪ - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ مَرْمُولٍ
بِشَرِيطٍ تَحْتَ رَأْسِهِ وَسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ جَشَوْهَا لَيْفٌ مَا بَيْنَ جِلْدِهِ وَبَيْنَ السَّرِيرِ ثَوْبٌ

فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا يُبْكِيكَ يَا عُمَرُ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَا أَبْكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَكُونُ أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ كَسْرِي وَقَبْصَرِ فُهْمَا يَعِيشَانِ فِيمَا يَعِيشَانِ فِيهِ مِنَ الدُّنْيَا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَرَى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا تَرْضَى يَا عُمَرُ أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ كَذَلِكَ .

১১৭৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি খেজুর পাতার দড়ির তৈরী একটি চারপায়ার উপর শায়িত ছিলেন। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুর গাছের বাকল ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ। চারপায়া ও তাঁর দেহের মাঝখানে কোন কাপড় বিছানো ছিলো না। উমার (রা) তাঁর নিকট প্রবেশ করে কঁদে দিলেন। নবী (স) তাকে বলেন : হে উমার! তোমাকে কিসে কাঁদালো? তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি এজন্যই কাঁদছি যে, আমি জানি আল্লাহ্র কাছে আপনার মর্যাদা (পারস্য রাজ) কিসরা ও (রোম সম্রাট) কাইজারের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। তারা এই পার্থিব জগতের কতো অফুরন্ত ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে আছে। আর হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার অবস্থা তো আমি স্বচক্ষে দেখছি! নবী (স) বলেন : হে উমার! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে না যে, তাদের জন্য দুনিয়ার ভোগসামগ্রী আর আমাদের জন্য আখেরাতের ভোগসামগ্রী? আমি বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলান্নাহ! তিনি বলেন : বিষয়টি এরূপই (আ, হি)।

১১৭৫ - عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ فَأَقْبَلَ إِلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ فَأَتَانِي بِكَرْسِيٍّ خَلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا قَالَ حُمَيْدٌ أَرَاهُ خَشَبًا أَسْوَدَ حَسِبَهُ حَدِيدًا فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَمَّ خُطْبَتَهُ الْآخِرَهَا .

১১৭৫। আবু রিফাআ আল-আদাবী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে পৌছলাম। তিনি তখন ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! একজন মুসাফির এসেছে, সে তার দীন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়। সে জানে না তার দীন কি? তিনি তৎক্ষণাত্ তাঁর ভাষণ স্থগিত রেখে আমার সামনে এলেন। একটি কুরছি (চেয়ার) আনা হলো, আমার ধারণামতে এর পায়গুলো ছিল লোহার। অধস্তন রাবী হুমাইদ (র) বলেন, মনে হয় পায়গুলো ছিল কালো কাঠের এবং তিনি তাকে লোহা ধারণা করেছেন। নবী (স) তাতে বসলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে যা শিখিয়েছেন তা তাকে শিখালেন। অতঃপর তিনি তাঁর অসমাপ্ত ভাষণ সমাপ্ত করলেন (মু, না, দূলাবী)।

১১৭৬ - عَنْ مُوسَى ابْنِ دَهْقَانَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ عَرُوسٍ عَلَيْهِ ثِيَابٌ حُمْرٌ .

১১৭৬। মুসা ইবনে দিহকান (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে লাল রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় বাসর রাতের খাটের উপর বসা দেখেছি (তহা)।

১১৭৭- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسًا جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

১১৭৭। ইমরান ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে তার এক পা অপর পায়ের উপর রেখে গদিতে বসা অবস্থায় দেখেছি (তহা)।

৫৫৫- بَابُ إِذَا رَأَى قَوْمًا يَتَنَاجَوْنَ فَلَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ

৫৫৫-অনুচ্ছেদ : কতক লোককে গোপনে আলাপরত দেখলে সেখানে তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে না।

১১৭৮- عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ يَقُولُ مَرَرْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يَتَحَدَّثُ فَقُمْتُ إِلَيْهِمَا فَلَطَمَ فِي صَدْرِي فَقَالَ إِذَا وَجَدْتَ اثْنَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَلَا تَقُمْ مَعَهُمَا وَلَا تَجْلِسَ مَعَهُمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّمَا رَجَوْتُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكُمَا خَيْرًا .

১১৭৮। সাঈদ আল-মাকবুরী (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তার সাথে এক ব্যক্তি কথা বলছিল। আমি তাদের পাশে দাঁড়ালে ইবনে উমার (রা) আমার বুকে চপেটাঘাত করে বলেন, তুমি দুই ব্যক্তিকে একত্রে কথাবার্তা বলতে দেখলে তাদের অনুমতি না নিয়ে তাদের সাথে দাঁড়াবেও না এবং বসবেও না। আমি বললাম, হে আবদুর রহমানের পিতা! আল্লাহ আপনার সংশোধন করুন, আমি আপনাদের দুইজনের নিকট কল্যাণকর কিছু শোনার আশাই করেছিলাম (আ)।

১১৭৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ تَسَمَّعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صَبٌّ فِي أَدْنِهِ الْأَنْتُكَ وَمَنْ تَحَلَّمَ بِحَلْمٍ كُلَّفَ أَنْ يُعْقِدَ شَعِيرَةً .

১১৭৯। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান লাগিয়ে শোনে, অথচ তারা এটা পছন্দ করে না, তার কানের মধ্যে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি মনগড়া স্বপ্ন বলবে তাকে গমের দানায় গিঠ দিতে বাধ্য করা হবে (বু, মু, না, দার, আ, হি)।

৫৫৫-بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

৫৫৫-অনুচ্ছেদ : তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে যেন গোপন পরামর্শ না করে।

১১৮০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ .

১১৮০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু (স) বলেন : তিনজন একসাথে থাকলে তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুইজনে যেন গোপন পরামর্শ না করে (বু, মু, দা, ই, আন)।

৫৫৬-بَابُ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً

৫৫৬-অনুচ্ছেদ : চারজন একত্র হলে ।

১১৮১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّهُ يُحْزَنُ ذَلِكَ .

১১৮১। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমরা তিনজন একত্র হলে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে আলাদা হয়ে গোপন আলাপ করো না। কারণ তা তাকে মনোক্ষুণ্ণ করবে (বু, মু, দা, ই)।

১১৮২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ قُلْنَا فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً قَالَ لَا يَضُرُّهُ .

১১৮২। ইবনে উমার (রা)-মহানবী (স) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আমরা বললাম, যদি তাদের সংখ্যা চার হয়। তিনি বলেন : তাহলে কোন ক্ষতি নাই (দা, হি)।

১১৮৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخِرِ حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ ذَلِكَ يُحْزَنُ .

১১৮৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তিনজন একত্র হলে একজনকে বাদ রেখে দু'জনে আলাদা হয়ে গোপন আলাপ করবে না, যাবত না তারা লোকদের সাথে মিলিত হয়। কারণ তা তাকে মনোক্ষুণ্ণ করবে (বু, মু)।

১১৮৪- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً فَلَا بَأْسَ .

১১৮৪। ইবনে উমার (রা) বলেন, তারা চারজন একত্র হলে (দু'জনের স্বতন্ত্র গোপন আলাপে) কোন ক্ষতি নাই।

৫৫৭-بَابُ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْقِيَامِ

৫৫৭-অনুচ্ছেদ : কেউ কারো পাশে বসলে সে উঠে যেতে তার অনুমতি চাইবে।

১১৮৫- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَقَالَ إِنَّكَ جَلَسْتَ إِلَيْنَا وَقَدْ حَانَ مِنَّا قِيَامٌ فَقُلْتُ فَإِذَا شِئْتَ فَقَامَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ الْبَابَ .

১১৮৫। আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-র নিকট বসলাম। তিনি বলেন, তুমি আমার পাশে এসে বসেছো অথচ আমার উঠে যাওয়ার সময় হয়েছে। আমি বললাম, তা আপনার ইচ্ছা। অতএব তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি দরজায় পৌছা পর্যন্ত তার সাথে সাথে গেলাম।

৫৫৮-بَابُ لَا يَجْلِسُ عَلَى حَرْفِ الشَّمْسِ

৫৫৮-অনুচ্ছেদ : রোদের দিকে মুখ করে বসবে না।

১১৮৬- حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَهُ فَتَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ .

১১৮৬। কায়েস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি যখন এসে উপস্থিত হন তখন রাসূলুল্লাহ (স) ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। নবী (স) তাকে নির্দেশ দিলে তিনি ছায়ায় চলে আসেন (আ, হা, বু, হি, তায়ালিসী)।

৫৫৯-بَابُ الْأَحْتِبَاءِ فِي الثُّوبِ

৫৫৯-অনুচ্ছেদ : পোশাক পরিধানের নিষিদ্ধ নিয়ম (ইহতিবা)।

১১৮৭- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَبِعْتَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ الْمَلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ وَالْمُنَابَذَةُ يَنْبِذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعُهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَاللُبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَاءِ وَالصَّمَاءُ أَنْ يُجْعَلَ طَرَفُ ثَوْبِهِ عَلَى أَحَدِي عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شَقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَاللُّبْسَةُ الْآخَرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

১১৮৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) দুই ধরনের পোশাক পরিধানের নিয়ম এবং দুই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রয়-বিক্রয়ে মুলামাসা ও মুনাবাযা নিষিদ্ধ করেছেন। মুলামাসা হলো, কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির কাপড় স্পর্শ করা। আর মুনাবাযা হলো, কোন ব্যক্তির কাপড় অপর ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে মারা। (পণ্য নিরীক্ষণ করে না দেখলেও) এতে উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যেতো। আর দুই ধরনের পোশাক পরার নিয়মের ক্ষেত্রে তিনি ইশতিমালুস সাম্মা নিষিদ্ধ করেছেন। সাম্মা এই যে, নিজের পরিধেয় বস্ত্র নিজের এক কাঁধে এমনভাবে তুলে দেয়া, যাতে অন্য কাঁধ অনাবৃত থেকে যায়। পোশাক পরিধানের নিষিদ্ধ অপর নিয়ম এই যে, এক পরত কাপড় নিজের গোটা দেহে পেঁচিয়ে কারো এমনভাবে বসা, যাতে তার লজ্জাস্থানে কোন কাপড়ই থাকে না (বু, মু, না)।

৫৬০-بَابُ مَنْ أَلْقَى لَهُ وَسَادَةٌ

৫৬০-অনুচ্ছেদ : কাউকে হেলান দেয়ার বালিশ পেশ করা।

১১৮৮- عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيعِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ لَهُ صَوْمِيْ فَدَخَلَ عَلَى قَالِقَيْتَ لَهُ وَسَادَةٌ

مَنْ أَدَمَ حَشْوَهَا لَيْفُ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوَسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْعًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اخْدُي عَشْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَأَفْطَارُ يَوْمٍ .

১১৮৮। আবু কিলাবা (র) বলেন, আবুল মালীহ (র) আমাকে অবহিত করে বলেন, আমি তোমার পিতা যায়েদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী (স)-এর নিকট আমার রোযা সম্পর্কে আলোচনা হলো। তিনি আমার নিকট এলেন। আমি তাঁর জন্য খেজুর গাছের ছাল ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ পেশ করলাম। কিন্তু তিনি মাটিতে বসে গেলেন এবং বালিশটি আমার ও তাঁর মাঝখানে পড়ে থাকলো। তিনি আমাকে বলেনঃ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখলে কি তোমার জন্য যথেষ্ট হয় না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আরো অধিক)। তিনি বলেন : পাঁচ দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! (আরো অধিক)। তিনি বলেন : সাত দিন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ। তিনি বলেন : নয় দিন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন : এগারো দিন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন : দাউদ (আ)-এর রোযার চেয়ে উত্তম রোযা হয় না, অর্ধ বছর। একদিন রোযা এবং এক দিন বিরতি (বু.মু)।

১১৮৯-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى أَبِيهِ فَأَلْقَى لَهُ قَطِيفَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا .

১১৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে বুর (র) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তার পিতার নিকট এলে তিনি তাঁর জন্য নরম গদি পেতে দেন। তিনি তার উপর বসেন।

৫৬১-بَابُ الْفَرْقِصَاءِ

৫৬১-অনুচ্ছেদঃ দুই হাঁটু খাড়া করে তা দুই হাতে বেড় দিয়ে ধরে নিতম্বের উপর বসা।

১১৯০-عَنْ قَبِيْلَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَاعِدًا الْفَرْقِصَاءَ فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ الْمَتَخَشَّعَ فِي الْجَلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرْقِ .

১১৯০। কাইলা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে তাঁর দুই হাঁটু খাড়া করে তা দুই হাতে বেড় দিয়ে ধরে নিতম্বের উপর বসা অবস্থায় দেখেছি। নবী (স)-কে এরূপ বিনীতভাবে বসা অবস্থায় দেখে আমি ভীত-কম্পিত হলাম (দা ৪৮৪৭)।

৫৬২-بَابُ التَّرَبُّعِ

৫৬২-অনুচ্ছেদঃ চার জানু হয়ে বসা।

১১৯১-عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذِّيمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَرَأَيْتُهُ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا .

১১৯১। হানযালা ইবনে হিয়্যাম (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁকে চার জানু হয়ে বসা অবস্থায় দেখলাম (তাহযীবুল কামাল, ইসতীআব)।

১১৯২- حَدَّثَنِي أَبُو رُزَيْقٍ أَنَّهُ رَأَى عَلَى بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا
وَأَضْعًا أَحَدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى الَّتِي عَلَى الْيُسْرَى .

১১৯২। আবু যুরাইক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র পুত্র আলীকে তার এক পা অপর পায়ের উপর অর্থাৎ ডান পা বাম পায়ের উপর রেখে চার জানু হয়ে বসা অবস্থায় দেখেছেন।

১১৯৩- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَجْلِسُ هَكَذَا مُتَرَبِّعًا وَيَضَعُ
أَحَدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

১১৯৩। ইমরান ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে তার এক পা অপর পায়ের উপর রেখে চার জানু হয়ে বসে থাকতে দেখেছি (তাহাবী)।

৫৬৩-بَابُ الْأَحْتِبَاءِ

৫৬৩-অনুচ্ছেদ : পোশাক পরিধানের নিষিদ্ধ নিয়ম (ইহতিবা)।

১১৯৪- عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي بُرْدَةٍ
وَإِنْ هُدَاهَا لَعَالَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَلَا
تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرَغَ لِلْمَسْتَسْقَى مِنْ دَلُوكَ فِي إِيَّاهِ أَوْ تَكَلَّمَ
أَخَاكَ وَوَجْهَكَ مُنْبَسِطٌ وَأَيْبَاكَ وَأَسْبَالَ الْأَزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ وَإِنْ
أَمَرُوْكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ مِنْكَ فَلَا تَعْبِرْهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ مِنْهُ دَعَا يَكُونُ وَيَأْلُهُ عَلَيْهِ
وَأَجْرُهُ لَكَ وَلَا تَسْبِنُ شَيْئًا قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدُ دَابَّةً وَلَا إِنْسَانًا .

১১৯৪। সুলাইম ইবনে জাবের আল-হুজায়মী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি একটি চাদর মুড়ি দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন। চাদরের ঝালর তাঁর পায়ের পাতার উপর ছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন : “তুমি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৎকাজকেও তুচ্ছজ্ঞান করো না, তা যদি তোমার বালতি থেকে পানি প্রার্থীর পায়ে পানি ঢেলে দেয়ার মত নগণ্য কাজও হয় অথবা হাস্যোজ্জ্বল মুখে তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার আলাপ-আলোচনাও হয়। পায়ের গোছার নিচে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে দেয়া থেকে সাবধান হও। কারণ তা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ তা পছন্দ করেন না। কোন ব্যক্তি যদি তার জ্ঞাত তোমার কোন ক্রটির কারণে তোমাকে গালি দেয়, তবে তুমি তোমার জ্ঞাত তার কোন ক্রটির কারণে তাকে গালি দিও না। তার কর্মের পরিণতি ভোগের জন্য তাকে ছেড়ে দাও এবং তার সওয়াব পাবে তুমি। তুমি কোন কিছুকে গালি দিও না”। রাবী বলেন, পরে আমি কখনো পশু বা মানুষ কাউকে গালি দেইনি (দা,আ,হা)।

১১৯৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ حَسَنًا قَطُّ إِلَّا فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَوَجَدَنِي فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَمَا كَلَّمَنِي حَتَّى جِئْنَا سُوقَ بَنِي قَيْنِقَاعَ فَطَافَ فِيهِ وَنَظَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا الْمَسْجِدَ فَجَلَسَ فَأَحْتَبَنِي ثُمَّ قَالَ آيِنَ لُكَاعُ أَدْعُ لِي لُكَاعَ فَجَاءَ حَسَنٌ يَشْتَدُّ فَرُوقَ فِي حِجْرِهِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي لِحْيَتِهِ ثُمَّ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَحُ فَاهُ فَيَدْخُلُ فَاهُ فِي فِيهِ ثُمَّ قَالَ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَحْبِبْهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ .

১১৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যখনই হাসানকে দেখেছি আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে। তা এজন্য যে, একদিন নবী (স) বের হয়ে এসে আমাকে মসজিদে পেলেন। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমি তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা কায়নুকা গোত্রের বাজারে না পৌছা পর্যন্ত তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি। তিনি বাজারে ঘুরলেন এবং দেখলেন, অতঃপর আমাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। শেষে আমরা মসজিদে এসে পৌছলাম। তিনি চার জানু হয়ে বসলেন, অতঃপর বলেন : খোকা কোথায়? খোকাকে আমার নিকট ডেকে আনো। হাসান দ্রুতবেগে বের হয়ে এসে তাঁর কোলে ঝাপিয়ে পড়লো, অতঃপর তার হাত তাঁর দাড়ির ভেতর ঢুকালো। অতঃপর নবী (স) নিজের মুখ ফাঁক করে তার মুখ নিজের মুখে প্রবেশ করান (মুখে চুমা দেন)। তারপর বলেন : “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তাকে ভালোবাসি। অতএব তুমিও তাকে ভালোবাসো এবং যারা তাকে মহব্বত করে, তুমি তাদেরকেও মহব্বত করো” (বু, মু, হা)।

৫৬৬-بَابُ مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

৫৬৪-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হাঁটু গেড়ে বসে।

১১৯৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عَظِيمًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَالَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أُخْبِرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا قَالَ أَنَسٌ فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَثُرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ سَلُوا فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلَى أَمَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فِي عُرْضِ هَذَا الْحَانِطِ وَأَنَا أَصْلَى فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ .

১১৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাদের সাথে নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর মিস্বারে উঠে দাঁড়ালেন, কিয়ামতের উল্লেখ করলেন এবং আরো উল্লেখ করেন যে, এর সাথে রয়েছে অনেক সাংঘাতিক বিষয়। অতঃপর তিনি বলেন : কেউ আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে সে তা জিজ্ঞেস করুক। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমার এই জায়গায় থাকা পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট যা-ই জিজ্ঞেস করবে, আমি তোমাদের তা অবহিত করবো। আনাস (রা) বলেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে এটা শোনার পর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আর রাসূলুল্লাহ (স)-ও বারবার বলতে থাকেন : তোমরা জিজ্ঞেস করো। উমার (রা) হাঁটু গেড়ে বসে বলেন, আমরা আল্লাহকে প্রভুরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মাদকে রাসূলরূপে পেয়ে সন্তুষ্ট। উমার (রা) একথা বলাতে রাসূলুল্লাহ (স) নিকূপ হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ বিপদ সন্নিহিতে। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এইমাত্র এই দেয়ালের পাশে আমার নামাযরত অবস্থায় আমার সামনে বেহেশত ও দোযখ উপস্থিত করা হয়েছে। অতএব আজকের মত কল্যাণ ও অনিষ্টকে (একত্রে) আর দেখিনি (বু, মু, ভি)।

৫৬৫-بَابُ الْأَسْتِلْقَاءِ

৫৬৫-অনুচ্ছেদ : শরীর এলিয়ে দেয়া।

১১৯৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُهُ قُلْتُ لَابْنِ عُيَيْنَةَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ نَعَمْ مُسْتَلْقِيًّا وَأَضِعًّا أَحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

১১৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আল-মাজিনী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে তাঁর এক পা অপর পায়ের উপর রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছি (বু, মু, দা, না, তি, তহা)।

১১৯৮- عَنْ أُمِّ بَكْرٍ بِنْتِ الْمِسْوَرِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مُسْتَلْقِيًّا رَافِعًا أَحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

১১৯৮। মিসওয়্যার (রা)-র কন্যা উম্মু বাকর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে তার এক পায়ের উপর অপর পা তুলে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

৫৬৬-بَابُ الضَّجْعَةِ عَلَى وَجْهِهِ

৫৬৬-অনুচ্ছেদ : উপুড় হয়ে শোয়া।

১১৯৯- عَنْ ابْنِ طَخْفَةَ الْغِفَارِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْخَيْرِ اللَّيْلِ أَتَانِي اتِّ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى بَطْنِي فَحَرَكْنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ قُمْ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي .

১১৯৯। ইবনে তিখফা আল-গিফারী (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে অবহিত করেন যে, তিনি ছিলেন আসহাবে সুফ্ফার সদস্য। তিনি বলেন, একদা শেষ রাতে আমি মসজিদে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। আমি উপুড় হয়ে ঘুমে বিভোর অবস্থায় একজন আগন্তুক আমার নিকট এলেন। তিনি

আমাকে তাঁর পায়ের সাহায্যে নাড়া দিয়ে বলেন : ওঠো, এই উপুড় হয়ে শোয়ায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আমি মাথা তুলে দেখি যে, নবী (স) আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে (দা,না,ই,আ)।

১২০০- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحًا لَوَجْهِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ قُمْ نَوْمَهُ جَهَنَّمِيَّةٌ .

১২০০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মসজিদে উপুড় হয়ে গুয়ে থাকা এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যেতে তাকে নিজ পায়ের দ্বারা আঘাত করে বলেন : ওঠো, এটা তো জাহান্নামের অধিবাসীর শয়ন (ই)।

৫৬৭-بَابُ لَا يَأْخُذُ وَلَا يُعْطَى إِلَّا بِالْيَمْنَى

৫৬৭-অনুচ্ছেদ : কেবল ডান হাতেই আদান-প্রদান করবে।

১২০১- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ قَالَ كَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطَى بِهَا .

১২০১। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : কেউ যেন তার বাম হাতে পানাহার না করে? কেননা শয়তান তার বাম হাতে পানাহার করে। রাবী বলেন, নাফে (র) তাতে আরো যোগ করেন যে, বাম হাতে কিছু গ্রহণও করবে না এবং বাম হাত দ্বারা কিছু দিবেও না (মু,দা,তি)।

৫৬৮-بَابُ ابْنِ يَضْعُ نَعْلَيْهِ إِذَا جَلَسَ

৫৬৮-অনুচ্ছেদ : বসার সময় জুতাজোড়া কোথায় রাখবে?

১২০২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يُخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ .

১২০২। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন বসবে তখন তার জুতাজোড়া তার পাশেই (খুলে) রাখবে। এটাই সুন্নাত নিয়ম (দা)।

৫৬৯-بَابُ الشَّيْطَانِ يَجِيءُ بِالْعُودِ وَالشَّيْءِ يَطْرَحُهُ عَلَى الْفِرَاشِ .

৫৬৯-অনুচ্ছেদ : শয়তান খড়্গুটা ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে এসে তা বিছানার উপর ছড়িয়ে দেয়।

১২০৩- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي إِلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ بَعْدَ مَا يَفْرِشُهُ أَهْلُهُ وَيُهَيِّئُونَهُ فَيُلْقِي عَلَيْهِ الْعُودَ وَالْحَجَرَ أَوْ الشَّيْءَ لِيَغْضِبَهُ عَلَى أَهْلِهِ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَغْضَبُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

১২০৩। আবু উমামা (রা) বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী তার জন্য বিছানা পাতার পর শয়তান এসে তাতে খড়কুটা, নুড়িপাথর বা অন্য কিছু ছড়িয়ে দেয় যাতে সে তার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়। সে (তার বিছানায়) এগুলো দেখতে পেলে যেন তার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট না হয়। কারণ এটা শয়তানের কারসাজি।

৫৭. -بَابُ مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ لَهُ سِتْرَةٌ.

৫৭০-অনুচ্ছেদ : কেউ বেটনীবিহীন ছাদে ঘুমালে।

১২০৪। عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ (حِجَارٌ) فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ .

১২০৪। আবদুর রহমান ইবনে আলী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কেউ বেটনীবিহীন ছাদে রাতে ঘুমালে (এবং কোন দুর্ঘটনা ঘটলে) তার সম্পর্কে (আল্লাহর) কোন যিম্মাদারি নাই (দা ৫০৪১)।

১২০৫। عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ جَاءَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَصَعِدْتُ بِهِ عَلَى سَطْحٍ أَفْلَحَ فَنَزَلَ وَقَالَ كِدْتُ أَنْ أَبِيتَ اللَّيْلَةَ وَلَا ذِمَّةَ لِي .

১২০৫। আলী ইবনে উমারা (র) বলেন, আবু আইউব আনসারী (রা) এলে আমি তাকে নিয়ে উন্মুক্ত ছাদে উঠলাম। তিনি নেমে এসে বলেন, আমি এখানে রাত কাটালে আমার ব্যাপারে (আল্লাহর) কোন যিম্মাদারি নাই।

১২০৬। عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاتَ عَلَى أَنْجَارٍ فَوَقَعَ مِنْهُ فَمَاتَ بَرَّتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِينَ يَرْتَجُّ يَعْنِي يَغْتَلِمُ فَهَلَكَ بَرَّتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ .

১২০৬। মহানবী (স)-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কেউ উন্মুক্ত ছাদে ঘুমালে এবং তা থেকে পতিত হয়ে নিহত হলে তার ব্যাপারে কোন দায়দায়িত্ব নাই। কেউ ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অবস্থায় সমুদ্রভ্রমণে গিয়ে নিহত হলে তার ব্যাপারেও কোন দায়দায়িত্ব নাই (আ)।

৫৭। -بَابُ هَلْ يُدْلَى رَجُلِيهِ إِذَا جَلَسَ

৫৭১-অনুচ্ছেদ : পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসা যাাবে কি?

১২০৭। عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي حَائِطٍ عَلَى قَفِّ الْبَيْتِ مُدْلِيًا رَجُلِيهِ فِي الْبَيْتِ .

১২০৭। আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) চার দেয়ালের অভ্যন্তরে এক কূপের মধ্যে তাঁর পদদ্বয় ঝুলিয়ে দিয়ে এর বেটনীর উপর বসেছিলেন (বু, মু, আন)।

৫৭২-بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ

৫৭২-অনুচ্ছেদ : কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় কি বলবে?

১২০৮- حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُرَيْمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَيَّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ .

১২০৮। মুসলিম ইবনে আবু মরিয়ম (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার ঘর থেকে বাইরে রওয়ানা হওয়ার সময় বলতেন, “হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদ রাখো এবং আমার থেকে (অন্যদেরও) নিরাপদ রাখো”।

১২০৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ التَّكْلَانُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

১২০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর ঘর থেকে বাইরে রওয়ানা হয়ে বলতেন: “বিসমিল্লাহি আত-তুকলানু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” (আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর ভরসা, আল্লাহ ছাড়া ক্ষতি রোধ করার বা কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারো নাই) (ই ৩৮৮৫, আ, হা, সুন্নী)।

৫৭৩-بَابُ هَلْ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَجُلَهُ بَيْنَ يَدَيِ أَصْحَابِهِ وَهَلْ يَتَكَبَّرُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

৫৭৩-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি কি তার সংগীদের দিকে নিজের পদদ্বয় প্রসারিত করে দিতে পারে বা তাদের সামনে হেলান দিয়ে বসতে পারে?

১২১০- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَصْرِيُّ أَنَّ بَعْضَ وَفَدِ عَبْدِ الْقَيْسِ سَمِعَهُ يَذْكُرُ قَالَ لَمَّا بَدَأَ لَنَا فِي وَفَادَتِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَرَرْنَا حَتَّى إِذَا شَارَفْنَا الْقُدُومَ تَلَقَّانَا رَجُلٌ يُوَضِّعُ عَلَى قُعُودِهِ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ مِمَّنِ الْقَوْمُ قُلْنَا وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ مَرَحَبًا بِكُمْ وَأَهْلًا أَبَاكُمْ طَلَبْتُ جَنَّتْ لِأَبَشْرِكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَمْسِ لَنَا أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ لِيَا نَبِيَّ غَدًا مِّنْ هَذَا الْوَجْهِ يَعْنِي الْمَشْرِقَ خَيْرٌ وَقَدْ الْعَرَبُ قَبْتُ أَرْوَعُ حَتَّى أَصْبَحْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى رَا حِلَّتِي فَأَمَعَنْتُ فِي الْمَسِيرِ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَهَمَمْتُ الرُّجُوعَ ثُمَّ رُفِعَتْ رُؤُوسُ رَوَاحِلِكُمْ ثُمَّ ثَنَى رَا حِلَّتَهُ بِرِمَامِهَا رَاجِعًا يُوَضِّعُ عَوْدَهُ عَلَى بَدْنِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ حَوْكُهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ بَابِي وَأُمِّي جَنَّتْ أَبَشْرُكَ بِوَفَدِ عَبْدِ

الْقَيْسِ فَقَالَ أَنَّى لَكَ بِهِمْ يَا عُمَرُ قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أَرَىٰ قَدْ أَظْلَمُوا فَذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ
 بَشْرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَتَهَيَّأِ الْقَوْمَ فِي مَقَاعِدِهِمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَاعِدًا فَالْقَىٰ ذَيْلَ
 رِدَائِهِ تَحْتَ يَدِهِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِ وَبَسَطَ رِجْلَيْهِ فَقَدِمَ الْوَفْدُ فَفَرِحَ بِهِمُ الْمُهَاجِرُونَ
 وَالْأَنْصَارُ فَلَمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ أَمْرَحُوا رِكَابَهُمْ فَرَحًا بِهِمْ وَأَقْبَلُوا سُرَاعًا
 فَأَوَسَعَ الْقَوْمُ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَكِيًا عَلَىٰ حَالِهِ فَتَخَلَّفَ الْأَشْجُ وَهُوَ مُنْذِرُ بْنُ عَائِدِ بْنِ
 مُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ زِيَادِ ابْنِ عَصَرَ فَجَمَعَ رِكَابَهُمْ ثُمَّ اتَّأَخَّهَا وَحَطَّ
 أَحْمَالَهَا وَجَمَعَ مَتَاعَهَا ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَةً لَهُ وَالْقَىٰ عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَبَسَ حُلَّةً ثُمَّ
 أَقْبَلَ يَمْشِي مُتَرَسِّلًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ وَصَاحِبُ أَمْرِكُمْ فَأَشَارُوا
 بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ سَادَتِكُمْ هَذَا قَالُوا كَانَ أَبَاؤُهُ سَادَتُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ
 قَائِدُنَا إِلَى الْأِسْلَامِ فَلَمَّا انْتَهَى الْأَشْجُ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ مِنْ نَاحِيَةِ اسْتَوَى النَّبِيُّ ﷺ
 قَاعِدًا قَالَ هَهُنَا يَا أَشْجُ وَكَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ سُمِّيَ الْأَشْجُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَصَابَتْهُ حِمَارَةٌ
 بِحَافِرِهَا وَهُوَ فَطِيمٌ فَكَانَ فِي وَجْهِهِ مِثْلُ الْقَمَرِ فَأَقْعَدَهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ وَالْطِفَةُ وَعَرَفَ
 فَضْلَهُ عَلَيْهِمْ فَأَقْبَلَ الْقَوْمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَهُ وَيُخْبِرُهُمْ حَتَّى كَانَ بِعَقَبِ
 الْحَدِيثِ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِّنْ أَزْوَادِكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَقَامُوا سُرَاعًا كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ إِلَىٰ
 ثِقْلِهِ فَجَاءُوا بِصُبْرِ التَّمْرِ فِي أَكْفُهُمْ فَوَضَعَتْ عَلَىٰ نَطْعٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ جَرِيدَةٌ
 دُونَ الذَّرَاعَيْنِ وَفَوْقَ الذَّرَاعِ فَكَانَ يَخْتَصِرُ بِهَا فَلَمَّا يُفَارِقُهَا فَأَوْمَأَ بِهَا إِلَىٰ صَبْرَةٍ
 مِّنْ ذَلِكَ التَّمْرِ فَقَالَ تَسْمُونُ هَذَا التَّعْضُوضَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَتَسْمُونُ هَذَا الصَّرْقَانَ
 قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَتَسْمُونُ هَذَا الْبِرْنِيَّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ هُوَ خَيْرٌ تَمْرِكُمْ وَآيِنَعُهُ لَكُمْ وَقَالَ
 بَعْضُ شُبُوحِ الْحَيِّ وَأَعْظَمُهُ بَرَكَةٌ وَأَنَّمَا كَانَتْ عِنْدَنَا خَصْبَةٌ نَّعْلِفُهَا إِبِلَنَا وَحَمِيرَنَا
 فَلَمَّا رَجَعْنَا مِّنْ وَقَادَتْنَا تِلْكَ عَظُمَتْ رَغْبَتُنَا فِيهَا وَقَسَلْنَاهَا حَتَّى تَحُولَتْ ثِمَارُنَا
 مِنْهَا وَرَأَيْنَا الْبَرَكَةَ فِيهَا .

১২১০। শিহাব ইবনে আক্বাদ আল-আসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল কায়েস গোত্রের
 প্রতিনিধি দলের কোন সদস্যকে বর্ণনা করতে গুলেছেন। তিনি বলেন, নবী (স)-এর নিকট
 প্রতিনিধিদল পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা আমাদের নিকট প্রতীয়মান হলে আমরা রওয়ানা হলাম। আমরা
 সফরের শেষপ্রান্তে উপনীত হলে রাস্তার মাথায় বসা এক ব্যক্তি আমাদের সাথে সাক্ষাত করেন।

তিনি সালাম দিলে আমরা তার উত্তর দিলাম। তিনি দণ্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? আমরা বললাম, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল। তিনি বলেন, স্বাগতম, তোমাদের সাদর সম্ভাষণ। আমি তোমাদের তালশাই এসেছি তোমাদের সুসংবাদ পৌঁছে দেয়ার জন্য। গতকাল নবী (স) আমাদের বলেছিলেন। তিনি পূর্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন : “অবশ্যই আগামী কাল এদিক অর্থাৎ পূর্বদিক থেকে আরবের উত্তম প্রতিনিধিদল আসবে”। এপাশ ওপাশ করতে করতে আমার রাতটি অতিবাহিত হলো। ভোর হতেই আমি কাফেলা ও রাস্তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকলাম। এভাবে বেশ বেলা হয়ে গেলো এবং আমি ফিরে আসার মনস্থ করলাম। ইত্যবসরে তোমাদের জন্তুযানের মাথা আমার দৃষ্টিগোচর হলো। একথা বলে লোকটি তার জন্তুযানের লাগাম ধরে তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুতবেগে ফিরে যেতে লাগলেন। তিনি নবী (স)-এর নিকট পৌঁছে তাঁকে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ পরিবেষ্টিত পেলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আমি আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে আপনাকে সুসংবাদ দিতে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন : হে উমার! তাদের সাথে কোথায় তোমার সাক্ষাত হয়েছে? তিনি বলেন, তারা আমার পেছনে আসছে এবং এখনই এসে পৌঁছবে। তিনি এটা উল্লেখ করলে নবী (স) বলেন : আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দান করুন। লোকজন তাদের বসাবার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলো। আর নবী (স) বসা অবস্থায় ছিলেন। তিনি তাঁর চাদরের প্রান্তভাগ তাঁর হাতের নিচে রেখে তাতে ভর দিয়ে বসলেন এবং পদদ্বয় সামনে প্রসারিত করে দিলেন।

প্রতিনিধি দল এসে পৌঁছলে তাদের দেখে মুহাজির ও আনসারগণ আনন্দিত হলেন। তারা নবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণকে দেখে আনন্দিত হয়ে রেকাবদানি বাজাতে থাকে এবং দ্রুতবেগে নবী (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। লোকজন সরে গিয়ে তাদের বসার জায়গা করে দিলো এবং নবী (স) পূর্ববৎ হাতে ভর দিয়ে বসে থাকলেন। (দলনেতা) আল-আশাজ্জের পৌঁছতে বিলম্ব হলো। তারা জন্তুযান একত্র করলো, সেগুলোকে বসালো এবং মালপত্র নামিয়ে একত্র করলো, অতঃপর একটি হাতবাক্স বের করে সফরের পোশাক পরিবর্তন করে চাদর পরিধান করে তার প্রান্তভাগ ঝুলিয়ে দিয়ে হেঁটে এসে উপস্থিত হলো। নবী (স) জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের নেতা কে, তোমাদের যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল কে? সকলে একসাথে আল-আশাজ্জের দিকে ইংগিত করলো। তিনি বলেন : সে কি তোমাদের নেতার পুত্র? তারা বললো, তার পূর্বপুরুষ জাহিলী যুগেও আমাদের নেতা ছিলো এবং ইনি ইসলামে আমাদের নেতা।

আশাজ্জ এসে পৌঁছে এক প্রান্তে বসার ইচ্ছা করলে নবী (স) সোজা হয়ে বসে বলেন : হে আশাজ্জ! এখানে। শিশুকালে যেদিন একটি গর্দভীর ক্ষুরের আঘাতে তিনি আহত হন সেদিন থেকে তার নাম হয়েছে আশাজ্জ (আহত), যার চিহ্ন তার চোহারায় চাঁদের মত ভাস্বর ছিল। নবী (স) তাঁকে নিজের পাশে বসান, তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাদের উপর তার মর্যাদার স্বীকৃতি দেন। প্রতিনিধি দল নবী (স)-কে প্রশ্ন করতে থাকে এবং তিনি তাদের অবহিত করতে থাকেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন : তোমাদের রসদপত্রের কিছু তোমাদের সাথে অবশিষ্ট আছে কি? তারা বললো, হাঁ। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সামান্যপত্রের দিকে দ্রুত অগ্রসর হলো এবং বস্তাভর্তি খেজুর নিয়ে এলো। সেগুলো তাঁর সামনে একটি চামড়ার পাত্রের উপর রেখে দেয়া হলো। তাঁর সামনে ছিল দুই হাতের চেয়ে ক্ষুদ্র এবং এক হাতের চেয়ে বড় একটি খেজুরের ছড়ি। এটা তিনি নিজের কাছেই রাখতেন, তা খুব কমই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতো। তিনি সেটি দ্বারা খেজুরের স্তূপের দিকে ইশারা করে বলেন : তোমরা এর ‘তাদুদ’ নামকরণ করেছো? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন : তোমরা এর ‘সারাকান’ নামকরণ করেছো? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি

বলেন : তোমরা এর ‘বারনী’ নামকরণ করেছো? তারা বললো, হাঁ। এটা তোমাদের সর্বোত্তম ও অধিক ফলনশীল খেজুর।

গোত্রের কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, এটি ছিল সর্বাধিক বরকতপূর্ণ। কম ফলনশীল ও নিম্ন মানের খেজুরও আমাদের সাথে ছিল যা আমরা আমাদের উট ও গাধাকে খাওয়াই। আমরা আমাদের প্রতিনিধি দলের সাথে ফিরে আসার পর ঐ খেজুরের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেড়ে গেলো এবং আমরা তার চাষাবাদ করলাম। শেষে এটাই আমাদের উৎপাদিত শস্যে পরিণত হলো এবং তাতে আমরা পর্যাপ্ত বরকত লক্ষ্য করলাম (আহমাদ ১৫৬৪৪ ও ১৭৯৮৫)।

৫৭৬-بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ

৫৭৪-অনুচ্ছেদ : ভোরে উপনীত হয়ে যে দোয়া পড়বে।

১২১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

১২১১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) ভোরে উপনীত হয়ে বলতেন : “হে আল্লাহ! আমরা তোমার হুকুমে ভোরে উপনীত হই এবং সন্ধ্যায় উপনীত হই। তোমার হুকুমে আমরা জীবিত আছি এবং মৃত্যুবরণ করবো। আমরা তোমার নিকটই পুনর্জীবিত হয়ে প্রত্যাবর্তিত হবো।” তিনি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতেন : “হে আল্লাহ! আমরা তোমার হুকুমে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং ভোরে উপনীত হই। তোমার হুকুমে আমরা জীবিত আছি এবং মৃত্যুবরণ করবো। তোমার নিকটই প্রত্যাবর্তন” (দা,তি,না,ই,আ,হি,আন)।

১২১২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي .

১২১২। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সকালে ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে কখনো এই দোয়া পড়া ত্যাগ করতেন না : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে গোপন রাখো এবং আমার ভয়কে নিরাপত্তায় পরিণত করো। হে আল্লাহ! আমাকে হেফাজত করো আমার সমুখভাগ থেকে, আমার পশ্চাদভাগ থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে। আমি তোমার মহানত্বের উসীলায় আমার নিচের দিক থেকে আমাকে ধরিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি” (দা,ই,না,আ,হা,হি)।

১২১৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنَّا أَصْبَحْنَا نَشْهَدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ .

১২১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : কেউ ভোরে উপনীত হয়ে নিম্নোক্ত দোয়া একবার পড়লে আল্লাহ তাকে দোযখ থেকে সেদিনের এক-চতুর্থাংশ সময় মুক্ত করে দিবেন : “হে আল্লাহ! আমরা ভোরে উপনীত হয়েছি। আমরা তোমাকে সাক্ষী রেখে, তোমার আরশ বহনকারীদের, তোমার ফেরেশতাদের এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে সাক্ষী রেখে স্বীকার করছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তুমি এক, তোমার কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ তোমার বান্দা ও রাসূল।” যে ব্যক্তি উপরোক্ত দোয়া দুইবার পড়বে আল্লাহ সেদিনের অর্ধেক সময় তাকে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দিবেন। আর যে ব্যক্তি তা চারবার পড়বে, আল্লাহ তাকে সারাটি দিন দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দিবেন (দা)।

৫৭৫-بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَمْسَى

৫৭৫-অনুচ্ছেদ : সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে যা বলবে।

১২১৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ شَيْءٍ بِكَفَيْكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهِ قُلُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتُ مَضْجَعَكَ .

১২১৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আবু বাকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সকাল-সন্ধ্যায় আমার বলার জন্য আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন : তুমি বলো, “হে আল্লাহ, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! প্রতিটি জিনিস তোমার দুই হাতের মুঠোয়। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নফসের ক্ষতি থেকে এবং শয়তানের ক্ষতি ও তার শেরেক থেকে।” তুমি সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এবং বিছানায় ঘুমানোর সময় এই দোয়া বলো (দা,তি,না,দার,আ,হা,হি)।

১২১৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ وَقَالَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكِهِ وَقَالَ شَرُّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهِ .

১২১৫। আবু হুরায়রা (রা).... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে, “প্রত্যেক জিনিসের প্রভু ও তার মালিক” এবং “শয়তানের অনিষ্ট ও তার শেরেক (থেকে আশ্রয় চাই)।”।

১২১৬- عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْخَبْرَانِيِّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَلْقَى إِلَيَّ صَحِيفَةً فَقَالَ هَذَا مَا كَتَبَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٖ وَأَنْ أَقْرَفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ .

১২১৬। আবু রাশেদ আল-হিবরানী (র) থেকে বর্ণিত। আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যা শুনেছেন তা আমাকে বর্ণনা করে শুনান। তিনি আমার সামনে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পেশ করে বলেন, এটা নবী (স) আমাকে লিখিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলাম যে, আবু বাকর সিদ্দীক (রা) নবী (স)-এর নিকট জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সকাল-সন্ধ্যায় আমার বলার জন্য আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন : হে আবু বাকর! তুমি বলো, “হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার প্রবৃত্তির ক্ষতি থেকে, শয়তানের অনিষ্ট ও তার অংশীবাদিতা থেকে, আমার নিজের অনিষ্ট করা থেকে এবং কোন মুসলমানের ক্ষতি করা থেকে” (তি,হা,হি)।

৫৭৬-بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

৫৭৬-অনুচ্ছেদ : কেউ তার বিছানায় ঘুমাতে গিয়ে যে দোয়া পড়বে।

১২১৭- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

১২১৭। হুযায়ফা (রা) বলেন, নবী (স) ঘুমানোর ইচ্ছা করলে বলতেন : “হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই মরি ও বাঁচি”। তিনি তাঁর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলতেন : “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে আমাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন” (বু,দা,তি,না,ই)।

১২১৮- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَانَا كَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوَى .

১২১৮। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন : “সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন, আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। কতো লোক আছে যাদের কোন পৃষ্ঠপোষকও নাই, আশ্রয়দাতাও নাই” (মু ৬৬৪৬)।

১২১৭- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ أَلَمْ تَنْزِيلَ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَهُمَا تَفْضِلَانِ كُلُّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ بِسَبْعِينَ حَسَنَةً وَمَنْ قَرَأَهُمَا كُتِبَ لَهُ بِهِمَا سَبْعُونَ حَسَنَةً وَرَفِعَ بِهِمَا لَهُ سَبْعُونَ دَرَجَةً وَحُطُّ بِهِمَا عَنْهُ سَبْعُونَ خَطِيئَةً .

১২১৯। জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সূরা আলিফ-লাম-মীম তানখীল (সূরা সাজদা-৩২) ও তাবারাকাল্লাহী বিয়াদিহিল মুল্ক (সূরা মুল্ক-৬৭) না পড়া পর্যন্ত ঘুমাতে না (তি)। আবু যুবাইর (র) বলেন, এই সূরাদ্বয় কুরআন মজীদে অন্যসব সূরার তুলনায় সত্তর গুণ সওয়াবের মর্যাদা লাভের অধিকারী। কোন ব্যক্তি এই সূরাদ্বয় পড়লে তার জন্য এর বিনিময়ে সত্তরটি নেকী লেখা হয়, এর উসীলায় তার মর্যাদা সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয় এবং এর দ্বারা তার সত্তরটি গুনাহ মাফ করা হয় (না, দার, হা, শা)।

১২২০- عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ النَّوْمُ عِنْدَ الذَّكَرِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنْ شِئْتُمْ فَجَرِّبُوا إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ وَآرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

১২২০। আবুল আহওয়াস (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আল্লাহর যিকির করলে শয়তানের পক্ষ থেকে ঘুম এসে যাবে। তোমরা চাইলে অনুশীলন করে দেখতে পারো। তোমাদের কেউ যখন শয়্যাগত হয়ে ঘুমাতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন মহামহিম আল্লাহর যিকির করে (বু, মু, দা)।

১২২১- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ تَبَارَكَ وَالْم تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ .

১২২১। জাবের (রা) বলেন, নবী (স) সূরা মুল্ক ও সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদা না পড়া পর্যন্ত ঘুমাতে না (তি, হা)।

১২২২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَحِلِّ دَاخِلَهُ إِزَارَهُ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ فَإِنَّهُ لَا يَذَرِي مَا خَلْفَ فِي فِرَاشِهِ وَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي فَإِنْ احْتَبَسَتْ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلَتْهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ أَوْ قَالَ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ .

১২২২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ ঘুমাতে বিছানায় আশ্রয় নিলে সে যেন তার ভেতরের পরিধেয় বস্ত্র খুলে তা দ্বারা বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে তার বিছানায় কি পতিত হয়েছে। অতঃপর সে ডান কাতে গুয়ে যেন বলে, “তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ (বিছানায়) রাখলাম। তুমি আমার আত্মা আটক করে রেখে দিলে তার প্রতি দয়া করো, আর তাকে ছেড়ে দিলে তাকে হেফাজত করো, যেভাবে তুমি হেফাজত করে থাকো তোমার সৎকর্মপরায়ণ লোকদের” (বু, মু, দা, না, আ, আন, হি)।

১২২৩- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَأَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَالْجَنَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَرَهْبَةٌ إِلَيْكَ لَا مَنَجًا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَتَبَيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ فَمَنْ قَالَ هُنَّ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

১২২৩। বারাবা ইবনে আযেব (রা) বলেন, নবী (স) বিছানাগত হয়ে ডান কাতে শুয়ে যেতেন, অতঃপর বলতেন : “হে আল্লাহ! আমার মুখ তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমাকে তোমার নিকট সোপর্দ করলাম এবং তোমার রহমাতের আশা ও তোমার শাস্তির ভয় সহকারে আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার ভূমি ছাড়া আর কোন ঠিকানা নাই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে নবী পাঠিয়েছো আমি তার উপর ঈমান এনেছি”। নবী (স) বলেন : কোন ব্যক্তি রাতে এই দোয়া পড়লে, অতঃপর মারা গেলে সে দীন ইসলামের উপর মারা গেলো (বু,মু,দা,তি)।

১২২৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ أَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ .

১২২৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) শয্যাগত হয়ে বলতেন : “হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভু, প্রতিটি জিনিসের প্রভু, বীজ ও অংকুরের প্রভু, তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রতিটি ক্ষতিকর বস্তুর ক্ষতি থেকে, আপনিই এগুলোর নিয়ন্ত্রক। আপনিই আদি, আপনার আগে কিছুই অস্তিত্ব নাই। আপনিই অন্ত, আপনার পরে কিছু নাই। আপনি প্রকাশমান, আপনার উর্দে কিছু নাই। আপনি লুকায়িত, আপনার অগোচরে কিছু নাই। আপনি আমার পক্ষ থেকে আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিন এবং আমাকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিন” (মু,তি,দা,না,ই,শা,আন,হি)।

৫৭৭-بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ

৫৭৭-অনুচ্ছেদ : শোয়ার সময় পঠিত দোয়ার ফযীলাত।

১২২৫- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ بِوَجْهِهِ إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَنَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَنَجًا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ

أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَتَبَيَّنَكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ هُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَبَنَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

১২২৫। বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বিছানাগত হয়ে ডান কাতে শুয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন : “হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার সকল বিষয় তোমার উপর সোপর্দ করলাম এবং তোমার রহমাতের আশা ও তোমার শান্তির ভয় সহকারে আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার তুমি ভিন্ন আর কোন ঠিকানা নাই। তুমি যে কিতাব নাখিল করেছো এবং যে রাসূল পাঠিয়েছো, আমি তার উপর ঈমান আনলাম”। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়লো, অতঃপর সেই রাতে মারা গেলো, সে দীন ইসলামের উপর মারা গেলো (বু, মু, দা, তি)।

১২২৬- عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ أَوْ أَوَى إِلَى فِرَاسِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَقَالَ الْمَلَكُ اخْتِمْ بِخَيْرٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ اخْتِمْ بِشَرٍّ فَإِنْ حَمِدَ اللَّهُ وَذَكَرَهُ أَطْرَدَهُ وَبَاتَ يَكَلِّهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَقَالَ مِثْلَهُ فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَى نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتِّهَا فِي مَنَامِهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُنْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَكِنَّ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُنْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا وَإِنْ قَامَ فَصَلَّى فِي فَضَائِلٍ :

১২২৬। জাবের (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন তার ঘরে প্রবেশ করে অথবা তার বিছানায় আশ্রয় নেয় তখন একজন ফেরেশতা ও একটি শয়তান তার দিকে ধাবিত হয়। ফেরেশতা বলেন, কল্যাণের সাথে (তোমার দিনটি) শেষ করো, আর শয়তান বলে, অনিষ্ট সহকারে শেষ করো। অতএব সে যদি আল্লাহর প্রশংসা করে, তাঁর যিকির করে তাহলে সে শয়তানকে বিভাড়িত করলো এবং রাতটি (আল্লাহর) হেফাজতে কাটালো। অনুরূপভাবে সে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে একজন ফেরেশতা ও একটি শয়তান তার দিকে ধাবিত হয় এবং তারা পূর্বানুরূপ কথা বলে। সে যদি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং বলে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার মৃত্যুর পর আমার জীবনটা আমার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং ঘুমের মধ্যে মুতুয়ান করেননি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, “যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে স্থানচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা রেখেছেন। যদি এই দুটি স্থানচ্যুত হয় তবে তিনি ছাড়া কেউই এদের প্রতিরোধ করে রাখতে পারবে না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, পরম ক্ষমাশীল” (সূরা ফাতির : ৪১)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, “যিনি আসমানকে প্রতিরোধ করে রেখেছেন যাতে তা তাঁর অনুমতি ব্যতীত পৃথিবীর উপর পতিত হতে না পারে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতীব মমতাসীল, পরম দয়াময়” (সূরা হজ্জ : ৬৫)। সে মারা গেলে শহীদী মৃত্যুবরণ করলো, অন্যথা উঠে নামায পড়লে মর্যাদাপূর্ণ নামায পড়লো (না, হি)।

৫৭৮-بَابُ يَضَعُ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ

৫৭৮-অনুচ্ছেদ : গালের নিচে হাত রাখা ।

১২২৭- عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ فَنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

১২২৭। বারাব্রা (রা) বলেন, নবী (স) ঘুমানোর ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর হাত তাঁর ডান গালের নিচে রেখে বলতেন : “হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থান করবে সেদিন তোমার শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করো” (তি ৩৩৩৫, না, ই ৩৮৭৭)।

১২২৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلْتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ قِيلَ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُكَبِّرُ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَسُبِّحُ عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَالْفُ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعْدُهُنَّ بِيَدِهِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَهُ وَحَمَدَهُ وَكَبَّرَهُ فَتِلْكَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَالْفُ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْفَيْنِ وَخَمْسُ مِائَةٍ سَيِّئَةٌ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا قَالَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَذْكُرُهُ حَاجَةً كَذَا وَكَذَا فَلَا يَذْكُرُهُ .

১২২৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন মুসলমান ব্যক্তি দুইটি অভ্যাসে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পারলে সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। অভ্যাস দু’টি আয়ত্ত করা খুবই সহজ। তবে খুব কম লোকই তদনুযায়ী আমল করে থাকে। বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই দু’টি অভ্যাস কি কি? তিনি বলেন : প্রতি নামাযের পূর্বে তোমাদের কেউ দশবার আল্লাহ্ আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার সুবহানাল্লাহ বলবে। তাতে (পাঁচ ওয়াক্তে) মৌখিক উচ্চারণে এক শত পঞ্চাশবার এবং মীযানে দেড় হাজারবার হবে। আমি নবী (স)-কে (নামাযের পর) তাঁর হাতে সেগুলো গুণে গুণে গড়তে দেখেছি। আবার সে শয্যা গ্রহণকালে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহ্ আকবার পড়লে তা মৌখিক উচ্চারণে এক শতবার এবং মীযানে এক হাজারবার হবে। তোমাদের মধ্যে কে এক দিন ও এক রাতে দুই হাজার পাঁচ শত গুনাহে লিপ্ত হয়? (তাতে এতোগুলো পাপও ক্ষমাযোগ্য হয়)। বলা হলো, হে আল্লাহ্ রাসূল! সে কিভাবে এরূপ আমল না করে থাকতে পারে? তিনি বলেন : তোমাদের কেউ নামাযে রত থাকাকালে তার নিকট শয়তান এসে তাকে এই এই প্রয়োজনের কথা স্মরণ করাতে থাকে। অতএব সে যেন তা স্মরণ না করে (দা,তি,না,আ,হি)।

৫৭৭-بَابُ إِذَا قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلْيَنْفُضْهُ

৫৭৯-অনুচ্ছেদঃ কেউ বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে তা যেন ঝেড়ে নেয়।

১২২৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَهُ إِزَارَهُ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسِّمِ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ سُبْحَانَكَ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنِبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَاعْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ .

১২২৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : তোমাদের কেউ তার বিছানায় ঘুমাতে এলে সে যেন তার পরিধেয় বস্ত্রের নিম্নাংশ দ্বারা তার বিছানাটা ঝেড়ে নেয় এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করে। কারণ সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে তার বিছানায় কি পতিত হয়েছে। সে যখন বিছানায় শোবে তখন যেন তার ডান কাতে শোয় এবং বলে, “আমার প্রতিপালক মহাপবিত্র। তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখলাম এবং তোমার নামে তা উঠাবো। যদি তুমি আমার জান রেখে দাও তবে তাকে ক্ষমা করো। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তার হেফাজত করো, যেক্ষণ তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের হেফাজত করে থাকো” (বু, মু, দার, হি)।

৫৮-بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ بِاللَّيْلِ

৫৮০-অনুচ্ছেদঃ রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে যে দোয়া পড়বে।

১২৩- عَنْ رِبْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْطِيَهُ وَضُوءَهُ قَالَ فَاسْمَعَهُ الْهُوْىَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَأَسْمَعُهُ الْهُوْىَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

১২৩০। রবীআ ইবনে কাব (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর ঘরের দ্বারদেশে রাত যাপন করতাম এবং তাঁর উম্মুর পানি সরবরাহ করতাম। আমি রাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁকে বলতে শোনতাম, সামিয়াদ্বাছ লিমান হামিদাহ (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শোনেন)। আমি আরো শোনতাম যে, তিনি দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য) বলছেন (মু, দা, না, ই, তি ৩৩৫০)।

৫৮১-بَابُ مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمْرٌ

৫৮১-অনুচ্ছেদঃ কেউ হাতে খাদ্যের চর্বি নিয়ে ঘুমালে।

১২৩১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمْرٌ قَبْلَ أَنْ يُغْسِلَهُ فَاصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومُنَ إِلَّا نَفْسَهُ .

১২৩১। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন ব্যক্তি খাদ্যের চর্বি হাত থেকে দূর না করে রাতে ঘুমালে এবং তাতে তার কোন ক্ষতি হলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

১২৩২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاتَ وَيَدِهِ غَمْرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ .

১২৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : কোন ব্যক্তি খাদ্যের চর্বি হাত থেকে দূর না করে ঘুমালে এবং তাতে তার কোন ক্ষতি হলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে (দা,তি,ই,দার,আ,হা,হি,না)।

৫৮২-بَابُ إِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ

৫৮২-অনুচ্ছেদ : বাতি নিভানো।

১২৩৩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ وَاكْفَتُوا الْأَنَاءَ وَخَمَرُوا الْأَنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلْقًا وَلَا يَحُلُّ وَكَاءً وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ تَضُرُّ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ .

১২৩৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমরা (রাতে ঘুমানোর পূর্বে) ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করো, পানির পাত্রের মুখ ঢেকে বা বেঁধে দিও, থালাগুলো উপুড় করে রেখো বা ঢেকে দিও এবং আলো নিভিয়ে দিও। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খোলতে পারে না, পানির পাত্রের বন্ধ মুখ খোলতে পারে না এবং উপুড় করা বা ঢেকে দেয়া থালাও উলুকে করতে পারে না। (আলো নিভিয়ে না দিলে) দুই ইদুর মানুষের ঘরে আশ্রয় লাগিয়ে দেয় (বু,মু,তি ১৭৫৮)।

১২৩৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَارَةٌ فَأَخَذَتْ تَجْرُ الْفَتِيلَةَ فَذَهَبَتْ الْجَارِيَةُ تَزْجُرُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعِيهَا فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا عَلَى الْخُمْرَةِ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَخْتَرَقَ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ فَتَحْرِقَكُمْ .

১২৩৪। ইবনে আক্বাস (রা) বলেন, একটি ইদুর এসে চেরাগের সলিতা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। একটি বালিকা তার পিছু ধাওয়া করলে নবী (স) বলেন : একে ত্যাগ করো। ইদুর সলিতাটি টেনে নিয়ে এসে যে চাটাইয়ে নবী (স) উপবিষ্ট ছিলেন তার উপর রেখে দিলো। ফলে চাটাইয়ের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা পুড়ে গেলো। তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : তোমরা ঘুমানোর পূর্বে তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দিও। কারণ শয়তান অনুরূপ অপকর্ম করবে এবং তোমাদের অগ্নিদগ্ধ করবে (দা, হা, হি)।

১২৩৫- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا فَاَرَةٌ قَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ فَصَعِدَتْ بِهَا إِلَى السَّقْفِ لِتَحْرِقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ فَلَعَنَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَحْلَ قَتْلَهَا لِلْمُحْرِمِ .

১২৩৫। আবু সাঈদ (রা) বলেন, এক রাতে নবী (স) জাগ্রত হলেন। তখন একটি ইঁদুর বাতির সলিতা নিলো এবং তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়ার জন্য সেটি সলিতাসহ ঘরের ছাদে উঠলো। তাই নবী (স) এটিকে অভিসম্পাত করলেন এবং ইহরামধারী ব্যক্তির জন্যও এটি হত্যা করা হালাল ঘোষণা করলেন (ই, হা, তহা)।

৫৮৩-بَابُ لَا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ حِينَ يَنَامُونَ

৫৮৩-অনুচ্ছেদ : লোকজন ঘুমানোর সময় যেন ঘরে আগুন জ্বালিয়ে না রাখা হয়।

১২৩৬- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ .

১২৩৬। সালেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা ঘুমানোর প্রাকালে তোমাদের ঘরসমূহে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না (বু, মু, দা, তি, ই, আ, আন)।

১২৩৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّارَ عَدُوٌّ فَاحْذَرُوهَا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَّبِعُ نِيرَانَ أَهْلِهِ وَيُطْفِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَبْتَئَ .

১২৩৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) বলেছেন : আগুন (তোমাদের) শত্রু। অতএব তা থেকে সতর্ক থাকো। তাই ইবনে উমার (রা) রাতে ঘুমানোর পূর্বে তার পরিবারের আগুন নিভিয়ে দিতেন।

১২৩৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا عَدُوٌّ .

১২৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : তোমাদের ঘরসমূহে আগুন জ্বালিয়ে রেখে দিও না। কেননা তা দুষমন।

১২৩৯- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَرَقَ بِالْمَدِينَةِ بَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدَّتْ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأُطْفِئُوهَا عَنْكُمْ .

১২৩৯। আবু মূসা (রা) বলেন, মদীনার এক পরিবারের ঘরে রাতের বেলা আগুন লেগে তা পুড়ে গেলো। তাদের এই ঘটনা নবী (স)-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন : নিশ্চয় আগুন তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে তখন তা নিভিয়ে দিবে (বু, মু, ই)।

৫৮৬-بَابُ التَّيْمَنِ بِالْمَطَرِ

৫৮৪-অনুচ্ছেদ : বৃষ্টিতে আশাবাদী হওয়া ও বরকত লাভ করা ।

১২৬০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ يَقُولُ يَا جَارِيَةُ أُخْرِجِي سَرَجِي أُخْرِجِي نِيَابِي وَيَقُولُ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا .

১২৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি হতো তখন তিনি বলতেন, হে বালিকা (বা বাদী)! আমার জিনপোষ বের করে রাখো, আমার কাপড়-চোপড় বের করে রাখো। আর তিনি পড়তেন, “এবং আমরা আকাশ (মেঘ) থেকে বরকতপূর্ণ পানি বর্ষণ করি” (সূরা কাফ : ৯)।

৫৮৫-بَابُ تَعْلِيْقِ السَّوْطِ فِي الْبَيْتِ

৫৮৫-অনুচ্ছেদ : ঘরে চাকুব ঝুলিয়ে রাখা ।

১২৬১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِتَعْلِيْقِ السَّوْطِ فِي الْبَيْتِ .

১২৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ঘরে চাকুব ঝুলিয়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন (আবদুর রায়খাক)।

৫৮৬-بَابُ غَلْقِ الْبَابِ بِاللَّيْلِ

৫৮৬-অনুচ্ছেদ : রাতের বেলা ঘরের দরজা বন্ধ রাখা ।

১২৬২- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّكُمْ وَالسَّمَرُ بَعْدَ هُدُوءِ اللَّيْلِ فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَا يَذَرِي مَا بَيْتُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ غَلَقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ وَاكْفَتُوا الْأَنَاءَ وَأَطْفَأُوا الْمَصَابِيحَ .

১২৪২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমরা গভীর রাত পর্যন্ত গল্প-গুজবে মশগুল থেকে না। কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, আল্লাহ তাঁর কতক সৃষ্টিকুল রাতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ছড়িয়ে দেন। তোমরা (রাতের বেলা) ঘরের দরজাগুলো বন্ধ রাখো, পানপাত্রের মুখ বঁধে রাখো, পাত্রসমূহ ঢেকে রাখো এবং আলো নিভিয়ে দাও।

৫৮৭-بَابُ ضَمِّ الصَّبْيَانِ عِنْدَ فَوْرَةِ الْعِشَاءِ

৫৮৭-অনুচ্ছেদ : রাতের সূচনায় শিশুদের (নিজেদের সাথে) একত্র রাখা ।

১২৬৩- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُفُّوا صَبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ أَوْ فَوْرَةِ الْعِشَاءِ سَاعَةً تَهْبُ الشَّيَاطِينُ .

১২৪৩। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা রাতের সূচনায় অন্ধকার দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের শিশুদের সামলিয়ে রাখো। এই সময় শয়তানেরা (চতুর্দিকে) ছড়িয়ে পড়ে (মু ৫০৮২)।

৫৮৮-بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

৫৮৮-অনুচ্ছেদ : পশুর লড়াই অনুষ্ঠান।

১২৪৪- عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَرِّشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .

১২৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পশুদের মধ্যে পরস্পর লড়াই বাঁধানো অপছন্দ করতেন (তি, দা)।

৫৮৯-بَابُ نُبَاحِ الْكَلْبِ وَنَهْيِ الْحِمَارِ

৫৮৯-অনুচ্ছেদ : কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক।

১২৪৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقْلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هُدُوءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَابَّ يُبْثُّهُمْ فَمَنْ سَمِعَ نُبَاحَ الْكَلْبِ أَوْ نَهَاقَ حِمَارٍ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ .

১২৪৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : তোমরা গভীর রাতে খুব কম বাইরে বের হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর কতক জীবজন্তুকে (এ সময়) স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ছড়িয়ে দেন। তোমাদের কেউ কুকুরের ঘেউ ঘেউ এবং গাধার ডাক শোনলে যেন আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কারণ এরা (এমন কিছু) দেখতে পায় যা তোমরা দেখো না (দা, আ)।

১২৪৬- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكَلَابِ أَوْ نَهَاقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّدُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ وَاجْبِفُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوا الْجِرَارَ وَأَوْكُوا الْقِرْبَ وَاكْفُوا الْأَنْبِيَةَ .

১২৪৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : রাতের বেলা তোমরা যখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ এবং গাধার ডাক শোনতে পাও তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। কারণ এরা (এমন কিছু) দেখতে পায় যা তোমরা দেখতে পাও না। (রাতের বেলা) তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ করে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করো। কারণ আল্লাহর নাম স্মরণ করে বন্ধকৃত দরজা শয়তান খোলতে পারে না। তোমরা কলসিগুলোর মুখ ঢেকে দাও, মশকের (চামড়ার তৈরী পানির পাত্র) মুখ বেঁধে দাও এবং পাত্রগুলো উপড় করে রেখে দাও (দা)।

১২৪৭- عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَقْلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هُدُوهِ فَإِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا يَبْثُثُهُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ أَوْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ فَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ .

১২৪৭। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : রাত শান্তভাবে ধারণ করার পর তোমরা কমই বাইরে বের হবে। কারণ (এ সময়) আল্লাহ তাঁর কতক সৃষ্টিকে (স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে) ছড়িয়ে দেন। অতএব তোমরা কুকুরের যেউ যেউ শব্দ ও গাধার ডাক শোনতে পেলে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করো।

৫৯-بَابُ إِذَا سَمِعَ الدِّيَكَةَ

৫৯০-অনুবাদ : কেউ মোরগের ডাক শোনলে।

১২৪৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِبَاحَ الدِّيَكَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا فَاسْلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ .

১২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : রাতে তোমরা মোরগের ডাক শোনলে আল্লাহ্র নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। কারণ সে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পায়। আর রাতের বেলা তোমরা গাধার ডাক শোনতে পেলে শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করো। কারণ সে একটি শয়তানকে দেখতে পেয়েছে (বু, মু, দা, তি, না, আ, হি)।

৫৯১-بَابُ لَا تَسُبُّوا الْبُرْغُوثَ

৫৯১-অনুবাদ : বুরগুথকে গালি দিও না।

১২৪৯- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ بُرْغُوثًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تَلْعَنُهُ فَإِنَّهُ يُقِظُ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ لِلصَّلَاةِ .

১২৪৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে বুরগুথকে (পাখাহীন এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট) গালি দিলে তিনি বলেন : একে অভিশাপ দিও না। কারণ সে নবীগণের মধ্যকার একজন নবীকে নামাযের জন্য জাগ্রত করেছিল (ইলা, তাব, বায)।

৫৯২-بَابُ الْقَائِلَةِ

৫৯২-অনুবাদ : দুপুরের আহ্বানশেষে বিশ্রাম।

১২৫০- عَنْ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا قَعَدَ عَلَى بَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ فَإِذَا قَاءَ الْقَيْءُ قَالَ قَوْمُوا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلشَّيْطَانِ ثُمَّ لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَقَامَهُ

قَالَ ثُمَّ بَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ قِيلَ هَذَا مَوْلَى بَنِي الْحَسْحَاسِ يَقُولُ الشَّعْرَ فَدَعَاهُ
فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ فَقَالَ :

وَدَّعْ سُلَيْمِي إِنْ تَجَهُّزْتَ غَادِيًا
كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا
فَقَالَ حَسْبُكَ صَدَقْتَ صَدَقْتَ .

১২৫০। উমার (রা) বলেন, কুরাইশ বংশের কতক লোক প্রায়ই ইবনে মাসউদ (রা)-র বাড়ির দরজায় বসতেন। ছায়া ঢলে পড়লে তিনি বলতেন, তোমরা উঠে যাও। এখন দিনের যা অবশিষ্ট আছে তা শয়তানের। অতঃপর তিনি যার নিকট দিয়েই যেতেন তাকে (বসা থেকে) উঠিয়ে দিতেন। রাবী বলেন, এমতাবস্থায় বলা হলো, এ হলো বনু হাসহাসের মুক্তদাস, সে কবিতা আবৃত্তি করে। তিনি তাকে ডেকে এনে বলেন, তুমি কিরূপ বলো? সে বললো, “সালমাকে যদি তুমি প্রেমিকা বানিয়ে থাকো তবে তাকে বিদায় দাও। বার্ষিক্য ও ইসলাম মানুষকে প্রতিহত করতে যথেষ্ট”। তিনি বলেন, যথেষ্ট হয়েছে, তুমি সত্য বলেছো, সত্য বলেছো (ইসাবা)।

১২৫১- عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَمُرُّ بِنَا نِصْفَ النَّهَارِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ
فَيَقُولُ قَوْمُوا فَقِيلُوا فَمَا بَقِيَ فَلِلشَّيْطَانِ .

১২৫১। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, উমার (রা) দুপুরবেলা বা তার কাছাকাছি সময় আমাদের নিকট আসতেন এবং বলতেন, তোমরা ওঠো, গিয়ে বিশ্রাম করো। (কথা) যা অবশিষ্ট রয়েছে তা শয়তানের জন্য।

১২৫২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ ثُمَّ يَقِيلُونَ .

১২৫২। আনাস (রা) বলেন, লোকজন একত্র হতো, অতঃপর দুপুরের বিশ্রাম করতো (আ, খু, হি)।

১২৫৩- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ شَرَابٌ حَيْثُ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ
أَعْجَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ فَأَتَى لَأَسْقَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ عِنْدَ أَبِي
طَلْحَةَ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَمَا قَالُوا مَتَى أَوْ حَتَّى نَنْظُرَ قَالُوا يَا
أَنَسُ أَهْرِقْهَا ثُمَّ قَالُوا عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ حَتَّى أَبْرَدُوا وَاعْتَسَلُوا ثُمَّ طَيَّبَتْهُمْ أُمُّ سُلَيْمٍ ثُمَّ
رَاحُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا الْخَبَرُ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ قَالَ أَنَسُ فَمَا طَعِمُوهَا بَعْدُ .

১২৫৩। সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা) বলেন, শরাব হারাম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খেজুর ও বার্লির তৈরী শরাবই ছিল মদীনাবাসীদের আকর্ষণীয় পানীয়। আমি আবু তালহা (রা)-র বাড়িতে

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের শরাব পরিবেশন করছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, শরাব হারাম ঘোষিত হয়েছে। তাদের কেউই (একথা শুনে) বলেননি, কখন অথবা আমরা খোঁজ নিয়ে দেখি? তারা বলেন, হে আনাস! শরাব ঢেলে ফেলে দাও। অতঃপর তারা উম্মে সুলাইম (রা)-র এখানে গেলেন, ঠাণ্ডা বা শান্ত হলেন এবং গোসল করলেন। অতঃপর উম্মে সুলাইম (রা) তাদের মাখার জন্য সুগন্ধি দেন। অতঃপর তারা নবী (স)-এর নিকট গিয়ে জানতে পারলেন, লোকটি যা খবর দিয়েছিল তাই সত্য। আনাস (রা) বলেন, তারা আর কখনো শরাব পান করেননি (বু, মু)।

৫৯৩-بَابُ نَوْمِ آخِرِ النَّهَارِ

৫৯৩-অনুচ্ছেদ : দিনের শেষ বেলার ঘুম।

১২৫৪- عَنْ خَوَاتِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ نَوْمٌ أَوَّلِ النَّهَارِ خُرْقٌ وَأَوْسَطُهُ خُلُقٌ وَآخِرُهُ حُمُقٌ .

১২৫৪। খাওয়াত ইবনে জুবাইর (রা) বলেন, দিনের প্রথমাংশের ঘুম হলো অস্বাভাবিক, মধ্যাহ্নের ঘুম হলো অভ্যাস এবং শেষ বেলার ঘুম হলো আহম্বকি (জামে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা)।

৫৯৪-بَابُ الْمَادْبَةِ

৫৯৪-অনুচ্ছেদ : সাধারণ দাওয়াত।

১২৫৫- عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ نَافِعًا هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْعُوَ لِلْمَادْبَةِ قَالَ لَكِنَّهُ انْكَسَرَ لَهُ بَعِيرٌ مَرَّةً فَتَحَرَّنَاهُ ثُمَّ قَالَ أَحْشُرُ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَى شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَنَا خُبْرٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ هَذَا عِرَاقٌ وَهَذَا مَرْقٌ أَوْ قَالَ مَرْقٌ وَيَضَعُ فَمَنْ شَاءَ أَكَلَ وَمَنْ شَاءَ وَدَعَا .

১২৫৫। মায়মুন ইবনে মিহরান (র) বলেন, আমি নাফে (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে উমার (রা) কি জনসাধারণকে দাওয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, ঘটনা এই যে, একবার তার একটি উট দুর্বল হয়ে পড়লে আমরা সেটি যবেহ করলাম। অতঃপর তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের আমার নিকট একত্র করো। নাফে (র) বলেন, আমি বললাম, আবদুর রহমানের পিতা! কোন জিনিসের জন্য? আমাদের নিকট তো রুটি নাই। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা, এই হাড়, এই ঝোল অথবা এই ঝোল ও গোশতের টুকরা। যার ইচ্ছা হয় সে খাবে, আর যার ইচ্ছা ফিরে যাবে।

৫৯৫-بَابُ الْخِتَانِ

৫৯৫-অনুচ্ছেদ : খতনা (লিংগাঙ্গের ত্বকচ্ছেদন)।

১২৫৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اخْتَنَنْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَنَنْ بِالْقُدُومِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْْنِي مَوْضِعًا .

১২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : ইবরাহীম (আ) আশি বছরোদ্ধ বয়সে খতনা করেন। তিনি কাদূম নামক স্থানে খতনা করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'কাদূম' একটি জায়গার নাম (বু, মু)।

৫৯৬-بَابُ خَفْضِ الْمَرْأَةِ

৫৯৬-অনুচ্ছেদ : নারীর খতনা করা।

১২৫৭- حَدَّثَنِي أُمُّ الْمُهَاجِرِ قَالَتْ سُبَيْتُ فِي جِوَارِيٍّ مِنَ الرُّومِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ الْأَسْلَامَ فَلَمْ يُسَلِّمْ مِنَّا غَيْرِيَّ وَغَيْرَ أُخْرَى فَقَالَ عُثْمَانُ اذْهَبُوا فَاخْفَضُوهُمَا وَطَهَّرُوهُمَا .

১২৫৭। উম্মুল মুহাজির (র) বলেন, আমি রূম এলাকা (এশিয়া মাইনর) থেকে যুদ্ধবন্দিনীরূপে নীত হই। উসমান (রা) আমাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। আমি এবং অপর একজন ব্যতীত আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। উসমান (রা) বলেন, এই দুই নারীকে নিয়ে যাও, তাদের (ভগাংকুর) নিচু করো এবং তাদের পবিত্র করো।

৫৯৭-بَابُ الدَّعْوَةِ فِي الْخِتَانِ

৫৯৭-অনুচ্ছেদ : খতনা অনুষ্ঠানের দাওয়াত।

১২৫৮- أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ خَتَنَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَا وَنَعِيمًا فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا فَلَقَدْ رَأَيْنَا وَإِنَّا لَنُجَدِلُ بِهِ عَلَى الصَّبْيَانِ أَنْ ذَبَحَ عَنَّا كَبْشًا .

১২৫৮। সালেম (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) আমার ও নাঈমের খতনা করালেন। তিনি আমাদের জন্য একটি মেষ যবেহ করেন। আমাদের স্মরণ আছে যে, আমরা আনন্দভরে শিশুদের বলতাম, আমাদের জন্য একটি মেষ যবেহ করা হয়েছে।

৫৯৮-بَابُ اللَّهْوِ فِي الْخِتَانِ

৫৯৮-অনুচ্ছেদ : খতনা উপলক্ষে আনন্দ অনুষ্ঠান।

১২৫৯- عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ أَنَّ بَنَاتَ أَخِي عَائِشَةَ خُتِنَ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ أَلَا نَدْعُو لَهُنَّ مَنْ يُلْهِنَ قَالَتْ بَلَى فَأَرْسَلَتْ إِلَى حُدَيٍّ قَاتَاهُنَّ فَمَرَّتْ عَائِشَةُ فِي الْبَيْتِ فَرَأَتْهُ يَتَغَنَّى وَيُحَرِّكُ رَأْسَهُ طَرَبًا وَكَانَ ذَا شَعَرٍ كَثِيرٍ فَقَالَتْ أَفَّ شَيْطَانٌ أَخْرَجُوهُ أَخْرَجُوهُ .

১২৫৯। উম্মু আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-র ভাতৃপুত্রীদের খতনা করানো হলো। আয়েশা (রা)-কে বলা হলো, তাদেরকে ভুলানোর জন্য কাউকে ডাকবো না কি? তিনি বলেন, অবশ্যই। অতএব হুদীর (উট চরানোর গান) গায়ককে ডেকে পাঠানো হলো। সে

আসলো। আয়েশা (রা) ঘরে প্রবেশ করে তাকে মাথার চুল ঝাকড়িয়ে গীত পরিবেশন করতে দেখেন। তার মাথায় ছিল পর্যাপ্ত চুল। আয়েশা (রা) বলেন, আহ! একটি শয়তান, একে বের করে দাও, একে বের করে দাও।

৫৯৯-بَابُ دَعْوَةِ الذَّمِّ

৫৯৯-অনুচ্ছেদ : যিশী (অমুসলিম নাগরিক) প্রদত্ত দাওয়াত।

১২৬০- عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الشَّامَ آتَاهُ الدَّهْقَانُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي بِأَشْرَافٍ مِنْ مَعَكَ فَإِنَّهُ أَقْوَى لِي فِي عَمَلِي وَأَشْرَفَ لِي قَالَ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَدْخُلَ كَنَائِسَكُمْ هَذِهِ مَعَ الصُّورِ الَّتِي فِيهَا .

১২৬০ উমার (রা)-র মুক্তদাস সালেম (র) বলেন, আমরা উমার ইবনুল খাতাব (রা)-র সাথে সিরিয়ায় পৌঁছলে তার নিকট এক (খৃষ্টান) ভূস্বামী এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার জন্য আহায্য তৈরি করেছি। আমি আশা করি যে, আপনার সম্ভ্রান্ত পারিষদবর্গসহ আপনি আমার এখানে আসবেন। তা আমার কাজে শক্তি যোগাবে এবং আমার শরারুত বর্ধিত হবে। উমার (রা) বলেন, তোমাদের গির্খাসমূহে (জীব-জন্তুর) চিত্রাবলী থাকা অবস্থায় আমরা তাতে প্রবেশ করতে পারি না।

৬০০-بَابُ خِتَانِ الْأَمَاءِ

৬০০-অনুচ্ছেদ : বাঁদীর খতনা করানো।

১২৬১- عَنْ أُمِّ الْمُهَاجِرِ قَالَتْ سُبَيْتُ وَجَوَارِي مِنَ الرُّومِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ الْإِسْلَامَ فَلَمْ يُسَلِّمْ مِنَّا غَيْرِي وَغَيْرِ أُخْرَى فَقَالَ أَخْفِضُوهُمَا وَطَهِّرُوهُمَا فَكُنْتُ أَخْذُمُ عُثْمَانَ .

১২৬১। উম্মুল মুহাজির (র) বলেন, আমি রুম এলাকায় যুদ্ধবন্দি হই। উসমান (রা) আমাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। আমাদের মধ্যে আমি এবং অপর একজন ব্যতীত কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। উসমান (রা) বলেন, এই দুই নারীর খতনা করাও এবং তাদের পরিষ্কার করো। আমি উসমান (রা)-র খেদমত করতাম।

৬০১-بَابُ الْخِتَانِ لِلْكَبِيرِ

৬০১-অনুচ্ছেদ : বড়োদের খতনা করানো।

১২৬২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ عَشْرَيْنَ وَمِائَةٍ ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ سَعِيدُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ مَنْ اخْتَتَنَ أَوَّلُ مَنْ أَضَافَ وَأَوَّلُ مَنْ قَصَّ الشَّارِبَ وَأَوَّلُ مَنْ قَصَّ الظُّفْرَ وَأَوَّلُ مَنْ شَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا قَالَ وَقَارُ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا .

১২৬২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ইবরাহীম (আ) এক শত বিশ বছর বয়সে খতনা করেন। অতঃপর তিনি আশি বছর জীবিত ছিলেন। সাঈদ (র) বলেন, ইবরাহীম (আ) হলেন খতনাকারী প্রথম ব্যক্তি, তিনিই প্রথম গোঁফ কাটেন, তিনিই প্রথম নখ কাটেন এবং তিনিই প্রথম সাদা চুল (বার্ধকোর চিহ্ন) দেখেন। তিনি বলেন; হে প্রভু! এটা কি? তিনি বলেন, গাভীর ও মর্যাদা। তিনি বলেন : হে প্রভু! আমার গাভীর ও মর্যাদা বর্জিত করুন (বু, মু, হা, হি)।

১২৬৩- حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الذِّيَالِ وَكَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ أَمَّا تَعْجَبُونَ لِهَذَا يَعْنِي مَالِكَ بْنَ الْمُنْذِرِ عَمِدَ إِلَى شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ كَسْكَرٍ اسْلَمُوا فَفَتَّشَهُمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخَتَنُوا وَهَذَا الشَّتَاءُ فَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ مَاتَ وَلَقَدْ اسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فَتَّشُوا عَنْ شَيْءٍ .

১২৬৩। সালেম ইবনে আবুয যিয়াল (র) বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা মালেক ইবনুল মুনযির সম্পর্কে কেন হতবাক হচ্ছে? তিনি কাসকারবাসীদের কতক প্রবীণ লোকের নিকট গেলেন, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তিনি তাদের তদারক করে দেখে তাদের নির্দেশ দিলে তারা খতনা করায়। এটা শীত মৌসুমের ঘটনা। আমি জানতে পারলাম যে, তাদের কতক মারা গেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাবশী, রুমী ইত্যাদি জাতির লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের কোনরূপ তদারক করে দেখা হয়নি (খতনা করেছে কি না)।

১২৬৪- عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا اسْلَمَ أَمَرَ بِالْإِخْتِنَانِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا .

১২৬৪। ইবনে শিহাব (র) বলেন, কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে সে প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তাকে খতনা করার নির্দেশ দেয়া হতো।

৬.২-بَابُ الدَّعْوَةِ فِي الْوِلَادَةِ

৬০২-অনুচ্ছেদ : শিশুর জন্মগ্রহণ উপলক্ষে দাওয়াত।

১২৬৫- عَنْ بِلَالِ بْنِ كَعْبٍ الْعَمَكِيُّ قَالَ زُرْنَا يَحْيَى بْنَ حَسَّانَ الْبَكْرِيُّ الْفَلَسْطِينِيُّ فِي قَرْيَتِهِ أَنَا وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قُدَيْدٍ وَمُوسَى بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَنَا بِطَعَامٍ فَأَمْسَكَ مُوسَى وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ يَحْيَى أَمْنَا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُكْنَى أَبَا قِرْصَافَةَ أَرَعَيْنَ سَنَةَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَوُلِدَ لِأَبِي غُلَامٌ فَدَعَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ فَاْفْطَرَ فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ فَكَنَسَهُ بِكِسَائِهِ وَأَفْطَرَ مُوسَى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُو قِرْصَافَةَ اسْمُهُ جَنْدَرَةُ بْنُ خَيْشَنَةَ .

১২৬৫। বিলাল ইবনে কাব আল-আক্কী (র) বলেন, আমি, ইবরাহীম ইবনে আদহাম, আবদুল আযীয ইবনে কুদাইদ ও মুসা ইবনে ইয়াসার (র) ইয়াহুইয়া ইবনে হাসান আল-বাকরী আল-ফালাসতিনীর সাথে তার গ্রামে গিয়ে সাক্ষাত করলাম। তিনি আমাদের জন্য খাবার আনলেন।

মূসা রোযাদার হওয়ায় আহার গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। ইয়াহুইয়া বলেন, চল্লিশ বছর যাবত এই মসজিদে কিনানা গোত্রীয় আবু কিরসাফা (রা) ডাকনামের নবী (স)-এর একজন সাহাবী আমাদের ইমামতি করেন। তিনি এক দিন রোযা রাখেন এবং এক দিন বিরতি দেন। আমার পিতার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তিনি তাকে দাওয়াত দেন। সেটি ছিল তার রোযা রাখার দিন। তিনি রোযা ভাংলেন। ইবরাহীম (র) উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে তার চাদরখানা উপঢৌকন দেন এবং মূসাও রোযা ভাংগেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবু কিরসাফা (রা)-র নাম জানদারা ইবনে খায়শানা।

৬০৩-بَابُ تَحْنِيكِ الصَّبِيِّ

৬০৩-অনুচ্ছেদ : শিশুকে মিষ্টিমুখ (তাহনীক) করানো।

১২৬৬- عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ وَلِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي عِبَاءَةٍ يَهْنَأُ بِعِيرًا لَهُ فَقَالَ مَعَكَ تَمْرَاتُ قُلْتُ نَعَمْ فَنَاولَتْهُ تَمْرَاتٍ فَلَاكِهْنُ ثُمَّ فَغَرَقَا الصَّبِيَّ وَأَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ فَتَلَمَّظَ الصَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرُ وَسَمَاءُ عَبْدَ اللَّهِ .

১২৬৬। আনাস (রা) বলেন, আবু তালহা (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহ যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেদিন আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর নিকট গেলাম। নবী (স) তখন আবা পরিহিত অবস্থায় তাঁর একটি উটের শরীর মালিশ করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমার সাথে খেজুর আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি কয়েকটি খেজুর তাঁকে দিলাম। তিনি সেগুলো তাঁর মুখে ভরে চিবালেন, অতঃপর শিশুর মুখ ফাঁক করে তা তার মুখে দিলেন। শিশুটি তা চুষতে লাগলো। তখন নবী (স) বলেন : খেজুর হলো আনসারদের প্রিয়। তিনি তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ (বু, মু, দা, ই)।

৬০৪-بَابُ الدَّعَاءِ فِي الْوِلَادَةِ

৬০৪-অনুচ্ছেদ : সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর জন্য দোয়া করা।

১২৬৭- عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ يَقُولُ لَمَّا وَلِدَ لِي إِبْرَاهِيمُ دَعَوْتُ نَفَرًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَاطْعَمْتُهُمْ فَدَعَوْا فَقُلْتُ إِنَّكُمْ قَدْ دَعَوْتُمْ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا دَعَوْتُمْ وَإِنِّي إِنْ أَدَعُوكُمْ بِدُعَاءٍ فَأَمْنُوا قَالَ فَدَعَوْتُ لَهُ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ وَكَذَا قَالَ فَإِنِّي لَا تَعْرِفُ فِيهِ دُعَاءٌ يَوْمَئِذٍ .

১২৬৭। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) বলেন, আমার সন্তান ইয়াস জন্মগ্রহণ করলে আমি নবী (স)-এর একদল সাহাবীকে দাওয়াত করে আহার করাই। তারা দোয়া করলেন। আমি বললাম, আপনারা দোয়া করেছেন। আল্লাহ আপনারদের দোয়ার উসীলায় আপনারদের বরকত দান করুন। আমিও এখন কতগুলো দোয়া করবো এবং আপনারা আমীন বলবেন। রাবী বলেন, আমি তার দীনদারি, জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তার জন্য অনেক দোয়া করলাম। রাবী বলেন, আমি সেদিনের দোয়ার প্রভাব লক্ষ্য করছি।

৬০৫-বَابُ مَنْ حَمِدَ اللَّهَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ إِذَا كَانَ سَوِيًّا وَلَمْ يُبَالِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

৬০৫-অনুচ্ছেদ : ভূমিষ্ঠ শিশু পুত্র বা কন্যা যাই হোক, সুস্থ জন্মগ্রহণ করায় যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করলো।

১২৬৮- عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا وَلِدَ فِيهِمْ مَوْلُودٌ يَعْنِي فِي أَهْلِهَا لَا تَسْأَلُ غُلَامًا وَلَا جَارِيَةً تَقُولُ خَلَقَ سَوِيًّا فَإِذَا قِيلَ نَعَمْ قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

১২৬৮। কাছীর ইবনে উবায়দে (র) বলেন, আয়েশা (রা)-র পরিবারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন না যে, তা পুত্র না কন্যা সন্তান। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তা সুঠামদেহী পয়দা হয়েছে তো? যদি হ্যাঁ বলা হতো, তবে তিনি বলতেন, জগতসমূহের প্রভু আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

৬০৬-بَابُ حَلْقِ الْعَانَةِ

৬০৬-অনুচ্ছেদ : নাভীর নিচের লোম মুগুন করা।

১২৬৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَتَنْفُ الْأَيْطِ وَالسَّوَاكِ .

১২৬৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : পাঁচটি স্বভাব সম্মত বিষয়। গোঁফ কর্তন করা, নখ কাটা, নাভীর নিচের লোম কামানো, বগলের নিচের লোম উপড়ানো এবং মিসওয়াক করা (র, যু, দা, তি, না, ই, আ, তহা, হি)।

৬০৭-بَابُ الْوَقْتِ فِيهِ

৬০৭-অনুচ্ছেদ : (কোন কাজের জন্য) সময় নির্ধারণ।

১২৭০- أَخْبَرَنِي نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْلَمُ أَظْفِيرَهُ فِي كُلِّ خَمْسِ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَيَسْتَحِدُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ .

১২৭০। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) প্রতি মাসের পনেরো তারিখে (হাত-পায়ের) নখ কাটতেন এবং প্রতি মাসে ক্ষৌরকার্য করতেন।

৬০৮-بَابُ الْقِمَارِ

৬০৮-অনুচ্ছেদ : জুয়া খেলা।

১২৭১- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ نَزَلَ بِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقَالُ أَيْنَ أَيْسَارُ الْجَزُورِ فَيَجْتَمِعُ الْعَشْرَةُ فَيَشْتَرُونَ الْجَزُورَ بِعَشْرَةِ

فَصْلَانِ إِلَى الْفِصَالِ فَيَجِيلُونَ السَّهَامَ فَتَصِيرُ لِسَعَةٍ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى وَاحِدٍ وَيَغْرُمُ
الْآخَرُونَ فَصِيلاً فَصِيلاً إِلَى الْفِصَالِ فَهُوَ الْمَيْسِرُ .

১২৭১। জাফর ইবনে আবুল মুগীরা (র) বলেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) আমার এখানে মেহমান হলেন। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, বলা হতো, উটের জুয়াড়ীগণ কোথায়? তখন দশজন প্রতিযোগী সমবেত হতো এবং জুয়ার উটটির ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করতো দশটি উটশাবক। তারা তীরের জুয়ার পায়ে তীর স্থাপন করে সেটিকে চক্র দেয়াতো, তাতে একজন বাদ পড়ে নয়জন অবশিষ্ট থাকতো। এভাবে প্রতি চক্রে একজন করে বাদ পড়ে শেষে মাত্র একজন অবশিষ্ট থাকতো এবং সে বিজয়ী হিসাবে তার শাবকসহ অন্যদের নয়টি শাবকও লাভ করতো। এতে নয়জনের প্রত্যেকে একটি করে শাবক লোকসান দিতো। এটাও এক প্রকার জুয়া।

১২৭২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ .

১২৭২। ইবনে উমার (রা) বলেন, দাবা খেলাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত (আবু উবায়দ, ইবনে জারীর, আবু হাতিম, শাওকানীর ফাতহুল কাদীর)।

৬০৯-বَابُ قِمَارِ الدِّيَكِ

৬০৯-অনুচ্ছেদ : মোরগের বাজিও জুয়া।

১২৭৩- عَنْ رَيْبَعَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اقْتَمَرَا عَلَى دِيَكَيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَتْلِ الدِّيَكَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ اتَّقِلْ أُمَّةً تُسَبِّحُ فَتَرَكَهَا .

১২৭৩। রবীআ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা)-র শাসনকালে দুই ব্যক্তি দু'টি মোরগের লড়াইয়ের বাজি ধরে। উমার (রা) মোরগ হত্যার নির্দেশ দেন। এক আনসার ব্যক্তি তাকে বলেন, আপনি কি এমন এক উম্মাতকে হত্যা করবেন যারা (আল্লাহর) গুণগান করে? অতএব তিনি তার নির্দেশ প্রত্যাহার করেন।

৬১-بَابُ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرُكَ

৬১০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলি।

১২৭৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ .

১২৭৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি শপথ করে এবং তার শপথে বলে, লাত ও উয্যার শপথ, তবে সে যেন বলে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলি, সে যেন দান-খয়রাত করে (বু, মু, দা, তি, না, ই)।

৬১১-بَابُ قِمَارِ الْحَمَامِ

৬১১-অনুচ্ছেদ : কবুতরের বাজি ধরা।

১২৭৫- عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّا نَتَرَاهُنَّ بِالْحَمَامِينَ فَتَكْرَهُ أَنْ نُجْعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلَّلًا تَخَوْفَ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ الْمُحَلَّلُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الصَّبْيَانِ وَتَوْشِكُونَ أَنْ تَتَرَكُوهُ .

১২৭৫। হুসাইন ইবনে মুসআব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবু হুরায়রা (রা)-কে বললো, আমরা দু'টি কবুতরের বাজিতে শর্ত লাগাই এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে সালিশ মানা অপছন্দ করি। এজন্য যে, পাছে সে-ই তা (বাজির জিনিস) হস্তগত করে নিয়ে যায় কিনা। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এটা তো শিশুসুলভ কাজ। অবশ্যই তোমরা তা ত্যাগ করবে।

৬১২-بَابُ الْحُدَاءِ لِلنِّسَاءِ

৬১২-অনুচ্ছেদ : নারীদের জন্তুয়ানে হুদী (উট চালানার) গান।

১২৭৬- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَخْدُو بِالرَّجَالِ وَكَانَ أَنْجَشَةً يَخْدُوُ بِالنِّسَاءِ وَكَانَ حَسَنُ الصَّوْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سُوقَكَ بِالْقَوَارِيرِ .

১২৭৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারআ ইবনে মালেক (রা) পুরুষ যাত্রীদের হুদী গান শুনাতেন এবং আনজাশা মহিলা যাত্রীদের বাহন হুদী গান গেয়ে চালাতেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর। নবী (স) বলেন : হে আনজাশা! ধীরে চালাও। তোমার যে কাঁচের চালান (বু, মু, না, তায়ালিসী)।

৬১৩-بَابُ الْغِنَاءِ

৬১৩-অনুচ্ছেদ : সংগীত।

১২৭৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قَالَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ .

১২৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহামহিম আল্লাহর বাণী : “কতক লোক ক্রীড়া-কৌতুকের কথাবার্তা ক্রয় করে” (৩১: ৬৬) সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ গান-বাজনা ও অনুরূপ জিনিস (তাবারী)

১২৭৮- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلِمُوا وَالْأَشْرَةُ شَرٌّ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الْأَشْرَةُ الْعَبْتُ .

১২৭৮। বারআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমরা সালামের প্রসার ঘটাত, শান্তিতে থাকবে। অসার কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর (ইলা)।

৪৯৩- عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَا أَتَى عَلَيْنَا يَوْمَ إِلَّا أَنْشَدَنَا فِيهِ الشُّعْرَ وَقَالَ إِنَّ فِي مَعَارِضِ الْكَلَامِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ .

৮৯৩। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুস শিখীর (র) বলেন, বসরা যেতে আমি ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা)-র সফরসংগী হলাম। সফরে প্রতি দিনই তিনি আমাদের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, পরোক্ষ বচন মিথ্যাকে এড়ানোর নিরাপদ উপায়।

৬১৪-بَابُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى أَصْحَابِ النَّرْدِ

৬১৪-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি দাবা খেলায় লিগুদের সালাম দেয়নি।

১২৮০- عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَلَى إِذَا خَرَجَ مِنْ بَابِ الْقَصْرِ فَرَأَى أَصْحَابَ النَّرْدِ انْطَلَقَ بِهِمْ فَعَقَلَهُمْ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْقِلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ الَّذِي يَعْقِلُ إِلَى اللَّيْلِ الَّذِينَ يُعَامِلُونَ بِالْوَرَقِ وَكَانَ الَّذِي يَعْقِلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ الَّذِينَ يَلْهُونَ بِهَا وَكَانَ يَأْمُرُ أَنْ لَا يُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ .

১২৮০। ফুদাইল ইবনে মুসলিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বাবুল কাসর থেকে বের হলে তিনি দাবা খেলোয়াড়দের দেখতে পান। তিনি তাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত আটক রাখেন। তাদের মধ্যে কতককে তিনি দুপুর পর্যন্ত আটক রাখেন। রাবী বলেন, যারা অর্থের আদান-প্রদানের ভিত্তিতে খেলেছিল, তিনি তাদের রাত পর্যন্ত আটক রাখেন, আর যারা এমনি খেলেছিল তাদেরকে দুপুর পর্যন্ত আটক রাখেন। তিনি নির্দেশ দিতেন, লোকজন যেন তাদেরকে সালাম না দেয়।

৬১৫-بَابُ اِثْمٍ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ

৬১৫-অনুচ্ছেদ : দাবা খেলোয়াড়ের পাপ।

১২৮১- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

১২৮১। আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো (দা, ই, আ, দার, হা, হি)।

১২৮২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْمَوْسُومَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَزْجُرَانِ زَجْرًا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرِ .

১২৮২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সাবধান! তোমরা এই চতুর্ভুজ টুকরা দ্বয় পরিহার করো, যা নিষ্ফল করা হয়। কারণ এই দু'টি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত (আ ৪২৬৩)।

১২৮৩- عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَيْئًا فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ .

১২৮৩। আবু বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে যেন তার হাত শূকরের গোশত ও রক্তে রঞ্জিত করলো (যু, দা, ই, মা)।

১২৮৪- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

১২৮৪। আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি দাবা খেললো সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো (দা, ই, আ, দার, হা, হি)।

৬১৬-بَابُ الْأَدَبِ وَخُرَاجِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ وَأَهْلِ الْبَاطِلِ

৬১৬-অনুচ্ছেদ : দুষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং দাবা খেলোয়াড় ও বাতিলপন্থীদের উচ্ছেদ করা।

১২৮৫- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا .

১২৮৫। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার পরিবারের কাউকে দাবা খেলায় লিপ্ত দেখতে পেলে তাকে প্রহার করতেন এবং দাবার সরঞ্জাম ভেঙ্গে ফেলতেন (মা)।

১২৮৬- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا عَنْدهُمْ نَرْدٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ لَمَّا لَمْ تَخْرُجُوهَا لِأَخْرَجْنَكُمْ مِّنْ دَارِي وَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ .

১২৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পারলেন যে, তার বাড়িতে বসবাসকারী এক পরিবারের নিকট দাবা খেলার সরঞ্জাম আছে। তিনি লোক মারফত বলে পাঠান, তোমরা যদি তা বের করে ফেলে না দাও তবে আমি অবশ্যই আমার বাড়ি থেকে তোমাদের উচ্ছেদ করবো। তিনি তাদের এই আচরণ কঠোরভাবে অপছন্দ করেন।

১২৮৭- حَدَّثَنَا رَيْبَعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ ابْنُ جَبْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَظْبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ بَلَّغْنِي عَنْ رَجَالٍ مِّنْ قُرَيْشٍ يَلْعَبُونَ بِلَعْبَةٍ يُقَالُ لَهَا النَّرْدُ شَيْئًا وَكَانَ أَعْسَرُ قَالَ اللَّهُ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَأَنْتِ أَحْلَفُ بِاللَّهِ لَا أُوتِي بِرَجُلٍ لَعِبَ بِهَا إِلَّا عَاقَبْتُهُ فِي شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَأَعْطَيْتُ سَلْبَهُ لِمَنْ آتَانِي بِهِ .

১২৮৭। রবীআ ইবনে কুলসুম (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, ইবনুয যুবাইর (রা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, হে মক্কাবাসীগণ! আমি জানতে পারলাম যে, কুরাইশ বংশের কতক লোক দাবা খেলায় লিপ্ত আছে। এটা ছিল অত্যন্ত কঠোর ব্যাপার। আব্বাহ বলেন, “নিশ্চয় মদ ও জুয়া ...” (সূরা মাইদা : ৯০)। আমি আব্বাহর নামে শপথ করে বলছি, কোন দাবা খেলোয়াড়কে শ্রেষ্ঠার করে আনা হলে আমি অবশ্যই তার প্রতিটি পশমে ও চামড়ায় কঠোর শাস্তি দিবো এবং যে তাকে শ্রেষ্ঠার করে আনবে আমি তাকে তার মালপত্র দিয়ে দিবো।

১২৮৮ - حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ مَرْثَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الذِّبْيِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ قِمَارًا كَالَّذِي يَأْكُلُ لَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَالَّذِي يَلْعَبُ بِهِ غَيْرُ الْقِمَارِ كَالَّذِي يَغْمِسُ يَدَهُ فِي دَمِ الْخَنْزِيرِ وَالَّذِي يَجْلِسُ عِنْدَهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا كَالَّذِي يَنْظُرُ إِلَى لَحْمِ الْخَنْزِيرِ .

১২৮৮। ইয়ালা ইবনে মুররা (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বাজি ধরে দাবা খেলে সে শূকরের গোশত ভক্ষণকারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি বাজি না ধরে দাবা খেলে সে শূকরের রক্তে হাত রঞ্জিতকারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে বসে তাদের খেলা দেখে সে শূকরের গোশতের দিকে তাকিয়ে থাকা ব্যক্তির সমতুল্য।

১২৮৯ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ الْأَعْبُ بِالْفَصِّينِ قِمَارًا كَأَكْلِ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ وَاللَّعِبِ بِهِمَا غَيْرُ قِمَارٍ كَالْغَامِسِ يَدَهُ فِي دَمِ خَنْزِيرٍ .

১২৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, বাজি ধরে দু'টি গুটি দ্বারা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণকারী শূকরের গোশত ভক্ষণকারীর সমতুল্য এবং বাজিবিহীন খেলায় অংশগ্রহণকারী শূকরের রক্তে হাত ডুবানো ব্যক্তিতুল্য।

৬১৭-بَابُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ

৬১৭-অনুচ্ছেদ : মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

১২৯০ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ .

১২৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : মুমিন ব্যক্তি একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না (বু, মু, দা, ই, আ)।

৬১৮-بَابُ مَنْ رَمَى بِاللَّيْلِ

৬১৮-অনুচ্ছেদ : রাতের বেলা যে ব্যক্তি তীরন্দাজি করে।

১২৯১ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا .

১২৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : যে ব্যক্তি রাতের বেলা আমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (আ, হি, তহা)।

১২৯২ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১২৯২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (মু, তহা)।

১২৯৩- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

১২৯৩। আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (বু, মু)।

৬১৭-بَابُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً

৬১৭-অনুচ্ছেদ : আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় তাঁর কোন বান্দার মৃত্যুদান করতে চাইলে তথায় যাওয়ার জন্য তার একটি প্রয়োজন সৃষ্টি করেন।

১২৯৪- عَنْ أَبِي الْمَلِیح عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً.

১২৯৪। আবুল মালীহ (র) থেকে তার গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত, যিনি নবী (স)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : আল্লাহ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় কোন বান্দার মৃত্যুদান করতে চাইলে সেখানে (যাওয়ার জন্য) তার একটি প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন (তি, আ, হা, হি)।

৬২-بَابُ مَنْ امْتَحَطَ فِي ثَوْبِهِ

৬২০-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নিজ পরিধেয় বস্ত্রে নাকের ময়লা মোছে।

১২৯৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ تَمَحَّطَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ قَالَ بَخِ بَخِ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَحَّطُ فِي الْكَتَانِ رَأَيْتُنِي أَصْرَعُ بَيْنَ حُجْرَةٍ عَائِشَةَ وَالْمَنْبَرِ يَقُولُ النَّاسُ مَجْنُونٌ وَمَا بِي إِلَّا الْجُوعُ.

১২৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পরিধেয় বস্ত্রে নাক পরিষ্কার করার পর বলেন, বাহ, বাহ! আবু হুরায়রা কাতান কাপড়ে নাক পরিষ্কার করছে। আমি নিজেকে আয়েশা (রা)-র ঘর ও মসজিদে নববীর মিষ্কারের মধ্যস্থলে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। লোকে বলতো, পাগল (হয়ে গেছে)। ক্ষুধার যন্ত্রণায়ই আমার এই অবস্থা হয়েছিল (বু, তি)।

৬২১-بَابُ الْوَسْوَسةِ

৬২১-অনুচ্ছেদ : মনের মধ্যে সৃষ্ট কুমন্ত্রণা।

১২৯৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا شَيْئًا مَا نَحِبُّ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ وَإِنْ لَنَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ أَوَقَدْ وَجَدْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ.

১২৯৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মনের মধ্যে এমন কিছু চিন্তার উদ্বেক হয় যা সূর্য উদিত হওয়ার পরিধির মধ্যকার (মূল্যবান) সবকিছুর বিনিময়েও কথায় প্রকাশ করা আমরা মোটেও সমীচীন মনে করি না। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কি তা অনুভব করো? তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন : এটিই ঈমানের সুস্পষ্ট পরিচয় (যু, দা, হি)।

১২৯৭- عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِي عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَنَا يَغْرِضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ أُخْرَتُهُ وَلَوْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهِ قَالَ فَكَبَّرْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيَكْبِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَنْ يَحْسُ ذَلِكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ .

১২৯৭। শাহর ইবনে হাওশাব (র) বলেন, আমি ও আমার মামা আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। মামা বলেন, আমাদের কারো মনের মধ্যে এমন কিছু উদ্বেক হয়, সে তা ব্যক্ত করলে তার আত্মরাত ধ্বংস হয়ে যায় এবং তা প্রকাশ পেলে সেজন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) তিনবার “আল্লাহ আকবার” ধ্বনি করার পর বলেন, এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন : তোমাদের কারো অন্তরে তা অনুভব করলে সে তিনবার ‘আল্লাহ আকবার’ বলবে। মুমিন ব্যক্তিই এটা অনুভব করে থাকে।

১২৯৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ حَتَّى يَقُولُوا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ .

১২৯৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : যা হয়নি সে সম্পর্কে লোকে অনবরত জিজ্ঞেস করতে থাকবে। শেষে সে বলবে, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ। তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে (বু, মু)?।

৬২২-বَابُ الظَّنِّ

৬২২-অনুচ্ছেদ : অলীক ধারণা-অনুমান।

১২৯৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّكُمْ وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا .

১২৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : ধারণা-অনুমান সম্পর্কে তোমরা সাবধান হও। কারণ অলীক ধারণা পোষণ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা পরস্পর গোয়েন্দাগিরি করো না, ঝগড়া-বিবাদ করো না, অসাক্ষাতে দোষচর্চা করো না, হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দাগণ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও (বু, মু, তি, ই, আ, হি)।

১৩০০- عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ امْرَأَةٍ مِنْ نُسَائِهِ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا فُلَانُ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةٌ قَالَ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِّ .

১৩০০। আনাস (রা) বলেন, একদা নবী (স) তাঁর কোন এক স্ত্রীর সাথে ছিলেন। তখন তাঁর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করলো। নবী (স) তাকে ডেকে বলেন : হে অমুক! ইনি আমার স্ত্রী অমুক। সে বললো, আমি হয়তো কারো সম্পর্কে ধারণা-অনুমান করতে পারি, কিন্তু আপনার সম্পর্কে কখনো ধারণা-অনুমানে লিপ্ত হই না। তিনি বলেন : শয়তান রক্তপ্রবাহের মত মানুষের ভেতরে বিচরণ করে (দা)।

১৩০১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا يَزَالُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ يَتَظَنَّى حَتَّى يَصِيرَ أَعْظَمَ مِنَ السَّارِقِ .

১৩০১। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যার জিনিস চুরি হয়ে যায় সে ধারণা-অনুমান করতে করতে চোরের চেয়েও অগ্রসর হয়ে যায়।

১৩০২- عَنْ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ أَكْتُبُ إِلَى فُسَّاقٍ دِمَشْقَ فَقَالَ مَا لِي وَفُسَّاقٍ دِمَشْقَ وَمِنْ أَيْنَ أَعْرِفُهُمْ فَقَالَ ابْنُهُ بِلَالُ أَنَا أَكْتُبُهُمْ فَكَتَبَهُمْ قَالَ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ مَا عَرَفْتَ أَنَّهُمْ فُسَّاقٌ إِلَّا وَأَنْتَ مِنْهُمْ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ وَلَمْ يُرْسِلْ بِأَسْمَائِهِمْ .

১৩০২। বিলাল ইবনে সাদ আল-আশআরী (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া (রা) আবু দারদা (রা)-কে লিখে পাঠান : দামিশকের দুষ্তিকারীদের সম্পর্কে আমাকে লিখে পাঠান। তিনি বলেন, আমার সাথে দামিশকের দুষ্তিকারীদের কি সম্পর্ক? আর আমি কোথায় বা তাদের চিনবো? তার পুত্র বিলাল বলেন, আমি তাদের সম্পর্কে লিখবো। অতএব তিনি তাদের তালিকা তৈরি করেন। আবু দারদা (রা) জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে তুমি জানতে পারলে? তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেই কেবল দুষ্তিকারী সম্পর্কে জানতে পারবে। অতএব তোমার নামটি দিয়ে (তালিকা) শুরু করো। তিনি তাদের নাম কখনো পাঠাননি।

৬২৩-بَابُ حَلْقِ الْجَارِيَةِ وَالْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

৬২৩-অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসী বা স্ত্রী তার স্বামীর মাথার চুল কামাতে পারে।

১৩০৩- حَدَّثَنِي سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَارِيَةٍ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَقَالَ النُّورَةُ تَرَقُّ الْجِلْدَ .

১৩০৩। সুকাইন ইবনে আবদুল আযীয ইবনে কায়েস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র নিকট উপস্থিত হলাম। তখন এক বাঁদী চুল কামাচ্ছিল। তিনি বলেন, চুল চামড়াকে নরম করে (তাবারানী)।

৬২৪-بَابُ نَتْفِ الْأَبِطِ

৬২৪-অনুচ্ছেদ : বগলের লোম উপড়ানো।

১৩০৪। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ خُمْسُ الْخِتَانِ وَالْأَسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْأَبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ .

১৩০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : স্বভাব সুলভ জিনিস পাঁচটি। খতনা করা, নাভীর নিচের লোম কামানো, বগলের লোম উপড়ানো, গোঁফ খাটো করা এবং নখ কাটা (বু, না, তি)।

১৩০৫। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خُمْسُ مِنَ الْفِطْرِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الضَّبْعِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

১৩০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : পাঁচটি জিনিস স্বভাব সুলভ। খতনা করা, নাভির নিচের লোম কামানো, নখ কাটা, বগলের নিচের লোম উপড়ানো এবং গোঁফ খাটো করা।

১৩০৬। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ خُمْسُ مِنَ الْفِطْرِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْأَبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانِ .

১৩০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। পাঁচটি জিনিস স্বভাব সুলভ। নখ কাটা, গোঁফ খাটো করা, বগলের লোম উপড়ানো, নাভীর নিচের লোম কামানো এবং খতনা করা (তহা)।

৬২৫-بَابُ حُسْنِ الْعَهْدِ

৬২৫-অনুচ্ছেদ : উত্তম ব্যবহার।

১৩০৭। حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجَعْفَرَانَةِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ أَحْمِلُ عَضْرَ الْبَعِيرِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ قُلْتُ مَنْ هَذِهِ قِيلَ هَذِهِ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ .

১৩০৭। আবুত তুফাইল (রা) বলেন, আমি বাল্যকালে জি'রানা নামক স্থানে নবী (স)-কে গোশত বন্টন করতে দেখেছি। আমি উটের এক এক টুকরা গোশত বহন করে আনতাম। এই অবস্থায় তাঁর নিকট এক মহিলা আসেন। তিনি তার জন্য নিজের চাদরখানা লেছে দেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? বলা হলো, ইনি নবী (স)-এর দুধমাতা (দা, হা)।

৬২৬-বَابُ الْمَعْرِفَةِ

৬২৬-অনুচ্ছেদ : আলাপ-পরিচয় ।

১৩০৮- عَنْ الْمُغْبِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَجُلٌ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَدْنَكَ يَعْرِفُ رَجُلًا فَيُؤْتِرُهُمْ بِإِذْنٍ قَالَ عَذَرَهُ اللَّهُ إِنَّ الْمَعْرِفَةَ لَتَنْفَعُ عِنْدَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَعِنْدَ الْجَمَلِ الصُّوْلُ .

১৩০৮। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, আল্লাহ আমীরের অবস্থা সংশোধন করুন। আপনার দ্বাররক্ষী সাক্ষাতপ্রার্থী কতক লোককে চিনে এবং সে তাদের অগ্রাধিকার দেয়। আমীর জবাব দেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। পূর্ব-পরিচয় তো হিংস্র কুকুর ও খ্যাপা উটের সামনেও উপরাকী প্রমাণিত হয়।

৬২৭-بَابُ لَعِبِ الصَّبِيَّانِ بِالْجَوْرِ

৬২৭-অনুচ্ছেদ : শিশুদের আখরোট দিয়ে খেলা করা।

১৩০৯- عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُنَا يُرَخِّصُونَ لَنَا فِي اللَّعِبِ كُلِّهَا غَيْرَ الْكِلَابِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي لِلصَّبِيَّانِ .

১৩০৯। ইবরাহীম (র) বলেন, আমাদের মুরব্বীগণ আমাদেরকে কুকুরের খেলা ব্যতীত যে কোন খেলাধুলা করার অনুমতি দিতেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, অর্থাৎ শিশুদেরকে।

১৩১০- عَنْ أَبِي عُقْبَةَ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مَرَّةً بِالطَّرِيقِ فَمَرُّ بِغِلْمَةٍ مِّنَ الْحَبَشِ فَرَأَاهُمْ يَلْعَبُونَ فَأَخْرَجَ دِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمْ .

১৩১০। আবু উকবা (র) বলেন, একবার আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি কতক আবিসিনিয় বালককে অতিক্রম করলেন, যাদের তিনি খেলাধুলায় মত্ত দেখলেন। তিনি দু'টি দিরহাম (রূপার মুদ্রা) বের করে তাদের দিলেন।

১৩১১- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشْرَبُ إِلَى صَوَاحِبِي يَلْعَبْنَ بِاللَّعِبِ الْبَنَاتِ الصَّغَارِ .

১৩১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমার খেলার সাথীদের আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তারা খেলনা অর্থাৎ ক্ষুদ্র পুতুল নিয়ে খেলতো (বু, যু)।

৬২৮-বَابُ ذَبْعِ الْحَمَامِ

৬২৮-অনুচ্ছেদ : কবুতর যবেহ করা ।

১৩১২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً قَالَ شَيْطَانٌ يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً .

১৩১২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখলেন। তিনি বলেন : এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছে লেগেছে (দা, ই, আ)।

১৩১৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ كَانَ عُثْمَانُ لَا يَخْطُبُ جُمُعَةً إِلَّا أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْعِ الْحَمَامِ .

১৩১৩। হাসান (র) বলেন, উসমান (রা) জুমুআর নামাযের খুতবা দিলেই তাতে কুকুর হত্যা করার এবং কবুতর যবেহ করার নির্দেশ দিতেন (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক)।

১৩১৪- عَنْ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَذَبْعِ الْحَمَامِ .

১৩১৪। হাসান (র) বলেন, আমি উসমান (রা)-কে তাঁর ভাষণে কুকুর নিধনের এবং কবুতর যবেহ করার নির্দেশ দিতে শুনেছি (ঐ বরাত)।

৬২৯-بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يَذْهَبَ إِلَيْهِ

৬২৯-অনুচ্ছেদ : যার প্রয়োজন আছে সে-ই যাবে।

১৩১৫- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَآذَنَ لَهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدٍ جَارِيَةٍ لَهُ تَرَجَّلَهُ فَتَزَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ دَعْنَاهَا تَرَجَّلَكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِثَّتَكَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي .

১৩১৫। য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার নিকট এসে (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চান। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তখন তার মাথা তার বান্দির হাতে ছিল এবং সে তাতে চিরুনী করছিল। তিনি তার মাথা সরিয়ে নিলেন। উমার (রা) তাকে বলেন, তাকে অপনার মাথায় চিরুনী করতে দিন। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি লোক পাঠালে আমিই তো আপনার নিকট যেতে পারতাম। উমার (রা) বলেন, প্রয়োজনটা তো আমার (বায়হাকীর সুনানুল কুবরা)।

৬৩-بَابُ إِذَا تَنَخَّعَ وَهُوَ مَعَ الْقَوْمِ .

৬৩০-অনুচ্ছেদ : জনসমাবেশের ভেতরে থুথু ফেলার নিয়ম ।

১৩১৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا تَنَخَّعَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ فَلْيُؤَاكِرْ بِكَفِّهِ حَتَّى تَقَعَ نُخَاعَتُهُ إِلَى الْأَرْضِ وَإِذَا صَامَ فَلْيُدْهِنْ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الصَّوْمِ .

১৩১৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কেউ লোকজনের মধ্যে (অবস্থানকালে) থুথু ফেললে তা হাত দিয়ে আড়াল করে রাখবে, যাবত না তা মাটিতে পতিত হয়। কেউ রোযা রাখলে যেন (দেহে) তৈল মাখে, যাতে তার চেহারায়ে রোযার আলামত না দেখা যায়।

৬৩১-بَابُ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ لَا يَقْبَلُ عَلَى وَاحِدٍ

৬৩১-অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি একদল লোকের সাথে কথা বলার সময় একজনকে লক্ষ্য করে বলবে না।

১৩১৭- عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَلَكِنْ لِيَعْمَهُمْ .

১৩১৭। হাবীব ইবনে আবু সাবিত (র) বলেন, তারা (সাহাবীগণ) এটাই পছন্দ করতেন যে, কোন ব্যক্তি কথা বললে কেবল একজনের সামনাসামনি হয়ে কথা বলবে না, বরং সকলকে সম্বোধন করবে।

৬৩২-بَابُ فَضُولِ النَّظَرِ

৬৩২-অনুচ্ছেদ : অবাস্তিত দৃষ্টিপাত।

১৩১৮- عَنْ ابْنِ أَبِي الْهُدَيْلِ قَالَ عَادَ عَبْدُ اللَّهِ رَجُلًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الدَّارَ جَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ تَنْفَقَاتِ عَيْنَاكَ كَانَ خَيْرًا لَّكَ .

১৩১৮। ইবনে আবুল হুযাইল (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) তার সাথীদের একজনকে সাথে নিয়ে এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যান। তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে তার সাথের লোকটি এদিকে ওদিকে তাকাতে থাকে। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, আল্লাহর শপথ! যদি তোমার চোখ দু'টি ফুঁড়ে দেয়া হতো তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হতো।

১৩১৯- عَنْ نَافِعٍ أَنْ نَفَرًا مِّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ دَخَلُوا عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَأَوْا عَلَى خَادِمٍ لَهُمْ طَوْقًا مِّنْ ذَهَبٍ فَنَظَرُوا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ مَا أَفْطَنَكُمْ لِلشَّرِّ .

১৩১৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইরাকবাসী একদল লোক ইবনে উমার (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়। তারা তাদের এক খাদেমের নিকট একটি সোনার বেড়ি দেখতে পেলো। তাতে তারা পরস্পরের প্রতি তাকালো। ইবনে উমার (রা) বলেন, খারাপ কাজের জন্য তোমাদের কি ধুর্তামি।

৬৩৩-অনুচ্ছেদ : অনর্থক কথাবার্তা।

৬৩৩-অনুচ্ছেদ : অনর্থক কথাবার্তা।

১৩২০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অনর্থক কথাবার্তায় কোন কল্যাণ নাই।

১৩২০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অনর্থক কথাবার্তায় কোন কল্যাণ নাই।

১৩২১। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَرَّ أُمَّتِي الثَّرَثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيِّهُونَ وَخِيَارُ أُمَّتِي أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا .

১৩২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : আমার উম্মাতের নিকৃষ্ট লোক হলো যারা বাচাল, ধৃষ্ট-নির্লজ্জ এবং অহংকারে স্ফীত। আর আমার উম্মাতের উত্তম হলো তাদের মধ্যকার উত্তম চরিত্রের লোক (তি, আ)।

৬৩৪-অনুচ্ছেদ : দ্বিমুখী চরিত্রের লোক।

৬৩৪-অনুচ্ছেদ : দ্বিমুখী চরিত্রের লোক।

১৩২২। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهِ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِ .

১৩২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : দ্বিমুখী চরিত্রের লোক মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। সে এদের নিকট এক রূপ নিয়ে এবং ওদের নিকট ভিন্ন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয় (বু, মু, আন, হি)।

৬৩৫-অনুচ্ছেদ : দ্বিমুখী চরিত্রের লোকের পাপ।

৬৩৫-অনুচ্ছেদ : দ্বিমুখী চরিত্রের লোকের পাপ।

১৩২৩। عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارٍ فَمَرَّ رَجُلٌ كَانَ ضَخْمًا قَالَ هَذَا مِنْهُمْ .

১৩২৩। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী চরিত্রের, কিয়ামতের দিন তার আঙনের দুইটি মুখ হবে। এ সময় এক স্থূলকায় ব্যক্তি সেখান দিয়ে গেলে তিনি বলেন : এই ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত (দা, দার, হি)।

৬৩৬-বَابُ شَرِّ النَّاسِ مَنْ يُتَّقَى شَرُّهُ

৬৩৬-অনুচ্ছেদ : অনিষ্টের ভয়ে যাকে পরিহার করা হয় সে নিকৃষ্ট ।

১৩২৪- عَنْ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ائْذِنُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ الْآنَ لَهُ الْكَلَامُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ الَّذِي قُلْتُ ثُمَّ أَلْتَمَسْتُ الْكَلَامَ قَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءً فَحْشِهِ .

১৩২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সাক্ষাত প্রার্থনা করলো। তিনি বলেনঃ তাকে অনুমতি দাও, বংশের নিকৃষ্ট লোক। সে প্রবেশ করলে তিনি তার সাথে নম্র ব্যবহার করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যা মন্তব্য করার তো করলেন, অতঃপর নম্র ভাষায় কথা বললেন। তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! যার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ তাকে ত্যাগ করে, সে নিকৃষ্ট লোক (বু, মু)।

৬৩৭-بَابُ الْحَيَاءِ

৬৩৭-অনুচ্ছেদ : লজ্জাশীলতা।

১৩২৫- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِينَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أَدَدْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ .

১৩২৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : লজ্জাশীলতা কল্যাণই বয়ে আনে। বাশীর ইবনে কাব (র) বলেন, প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে, লজ্জাশীলতার মধ্যে রয়েছে গাভীর, লজ্জাশীলতার মধ্যে রয়েছে প্রশান্তি। ইমরান (রা) তাকে বলেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস শুনাচ্ছি। আর তুমি তোমার কিতাব থেকে বর্ণনা করছো (বু, মু, তাবারানী)।

১৩২৬- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قَرْنَانِ جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخَرَ .

১৩২৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, লজ্জাশীলতা ও ঈমান সম্পূর্ণ একই প্রকৃতির। এদের একটি তুলে নেয়া হলে অপরটি দূরীভূত হয়ে যায় (হা)।

৬৩৮-بَابُ الْجَفَاءِ

৬৩৮-অনুচ্ছেদ : যুলুম-নির্যাতন।

১৩২৭- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبِدَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ .

১৩২৭। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন : লজ্জা-সম্মম ঈমানের অংগ, আর ঈমানের (মুমিনের) স্থান বেহেশতে। নিলজ্জতা ও অসভ্যতা যুলুমের অংগ, আর যুলুমের (যালেমের) স্থান হলো দোযখে (তি, ই, তাহা, হা, হি)।

১৩২৮-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخَمَ الرَّأْسِ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ إِذَا مَشَى تَكْفًا كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صُعْدٍ إِذَا اتَتْ التَّفَتَ جَمِيعًا .

১৩২৮। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনুল হানাফিয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) ছিলেন হুটপুট মাথাবিশিষ্ট এবং ডাগর চোখবিশিষ্ট। তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন তিনি উচ্চ স্থানে আরোহণ করছেন। তিনি কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পূর্ণদেহে সেদিকে ফিরতেন (আ ৬৮৪, তি, শা)।

৬৩৭-بَابُ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

৬৩৭-অনুচ্ছেদ : তোমার লজ্জা-শরম না থাকলে যাচ্ছে তাই করতে পারো।

১৩২৭-عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِوَةِ الْأَوَّلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

১৩২৯। আবু মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন : পূর্বকালের নবীগণের বাণীসমূহের মধ্যে মানুষ যেটি লাভ করেছে তা হলো, “তোমার যদি লজ্জাই না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো” (বু)।

৬৪-بَابُ الْغَضَبِ

৬৪০-অনুচ্ছেদ : ক্রোধ।

১৩৩-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ .

১৩৩০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : প্রকৃত বলবান বীর পুরুষ সে নয় যে কুস্তিতে কাউকে ধরাশায়ী করে। আসল বীরপুরুষ হলো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে (বু, যু, দা, আ, আন)।

১৩৩১-عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا مِنْ جَرَعَةٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرًا مِنْ جَرَعَةٍ غِيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ

১৩৩১। ইবনে উমার (রা) বলেন, কোন বান্দা আল্লাহর সন্তোষ লাভের বাসনায় তার ক্রোধের ঢোক গলাধঃকরণ (সংবরণ) করলে, আল্লাহর নিকট সওয়াবের দিক থেকে তার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ কোন ঢোক নাই (আ)।

৬৪১-بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا غَضِبَ

৬৪১-অনুচ্ছেদ : ক্রোধের সময় কি বলবে?

১৩২৩- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَغْضِبُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ هَذَا عَنْهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَامَ رَجُلٌ إِلَى ذَاكَ الرَّجُلِ فَقَالَ تَدْرِي مَا قَالَ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَجْنُونًا تَرَانِي .

১৩৩২। সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা) বলেন, দুই ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে পরস্পর গালিগালাজ করে। তাতে তাদের একজন ক্রোধান্বিত হওয়ায় তার মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। নবী (স) তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন : আমি অবশ্যই এমন একটি বাক্য জানি যা সে বললে নিশ্চয় তার এই রাগ চলে যাবে। তা হলো : “আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম” (আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আত্মাহ্বর আশ্রয় চাই)। তখন এক ব্যক্তি উঠে ঐ লোকটির নিকট গিয়ে বললো, তুমি কি জানো, নবী (স) কী বলেছেন? তিনি বলেছেন : তুমি বলো, “আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম”। লোকটি বললো, তুমি কি আমাকে পাগল ঠাওরিয়েছো!

১৩৩৩- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ فَأَحَدُهُمَا أَحْمَرُّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنْ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ وَهَلْ بِي مِنْ جُنُونٍ .

১৩৩৩। সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে বসা ছিলাম। দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালি দিতে লাগলো। তাতে তাদের একজনের চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো এবং তার শিরা- উপশিরা ফুলে গেলো। নবী (স) বলেন : অবশ্যই আমি এমন একটি কথা জানি, সে তা উচ্চারণ করলে নিশ্চয় তার রাগ চলে যাবে। লোকজন ঐ লোকটিকে বললো, নিশ্চয় নবী (স) বলেছেন : তুমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আত্মাহ্বর আশ্রয় প্রার্থনা করো। সে বললো, আমি কি পাগল হয়ে গেছি (বু, যু)।

৬৪২-بَابُ يَسْكُتُ إِذَا غَضِبَ

৬৪২-অনুচ্ছেদ : কারো রাগ উঠলে চুপ হয়ে যাবে।

১৩৩৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ مَرَّتَيْنِ .

১৩৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : তোমরা জ্ঞান দান করো এবং দীনকে সহজভাবে তুলে ধরো। তোমরা জ্ঞান দান করো এবং দীনকে সহজভাবে তুলে ধরো। তিনি একথা তিনবার বলেন। তুমি ক্রোধান্বিত হলে নীরবতা অবলম্বন করো। কথ্যাটি তিনি দুইবার বলেন (আ, তায়ালিসী)।

৬৪৩-بَابُ أَحَبِّ حَبِيبِكَ هَوْنًا

৬৪৩-অনুচ্ছেদ : বন্ধুর সাথে ভালোবাসার আতিশয্য দেখাবে না।

১৩৩৫-عَنْ عَلِيٍّ يَقُولُ لِابْنِ الْكَوَّاءِ هَلْ تَذَرِي مَا قَالَ الْأَوَّلُ أَحَبِّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِضَتِكَ يَوْمًا مَا وَابْغِضَ بَغِضَتِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبِكَ يَوْمًا مَا .

১৩৩৫। আলী (রা) ইবনুল কাওয়াকে বলেন, তুমি কি জানো, প্রথম ব্যক্তি কি বলেছেন? তোমার বন্ধুকে সংগত সীমা পর্যন্ত ভালোবাসো। অসম্ভব নয় যে, সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যেতে পারে। তোমার শত্রুর সাথে তোমার শত্রুতাকে সীমিত রাখো। অসম্ভব নয় যে, সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যেতে পারে (তি ১৯৪৭)।

৬৪৪-بَابُ لَا يَكُنْ بُغْضُكَ تَلْفًا

৬৪৪-অনুচ্ছেদ : তোমার ঘৃণা যেন ধ্বংসের কারণ না হয়।

১৩৩৬-عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلْفًا وَلَا بُغْضُكَ تَلْفًا فَقُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ إِذَا أَحْبَبْتَ كَلَفْتَ الصَّبِيَّ وَإِذَا أَبْغَضْتَ أَحْبَبْتَ لِصَاحِبِكَ التَّلْفَ .

১৩৩৬। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, তোমার ভালোবাসা যেন কৃত্রিম না হয় এবং তোমার ঘৃণা যেন ধ্বংসকামী না হয়। আমি (রাবী) বললাম, তা কিভাবে হতে পারে? তিনি বলেন, তুমি যখন ভালোবাসো তখন শিশুর মত হয়ে যাও এবং যখন তুমি ঘৃণা করো তখন তোমার সাথীর (প্রতিপক্ষের) ধ্বংস কামনা করো (এরূপ যেন না হয়) (মুসান্নাফ আবদুর রায়্যাক)।



আহসান পাবলিকেশন

কটাবন বাংলাবাজার মগবাজার

www.ahsanpublication.com